বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার ও শ্রীরামকৃষ্ণ

আশুতোষ ভট্টাচার্য

পরিবেশক
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮, বিধান সরণি,
কলকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী
প্রয়াত পিতৃদেব
ঁকালিদাস ভট্টাচার্যের
পবিত্র স্মৃতি স্মরণে!

জন্ম ঃ- ১৯ মাঘ বুধবার ১৩১১ সাল,
১ ফেব্রুআরি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ।

মৃত্যু ঃ- ১৯ আশ্বিন শনিবার শারদীয়া দেবীপক্ষে
শুক্লা দ্বাদশী তিথি ১৩৯১ সাল,
৬ অক্টোবর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
'রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান'-এ ভোর ছ'টায়।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বালুবেলা (একাঙ্ক নাটক)— মহালয়া ১৩৬৯ সাল

শাক্ত-পদ-শতদল (প্রথম অর্ঘ্য)— ঝুলন পূর্ণিমা, ২৪ শ্রাবণ ১৩৮৩ সাল,
৯ অগস্ট ১৯৭৬ খ্রিঃ

আমি যদি জমা হ'তাম (ভক্তিগীতি স্বরলিপি)— অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ সাল,
নভেম্বর ১৯৭৯ খ্রিঃ
সুরকার— বেচু মুখোপাধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গের নাট্যলীলা (আলোচনা)— মহাপ্রভুর ৫০০ তম জন্ম বর্ষ,
গ্রন্থমেলা- ফেব্রুআরি ১৯৮৬ খ্রিঃ

অভিমন্যু (পৌরাণিক উপন্যাস)— রাখী পূর্ণিমা, ১৩৯৬ সাল

সমকাল [প্রথম শতক] (কবিতা)— বইমেলা ১৯৯৪ খ্রিঃ

সমকাল [দ্বিতীয় শতক] („)— মাঘ ১৪০১ সাল, জানুআরি ১৯৯৫ খ্রিঃ

সম্পাদিত গ্রন্থ

নটী বিনোদিনী রচনা সমগ্র— ১ বৈশাখ ১৩৯৪ সাল

অপরের সম্পাদিত গ্রন্থে প্রবন্ধ

দিলদার সম্পাদিত 'দেশবন্ধু স্মৃতি'-তে
'নাটক ও সঙ্গীতানুরাগী চিত্তরঞ্জন'— জুলাই ১৯৭৫ খ্রিঃ

দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'শতবর্ষের আলোকে শিশিরকুমার'-এ
'শিশিরকুমার ঃ সৌখিন পর্বে ইংরেজি নাট্যাভিনয়'
১৫ আশ্বিন ১৩৮৯ সাল, ২ অক্টোবর ১৯৯১ খ্রিঃ

প্রকাশ আসন্ন

পরমাপ্রকৃতি শ্রীমা ও বঙ্গরঙ্গালয়

রামকৃষ্ণ মঠ
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

ফোন ঃ ২৫৫৪-২২৪৮

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশরণম্ !

আশীর্বাণী

এ-ভব রঙ্গমাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ এক নতুন মানুষ। আমাদের সকলের তিনি প্রিয় ও আপনজন। তাঁর লীলাঙ্গনে অনেক মানুষেরই আনাগোনা। তাঁর মজার কুটিতে আনন্দের হাটে সংসারের পোড় খেকো মানুষদের এক বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা। দ্বার সকলের জন্য অবারিত। পরমাশ্চর্য ভালবাসায় জগৎ ভুল হয়ে যায়।

মানুষ নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দ। দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন, খবর নিচ্ছেন। দেখছেন সব কিছু। অপূর্ণতা, অসঙ্গতি কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি এসেছিলেন পূর্ণ করতে।

এ হেন মানুষ নাট্যশালায় ঢুকে পড়বেন এ আর আশ্চর্য কি? আর শ্রীরামকৃষ্ণ যে নিজেই একজন শিল্পী।

রঙ্গজগতের মধ্যে আবার রঙ্গমঞ্চ। আলোছায়ার এক মায়াময় জায়গা। রঙমাখা মানুষদের হাসি-কান্না, করতালি-বাহবা—অথচ এক চাপা গুমরে ওঠা যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট মানুষদের বেঁচে থাকার এক তীব্র আকুতি—সেই সময় অনুপ্রেরণাময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি। কুশীলবদের আলোর ঠিকানা পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণও এর তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি পৌঁছেছিলেন এই লোকশিক্ষা বিতরণের কেন্দ্রে।

নিছক প্রমোদ-নিকেতন রূপান্তরিত হল আনন্দ-নিকেতনে। উচ্চারিত হয় অহেতুক কৃপালু শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ চৈতন্য-বারতা এবং অভয়-বাণী।

জীবনমঞ্চে এই উদার অনন্ত আকাশতলে পা মেলাতে আর কোন সঙ্কোচ রইল না। অন্ধকার থেকে আলোর ফেরার এ এক আশ্চর্য ইতিহাস! আর সেই কথাই সংবাদ হয়ে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত পুস্তকে বিবৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবন! বিদগ্ধজনের আলোচনার বস্তু। তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে আছে কত মণিমুক্তো! কত লেখাই বেরুচ্ছে, খোঁজ চলেছে, যতদিন যাবে আরও কত কিছু উদ্‌ঘাটিত হবে।

শ্রীভট্টাচার্যও সেই খোঁজেরই পথে! তিনি ডুব দিয়েছেন রামকৃষ্ণ-সারদামৃতে!

ছাত্রাবস্থা থেকেই নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত শ্রীভট্টাচার্য। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আত্মজীবনীতে তাঁর অভিনয় করার খবর আছে। ১৯৭২ সাল থেকে অদ্যাবধি নাটকের বিভিন্ন গবেষণায় অক্লান্ত এই মানুষটি বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত 'ইন্‌স্টিটিউট অব্ ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টসে'র সম্মানিক অধ্যাপক। বর্তমান গ্রন্থটি রসিকজনের তৃপ্তি ও জিজ্ঞাসু মানুষদের কৌতূহল মেটাবার পক্ষে সার্থক গ্রন্থ বলে বিবেচনা করি। প্রার্থনা—শ্রীভট্টাচার্যের শ্রম সার্থক হোক্।

দেবব্রতানন্দ
[স্বামী দেবব্রতানন্দ মহারাজ,
গ্রন্থাগারিক,
উদ্বোধন পাঠাগার।]

Dr. Ajit Kumar Ghosh
M. A., Ph. D., D. Litt
Formerly Vidyasagar Professor and Head of the Dept. of Bengali and Dean, Faculty of Arts, Rabindra Bharati University
Editor, Encyclopaedia of Indian Literature & Modern Indian Literature (Sahitya Akademi)
Ex-President, Bangiya Sahitya Parishad
Editor, Masterpieces of Indian Literature (N B T)

Phone : 337-4814
AE-510, Salt Lake
Calcutta-700 064

Dated........................19

ভূমিকা

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল ধ'রে নাটক ও রঙ্গমঞ্চ নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা ক'রে চলেছেন। 'বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার ও শ্রীরামকৃষ্ণ' তাঁর নবতম মঞ্চবিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ।

১৮৮৩ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত ৬৮, বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত স্টার থিয়েটার বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। স্টার থিয়েটারই প্রথম ইষ্টক নির্মিত থিয়েটার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ে এই থিয়েটারে এসে চৈতন্যরূপিণী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ ক'রে রঙ্গস্থলকে চিরপবিত্র ক'রে দিয়ে যান। গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাটক এখানে অভিনীত হয়েছিল, যথা, চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদচরিত্র, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বুদ্ধদেব চরিত প্রভৃতি। গিরিশ-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীমণ্ডলী, যথা, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, গঙ্গামণি বনবিহারিণী ইত্যাদি এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চশিল্পী জহরলাল ধর এবং তাঁর অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য দৃশ্যপ্রদর্শন—এ-সব কারণে স্টার থিয়েটার মঞ্চের ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। বিশেষ ক'রে স্টার থিয়েটারে ৬৮ নং থিয়েটার বাড়িটি নানা নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনোমোহন থিয়েটারের বিলুপ্তি, অর্থাৎ ১৯৩১ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। নানা নামে একই বাড়িতে জনচিত্তজয়ী বহু অভিনয় হয়েছে। স্টার থিয়েটারের পর একই বাড়িতে নানা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যথা, এমারেল্ড, ক্লাসিক, কোহিনূর, মনোমোহন। সেই স্টার

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবন! বিদগ্ধজনের আলোচনার বস্তু। তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে আছে কত মণিমুক্তো! কত লেখাই বেরুচ্ছে, খোঁজ চলেছে, যতদিন যাবে আরও কত কিছু উদ্‌ঘাটিত হবে।

শ্রীভট্টাচার্যও সেই খোঁজেরই পথে! তিনি ডুব দিয়েছেন রামকৃষ্ণ-সারদামৃতে!

ছাত্রাবস্থা থেকেই নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত শ্রীভট্টাচার্য। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আত্মজীবনীতে তাঁর অভিনয় করার খবর আছে। ১৯৭২ সাল থেকে অদ্যাবধি নাটকের বিভিন্ন গবেষণায় অক্লান্ত এই মানুষটি বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত 'ইন্‌স্টিটিউট অব্ ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টসে'র সম্মানিক অধ্যাপক। বর্তমান গ্রন্থটি রসিকজনের তৃপ্তি ও জিজ্ঞাসু মানুষদের কৌতূহল মেটাবার পক্ষে সার্থক গ্রন্থ বলে বিবেচনা করি। প্রার্থনা—শ্রীভট্টাচার্যের শ্রম সার্থক হোক্।

দেবব্রতানন্দ

[স্বামী দেবব্রতানন্দ মহারাজ,
গ্রন্থাগারিক,
উদ্বোধন পাঠাগার।]

Dr. Ajit Kumar Ghosh
M. A., Ph. D., D. Litt
Formerly Vidyasagar Professor and Head of the Dept. of Bengali and Dean, Faculty of Arts, Rabindra Bharati University
Editor, Encyclopaedia of Indian Literature & Modern Indian Literature (Sahitya Akademi)
Ex-President, Bangiya Sahitya Parishad
Editor, Masterpieces of Indian Literature (N B T)

Phone : 337-4814
AE-510, Salt Lake
Calcutta-700 064

Dated.......................19

ভূমিকা

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল ধ'রে নাটক ও রঙ্গমঞ্চ নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা ক'রে চলেছেন। 'বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার ও শ্রীরামকৃষ্ণ' তাঁর নবতম মঞ্চবিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ।

১৮৮৩ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত ৬৮, বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত স্টার থিয়েটার বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। স্টার থিয়েটারই প্রথম ইষ্টক নির্মিত থিয়েটার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ে এই থিয়েটারে এসে চৈতন্যরূপিণী বিনোদিনীকে আশীর্বাদ ক'রে রঙ্গস্থলকে চিরপবিত্র ক'রে দিয়ে যান। গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাটক এখানে অভিনীত হয়েছিল, যথা, চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদচরিত্র, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বুদ্ধদেব চরিত প্রভৃতি। গিরিশ-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীমণ্ডলী, যথা, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, গঙ্গামণি বনবিহারিণী ইত্যাদি এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চশিল্পী জহরলাল ধর এবং তাঁর অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য দৃশ্যপ্রদর্শন—এ-সব কারণে স্টার থিয়েটার মঞ্চের ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। বিশেষ ক'রে স্টার থিয়েটারে ৬৮ নং থিয়েটার বাড়িটি নানা নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনোমোহন থিয়েটারের বিলুপ্তি, অর্থাৎ ১৯৩১ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। নানা নামে একই বাড়িতে জনচিত্তজয়ী বহু অভিনয় হয়েছে। স্টার থিয়েটারের পর একই বাড়িতে নানা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যথা, এমারেল্ড, ক্লাসিক, কোহিনূর, মনোমোহন। সেই স্টার

থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে রঙ্গভূমির পূণ্যভূমি হওয়ার কাহিনী, অভিনয়শিল্পীদের অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয়, এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় পুরুষ গিরিশচন্দ্রের থিয়েটার পরিচালনা এবং থিয়েটারের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টির ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

লেখক প্রথম পর্বে স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য-কাহিনী আলোচনা ক'রে গুর্মুখরায় ও বিনোদিনীর ভূমিকা আলোচনা ক'রে মূল কেন্দ্রীয় পুরুষ গিরিশচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয়তার কথা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় পর্বে, গুরু ও শিষ্য অর্থাৎ রামকৃষ্ণদেব ও গিরিশচন্দ্রের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরপর কয়েকটি অভিনয়ের আলোচনাও করা হয়েছে। অবশ্য চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বুদ্ধদেব চরিত প্রভৃতি বহুজনপ্রিয় নাটকগুলির আলোচনা থাকলে ভাল হত।

পরিশিষ্ট অংশটি বহু মূল্যবান সংযোজন। গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস, তাঁর প্রতিটি নাটকের অভিনয়ের তারিখ এবং কোন্ মঞ্চে অভিনীত তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টের দ্বিতীয় অংশে গিরিশচন্দ্রের প্রধান শিষ্য অমৃতলাল বসুর প্রতিটি নাটকের রচনাকাল এবং অভিনয়ের তারিখ এবং কোন্ মঞ্চে অভিনীত তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। রঙ্গমঞ্চ, নাট্যকার, নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে লেখক যে আলোচনা করেছেন এবং তথ্যাদি সন্নিবেশিত করেছেন সেগুলি মোটামুটি নাট্যজ্ঞ লোকেদের জানা হলেও একসঙ্গে সব তথ্যের সুনিপুণ সমাবেশের ফলে অনেক পাঠকই উপকৃত হবেন।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অজিত কুমার ঘোষ
৮. ৪. ৯৩

লেখকের কথা

আমার 'বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রকাশিত হ'লো। গ্রন্থটি রচনায় সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এর উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হই। কিন্তু ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকতা থেকে অবসর নেবার আগে এর কোনও প্রবন্ধই লেখা হয় নি। বস্তুত, এই গ্রন্থটি আমার অবসর জীবনের প্রথম অবদান।

আলোচ্য গ্রন্থটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের প্রবন্ধ চারটির সূচনায় ৬৮ বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য-কাহিনী বিবৃত করে উদ্বোধন রজনী থেকে শেষ অভিনয় রজনী পর্যন্ত চার বছর এগার দিনের সার্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত। প্রসঙ্গক্রমে প্রতিষ্ঠাতা গুর্মুখরায় মুসাদ্দির কথা, অভিনেত্রী বিনোদিনীর রঙ্গালয়প্রীতি ও আত্মত্যাগ এবং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের মঞ্চকেন্দ্রিক কর্মদক্ষতা ও সাফল্য সম্বন্ধে বহু তথ্যই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের প্রারম্ভিক প্রবন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত গিরিশচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নৈকট্যের আলোয় গিরিশ-মানস বিবর্তনের ধারা প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছি। তারপর স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্রাকারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে পরবর্তী পৃথক্ পৃথক্ চারটি প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে পাঁচটি অভিনয় রজনীতে রঙ্গমঞ্চে শুভ পদার্পণ এবং ছোট-বড় পাঁচটি নাটক ও একটি প্রহসন দেখার ইতিহাস বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছি। তৃতীয় পর্বের চোদ্দটি প্রবন্ধে এই থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের নতুন যে তেরটি নাটক, একটি গীতিনাট্য ও একটি পঞ্চরং এবং অমৃতলালের যে দু'টি নতুন প্রহসন প্রথমাভিনয়ের গৌরব অর্জন করেছিল, উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপনসহ সেগুলি আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টেরও দু'টি অংশ। প্রথমে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে ও পরে অমৃতলাল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। নাটক ও মঞ্চানুরাগী পাঠক-পাঠিকা আর ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্যবহুল এই অংশ দু'টি সংযোজিত করা হ'লো।

গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল অভিনেয় মঞ্চনাটক-প্রহসনাদির প্রবীনতম প্লে-রাইট। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এমন একটি গ্রন্থও আমি এ পর্যন্ত দেখি নি, যেখানে একনজরে গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলালের অভিনীত রচনার প্রথম

অভিনয় রজনীর ইংরেজি বা বাংলা খ্রিস্টাব্দ-সাল-তারিখ-বার প্রভৃতি নির্ভুল মুদ্রিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলা নাট্যশালার জনক গিরিশচন্দ্রের ও তাঁর সম্বন্ধে রচিত কয়েকটি গ্রন্থের এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। কি অতুলকৃষ্ণ ঘোষের ছয় ভাগে প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', কি দানিবাবুর দশ ভাগে প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', কি সাহিত্য-সংসদের পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত বৃহত্তম 'গিরিশ-রচনাবলী' (যদিও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে বহু লেখা গ্রন্থভুক্ত করা হয় নি), কি উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'গিরিশচন্দ্র' অথবা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র'—কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। এমন কি অনেক নামী লেখকের দামী গ্রন্থেও এর নিদর্শন দুর্লভ নয়। কেবলমাত্র শ্রদ্ধাবশত পূর্বসূরীদের মুদ্রিত পুস্তকের ভুলের অনুলিপি করে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের সহজ পথকে অবলম্বন করার প্রয়াসের ফলেই পাহাড়প্রমাণ ভুলের এই জগদ্দল পাথর জমে উঠেছে। তৃতীয় পর্বে বহু প্রবন্ধের উদ্ধৃতিতে ভুলগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য অভিনয়ের সঠিক তারিখ বের করতে আমাকে সেকালের ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা The Indian Daily News, The Statesman, The Englishman, The Amrita Bazar Patrika প্রভৃতির বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার আলোচনার শরণাপন্ন হতে হয়েছে। বিজ্ঞাপন থেকে ইংরেজি তারিখ মাস খ্রিস্টাব্দ প্রভৃতি পেলেও এই গ্রন্থের সর্বত্র তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নের [ ] মধ্যেকার বাংলা তারিখ বার মাস সাল প্রভৃতি আমার লেখা।

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমান বিডন স্ট্রিট ও সেন্ট্রল এ্যাভিনিউ-এর সংযোগস্থলে একদা তার অস্তিত্ব ছিল। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক সুধী ব্যক্তিও এই থিয়েটারের কথা জানেন না। স্টার থিয়েটার বলতে অনেকে হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারকেই মনে করেন। সেজন্য উভয়ের পার্থক্য বোঝাতে বিডন স্ট্রিট ও হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের ছবি প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় দেওয়া হ'লো।

এই গ্রন্থের ভেতরে চারটি ছবি সংযোজিত হয়েছে—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু ও নটী বিনোদিনী। গিরিশচন্দ্রের ছবিটি যৌবনকালের, সম্ভবত উনিশ শতকে সাতের দশকের শেষে অথবা আটের দশকের প্রথমে তোলা। অমৃতলালের ছবি বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠাবর্ষের অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের। নটী

বিনোদিনীর ছবিটিও প্রায় সমকালে তোলা বলে অনুমিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের বেশ কিছু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি হ'লো ঃ—

স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য-কাহিনী— বিশ্ববাণী, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৪০৬ এবং বৈশাখ ১৪০৭ সাল;

বিনোদিনী দাসী— থিয়েটার অর্ণব, শারদীয়া ২০০১ ;

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র— নবকল্লোল, পৌষ ১৪০৭ সাল ;

স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণ— উদ্বোধন, কার্তিক ১৪০৭ সাল;

দক্ষযজ্ঞ— ভাবমুখে, কার্তিক ১৪০৭ সাল ;

চৈতন্যলীলা— ঐ, চৈত্র ১৪০৭ ও বৈশাখ ১৪০৮ সাল ;

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব, ঐ, শারদীয়া ১৪০৮ সাল ;

'বুদ্ধদেব চরিত'-এর গান ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তবৃন্দ— ঐ, আষাঢ় ১৪০৯ সাল ;

এডুইন আর্নল্ড ও গিরিশচন্দ্র— আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা, আষাঢ় ১৪০৯ সাল।

বলা বাহুল্য, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অবশ্য প্রবন্ধগুলির নাম, আয়তন প্রভৃতি বহু পরিবর্তিত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের বানানে আধুনিক ও প্রাচীন বানানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। নিজের লেখা বানানে আমি আধুনিকতার পক্ষপাতী আর সব জাগয়াতেই তা ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমি অপরের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত অংশের বানানকে ইচ্ছানুসারে আধুনিক বানানে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করার বিরোধী। কারণ এর ফলে প্রাচীন গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য হ্রাস পায় বলে বিশ্বাস। সেজন্য আমি মুদ্রিত গ্রন্থের উদ্ধৃত বানানকে যথাযথভাবে বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছি। কিন্তু যেখানে পুরোনো বই দুষ্প্রাপ্য, গ্রন্থকারের বংশধরদের হাতে অথবা প্রকাশকদের অনলস পরিশ্রমে বানানের বিপর্যয় বা রূপান্তর ঘটেছে, সেখানে বাধ্য হয়ে পরিবর্তিত বানানই গ্রহণ করেছি।

আমার স্নাতকোত্তর নাট্যশিক্ষক, সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর যাঁর সান্নিধ্য ও সাহায্যলাভ করে ধন্য হয়েছি, সেই বিখ্যাত নাট্যসমালোচক ও নাট্যতত্ত্ববিদ্ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের প্রাক্তন ডিন এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এম. এ;

পি. এইচ. ডি ; ডি. লিট স্বীকৃতিস্বরূপ এর ভূমিকা লিখে দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটিরও মর্যাদা বহুল পরিমাণে বর্ধিত করেছেন। তাঁকে আমার ভক্তিবিনম্রচিত্তের শ্রদ্ধা ও প্রণতি নিবেদন করছি। প্রসঙ্গত এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। পূজনীয় ডঃ ঘোষ বহুক্ষেত্রে আমায় তাঁর মূল্যবান উপদেশ দিয়ে সঠিক পথনির্দেশ করেছেন, এই গ্রন্থের ভূমিকার পাণ্ডুলিপি দেওয়ার দিনও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব এবং পরিশিষ্ট দিয়ে এই গ্রন্থটি শেষ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ডঃ ঘোষ এতে বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত অন্তত চারটি নাটক— দক্ষযজ্ঞ, চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও বুদ্ধদেব চরিত— আলোচনা করতে মৌখিক নির্দেশ দেন। তিনি ভূমিকাতেও এর যৌক্তিকতার উল্লেখ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ মানস মজুমদারও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ ঘোষের উপদেশের সম্মান রক্ষা করতে আমি এই গ্রন্থের তৃতীয় পর্ব হিসাবে স্টারের অভিনয়-প্রবাহ সংযোজিত করেছি।

'উদ্বোধন লাইব্রেরী'-র গ্রন্থাগারিক বর্ষীয়ান পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী দেবব্রতানন্দ মহারাজ আমায় এই গ্রন্থটি প্রকাশে তাঁর বহুমূল্য 'আশীর্বাণী' লিখে দিয়ে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আমার ভক্তিপূর্ণ সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

'ইন্‌স্টিটিউট অব্ ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্' এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে চিন্তামুক্ত করেছেন। এখানকার পরিচালকেরা আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছার পাত্র। সবাইকেই আমার সাধুবাদ জানাই।

এই গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশে বিভিন্ন ভাবে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের সকলকেই জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। গ্রন্থটি ভক্ত ও মঞ্চানুরাগী জনগণের আদৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। ইতি—

বিনীত

আশুতোষ ভট্টাচার্য

১৪. ৫. ২০০৩.

রাহা কম্‌প্লেক্স,
২৪, নিউ পঞ্চাননতলা রোড,
ফ্লাট নং বি/৩,
কলকাতা-৭০০০৫৬।

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ

তৃতীয় পর্ব

স্টার-এর অভিনয়-প্রবাহ

পরিশিষ্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

নটী বিনোদিনী

প্রথম পর্ব

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার

এক

স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য-কাহিনী

নটী বিনোদিনী মঞ্চনায়িকা। উনিশ শতকের পেশাদার বঙ্গরঙ্গালয়ের প্রাথমিকপর্বে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা নায়িকা। যদিও তাঁর অভিনয়জীবনের ইতিহাস মাত্র বার বছর এক মাসের ইতিহাস, তবুও সেই অত্যল্পকালের মধ্যেই তিনি নাচে, গানে ও শব্দ-প্রক্ষেপণে অনন্যসাধারণ অভিনয়প্রতিভার পরিচয় দিয়ে দর্শকমানসে চিরস্থায়ী আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে কিংবদন্তীতে পরিণতি লাভ করেছেন। অপরিসীম সাংসারিক দারিদ্র্যে প্রাত্যহিক অন্নবস্ত্রের তাগিদে বালিকা অবস্থাতেই বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী ভুবনমোহন নিয়োগীর 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ (৬ বিডন স্ট্রিট), পরবর্তীকালে যে জমিতে 'মিনার্ভা থিয়েটার' গড়ে উঠেছে, ২ ডিসেম্বর বুধবার ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে [অগ্রহায়ণ ১২৮১ সালে] অথবা ১২ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে [অগ্রহায়ণ ১২৮১ সালে] গভর্ণমেন্ট হিন্দু স্কুলের প্রধানশিক্ষক ও নাট্যকার হরলাল রায়ের দ্বিতীয় রচনা 'শত্রু-সংহার' নাটকে পাণ্ডবদের (প্রথম) 'চর'-এর সামান্য ভূমিকায় মাত্র এগার-বার বছর বয়সে তাঁর অভিনয়জীবনের সূচনা ঘটে।[১] অত্যধিক অধ্যবসায়, ঐকান্তিক আগ্রহে ও অদম্য অভীপ্সায় তিনি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, রাধামাধব কর, অমৃতলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ করে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের শিক্ষাগুণে উত্তরোত্তর সমকালীন রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠা নায়িকারূপে স্বীকৃতা হয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যৌবনের পরিপূর্ণ বিকাশ-লগ্নে মাত্র তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সর্বোচ্চশিখরে আরোহণ করে তিনি রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করে দূরে সরে যেতে বাধ্য হন। ৬৮ বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত প্রথম পর্যায়ের 'স্টার থিয়েটার'-এ (২১ জুলাই শনিবার ১৮৮৩ খ্রিঃ, ৬ শ্রাবণ ১২৯০ সাল[২]—৩১ জুলাই রবিবার ১৮৮৭ খ্রিঃ[৩] [১৬ শ্রাবণ ১২৯৪ সাল], বর্তমান সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ ও বিডন স্ট্রিটের উত্তরদিকের সংযোগস্থলে, ১ জানুআরি শনিবার ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে [১৮ পৌষ ১২৯৩ সালে] গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' পৌরাণিক নাটকে 'দময়ন্তী'

ও 'বেল্লিকবাজার' 'পঞ্চরং'-এ 'রঙ্গিণী' চরিত্রে অভিনয়ের পরে তাঁর অভিনয়জীবনের ওপর চিরদিনের জন্য শেষ যবনিকা নেমে আসে।

বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপীয়র (William Shakespeare) তাঁর শাশ্বত কমেডি 'এ্যাজ্ ইউ লাইক ইট্' (As You Like It) নাটকে আর্ডেনের অরণ্যাঞ্চলে নির্বাসিত ডিউক সিনিওর (Duke Senior), স্যার্ রোল্যান্ড দ্য রয়ের পুত্র অরল্যান্ডো (Orlando) প্রভৃতির সঙ্গে কথোপকথন-প্রসঙ্গে ডিউকের বিষাদপ্রবণ সভাসদ জ্যাক্স (Jaques) সমগ্র পৃথিবীর চিরন্তন সত্য রহস্যকে সকলের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে বলেছেন,—

"Jaques. All the World's a stage,
And all the men and women merely players ;
They have their exits and their entrances ;"[৪]

অর্থাৎ সারা বিশ্ব একটা রঙ্গমঞ্চ এবং তার সমস্ত নর-নারী এক একজন অভিনেতা মাত্র। [ভূমিকা অনুযায়ী] তাদের প্রত্যেকেরই প্রস্থান ও প্রবেশ আছে।

মঞ্চনায়িকা বিনোদিনীর ব্যক্তিগত সংঘাতমুখর চলমান জীবনের প্রেক্ষাপটে অমর নাট্যকারের উপরোক্ত মন্তব্যটি যে অত্যন্ত সার্থক ও যথাযথভাবে প্রযুক্ত হতে পারে, একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপারোপ করে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্বিক অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করে নানাধরণের চরিত্র সৃষ্টি ছিল যাঁর পেশা এবং জীবিকার্জনের অন্যতম প্রার্থিত অবলম্বন, তাঁর নিজের জীবনও কিন্তু কম নাটকীয় নয়। বাংলাদেশের তৃতীয় স্থায়ী নাট্যশালা 'স্টার থিয়েটার'-এর (৬৮ বিডন স্ট্রিট) উদ্ভবের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলেই তা অনায়াসে প্রতীয়মান হবে।

মাড়োয়ারী থিয়েটার ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ জহুরির অসম্ভব আর্থিক কৃপণতার ফলে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী ও অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে দিনের পর দিন তাঁর মনোমালিন্য, অবনিবনা ও

অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। উত্তরোত্তর এর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলে গিরিশচন্দ্র ৪ ফেব্রুআরি রবিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে [২৩ মাঘ ১২৮৯ সালে] তাঁর রচিত প্রথম মঞ্চসফল পৌরাণিক নাটক 'রাবণবধ' অভিনয়ের পরে প্রতাপচাঁদের 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছেড়ে দেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর অনুগামীরাও থিয়েটার পরিত্যাগ করেন। এই অনুগামীরা হলেন অমৃতলাল মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি অনেকেই। আলোচ্য ঘটনার সাড়ে পাঁচ মাস পরে রাজস্থানের অধিবাসী পিতৃহীন মড়োয়ারী নব্যযুবক গুর্মুখরায় মুসাদ্দির অর্থানুকূল্যে বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮ বিডন স্ট্রিটের খালি জমিতে 'স্টার থিয়েটার'-এর নবযাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধন তারিখের উল্লেখ প্রথমেই করেছি। গিরিশচন্দ্রের অধিনায়কত্বে তাঁরই রচিত বিখ্যাত পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' প্রথম অভিনীত হয় এবং তাঁর অনুগামী সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী সূচনা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

'স্টার থিয়েটার'-এর সঙ্গে মঞ্চনায়িকা বিনোদিনীর ব্যক্তিগত জীবনে-তিহাস এতখানি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত যে এক থেকে অন্যকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর জীবনে অকস্মাৎ অভাবনীয় একটা বিরাট ও ব্যাপক ওলটপালট ঘটে গিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, বিনোদিনী ব্যতীত রঙ্গালয়-সংশ্লিষ্ট সমকালের আর কোনও লেখকই মঞ্চেতিহাসের এত বড় একটা ঘটনা সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি বা পরে তাঁর বক্তব্যের বিন্দুমাত্র প্রতিবাদও করেন নি। এতে একদিকে যেমন তাঁদের সমকালীন বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নিরুত্তাপ স্বভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ কারণে বিশেষ ঘটনাকে আড়াল করার মানসিক প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> "আমিও এই সময় প্রতাপ বাবু মহাশয়ের থিয়েটার ত্যাগ করিব মনে মনে করিয়াছিলাম। ইহার আগে আর একটী ঘটনা দ্বারা আমার কতক ব্যথিত হইতে হইয়াছিল। আমি যে সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তিনি তখন অবিবাহিত ছিলেন, ইহার কয়েক মাস আগে তিনি বিবাহ করেন ও ধনবান যুবকবৃন্দের চঞ্চলতা বশতঃ আমার প্রতি কতক অসৎ ব্যবহার করেন। তাহাতে আমাকে অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয়।..... আমা

হইতে যদি একটী থিয়েটার ঘর প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আমি চিরদিন অন্ন সংস্থান করিতে পারিব। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখনই ঐ "ষ্টার থিয়েটার" করিবার জন্য গুর্ম্মুখ রায় ব্যাস্ত। .....থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল। এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অনুরোধ! আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম।..... ক্রমে সেই যুবা অনুপস্থিত, উপস্থিত বন্ধুবর্গের কাতরোক্তি, মন থিয়েটারের দিকে টলিল।...... তিনি পুনঃপনুঃ ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া বলিয়া ছিলেন যে আমিই তাহার কেবল একমাত্র ভালবাসার বস্তু, আজীবন সে ভালবাসা থাকিবে। কিন্তু কই তাহা তো নয়, তিনি বিষয় কার্য্যের ছল করিয়া দেশে গিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয় কার্য্য নয়, তিনি বিবাহ করিতে গিয়াছেন। তবে তাঁহার ভালবাসা কোথায়? এতো প্রতারণা! ..... কিন্তু মধ্যে মধ্যে আবার মনে হইতে লাগিল, যে সেই যুবার দোষ নাই, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি তাঁহার একমাত্র ভালবাসার পাত্রী তবে একি করিতেছি। রাত্রে এ ভাব উদয় হইলে অনিদ্রায় যাইত, কিন্তু প্রাতে বন্ধুবর্গ আসিলে অনুরোধ তরঙ্গ ছুটিত ও রাত্রের মনোভাব একবারে ঠেলিয়া ফেলিত! থিয়েটার করিব সঙ্কল্প করিলাম! .....

সঙ্কল্প দৃঢ় হইল, গুর্ম্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম। ...... এই পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থান্তর গ্রহণ করিতে আমাকে ও থিয়েটারের লোকদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেননা যখন সেই সম্ভ্রন্ত যুবক শুনিলেন যে আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটী থিয়েটারে সংলগ্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তখন তিনি ক্রোধ বশতঃই হউক, কিংবা নিজের জেদ বশতঃই হউক, নানারূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বড় সহজ বাধা নহে! তিনি নিজের জমিদারী হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া বাড়ী ঘেরোয়া করিলেন ; গুর্ম্মুখ বাবুও বড় বড় গুণ্ডা আনাইলেন, মারামারি পুলিশ হাঙ্গামা চলিতে লাগিল।"[৫]

এখানেই সব কিছু শেষ হয় নি। এ ব্যাপারে একদিন বিনোদিনীর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে ওঠে। সেদিন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক মিলিটারি পোষাকে তাঁর ঘরে এসে পর পর তিনবার তরবারি দিয়ে তাঁকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। প্রথমবারের প্রচণ্ড আঘাতে হারমোনিয়ামের ডালার কাট তিন আঙ্গুল পর্যন্ত

ফেঁটে যায়, দ্বিতীয়বারের আঘাত বাজাতে বসার চৌকিতে লাগে এবং তৃতীয়বার বিনোদিনী ক্ষিপ্রগতিতে আঘাতোদ্যত সেই যুবকের হাত চেপে ধরে তীব্র ভর্ৎসনা করে ওঠেন। ব্যর্থ মনোরথ ও আত্মগ্লানিতে ক্ষত-বিক্ষত যুবক তখন মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়েন।[৬] তারপর বিনোদিনী লিখেছেন,—

> "…. কিন্তু চারিদিক হইতে তখন আমায় অষ্ট বজ্র দিয়া থিয়েটারের বন্ধুগণ ও গিরিশ বাবু মহাশয় বাঁধিয়া ফেলিয়া ছিলেন ; কোন দিকে ফিরিবার পথ ছিল না! ….. এখন গুর্ম্মুখ বাবুও ধরিলেন যে আমি একান্ত তাঁর বশীভূত না হইলে তিনি থিয়েটারের জন্য কোন কার্য্য করিবেন না। কাজে কাজেই গোলযোগ মিটিবার জন্য পরামর্শ করিয়া আমাকে মাসকতক দূরে রাখিতে সকলে বাধ্য হইলেন। কখন রানীগঞ্জে, কখন এখানে ওখানে আমাকে থাকিতে হইল। ইহার ভিতর কেমন ও কিরূপ থিয়েটার হইবে এইরূপ কার্য্য চলিতে লাগিল। পরে যখন সব স্থির হইল, …. তখন আমি ফিরিয়া আসিলাম।"[৭]

বিনোদিনীর কলকাতার বাইরে আত্মগোপন ও প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। গুর্মুখরায়ের অর্থে নতুন থিয়েটার বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে, ঐ পাড়ার বনমালী চক্রবর্তীর বাড়ি ভাড়া করে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের মহড়া শুরু হয়েছে এবং রসরাজ অমৃতলাল বসু 'বেঙ্গল থিয়েটার' ছেড়ে এখানে যোগ দিয়েছেন। প্রথম থেকেই গিরিশচন্দ্র একাধারে এর ম্যানেজার, নট, নাট্যকার ও পরিচালক ; অমৃতলাল মিত্র ও অমৃতলাল বসু অভিনয়শিক্ষক, প্রফেসর জহরলাল ধর স্টেজ-ম্যানেজার, দাসুচরণ নিয়োগী বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়ায় সহকারী স্টেজ ম্যানেজার আর গিরিশ-প্রতিবেশী হরিপ্রসাদ বসু পারদর্শিতার জন্য হলেন হিসাবরক্ষক। নতুন থিয়েটারের সমস্তদিকের প্রস্তুতি যখন এক এক করে সমাপ্তির পথে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে ও নতুন থিয়েটারে নতুন নাটকের শুভ উদ্বোধনের দিনক্ষণকে কেন্দ্র করে নানারকম জল্পনা-কল্পনা রীতিমত প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তখনও কিন্তু নবনির্মিত থিয়েটারের নাম রেজিস্ট্রি হয় নি। রেজিষ্ট্রি প্রসঙ্গে বিনোদিনী আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

> "…. থিয়েটার যখন প্রস্তুত হয় তখন সকলে আমায় বলেন যে "এই যে থিয়েটার হাউস হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে।

তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরও তোমার নামটী বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম "বি" থিয়েটার হইবে।" এই আনন্দে আমি আরও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যকালে উঁহারা সে কথা রাখেন নাই কেন—তাহা জানি না! যে পর্য্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজেষ্ট্রি না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে "নাম" হইবে! কিন্তু যে দিন উঁহারা রেজেষ্ট্রি করিয়া আসিলেন—তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহ কয়েক বাকী; তখন আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে "থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল?" দাসু বাবু প্রফুল্ল ভাবে বলিলেন যে "ষ্টার।" এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিটকাল কথা কহিত পারিলাম না। কিছু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম "বেশ"![৮]

আগেই বলেছি, 'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে রঙ্গমঞ্চ-সংশ্লিষ্ট সে সময়ের কোনও ব্যক্তি তাঁদের রচনায় এর বিন্দুমাত্র উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। বিনোদিনীর রচনাকে প্রামাণিক ও যথাযথ বলে মেনে নিয়েও এখন বলছি, তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে যা লিখেছেন, তার বেশি কোনও তথ্য অধিকাংশ মানুষ, এমন কি অনেক মঞ্চ-ঐতিহাসিকেরও অজানা। সেই অজানা কথা জানার আগে বিনোদিনীর এই আত্মজীবনী পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে দু'টি প্রশ্ন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

॥ **এক** ॥ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিজস্ব একটা নতুন থিয়েটার তৈরি করার আত্যন্তিক আগ্রহে বিনোদিনী একদিকে যেমন পূর্বাশ্রিত জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয় পরিত্যাগ করে ধনবান রাজস্থানবাসী মাড়োয়ারী যুবক গুর্মুখরায় মুসাদ্দির আশ্রয় সহকর্মী সমধর্মী সহযোগী অভিনেতাদের প্ররোচনায় শেষপর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ; অন্যদিকে তেমনি জীবনরক্ষার তাগিদে ও বাইরের আকস্মিক ঝামেলা আর পুলিশী হাঙ্গামা এড়াতে তিনি বেশ কিছুদিন পূর্বোক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টির অন্তরালে রানীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেছিলেন। অনুমিত হয়, তাঁর বাইরে অবস্থানকালে নতুন থিয়েটার ও আভ্যন্তরীণ সব

সংবাদ তাঁকে জানানো হয় নি, অথবা বিপরীত কিছু ঘটতে পারে ভেবে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে জানতে না দিয়ে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। সব কথা জানা থাকলে তিনি আত্মজীবনীতে নিশ্চিত তার উল্লেখ করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

।। **দুই** ।। অভিনেতারা বরাবরই বিনোদিনীকে এই বলে আশ্বস্থ করেছেন যে নতুন থিয়েটারের নামের সঙ্গে তার নাম সংযুক্ত থাকবে এবং পার্থিব জীবনাবসানের পর থিয়েটার তৈরিতে আত্মত্যাগের জন্য রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস চিরকাল তাঁকে স্মরণ করবে। কিন্তু নবনির্মিত নাট্যশালা 'স্টার থিয়েটার' নামে নামে রেজিস্ট্রি হওয়ার নেপথ্য-কাহিনী তাঁর আদৌ জানা না থাকায় ও দাসুচরণের কাছ থেকে প্রথম সে খবর পাওয়ায় তিনি তাঁকেই মূলত এজন্য দোষী সাব্যস্থ করেছেন। দাসুচরণের ব্যক্তিগত ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে নামকরণের জন্য তাঁকে এককভাবে দায়ী করা যায় না, সকলের সঙ্গে থাকলেও এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই নগণ্য। বয়েস অল্প হওয়ায় সহকারী স্টেজ-ম্যানেজার বলে কোনও বিষয়েই তাঁর একাধিপত্য ছিল না।

গিরিশচন্দ্রের সদলবলে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' পরিত্যাগ ও 'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্বোধনের সাড়ে পাঁচ মাসের ইতিহাস (৪ ফেব্রুআরি রবিবার ১৯৯৩ খ্রিঃ—২১ জুলাই শনিবার ১৮৮৩ খ্রিঃ) আলোচনা করলেই এই নামকরণের সঙ্গত কারণ অবহিত হওয়া সম্ভব। এই অনালোচিত নেপথ্য-কাহিনীর উপর যথোচিত আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রতাপচাঁদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীরা থিয়েটার ছাড়ার অনেক আগে থেকেই বিভিন্নভাবে নতুন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। গুর্মুখরায়ের সঙ্গেও কথাবার্তা চলছিল এবং থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসার পর তা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। তারপর অত্যন্ত দ্রুত নানারকম ঘটনা-প্রবাহে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়।

গিরিশচন্দ্র নটবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার আগে অনেকবার

পেশাদারী রঙ্গালয়ে অভিনয় করেছেন। কিন্তু সেই সৌখিন অভিনয় ছিল তাঁর নেশা, পেশা নয়। সেজন্য কোন প্রকার দায়বদ্ধতা তাতে ছিল না। প্রাতহিক জীবনধারণের অর্থের প্রয়োজনে তাঁকে তখন চাকরি করতে হয়েছে। কিন্তু পার্কার কোম্পানির দেড়শ' টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে যখনই তিনি একশ' টাকায় প্রতাপচাঁদ জহুরির থিয়েটারের কাজকে স্থায়ী পেশা করে নিলেন, তখনই তাঁর থিয়েটার পরিচালনায় তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। থিয়েটারের উত্তরোত্তর আর্থিক উন্নতি সংশ্লিষ্ট সকলের জীবিকা-নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন বলে অভিনেয় নাটকের অপ্রাচুর্যে তাঁকে প্লে-রাইট (Play-Write) হতে হয়েছে। আবার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছাড়ার পরে 'স্টার থিয়েটার' উদ্বোধনের আগে নিজের ও অনুগামীদের প্রাত্যহিক জীবনের আর্থিক প্রয়োজনে অন্যত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

আকস্মিকভাবে থিয়েটার ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী নট-নটীরা বোধ হয় আর্থিক অসুবিধার মুখোমুখি হন। এই অভাব দূর করতে তিনি 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর তৎকালীন লেসী নটশিষ্য রসরাজ অমৃতলাল বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও নিজের অধিনায়কত্বে 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি' নামে এক নতুন সংগঠন তৈরি করে ঐ থিয়েটারে অভিনয় করতে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির থিয়েটার পরিত্যাগের কয়েক মাস আগে রসরাজ অমৃতলাল এই থিয়েটার ছেড়ে 'বেঙ্গল থিয়েটার' লীজ নিয়ে ঐ থিয়েটার চালাচ্ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "..... নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় 'সীতাহরণ' নাট্যাভিনয়ের পর 'ন্যাশানাল থিয়েটার' হইতে 'বেঙ্গল থিয়েটারে' চলিয়া গিয়াছিলেন।"[৯]

'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 'সীতাহরণ' ২২ জুলাই শনিবার ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে [৭ শ্রাবণ ১২৮৯ সালে] প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকে অমৃতলাল 'সুগ্রীব'-এর চরিত্রে রূপারোপ করেছেন। এর সপ্তম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে [২৫ ভাদ্র শনিবার ১২৮৯ সালে]। তারপর প্রায় এক মাস এই নাটকের আর কোনও অভিনয় হয় নি। অনুমিত হয়, 'সীতাহরণ'-এর সপ্তমাভিনয়ের পরে ও

পরবর্তী অভিনয়ের আগে অমৃতলাল এই থিয়েটার ছেড়ে চলে গিয়েছেন। হয়তো তাঁর পূর্বাভিনীত বলে অথবা তাঁকেও অভিনেতৃ সম্প্রদায়ভুক্ত করার অভীপ্সাতে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি' অভিনয়ের জন্য 'সীতাহরণ' নাটক মনোনীত করেছিল। 'ন্যাশনাল'-এ প্রথমাভিনয়ের আট মাস ছ' দিন পরে এই অভিনয় হয়েছে। 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ ২৮ মার্চ বুধবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে [১৫ চৈত্র ১২৮৯ সালে] অর্ধেক টিকিট মূল্যে এই সংগঠনের 'সীতাহরণ' প্রথম অভিনীত হয়। ঐদিন বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে ঃ—

CALCUTTA
STAR COMPANY
AT THE
BENGAL THEATRE.
HALF PRICE PERORMENCE.
WEDNESDAY, 28 th MARCH,
At 9 p. m.
Babu Grish Chunder Ghosh's
SITA HARAN.

[The Statesman, 28. 3. 1883, Page : 2]

'সীতাহরণ' মঞ্চস্থ হওয়ার তিন দিন পরে ৩১ মার্চ শনিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে [১৮ চৈত্র ১২৮৯ সালে] গিরিশচন্দ্রেরই পূর্বাভিনীত দু'টি পৌরাণিক নাটক 'রামের বনবাস'-এর পরে 'সীতার বনবাস'-এর শেষ দু' অঙ্ক অভিনীত হয়। এই নাটক দু'টির মাঝখানে অভিনয় করা হয়েছে একটি কৌতুক নক্সা বা পঞ্চরং 'টাউন হলে হট্টগোল'। এর রচয়িতার নামের কোথায়ও উল্লেখ নেই।

পূর্বোক্ত 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় এদিন বিজ্ঞাপিত হয় ঃ—

TO-NIGHT! LAST NIGHT!!
CALCUTTA STAR COMPANY,
AT THE BENGAL THEATRE,
Saturday, 31 st March, at 9 p. m.
Baboo G. C. Ghosh's Drama,
RAMA BANABASH.
Comic Sketch,

THE TOWN HALL BABEL.
And the Last Two Acts of
SITA'S EXILE.

[G. G. GHOSH, Manager.
[The Stateman, 31. 3. 1882, Page : 2]

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ 'রামের বনবাস' ১৫ এপ্রিল শনিবার ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে [৩ বৈশাখ ১২৮৯ সালে] ও 'সীতার বনবাস' ১৭ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে [২ আশ্বিন ১২৮৮ সালে] প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি'-তে 'রামের বনবাস' প্রথমাভিনয়ের সাড়ে এগার মাস পরে আর 'সীতার বনবাস' প্রায় এক বছর সাড়ে ছ'মাস পরে অভিনীত হয়।

৩১ মার্চের অভিনয়গুলির ঠিক সাত দিন পরে পরবর্তী সপ্তাহে ৭ এপ্রিল শনিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে [২৫ চৈত্র ১২৮৯ সালে] 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি' ও 'বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি'-র যৌথ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন টিকিটের পূর্ণ মূল্যই ধার্য করা হয়েছিল। অভিনীত হয় প্রথম দলের 'সীতাহরণ' নাটক ও দ্বিতীয় দলের 'হরিশ্চন্দ্র' অপেরা নাটক। অপেরা নাটকটি লিখেছেন কুঞ্জবিহারী বসু ও 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ প্রথম অভিনীত হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে[১০] [১৮ ভাদ্র শনিবার ১২৮৯ সালে]। প্রথম অভিনয় রজনীতে লেখকের নাম বিজ্ঞাপিত হয় নি, কিন্তু পরের সপ্তাহে ৯ সেপ্টেম্বর শনিবার[১১] [২৫ ভাদ্র] দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে লেখকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রবীণ মঞ্চ-ঐতিহাসিক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে[১২] এর প্রথম অভিনয়ের যে উল্লেখ করেছেন, তা ঠিক নয়। সেদিন ছিল শুক্রবার ১২৮৯ সাল। এখানে উল্লেখ্য, পেশাদার নাট্যশালায় সেকালে শুক্রবার সাপ্তাহিক মধ্যবর্তী নিয়মিত অভিনয় হয় নি। এ কালের বিশিষ্ট মঞ্চ-ঐতিহাসিক শিশির বসু কোনরকম পর্যালোচনা না করে কেবলমাত্র ডাঃ দাশগুপ্তের ভুল তারিখেরই অন্ধ অনুসরণ করেন নি, অপেরা নাটকের লেখকের নামও ভুল করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"...... ১৫ সেপ্টেম্বর এখানে নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্নের 'হরিশ্চন্দ্র' মঞ্চস্থ হয়।"[১৩]

তিনি অন্যত্র উল্লেখ করেছেন,—

"হরিশ্চন্দ্র নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন ১৫/৯/১৮৮২"[১৪]

উভয় দলের যৌথ অভিনয়ের দিন নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল ঃ—

To-night, Saturday, the 7th April, at 9 p. m.

AT THE BENGAL THEATRE,

Baboo G. C. Ghosh's Drama,

SITA HARAN,

BY THE

CALCUTTA STAR COMPANY,

And the Opera

HARISH CHANDRA,

BY THE

BENGAL THEATRE COMPANY.

FULL PRICE.

[The Statesman, 7. 4. 1883 Page : 2]

'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি' কর্তৃক 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম ও তৃতীয় বিজ্ঞাপনে অনুল্লেখ থাকলেও দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের নাম 'ম্যানেজার' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ বা অনুল্লেখ যাই হোক্ না কেন, তিনি যে এর মধ্যমণি বা প্রাণপুরুষ ছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁরই নেতৃত্বে, তাঁরই লেখা নাটকে, তাঁরই সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায়, তাঁরই অনুগামী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়েই এই নতুন কোম্পানির যাত্রা শুরু। ৭ এপ্রিলের পরে আর কোনও অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায় না। বোধ হয়, এভাবে অভিনয় করার প্রয়োজনও তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। এই কোম্পানির নেতৃত্বের মতন গুর্মুখরায় মুসাদ্দির ৬৮ বিডন স্ট্রিটের নতুন থিয়েটারের সার্বিক দায়িত্বও এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের ওপরেই ন্যস্ত করা হয়েছিল। তিনিই ছিলেন এরও মধ্যমণি বা প্রাণপুরুষ ; একাধারে ম্যানেজার, নট, নাট্যকার ও পরিচালক। নতুন থিয়েটার বাড়ি তৈরির তদারকি, নাট্যশালার বিভিন্নদিকের কাজ-কর্মের যথাযথ বিলি-ব্যবস্থা, অভিনয়োপযোগী নতুন নাটক রচনা, অভিনেতা-

অভিনেত্রীদের চরিত্রানুগ ভূমিকা-বণ্টন, যথোপযুক্ত মহড়া প্রভৃতির জন্য তিনি ও তাঁর দলীয় অভিনেতারা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি'-র আর কোনও নাটক অভিনয় করাও সম্ভব ছিল না।

বিনোদিনীর আত্মজীবনী দেখে মনে হয়, তিনি এই সময় কলকাতা থেকে বহুদূরে বসবাস করতেন বলে নবনির্মিত এই কোম্পানি ও তার অভিনয়গুলির কোনও খবর পান নি। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র জানা থাকলে তিনি আত্মজীবনীতে নিশ্চিত তার উল্লেখ করতেন আর 'স্টার' নামকরণের জন্য দাসুচরণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করতেন না। গুর্মুখরায়ের থিয়েটার বাড়ি তৈরির শেষের দিকে নতুন নাটকের মহড়া আরম্ভ হলে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ-কর্ম ত্বরান্বিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও মানসিক প্রবণতা দেখা গেলেও বিশেষ কারণে নামকরণ ও রেজিস্ট্রিকে দীর্ঘ বিলম্বিত করা হয়েছিল। মনে হয়, এই বিলম্বের বিশেষ কারণ 'বিনোদিনী থিয়েটার' বা 'বি. থিয়েটার' নামকরণের বিরুদ্ধ প্রবহমান নেপথ্য চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত। 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি'-র অভিনেতাদের চক্রান্ত, বিশেষ করে বঙ্গরঙ্গালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নট, নাট্যপরিচালক, অনন্যসাধারণ প্লে-রাইট ও বিশিষ্ট গীতিকার গিরিশচন্দ্রের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই যে 'ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি' থেকে 'স্টার থিয়েটার' নামের উদ্ভব হয়েছে,— একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

১। বিনোদিনীর প্রথম অভিনয়', আমার লেখা দ্রষ্টব্য।

২। 'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

GRAND OPENING NIGHT
STAR THEATRE
BEADON STREET
PROPRIETOR..... BABOO GOORMUK ROY
To-night
Saturday, 21st July,
AT 9 P. M.
BABOO G. C. GHOSH'S NEW DRAMA,

DAKSHYA YAJNA

EVEARYTHING GRADD & WONDERFULL

G. C. GHOSH,

Manager.

[The Indian Daily News, 21.7.1883, Page : 1]

৩। 'স্টার থিয়েটার'-এর শেষ অভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

FAREWELL NIGHTS.

STAR THEATRE.

Saturday, 30th July, at 9 p. m.

NALA-DAMOYANTI

AND

BEBAHO BIBHRAT.

Next day, Sunday, at Candle-light

BUDHA GAUTAMA

AND

BELLIK BAZAR.

These will be the last performances of the Company in this House.
Let us bid you a Hearty Adiew Amidst Chears and Tears.

G. G. GHOSH, Manager,

[The Indian Daily News, 30.7.1887, Page :1]

৪। Act-II, Scence-VII.

৫। 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা', প্রথম খণ্ড, নব সংস্করণ ঃ সন্ ১৩২০ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৬০-৬৫।

৬। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৬-৬৭।

৭। ঐ ঐ পৃষ্ঠা ঃ ৬৮।

৮। ঐ ঐ পৃষ্ঠা ঃ ৭১-৭২।

৯। 'গিরিশচন্দ্র', একবিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৯।

১০। 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ 'হরিশ্চন্দ্র' অপেরা নাটকের উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

To-Night! To-Night!!

BENGAL THEATRE.

Saturday. the 2nd September 1882, at 9 p. m.

GRAND NEW OPERA

"HARISH CHANDRA"

NEW GRAND SCENERIES!! .

MECHANICAL SCENIC EFFETS!!

[The Statesman, 2. 9. 1882, Page : 2]

১১। ঐ দ্বিতীয় রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

Success ! Success !!

BENGAL THEATRE.

Saturday, the 9th September 1882, at 9 p. m.

Second Performance of Baboo Kunja Behary Bose's

Most Successful Opera

"HARISH CHANDRA"

NEW GRAND SCENERISE !!

MECHANICAL SCENIC EFFETS !!

[The Satesman, 9.9.1882, Page : 2]

১২। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', পঞ্চম অধ্যায় ঃ ১৮৮১-১৯০০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫।

১৩। 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার', প্রথম খণ্ড, 'বেঙ্গল থিয়েটার', প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৮০, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩ ; পৃষ্ঠা ঃ৪৮।

১৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট, ক. অভিনয়-তালিকা, পৃষ্ঠা ঃ৭০।

দুই
প্রতিষ্ঠাতা গুর্মুখরায় মুসাদ্দি

গুর্মুখরায় মুসাদ্দি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গণেশদাস মুসাদ্দি আর মাতা ভক্তিমতী ও দানশীলা রূপাদেবী। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। মুসাদ্দি পরিবার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়োয়ারী, রাজস্থানের অধিবাসী। তাঁদের আদি নিবাস রাজস্থানের অন্তর্গত মান্দাওয়া। গণেশদাস ছিলেন হোর মিলার কোম্পানির বেনিয়ান এবং প্রচুর অর্থ ও বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। গুর্মুখরায় যৌবনে মাত্র আঠার বছর বয়সে পিতার অকালমৃত্যুর পর পৈত্রিক বিপুল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী ও হোর মিলার কোম্পানির বেনিয়ান হন। ইতিমধ্যেই তাঁর বিবাহ হয়ে গিয়েছিল, স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীদেবী।[১]

যৌবনের প্রারম্ভে অভিভাবকহীন অবস্থা ও আর্থিক প্রাচুর্য গুর্মুখরায়কে ক্রমশ বিপথগামী করে তোলে। প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ অভিনেত্রী বিনোদিনীর অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হন ও তাঁকে একান্তভাবে নিজের করে পাবার জন্য আত্মহারা হয়ে ওঠেন। বিনোদিনী তাঁর আশ্রিতা হলে তিনি তাঁর নামানুসারে একটি নতুন থিয়েটার তৈরি করে দেবারও প্রতিশ্রুতি দেন। প্রথমে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলেও পরে নানাকারণে বিনোদিনী স্বীকৃতা হন। গুর্মুখরায় একবার নতুন থিয়েটার বাড়ির পরিবর্তে তৈরি বাবদ খরচের পঞ্চাশ হাজার টাকা স্বেচ্ছায় তাঁকে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু বিনোদিনী তাতে রাজি না হয়ে থিয়েটারের জন্য জেদ করেন। এতে তাঁর অসাধারণ রঙ্গালয় প্রীতি ও নির্লোভ চরিত্র সুপরিস্ফুট।[২] শেষপর্যন্ত গুর্মুখরায় বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮ বিডন স্ট্রিটের খালি জমি লীজ নিয়ে সেখানে কলকাতা শহরের তৃতীয় স্থায়ী নাট্যশালা গড়ে তোলেন। প্রস্তুতিপর্বে নতুন নাট্যশালার নাম বিনোদিনীর নামানুসারে প্রথমে 'বিনোদিনী থিয়েটার', পরে তাঁর নামের আদ্যাক্ষর অবলম্বনে 'বি. থিয়েটার' রাখার কথা হলেও তা রক্ষিত হয় নি। সহকর্মী অভিনেতাদের চক্রান্তে এই নাট্যশালা 'স্টার থিয়েটার' নামে রেজিস্ট্রি করা হয়। এ ব্যাপারে নাট্যাচার্য

রিশচন্দ্রের নেতৃত্বে বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র আর নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসুর ভূমিকাই ছিল মুখ্য এবং নামটিও নেওয়া হয়েছে গিরিশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাতা স্টার কোম্পানি' থেকে।[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুর্মুখরায় বয়সে বিনোদিনীর চেয়ে ছোট। বিনোদিনীর জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে আর গুর্মুখরায়ের জন্ম ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে।

২১ জুলাই শনিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, ৬ শ্রাবণ ১২৯০ সালে 'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্বোধন রজনী থেকে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছ'মাসেরও কম সময় গুর্মুখরায় এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের তিনটি নতুন পৌরাণিক নাটক এই সময়ে এখানে অভিনীত হয়েছে। উদ্বোধন রজনীতে 'দক্ষযজ্ঞ', ১১ অগস্ট শনিবার—২৭ শ্রাবণ 'ধ্রুবচরিত্র' ও ১৫ ডিসেম্বর শনিবার [১ পৌষ] 'নল-দময়ন্তী'। এ ছাড়া পুরোনো যে সব নাটক-প্রহসনাদি এখানে মঞ্চস্থ হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে গিরিশচন্দ্রেরই চারটি পৌরাণিক নাটক 'রামের বনবাস' ২৯ অগস্ট [১৩ ভাদ্র বুধবার], 'সীতার বনবাস' ২৬ সেপ্টেম্বর [১০ আশ্বিন বুধবার], 'সীতাহরণ' ২৭ অক্টোবর [১১ কার্তিক শনিবার], ও 'রাবণবধ' ৮ ডিসেম্বর [২৩ অগ্রহায়ণ শনিবার], একটি নাট্যরূপ 'মেঘনাদবধ' ২১ নভেম্বর [৬ অগ্রহায়ণ বুধবার] এবং অমৃতলাল বসু ও রামনারায়ণ তর্করত্নের একটি করে আর দীনবন্ধু মিত্রের দু'টি প্রহসন যথাক্রমে 'চোরের উপর বাটপাড়ি' ২৪ অক্টোবর [৮ কার্তিক বুধবার], 'চক্ষুদান' ২৭ অক্টোবর [১১ কার্তিক শনিবার] আর 'সধবার একাদশী' ৫ ডিসেম্বর [২০ অগ্রহায়ণ বুধবার] ও 'জেনানা যুদ্ধ' ('জামাই-বারিক'-এর পরিবর্তিত নাম) ১৯ ডিসেম্বর [৫ পৌষ বুধবার] অভিনীত হয়।

গুর্মুখরায়ের মালিকানায় নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের পর পর তিনটি পৌরাণিক নাটকই অভূতপূর্ব মঞ্চসাফল্য লাভ করে। নতুন থিয়েটারের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি নাটকের এরূপ জনপ্রিয়তা সেকালের রঙ্গমঞ্চের একটি বিরল ঘটনা বলা যেতে পারে। তার ওপর পূর্বাভিনীত গিরিশচন্দ্রেরই দর্শক সমাদৃত চারটি পৌরাণিক নাটক ও একটি নাট্যরূপ, তিনজন খ্যাতনামা লেখকের চারটি ভিন্নধর্মী প্রহসন পুনরভিনয় যথেষ্ট বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিল। গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য নেতৃত্বে, নট-নটীদের অনবদ্য অভিনয়ে ও নাট্যসঙ্গীতের অনুপম মাধুর্যে অতি অল্প সময়ের ভেতর 'স্টার থিয়েটার'-এর ভিত্তি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও দুর্বার

গতিবেগ যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল, তখনই গুর্মুখরায়কে থিয়েটার ও বিনোদিনীর সম্পর্ক থেকে দূরে সরে থেকে বাধ্য করা হয়। ধর্মপ্রাণ ও উদারচেতা সূরজমল ঝুনঝুনওয়ালা (তুলসান) ছিলেন গণেশদাস মুসাদ্দির অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও প্রতিবেশী। গণেশদাসের মৃত্যুর পর সূরজমল বন্ধুপুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হয়ে তাঁর বিপুল বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতেন। গুর্মুখরায়ের থিয়েটারের ব্যবসায় ও অভিনেত্রীর সংস্রবকে তিনি কোনদিনই ভাল চোখে দেখেন নি। স্ত্রী বর্তমানে বিপথগামী একমাত্র পুত্রের ব্যবহার ধর্মপ্রাণা জননী রূপাদেবীরও ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে। সামাজিক রীতি-নীতি বিরোধী থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য সমস্ত আত্মীয়-স্বজনও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেন। অভিভাবক সূরজমল, মাতা রূপাদেবী ও আত্মীয়-স্বজনের প্রবল প্রতিকূলতায় আশাতিরিক্ত লাভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুর্মুখরায় 'স্টার থিয়েটার' বিক্রি করে দেন।

গুর্মুখরায় প্রথমে বিনোদিনীকে থিয়েটারের সমস্ত স্বত্ব দান করতে চেয়েছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বাধা দিয়ে এবং বিনোদিনীর মা ও দিদিমাকে প্রভাবিত করে তা হতে দেন নি। পরে তাঁরই প্রচেষ্টায় গুর্মুখরায়ের ওপর বিনোদিনীর প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে মাত্র এগার হাজার টাকায় চারজনের নামে 'স্টার থিয়েটার' কেনা হয়। এঁরা হলেন বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র, নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু, সহকারী মঞ্চাধ্যক্ষ দাসুচরণ নিয়োগী ও হিসাবরক্ষক হরিপ্রসাদ বসু। থিয়েটার কেনার দু'হাজার টাকা অমৃতলাল মিত্র, দু'হাজার টাকা দাসুচরণ নিয়োগী ও এক হাজার টাকা হরিপ্রসাদ বসু দেওয়ায় মূল দাম এগার হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। বাকি সমস্ত টাকা জোড়াসাঁকোর বিশিষ্ট ধনী হরিধন দত্তের ভাই কৃষ্ণধনের কাছে ধার করা হয়েছিল। বড়দিন উপলক্ষে এই সময়ে গড়ের মাঠে এক বিরাট প্রদর্শনী চলছিল। থিয়েটারের নিয়মিত অভিনয়ের দিনগুলি ব্যতীত অন্যান্য দিনে 'স্টার সম্প্রদায়' সেখানে নতুন পৌরাণিক নাটক 'নল-দময়ন্তী'-র অভিনয় করে প্রচুর অর্থ উপায় করেন। সেই টাকায় থিয়েটার কেনার দেনা মিটিয়ে দেওয়া হয়। অমৃতলাল বসু কেনার জন্য কোনও টাকা দেন নি, তবু গিরিশচন্দ্রের নির্দেশে তাঁর রচনাশক্তি ও সাহিত্যিক প্রতিভার কথা ভেবে তাঁকেও অংশীদার করা হয়।

বাংলানাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে গুর্ম্মুখরায় মুসাদ্দি ও 'স্টার থিয়েটার'-কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গুণীজনের বিভ্রান্তিকর তথ্য দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। এতে কিছু কিছু তথ্য সত্য হলেও সামগ্রিকভাবে কোনও বক্তব্যকেই মেনে নেওয়া যায় না। গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনে পনের বছরের লিপিকর ও পার্শ্বসহচর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "উন্নতির এই প্রথম প্রভাতেই গুর্ম্মুখ রায় অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে সামাজিক শাসনের কঠোরতায় থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হয়।"[৪]

ওপরে উদ্ধৃত বাক্যটির দ্বিতীয়াংশ সত্য হলেও প্রথমাংশ ঠিক নয়।

গিরিশযুগের উদীয়মান নট ও পরবর্তীকালে হাতিবাগানের 'স্টার থিয়েটার'-এ প্রতিষ্ঠিত 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কোম্পানি'-র নট, নাট্যকার ও পরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "…. এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায় হইতেই গুর্ম্মুখ রায় নূতন একটী থিয়েটার খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, ফলে, এখন যেখানে মনোমোহন থিয়েটার, ঐ স্থানে গুর্ম্মুখরায়ের স্বত্ত্বাধিকারিত্বে ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় দেখা দিলেন। এই সম্প্রদায়ের কর্ণধার আচার্য্য গিরিশচন্দ্র ও উত্তরসাধক শ্রীযুক্ত অমৃতালাল বসু ও সুকণ্ঠ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র। সে ১৮৮৪ সালের কথা। ষ্টারের প্রথম নাটক গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ'।
>
> কিছুকাল থিয়েটার করিয়া গুর্ম্মুখ রায় ইহলোক ত্যাগ করিলে, তাঁহার অভিভাবকগণ থিয়েটার বিক্রয় করিয়া ফেলিল।"[৫]

ওপরে উদ্ধৃতটিতে 'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্বোধনের খ্রিস্টাব্দ ও গুর্মুখরায়ের মৃত্যুর পর অন্যের দ্বারা তা বিক্রি হওয়া—কোনটাই ঠিক নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের প্রাক্তন অধ্যাপক আচার্য ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন—

> "গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বিনোদিনী প্রভৃতি কয়েকজন ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল ছাড়িয়া দিয়া গুরমুখ রায়ের[৬] নবগঠিত 'ষ্টার থিয়েটার'-এ যোগ দিলেন। এখানে গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' লইয়া প্রথম অভিনয় হইল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গুরমুখ রায়ের মৃত্যু হইলে

অমৃতলাল বসু ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন থিয়েটারটি কিনিয়া লইলেন।

৪। ইনি ছিলেন পাঞ্জাবী।"[৬]

ওপরের উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে আটটি ত্রুটি ধরা পড়ে। (১) গিরিশচন্দ্র অন্যান্যদের সঙ্গে 'গ্রেট ন্যাশনাল' ছাড়েন নি, প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার' পরিত্যাগ করেছেন। (২) সে সময় অমৃতলাল বসু তাঁর সাথে ছিলেন না, তিনি 'বেঙ্গল থিয়েটার' লীজ নিয়ে তা চালাচ্ছেন। (৩) অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল) গিরিশচন্দ্রের দলে ছিলেন না, তিনি 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এই থেকে যান। (৪) গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছাড়েন নি, ছেড়েছেন ৪ ফেব্রুআরি রবিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে [২৩ মাঘ ১২৮৯ সালে] অভিনয়ের পরে। (৫) গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি 'নবগঠিত 'ষ্টার থিয়েটার'-এ যোগ' দেন নি, তাঁরই নেতৃত্বে গুর্মুখরায়ের অর্থে এই থিয়েটার গড়ে ওঠে। (৬) '১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে' এই থিয়েটারের সঙ্গে গুর্মুখরায়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না, এর প্রথম অভিনয় রজনী ২১ জুলাই শনিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, ৬ শ্রাবণ ১২৯০ সালে। (৭) গুর্মুখরায়ের মৃত্যুর পর '১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে' থিয়েটার হস্তান্তরিত হয় নি, হয়েছে উদ্বোধনের বছরেই ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে। (৮) গুর্মুখরায় পাঞ্জাবী ছিলেন না, তিনি রাজস্থানের অধিবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভূক্ত মাড়োয়ারী।

গুর্মুখরায়ের সঙ্গে বিনোদিনীর সম্পর্ক মাত্র ছ'মাসের ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। লোকচক্ষুর বাহ্যিক দৃষ্টিতে 'স্টার থিয়েটার' বিক্রি করে তিনি থিয়েটার ও বিনোদিনীর সম্পর্ক পরিহার করলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁকে ভুলতে পারেন নি কোনদিন। এর ফলে তাঁর মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। থিয়েটার পরিত্যাগের ছ'মাস পরে তিনি সাংসারিকজীবনে বীতস্পৃহ হয়ে সব কিছু চেড়ে কাশীতে চলে যান। সেখানে সাধুসঙ্গে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি দীক্ষিত হন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়সে অকালে সেখানে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুকালে মা রূপাদেবী, স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী এবং দুই শিশুকন্যা পার্বতী ও বাসন্তী জীবিতা ছিলেন। গুর্মুখরায়ের মৃত্যু ও বিনোদিনীর পেশাদার নাট্যশালা থেকে চিরতরে বিদায়গ্রহণ প্রায় সমসাময়িক ঘটনা।

১। 'নায়িকা ও নাট্যমঞ্চ', দেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ঃ ৯১-৯২।

২। 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা', বিনোদিনী দাসী, নব সংস্করণ ঃ সন্ ১৩২০ সালে, পৃষ্ঠা ঃ ৬০-৭৩।

৩। 'স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য-কাহিনী' দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ঃ ৯-১৪।

৪। 'গিরিশচন্দ্র', একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৯২।

৫। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর', প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৪০, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪।

৬। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৭২-১৯১২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ২৮২।

৭। 'নায়িকা ও নাট্যমঞ্চ', দেবনারায়ণ গুপ্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৯৬।

তিন

মধ্যমণি নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র

৬৮ বিডন স্ট্রিটের বা প্রথম পর্যায়ের 'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্বোধন রজনী ২১ জুলাই শনিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ, ৬ শ্রাবণ ১২৯০ সাল থেকে শেষ অভিনয় রজনী ৩১ জুলাই রবিবার ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ [১৬ শ্রাবণ ১২৯৪ সাল] পর্যন্ত এর পরমায়ু মাত্র চার বছর এগার দিন। উদ্বোধন রজনী থেকে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ অবধি এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা গুর্মুখরায় মুসাদ্দি আর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের সূচনা থেকে শেষ অভিনয় রজনী পর্যন্ত এর স্বত্বাধিকারী হলেন চারজন— নট ও নায়ক অমৃতলাল মিত্র, নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু, সহকারী মঞ্চাধ্যক্ষ দাসুচরণ নিয়োগী ও হিসাবরক্ষক হরিপ্রসাদ বসু। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ হলেন এই থিয়েটারের মধ্যমণি, সমকালীন পেশাদার নাট্যশালা ত্রয়ীর—'বেঙ্গল', 'ন্যাশনাল' ও 'স্টার'— সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে এর ম্যানেজার, নট, নাট্যকার ও পরিচালক, সর্বোপরি গ্রীক নাটকের নেমিসিসের (Nemesis) মত তিনিও এর ভাগ্যনিয়ন্তা। এই থিয়েটারের সার্বিক ব্যাপারে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য সর্বজনস্বীকৃত। গুর্মুখরায়ের অর্থানুকূল্যে নতুন থিয়েটার বাড়ির স্থান নির্বাচন, জমির মালিক বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী কীর্তিচন্দ্র মিত্রের কাছ থেকে লীজ গ্রহণ, নতুন রঙ্গালয় তৈরির সাথে সাথে যথাযথ হিসাবপত্র রাখার জন্য দক্ষ হরিপ্রসাদ বসুকে হিসাবরক্ষক নিয়োগ, অভিনেয় কাহিনী নিরূপণ ও নাটক রচনা, বিডন স্ট্রিটেই বনমালী চক্রবর্তীর বাড়ি ভাড়া করে মহড়ার ব্যবস্থা, থিয়েটারের নামকরণে প্রভাব বিস্তার ও রেজিস্ট্রিকে বিলম্বিত করা, নতুন নতুন নাটক প্রভৃতি রচনা করে অভিনেয় নাটকের অভাব পূরণ ও বৈচিত্র্যসৃষ্টি, গুর্মুখরায় থিয়েটার বেচতে বাধ্য হলে বিনোদিনীর দ্বারা অল্প টাকায় তা কিনিয়ে দেবার সুযোগ সৃষ্টি, অনুগামীদের সামান্য অর্থে—এমন কি রসরাজ অমৃতলালকে বিনা টাকায় স্বত্বাধিকারী করা,—সর্বত্রই তাঁর একাধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। এই থিয়েটারের অন্তিম-লগ্নেও তাঁর প্রতিপত্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নি। বিখ্যাত ধনী গোপাললাল শীল

টাকার জোরে সুকৌশলে থিয়েটার কর্তৃপক্ষদের স্থানচ্যুত করতে চাইলে তাঁরই প্রখর বুদ্ধিমত্তায় ও বিচক্ষণতায় শেষপর্যন্ত শেষরক্ষা হয়।

বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ সর্বসমেত সতেরটি নতুন নাটক, প্রহসন প্রভৃতি অভিনীত হয়েছে। এই সতেরটির মধ্যে পনেরটিই গিরিশচন্দ্রের রচনা। অবশিষ্ট দু'টির লেখক অমৃতলাল বসু। আবার গিরিশচন্দ্রের পনেরটি রচনার মধ্যে ছ'টি পূর্ণাঙ্গ ও দু'টি ক্ষুদ্রায়তন পৌরাণিক নাটক, পাঁচটি ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক, একটি গীতিনাট্য ও একটি পঞ্চরং। এখানে অভিনীত তাঁর সমস্ত রচনা যে মঞ্চসাফল্য লাভ করে নি—একথা যেমন সত্য ; তেমনি সত্য—অধিকাংশ নাটকই অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এগুলির মধ্যে আবার কোনও কোনও নাটক অভিনয়সাফল্যের নিরিখে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে ও বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। অমৃতলালের দু'টি প্রহসনই সে যুগের অত্যন্ত মঞ্চসফল প্রহসন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল ব্যতীত আর কোনও নাট্যকারের নতুন নাটক, প্রহসন প্রভৃতি এখানে অভিনীত হয় নি। ওপরের রচনাগুলি বাদে অন্যান্য যে সব অভিনয় এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সবই পুরোনো রচনার পুনরভিনয়। এতেও গিরিশচন্দ্রের অবিসংবাদিত প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। একা তাঁরই দর্শকমণ্ডলী আদৃত পুরোনো ছ'টি পৌরাণিক নাটক, তিনটি নাট্যরূপ ও তিনটি গীতিনাট্য অভিনীত হয়েছে। অন্যান্য নাট্যকারদের পুনরভিনীত রচনার তালিকায় রয়েছে চারটি প্রহসন, তিনটি গীতিনাট্য ও দু'টি রঙ্গনাট্য বা পঞ্চরং। প্রহসন চারটির তিনজন লেখক— রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র ও অমৃতলাল বসু ; গীতিনাট্য তিনটির রচয়িতা— অতুলকৃষ্ণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও একজন অজ্ঞাত এবং রঙ্গনাট্য বা পঞ্চরং দু'টিরই লেখক অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে মঞ্চোপস্থাপনার একঘেয়েমী কাটাতে নতুন ও পুরোনো সব নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রভৃতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার অভিনীত হয়েছে।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'স্টার থিয়েটার'-এ গিরিশচন্দ্রের তিনটি নতুন পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়েছে— উদ্বোধন রজনীতে 'দক্ষযজ্ঞ', ১১ অগস্ট শনিবার—২৭ শ্রাবণ 'ধ্রুবচরিত্র' ও ১৫ ডিসেম্বর শনিবার [১ পৌষ] 'নল-দময়ন্তী'। ওপরের তিনটি নাটকই মঞ্চসাফল্য লাভ করেছে। এ ছাড়া

এ বছরে এখানে যে সব পুরোনো নাটক, প্রহসন প্রভৃতি অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে গিরিশচন্দ্রেরই চারটি পৌরাণিক নাটক 'রামের বনবাস' ২৯ অগস্ট [১৩ ভাদ্র বুধবার], 'সীতার বনবাস' ২৬ সেপ্টেম্বর [১০ আশ্বিন বুধবার], 'সীতাহরণ' ২৭ অক্টোবর [১১ কার্তিক শনিবার], 'রাবণবধ' ৮ ডিসেম্বর [২৩ অগ্রহায়ণ শনিবার] ও একটি নাট্যরূপ 'মেঘনাদবধ' ২১ নভেম্বর [৬ অগ্রহায়ণ শনিবার] এবং অমৃতলাল বসু ও রামনারায়ণ তর্করত্নের একটি করে আর দীনবন্ধু মিত্রের দু'টি প্রহসন যথাক্রমে 'চোরের উপর বাটপাড়ি' ২৪ অক্টোবর [৮ কার্তিক বুধবার] ও 'চক্ষুদান' ২৭ অক্টোবর [১১ কার্তিক শনিবার] এবং 'সধবার একাদশী' ৫ ডিসেম্বর [২০ অগ্রহায়ণ বুধবার] ও 'জেনানা যুদ্ধ' ১৯ ডিসেম্বর [৫ পৌষ বুধবার]। 'জেনানা যুদ্ধ' দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' প্রহসনের পরিবর্তিত নাম। সেকালের অনেক রঙ্গালয়ে এই নামে প্রহসনটির বহু অভিনয় হয়েছে। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, গিরিশচন্দ্র 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে প্রজাপতি মহারাজ 'দক্ষ'-এর ভূমিকা ব্যতীত তাঁর রচিত অন্য কোনও নতুন নাটকে রূপারোপ করেন নি, তবে পুরোনো নাটকগুলির পুনরভিনয়ে পূর্বতন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন।

'স্টার থিয়েটার' বিক্রির পর নতুন স্বত্বাধিকারীদের সময়ে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের নতুন করে লেখা পূর্ণাঙ্গ ও স্বল্পায়তন পাঁচটি নাটক ও একটি গীতিনাট্য এবং অমৃতলাল বসুর দু'টি ছোট-বড় প্রহসন অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্রের পাঁচটি নাটকের চারটিই পৌরাণিক— 'কমলেকামিনী' ২৯ মার্চ শনিবার— ১৭ চৈত্র ১২৯০ সাল, 'বৃষকেতু' (এক অঙ্ক) ২৬ এপ্রিল শনিবার [১৫ বৈশাখ ১২৯১ সাল], 'শ্রীবৎস-চিন্তা' ৭ জুন শনিবার— ২৬ জ্যৈষ্ঠ, 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (দু' অঙ্ক) ২২ নভেম্বর শনিবার— ৮ অগ্রহায়ণ ও একটি ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা' ২ অগস্ট শনিবার— ১৯ শ্রাবণ এবং একটি গীতিনাট্য 'হীরার ফুল' ২৬ এপ্রিল শনিবার [১৫ বৈশাখ]। অমৃতলালের প্রহসন দু'টির প্রথমটি 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে (এক দৃশ্য) ২৬ এপ্রিল শনিবার [১৫ বৈশাখ] ও দ্বিতীয়টি 'বিবাহ-বিভ্রাট' ২২ নভেম্বর শনিবার—৮ অগ্রহায়ণ। এ বছরে অভিনীত 'শ্রীবৎস-চিন্তা' ও 'প্রহ্লাদচরিত্র' দর্শকসমাজকে আকৃষ্ট করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ;

কিন্তু অন্যান্য নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন মঞ্চসাফল্য লাভ করেছে। এদের মধ্যে 'চৈতন্যলীলা' অপরিসীম জনপ্রিয়তায়, অনন্যতুল্য মঞ্চসাফল্যে ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভিন্ন সুধীসমাগমে অমরত্বলাভ করেছে। বিগত বছরের নতুন ও পুরোনো নাটক, প্রহসন প্রভৃতির সঙ্গে পূর্বাভিনীত গিরিশচন্দ্রের একটি পৌরিাণিক নাটক 'অভিমন্যু বধ' ১৬ মার্চ [৪ চৈত্র শনিবার ১২৯০ সাল], অতুলকৃষ্ণ মিত্রের একটি পৌরাণিক গীতিনাট্য 'আদর্শ সতী' ২১ মে [৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১২৯১ সাল] ও অজ্ঞাত লেখকের 'কামিনীকুঞ্জ' ২৩ জানুআরি [১০ মাঘ বুধবার ১২৯০ সাল] পুনরভিনীত হয়।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে 'স্টার থিয়েটার'-এ নতুন যে তিনটি নাটক প্রথম অভিনীত হয়েছে, সবগুলির লেখকই গিরিশচন্দ্র। নাটক তিনটির মধ্যে দু'টি ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরাসাত্মক চরিত নাটক— 'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ বা 'নিমাই সন্ন্যাস' ১০ জানুআরি শনিবার [২৭ পৌষ ১২৯১ সাল] ও 'বুদ্ধদেব চরিত' ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার—৪ আশ্বিন ১২৯২ সাল এবং একটি পৌরাণিক নাটক 'প্রভাস যজ্ঞ' ৩০ মে শনিবার [১৮ জ্যৈষ্ঠ]। এ বছরের প্রথম নাটকের অভিনয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। নাটকটি একেবারেই দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। শেষ নাটকটি চললেও আগেকার পৌরাণিক নাটকগুলির মত সাফল্য অর্জনে অসমর্থ হয়েছে। কিন্তু মধ্যবর্তী নাটক 'বুদ্ধদেব চরিত' অপর দু'টি নাটকের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। অসামান্য মঞ্চসাফল্যে, অভূতপূর্ব দর্শক সমাগমে ও অপরিসীম জনপ্রিয়তায় এই নাটকটি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এ বছরেও গিরিশচন্দ্রের বিগত দেড় বছরের নতুন ও পুরোনো নাটক প্রভৃতির সঙ্গে অমৃতলালের গত বছরের প্রহসন দু'টিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয়। এদের সাথে এ বছরের অভিনয়ে যুক্ত হয়েছে পুরোনো তিনটি গীতিনাট্য, দু'টি নাট্যরূপ, একটি পৌরাণিক নাটক ও অজ্ঞাত লেখকের একটি রঙ্গনাট্য বা পঞ্চরং। এ গুলির মধ্যে পাঁচটিই গিরিশচন্দ্রের রচনা— দু'টি গীতিনাট্য 'মায়াতরু' ৪ জানুআরি [২১ পৌষ রবিবার ১২৯১ সাল] ও 'দোললীলা' ১ মার্চ [১৯ ফাল্গুন রবিবার], দু'টি নাট্যরূপ 'মৃণালিনী' ২৫ মার্চ [১৩ চৈত্র বুধবার] ও 'পলাশীর যুদ্ধ' ২৬ এপ্রিল [১৪ বৈশাখ রবিবার ১২৯২ সাল] এবং একটি পৌরাণিক নাটক 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ১৯ ডিসেম্বর [৫ পৌষ শনিবার]। এ ছাড়া

পুনরভিনীত হয়েছে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পৌরাণিক গীতিনাট্য 'সতী কি কলঙ্কিনী?' ১৪ জানুআরি [২ মাঘ বুধবার] ও অজ্ঞাত লেখকের রঙ্গনাট্য বা পঞ্চরং 'ঝক্‌মারির মাশুল' ৮ এপ্রিল [২৭ চৈত্র বুধবার]।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'স্টার থিয়েটার'-এ গিরিশচন্দ্রের মাত্র দু'টি নতুন রচনা প্রথম অভিনীত হয়েছে। প্রথমটি ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ১২ জুন শনিবার [৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সাল] ও দ্বিতীয়টি পঞ্চরং 'বেল্লিকবাজার' ২৬ ডিসেম্বর রবিবার [১২ পৌষ]। জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্যের নিরিখে দু'টি রচনার ভাগ্যই সুপ্রসন্ন, তবে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' তুলনারহিত। অভূতপূর্ব দর্শকমণ্ডলীর সমাবেশে এই নাটকের অভিনয় বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে। এ বছরেও বিগত বছরগুলির মত আগেকার নতুন ও পুরোনো নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রভৃতির অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো দু'টি গীতিনাট্যও সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম গীতিনাট্যটি গিরিশচন্দ্রের 'আগমনী' ২৬ সেপ্টেম্বর [১১ আশ্বিন রবিবার ১২৯৩ সাল] ও দ্বিতীয় গীতিনাট্যটি অজ্ঞাত লেখকের 'বিজয়া' ৯ অক্টোবর [২৪ আশ্বিন শনিবার] অভিনীত হয়। শেষোক্ত গীতিনাট্যের লেখকের নাম প্রচার করা না হলেও অনুমিত হয় এটি সম্ভবত অতুলকৃষ্ণ মিত্রের রচনা। 'বিজয়া বা প্রতিমা বিসর্জ্জন' নামে তাঁর একটি গীতিনাট্য ৩০ অক্টোবর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ 'স্টার থিয়েটার'-এর অত্যন্ত অশুভ বছর। বছরের প্রথম দিন থেকেই এর সূত্রপাত। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় যাঁর অবদান ও আত্মত্যাগ অপরিসীম, শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্যা অভিনেত্রী, সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠা মঞ্চনায়িকা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সুধীসমাজ প্রশংসিতা ;— সেই বিনোদিনী যশ, সম্মান ও প্রতিপত্তির উত্তুঙ্গশীর্ষে উপনীতা হয়ে মাত্র তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে ১ জানুআরি শনিবার [১৮ পৌষ ১২৯৩ সাল] অভিনয়ের পরে 'স্টার থিয়েটার' থেকে চিরদিনের জন্য বিদায়গ্রহণ করেন বা করতে বাধ্য হন। লক্ষণীয়, এদিনটি 'কল্পতরু উৎসব'-এর দ্বিতীয় বছর। শ্রীরামকৃষ্ণ এক বছর আগে এই দিনটিতেই ভক্তদের কাছে 'কল্পতরু' হয়েছিলেন, সেদিন ছিল ১ জানুআরি শুক্রবার ১৮ পৌষ। দু' বছরেরই ইংরেজি ও বাংলা

তারিখ এক, কেবল খ্রিস্টাব্দ বা সাল ও বার আলাদা। এ বছরে গিরিশচন্দ্রের ভগভদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক একটি মাত্র নতুন চরিত নাটক 'রূপ-সনাতন' ২১ মে শনিবার—৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ সালে প্রথম অভিনীতি হয়েছে। কিন্তু নাটকটি একেবারেই চলে নি। আলোচ্য বছরে এখানে যা মঞ্চস্থ হয়েছে, অধিকাংশই এই থিয়েটারে অভিনীত আগেকার নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রভৃতি ; অবশিষ্ট সবই পুরোনো রচনা, যা বিগত বছরগুলিতে মঞ্চস্থ হয়েছে। এই থিয়েটারের শেষ অভিনয় রজনী ৩১ জুলাই রবিবার ১৮৮৭ খিস্টাব্দ [১৬ শ্রাবণ ১২৯৪ সাল]। এদিন অভিনীত হয়েছে 'নল-দময়ন্তী' ও 'বেল্লিকবাজার'।

কলকাতা কলুটোলা অঞ্চলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনকুবের স্বর্গীয় মতিলাল শীলের (১৭৯১ খ্রিঃ—১৮৫৪ খ্রিঃ) পৌত্র গোপাললাল শীল এই সময়ে বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও দর্শকসমাগমে আকৃষ্ট হন এবং অকস্মাৎ তাঁর থিয়েটাবের স্বত্বাধিকারী হবার প্রবল বাসনা দেখা দেয়। তিনি অর্থের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত 'স্টার থিয়েটার'-কে করায়ত্ব করার জন্য জমির পরলোকগত মালিক কীর্তিচন্দ্র মিত্রের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে সুকৌশলে ঐ জমি ক্রয় করে নেন। তারপর তিনি থিয়েটারের চারজন মালিক— অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, দাসুচরণ নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ বসুর নামে উচ্ছেদের নোটিশ জারি করেন। স্বত্বাধিকারীরা তাতে বেকায়দায় পড়ে গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। অনেক সলাপরামর্শ করার পর তাঁরা ঐ থিয়েটার বাড়ি গোপাললালকে ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিলেন। 'স্টার'-কর্তৃপক্ষ বাড়ি বেচলেন বটে, কিন্তু থিয়েটারের নাম বা গুড়উইল (Goodwill) হস্থান্তর করলেন না। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা অনেকখানি। থিয়েটার বিক্রির টাকায় 'স্টার'-কর্তৃপক্ষ হাতিবাগান অঞ্চলে গ্রে স্ট্রিটের (বর্তমান 'ঋষি অবরিন্দ সরণি') কাছে ৭৫-৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিটের (বর্তমান '৭৯/৩/৪ বিধান সরণি') খালি জমি কিনে নতুন করে 'স্টার থিয়েটার' গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন আর গোপাললাল বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এর নাম পরিবর্তিত করে 'এমারেল্ড থিয়েটার' নামকরণ করে অভিনয় করাতে শুরু করেন।

হাতিবাগানের নতুন বাড়ি তৈরির সময় 'স্টার'-কর্তৃপক্ষ দেনার দায়ে মাত্র আড়াই হাজার টাকায় নিলামে বিক্রীত 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' বাড়ি (৬ বিডন স্ট্রিট) কিনে নেন। পরে ঐ বাড়ি ধূলিসাৎ করে তাঁরা তার কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিসপত্র নতুন বাড়ি তৈরির কাজে লাগান। কয়েক বছর বাদে পূর্বোক্ত খালি জমিতে নতুন করে গড়ে ওঠে 'মিনার্ভা থিয়েটার'। এখানকার দ্বারোদঘাটিত হয় ২৮ জানুআরি শনিবার ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে, ১৬ মাঘ ১২৯৬ সালে গিরিশচন্দ্র অনূদিত সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। নতুন 'স্টার থিয়েটার'-এর নক্‌শা থেকে আরম্ভ করে বাড়ি নির্মাণ, ভেতর ও বাইরের নয়নাভিরাম নানাধরণের অলঙ্করণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন ইঞ্জিনীয়র ও নাট্যরসিক মঞ্চসজ্জাকর যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিখ্যাত স্টেজ-ম্যানেজার ধর্মদাস সুর। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ গ্যাসবাতির আলোকমালার সুশোভিত করে তোলেন মেসার্স পি. সি. মিত্র এণ্ড কোম্পানি। অর্থের অভাবে একবার নতুন বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র এই সময়ে বাধ্য হয়ে গোপাললালের 'এমারেল্ড থিয়েটার'-এ ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করে যে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস পান, তা থেকে ষোল হাজার টাকা বিনা শর্তে নতুন থিয়েটার বাড়ি সমাপ্তির জন্য 'স্টার'-কর্তৃপক্ষকে দান করেন। 'এমারেল্ড'-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকায় তিনি প্রকাশ্যে নতুন থিয়েটারের উদ্বোধনের জন্য কোনও নাটক দিতে না পারলেও গ্যালিফ্ স্ট্রিটে খাল পাড়ে ভাড়া করা খোলার ঘরে গোপনে ছদ্মবেশে 'নসীরাম' নাটকটি অনুগামী শিষ্যদের লিখে দেন। হাতিবাগানের দ্বিতীয় পর্যায়ের 'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্বোধন হয় ২৫ মে শুক্রবার ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ সালে। এদিন 'সেবক' ছদ্মনামে প্রচারিত 'নসীরাম' প্রথম অভিনয় হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহাবসানের (১৬ অগস্ট ১৮৮৬ খ্রিঃ, ৩১ শ্রাবণ ১২৯৩ সাল) এক বছর ন'মাস আট দিন পরে হাতিবাগানের বা দ্বিতীয় পর্যায়ের 'স্টার থিয়েটার' যাত্রা শুরু করে।

চার
মঞ্চলক্ষ্মী নটী বিনোদিনী

বিনোদিনী হাতিবাগান অঞ্চলে ১৪৫ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিটে দিদিমার খোলার বাড়িতে আনুমানিক ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কয়েক ঘর গরীব ভাড়াটের সামান্য ঘরভাড়া ও অন্যের বাড়িতে কাজ করে তাঁর মা যা পেতেন, সব মিলিয়ে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে অভাব-অনটনের মধ্যে কোনরকমে তিনি সংসার চালাতেন। বালিকা অবস্থায় জীবিকানির্বাহের তাগিদে বিনোদিনী মাত্র এগার-বার বছর বয়সে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ যোগ দেন। ২ ডিসেম্বর [বুধবার] অথবা ১২ ডিসেম্বর [শনিবার] ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে হরলাল রায়ের 'শত্রু-সংহার' নাটকে পাণ্ডবদের 'প্রথম চর'-এর ছোট্ট ভূমিকায় তাঁর প্রথম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব।[১] বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ ১ জানুআরি শনিবার ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে [১৮ পৌষ ১২৯৩ সালে] গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' ও 'বেল্লিকবাজার' পঞ্চরং-এ রঙ্গিণী চরিত্র রূপায়ণই তাঁর শেষ অভিনয়। মাত্র বার বছরের অভিনেত্রীজীবনে তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য, পঞ্চরং প্রভৃতিতে ষাটটিরও অধিক ভূমিকায় অভিনয় করে বঙ্গরঙ্গালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে সমাদৃতা হয়ে মাত্র তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে থিয়েটার পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি সেকালে প্রতিষ্ঠিত সবগুলি নাট্যশালাতেই অভিনয় করেছেন— ১) 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' (৬ বিডন স্ট্রিট) ডিসেম্বর ১৮৭৪ খ্রিঃ— ফেব্রুআরি ১৮৭৭ খ্রিঃ, ২) 'বেঙ্গল থিয়েটার' (৯ বিডন স্ট্রিট) মার্চ ১৮৭৭ খ্রিঃ— অগস্ট ১৮৭৭ খ্রিঃ, ৩) 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (৬ বিডন স্ট্রিট) সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ খ্রিঃ— ৪ ফেব্রুআরি ১৮৮৩ খ্রিঃ ও ৪) 'স্টার-থিয়েটার' (৬৮ বিডন স্ট্রিট) জুলাই ১৮৮৩ খ্রিঃ— ১ জানুআরি ১৮৮৭ খ্রিঃ। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ তিনি অভিনেত্রী হিসাবে প্রশংসিতা হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার ক্রমোন্নয়ন ঘটে প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের শিক্ষাগুণে।[২] 'স্টার

থিয়েটার' প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ও আত্মত্যাগ বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে।[৩] বিনোদিনীর উল্লেখযোগ্য অভিনয় হ'লো ঃ- 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ 'মৃণালিনী'-তে 'মনোরমা', 'কপালকুণ্ডলা'-য় 'কপালকুণ্ডলা' ও 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে 'আয়েষা'; 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ 'মেঘনাদবধ'-এ 'প্রমীলা', 'পলাশীর যুদ্ধ'-এ 'ব্রিটানিয়া', 'বিষবৃক্ষ'-এ 'কুন্দনন্দিনী', 'মায়াতরু'-তে 'ফুলহাসি', 'মোহিনী প্রতিমা'-য় 'সাহানা', 'রাবণবধ'-এ 'সীতা' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এ 'দ্রৌপদী' এবং 'স্টার থিয়েটার'-এ 'দক্ষযজ্ঞ'-এ 'সতী', 'নল-দময়ন্তী'-তে 'দময়ন্তী', 'চৈতন্যলীলা'-য় 'নিমাই', 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এ 'বিলাসিনী কারফরমা', 'বুদ্ধদেব চরিত'-এ 'গোপা', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'-এ 'চিন্তামণি' প্রভৃতি।

বিনোদিনীর জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা 'চৈতন্যলীলা' নাটকে 'নিমাই' চরিত্রাভিনয়। এই অভিনয় করে তিনি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, মহামহিমান্বিত পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ, ভারতে থিওসফিক্যাল আন্দোলনের অন্যতম নেতা কর্ণেল অল্‌কট, প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন প্রভৃতি অনেক দেশী-বিদেশী মনীষী ও জ্ঞানী-গুণীর আন্তরিক আশীর্বাদ লাভ করেছেন। সর্বোপরি ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৬ আশ্বিন ১২৯১ সালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয় দেখার পরে প্রথম সাক্ষাতে তাঁর মস্তক স্পর্শ করে 'তোমার চৈতন্য হোক্' বলে স্নেহাশীর্বাদে তাঁকে চিরকৃতার্থ করেছেন। এই মধুর স্মৃতি তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয় ও তিনি ঠাকুরের পতিতপাবন ভাগবদ্‌সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। গলরোগে অসুস্থ হয়ে ৫৫ শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে ঠাকুর যখন বসবাস করতেন, বিনোদিনী তখন গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষের পরামর্শে তাঁর সঙ্গে ইউরোপীয় সাহেবের ছদ্মবেশে দ্বাররক্ষক নিত্যনিরঞ্জন ঘোষের (সন্ন্যাসজীবনে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) চোখে ধূলো দিয়ে ঠাকুরকে শেষবার দর্শন ও প্রণাম করেন। ১০ অক্টোবর শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [২৫ আশ্বিন ১২৯২ সালে] এই ঘটনা ঘটেছিল।[৪]

অভিনেত্রীজীবনের অবসানে বিনোদিনী উত্তর কলকাতার শেষপ্রান্তে প্রাসাদপ্রতিম অট্টালিকায় বধূজীবন যাপন করেন। উদারহৃদয় আশ্রয়দাতার

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও অপরিসীম বদান্যতায় তাঁর অতীতের সমস্ত দুঃখময় স্মৃতি একে একে বিদূরিত হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর একমাত্র কন্যা শকুন্তলার জন্ম হয়। তার ডাকনাম ছিল কালো। সাংসারিক আনন্দে তাঁর অন্তর কানায় কানায় ভরে ওঠে। মাত্র তের বছর বয়সে ২৭ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩১০ সালে [১০ মার্চ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে] এই কন্যার আকস্মিক মৃত্যু তাঁর সাময়িক আনন্দোজ্জ্বল জীবনকে আবার বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। কন্যার অকালপ্রয়াণের পর যাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর বিষাদাতুর জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল, সেই সর্বশেষ আশ্রয়দাতা ১৪ চৈত্র বুধবার ১৩১৮ সালে [২৭ মার্চ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে] রামনবমী তিথিতে পরলোকগমন করেন। আশ্রয়দাতার জীবনাবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরের দিন তাঁকে সেই বিরাট প্রাসাদচ্যুত হয়ে আবার ফিরে আসতে হয় কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিটে দিদিমার পুরোনো বাড়িতে।

মহিলা কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রেও বিনোদিনীর অবদান উল্লেখযোগ্য, যদিও ব্রাত্য-সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণের জন্য উপযুক্ত স্বীকৃতি আজও তিনি পান নি। 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনয় করার সময়েই ১২৯২ সালে 'ভারতবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত বঙ্গরঙ্গালয় সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখতেন। 'বাসনা' (১৩০৩ সাল) তাঁর প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ, এতে চল্লিশটি বিভিন্ন খণ্ড কবিতা ও 'আভা' নামে একটি আখ্যায়িকা কাব্য বা কাব্যোপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। 'কনক ও নলিনী' (১৩১২ সাল) তাঁর দ্বিতীয় ও শেষ কাব্যগ্রন্থ। এটিও কাব্যোপন্যাস বা আখ্যায়িকা কাব্য। একমাত্র কন্যার অকালমৃত্যুর পর কাব্যটি রচিত ও তারই নামে উৎসর্গীকৃত।

বিনোদিনী তাঁর অভিনয়জীবনকে কেন্দ্র করে দু'টি আত্মজীবনী লিখেছেন, যা বাংলা নাট্যশালার প্রাথমিকপর্বের ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। প্রথম আত্মজীবনী 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা', প্রথম খণ্ড ১৩১৯ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়, পরের বছর ১৩২০ সালে এর নব সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় আত্মজীবনী 'আমার অভিনেত্রী

জীবন' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম বর্ষে ১৩৩১ সালের ৪ মাঘ থেকে ১৩৩২ সালের ২৬ বৈশাখ পর্যন্ত এগারটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়।[৫]

বিনোদিনীর শেষজীবন বড় দুঃখময়। তাঁর আপনজন বা আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না। সকালে গঙ্গাস্নান, দুপুরে পূজাপাঠ, সন্ধ্যাকালে কখনও হাতিবাগানের 'স্টার থিয়েটার'-এ আবার কখনও বা রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ'-এ যেতেন। তিনি বাড়িতে 'রাধা-গোবিন্দ' মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিকে দেবোত্তরে রূপান্তরিত করেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি গেরুয়া কাপড় পরতে শুরু করেন। ২৯ মাঘ মঙ্গলবার ১৩৪৭ সালে মাঘীপূর্ণিমার শেষ রাতে[৬] [ইংরেজি মতে ১২ ফেব্রুআরি বুধবার ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে] একদা বঙ্গরঙ্গালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ও নায়িকা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভাগ্যবিড়ম্বিতা গৃহবধূ, ব্রাত্যসমাজভুক্ত প্রতিভাময়ী লেখিকা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদধন্যা বিনোদিনী সকলের অজ্ঞাতে আটাত্তর বছর বয়সে পরলোক-গমন করেন।

১। আমার লেখা 'বিনোদিনীর প্রথম অভিনয়' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা', প্রথম খণ্ড, বিনোদিনী দাসী, 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে। যৌবনারম্ভে।' নব সংস্করণ ঃ সন্ ১৩২০ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৪৯-৫৬।

৩। 'স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য-কাহিনী' দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ঃ ৪-১৪।

৪। 'শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা', প্রথম খণ্ড, স্বামী প্রভানন্দ, চতুর্থ প্রকাশ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, May 1996, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯, ৪২-৪৩।

৫। বিনোদিনীর অভিনেত্রীজীবন ও লেখিকাজীবন আমার সম্পাদিত 'নটী বিনোদিনী রচনা সমগ্র' অবলম্বনে রচিত। প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৯৪ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৯০-২০০।

৬। 'নায়িকা ও রঙ্গমঞ্চ', দেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ঃ ৮৮।

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ

এক

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র

কবি-কথিত দুর্লভ পরশমণির ছোঁয়ায় নগণ্য লৌহখণ্ডও মহামূল্য সোনায় রূপান্তরিত হয়। পরশমণি রোমান্টিক কবির নিছক কল্পনামাত্র। জড়বাদী বৈজ্ঞানিক বাস্তবজগতে এর কোনও অস্তিত্বই নেই— অতীতে যেমন ছিল না, বর্তমানেও যেমন দেখা যায় না, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে না। কিন্তু বস্তুকেন্দ্রিক বিজ্ঞানকে সাময়িকভাবে পরিহার করে আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক বিশ্বের দিকে দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করলে প্রকৃত পরশমণির সন্ধান পাওয়া যায়। ঊনিশ শতকে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রবক্তা, মানবকল্যাণে লোকশিক্ষা ও শিবজ্ঞানে জীবসেবার নবচেতনা উন্মেষের পথিকৃত এবং অধ্যাত্মসুষমার পরিপূর্ণ জীবন্ত মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই কাঙ্ক্ষিত পরশমণি। এই পরশমণি স্বপ্নাতুর ভাবুকের অলস কল্পনাবিলাস নয়, বিজ্ঞানের স্তূপীকৃত বিচার-বিশ্লেষণ নয়, ভ্রান্ত মানসিকতার অহেতুক জল্পনা নয় ; যুগ যুগ ধরে শতাব্দির পরপারেও সেই পরশমণির দেববাঞ্ছিত হিরণ্যদ্যুতিস্পর্শে আজও অগণিত নরনারীর অন্তরাকাশ আলোয় ভরে উঠছে। বঙ্গরঙ্গালয়ের জনক, অপূর্ব ধীশক্তি ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী, প্রথম শ্রেণীর নট নাট্যকার ও পরিচালক নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবন ও চিন্তাধারা শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত সান্নিধ্যে এসে এই পরশমণির স্পর্শে কতখানি প্রভাবিত হয়েছে, তা দেখানোর জন্যই এর অবতারণা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করার পর গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যুগাবতার ঠাকুর স্বয়ং ভাগবান। তিনি ইচ্ছময়, কল্পতরু, পতিতপাবন, দীনবন্ধু। তাঁর মঙ্গলময় সুদুর্লভ স্পর্শে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য নরবপু ধারণ করে তিনি নরলীলা করছেন। গিরিশচন্দ্রকেও শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরূপ জগন্মাতা মা ঁভবতারিণীর দেখানো ভৈরব বলে স্বীকার

করে নিয়েছেন। গৃহী ভক্ত অক্ষয়কুমার সেন এ সম্পর্কে লিখেছেন,—

"গিরিশ তাঁহার জন অতিশয় তেজা।
গৃহীভক্তচূড়ামণি বিশ্বাসের রাজা।।
কে তিনি শুনহ কথা সন্দ হবে দূর।
একদিন প্রভুদেব লীলার ঠাকুর।।
কহিছেন আপনার অন্তরঙ্গগণে।
কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে।।
উপবিষ্ট হেনকালে দেখি নিরখিয়া।
আইল মূরতি এক নাচিয়া নাচিয়া।।
বগলে বোতল দুটি চুলে বাঁধা ঝুঁটি।
পুরুষের চিহ্ন যেন খেঁজুরের আঁটি।।
কেবা সে যখন আমি জিজ্ঞাসিনু তায়।
কহিল ভৈরব মুই আইনু হেথায়।।
কিবা প্রয়োজন তারে পুছিলে আবার।
উত্তর করিল কার্য করিব তোমার।।
গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর।
দেখিনু ভৈরব সেই তাহার ভিতর।।"[১]

স্বামী সারদানন্দের রচনাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,—

"..... শ্রীযুত গিরিশকে ঠাকুর ভৈরব বলিতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালিকামাতার মন্দিরে ভাবসমাধিতে তাঁহাকে একদিন ঐরূপ দেখিয়াছিলেন।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে বার বার বলেছেন , 'গিরিশ সত্য মিথ্যার পার। দিনে দিনে ওর পরিবর্তন ঘটবে। একদিন লোকে ওর ভক্তি দেখে আশ্চর্য হবে।' ভক্ত আর ভগবান, ভগবান আর ভক্ত! যেন এপিট আর ওপিট! দেহীরূপে ভগবান ভক্তদের কাছে এসে আপনজনের মত লীলাবিহার করছেন, অন্যজন অহৈতুকী কৃপার অনন্যতুল্য প্রতিভূ হয়ে তাঁর সেই লীলার আপ্তসহায়ক হয়েছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ যথার্থই লিখেছেন,—

"শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বঙ্গসমাজে প্রধানতঃ মহাকবি ও নট বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি একনিষ্ঠা ভক্তি ও

> ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া গিরিশ-জীবন যেমন মহিমমণ্ডিত হইয়াছিল, গিরিশকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাও তেমনি জীবকল্যাণে অপূর্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। গিরিশের জীবন বুঝিতে গেলে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দেওয়া চলে না, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা বুঝিতে গেলেও গিরিশের জীবন তেমনি অপরিহার্য।"[৫]

বহু মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে,— যুক্তি দিয়ে যা বিশ্লেষণ করা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝানো যায় না, ভাষা দিয়ে যা প্রকাশ করা যায় না। কেবলমাত্র তা অনুভূতিগম্য, অন্তর দিয়ে যাঁর উপলব্ধি করতে হয়, সমস্ত সত্তায় যাঁকে বরণ করে নিতে হয়, অনুরাগের মাধ্যমে যাঁর একান্ত আপন হতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসার আগে সনাতন হিন্দুধর্মদ্বেষী জড়বাদী নাস্তিক গিরিশচন্দ্রের জীবনে আকস্মিকভাবে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল, যা তাঁর তেত্রিশ বছরের প্রবহমান জীবনধারাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান লিগের হেডক্লার্ক ও ক্যাশিয়ারের পদে কাজ করার সময় তিনি সিমুলিয়ার মিত্র পরিবারে বিখ্যাত লালচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী ও বিহারীলালের প্রথমা কন্যা সুরতকুমারীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর ছ'মাস অতিবাহিত হবার আগেই তিনি নিদারুণ বিসূচিকা রোগে বা ওলাওঠায় আক্রান্ত হন। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হওয়ায় তাঁর জীবনসংশয় দেখা দেয়। চিকিৎসকেরা জবাব দিলে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা সজলচোখে অন্তিমপ্রহর গণনা করতে থাকেন। জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়ম। ব্যাধি নিরাময়ের জন্য লৌকিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সে যাত্রায় গিরিশচন্দ্র কোনও লৌকিক উপায়ে নয়, অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি শয্যাশায়ী অবস্থায় সহসা তিনি দেখলেন, সামনে এক অদৃষ্টপূর্ব অপরূপা লাবণ্যময়ী মাতৃমূর্তি— যাঁর পরণে লাল চওড়া পাড় সাড়ি, সীমন্তে উজ্জ্বল রক্তাভ সিঁদুরের রেখা, বাৎসল্যময়ী নয়নযুগল স্নেহাশিসে পরিপূর্ণ। মা তাঁকে প্রসাদ খাইয়ে অভয় দিয়ে বলছেন, 'এই মহাপ্রসাদ খাও, তুমি ভাল হবে, ভয় নেই।' অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতায় চমকে উঠলেন গিরিশচন্দ্র! অচিন্ত্যনীয় এ কি

মাতৃমূর্তি তিনি দেখলেন! পূর্ণ চেতনায় মা'র দেওয়া মহাপ্রসাদের স্বাদ তিনি রসনায় অনুভব করতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে ক্রমশ তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।[৪] এই ঘটনায় তাঁর জীবনের গতিপথের রূপান্তর দেখা দিল। নতুন করে আবার তাঁর জীবনে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটল।

"গিরিশচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা

শকাব্দা ১৭৬৫/১০/১৪/৪/৩৫

(সন ১২৫০, ১৫ই ফাল্গুন, ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৪ খ্রীঃ, সোমবার, শুক্লাষ্টমী)

কোষ্ঠিতে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়

১। লগ্নে শুক্র তুঙ্গী। ২। দ্বিতীয়াধিপ মঙ্গল ২য়ে (স্বক্ষেত্রী)।
৩। তৃতীয়ে চন্দ্র তুঙ্গী। ৪। একাদশাধিপ শনি ১১ দশে (স্বক্ষেত্রী)।
৫। শনি বুধযুক্ত। ইত্যাদি ইত্যাদি।"[৫]

গিরিশচন্দ্রের বংশ-তালিকা[৬]

(বালির ঘোষ (সমাজ), সৌকালীন গোত্র, মধ্যাংশ। পূর্বপুরুষের আদি বাস গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর, পরে সেখান থেকে হরিপালে।)
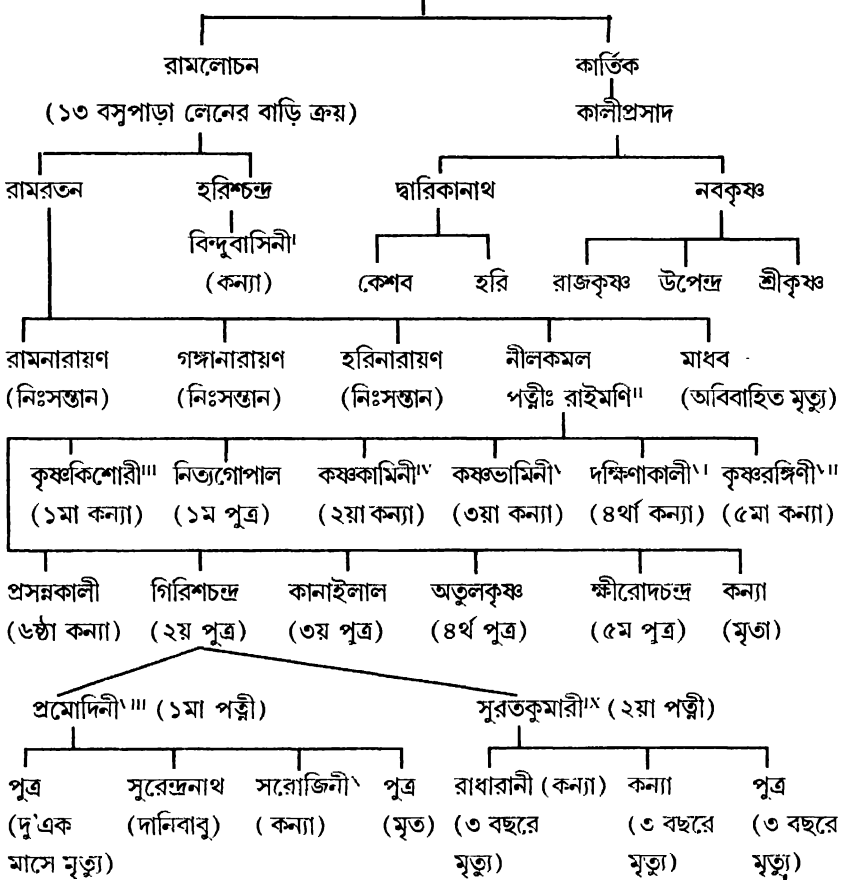
I) বিন্দুবাসিনীর স্বামী বাগবাজারের গোপীনাথ বসু, সাব জজ। তাঁদের পুত্র সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু।

II) রাইমণি সিমুলিয়ার মদন মিত্র লেনের প্রখ্যাত চুনীরাম বসুর পুত্র

রাধাগোবিন্দ বসুর মধ্যমা কন্যা ও পুত্র নবীনকৃষ্ণ বসু অসাধারণ পাণ্ডিত্বের অধিকারী।

III) কৃষ্ণকিশোরীর স্বামী গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার পটলডাঙ্গার সুবিখ্যাত রমানাথ মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

IV) কৃষ্ণকামিনীর স্বামী হরলাল সোম চুঁচুড়ার সুপ্রসিদ্ধ সোম বংশধর।

V) কৃষ্ণভামিনীর স্বামী প্রসন্নকুমার মল্লিক শ্যামপুকুরের স্বনামধন্য নিমকির দেওয়ান কালীশঙ্কর মল্লিকের পুত্র।

VI) দক্ষিণাকালীর স্বামী ভুবনেশ্বর দেব (সরকার) সিমুলিয়ার প্রথিতযশা রামদুলাল সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

VII) কৃষ্ণরঙ্গিণীর স্বামী ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার (দে) ঠনঠনিয়ার সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ সরকারের পুত্র।

VIII) প্রমোদিনী অ্যাট্‌কিন্সন টিল্‌টন কোম্পানির বুককিপার শ্যামপুকুরের প্রখ্যাত নবীনচন্দ্র (দেব) সরকারের কন্যা।

IX) সুরতকুমারী সিমুলিয়ার বিখ্যাত লালচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী ও বিহারীলাল মিত্রের প্রথমা কন্যা।

X) সরোজিনীর স্বামী অক্ষয়কুমার বসু চোরবাগানেব প্রসিদ্ধ বসু বংশধর।

গিরিশচন্দ্রের জীবন বড় বিচিত্র! বৈচিত্র্যে ভরা সংঘাতমুখর সে কাহিনী! বাগবাজারে ১৩ বসু পাড়া লেনের সঙ্গতিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত কায়স্ত নীলকমল ঘোষ ও সিমুলিার মদন মিত্র লেনের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব রাধাগোবিন্দ বসুর মধ্যমা কন্যা রাইমণির অষ্টম সন্তান হলেও গিরিশচন্দ্র পুত্রদের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয় বা মধ্যম। পর পর পাঁচ কন্যার পর তাঁর জন্মগ্রহণের পরে মা দীর্ঘকাল রোগে শয্যাশায়ী থাকায় সদ্য নবজাতকহারা বাগ্দিনী ঝি উমার স্তন্যপান করে ও তার কাছে লালিতপালিত হওয়ায় তিনি শিশুকালে নিজেকে মাতৃস্নেহবঞ্চিত বলে মনে করতেন। আবার পিতার অতিরিক্ত আদরে সামান্য ত্রুটিতেও তাঁর অন্তর অভিমানে ভরে উঠত। এই অভিমান ক্রমে ক্রোধে পরিণত হোত আর ক্রোধে তিনি অনেক সময়েই আত্মসংবরণ করতে পারতেন না। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর বৈষ্ণবধর্মীয় পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠায় তিনি হয়েছিলেন পরম ধার্মিক বৈষ্ণব। পিতৃবংশের গৃহদেবতা 'শ্রীধরজী' ও মাতুলবংশের গৃহদেবতা 'গিরিধারী'-র পূজাপাঠ ও অনুষ্ঠানাদি যুগপৎ তাঁর চিত্তে ধর্মভাব বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। খুল্লপিতামহীর

কাছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির গল্প শুনে তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়তেন ও কল্পনায় সেই সব চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করে রাখতেন। পিতৃধারা থেকে তিনি যেমন পেয়েছেন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি, কার্যনৈপুণ্য, মানবচরিত্রজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়; মাতুল পণ্ডিত নবীনকৃষ্ণের প্রভাবে তেমনি লাভ করেছেন ভাববিহ্বল চিত্তবত্তা, সাহিত্যানুরাগ, অধ্যয়নপ্রিয়তা ও তর্কপ্রবণতা।

গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত শোকাবহ। মৃত্যু বার বার একান্ত আপনজনকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চিত্তকে নিরন্তর ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তাঁর থেকে মাত্র দু'বছরের বড় ষষ্ঠা ভগ্নী প্রসন্নকালীর শৈশবেই মৃত্যু হয়। সে অনুজ এই ভাইটিকে অতিরিক্ত ভালবাসত ও সব সময়ে কাছে কাছে থাকত। গিরিশচন্দ্রের দশ বছর বয়সে বড় ভাই নিত্যগোপাল বাইশ বছরে বাতশ্লেষ্মা বিকারে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর মাত্র দেড় বছর আগে তাঁর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়েছিল। মৃতা কন্যা প্রসব করে একই বছরে মা রাইমণির ও চোদ্দ বছর বয়সে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাহান্ন বছরে পিতা নীলকমলের মৃত্যু গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উপর্যুপরি মৃত্যু ও অকস্মাৎ ভাগ্যবিপর্যয়ে নাবালক অবস্থাতেই তিনি হলেন সংসারের কর্তা তার বিধবা বড় বোন কৃষ্ণকিশোরী হলেন তাঁর অভিভাবিকা। দিদির চেষ্টা ও যত্নে পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি রক্ষা পেলেও তাঁর ভাই ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে গেল। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে মাথার ওপর কোনও বয়স্ক পুরুষ অভিভাবক না থাকায় যে সব দোষ দেখা দেয়, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। সঙ্গগুণে পানদোষের সাথে সাথে গিরিশচন্দ্র অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ও হঠকারী হয়ে উঠলেন। পাড়ার এক বখাটে দলের তিনি হলেন দলপতি। সেকালের ইংরেজিশিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাবে তাঁর মন থেকে ছেলেবেলার ধর্মীয়ভাবের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটল। তিনি ক্রমশ বৈজ্ঞানিক জড়বাদী, প্রবল হিন্দুধর্মদ্বেষী ও নাস্তিক কালাপাহাড় বলে পরিচিত হলেন। ভাইয়ের মতিগতি ফেরাতে কৃষ্ণকিশোরী পিতার মৃত্যুর এক বছর পরে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে পিতৃবন্ধু শ্যামপুকুরের নবীনচন্দ্র (দেব) সরকারের কন্যা প্রমোদিনীর সঙ্গে পনের বছর বয়সে তাঁর বিবাহ দিলেন।

গিরিশচন্দ্র পিতার মৃত্যুতে কিছুদিন পড়াশুনা বন্ধ রাখার পর আবার তা শুরু করেন। এ সময়ে তিনি একের পর এক বিদ্যালয় পালটে শেষে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে পাইকপাড়া সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। শেষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁর বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের এখানেই পরিসমাপ্তি। কিন্তু প্রবল সাহিত্যানুরাগের জন্য তাঁর বাড়িতে সাহিত্যপাঠ এবং গান, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখালেখি চলতে লাগল। নবীনচন্দ্র ছিলেন অ্যাট্‌কিন্সন টিল্‌টন কোম্পানির 'বুককিপার' বা হিসাবরক্ষক। তিনি জামাইয়ের কার্যকলাপে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে নিজের অফিসে গিরিশচন্দ্রকে শিক্ষানবীশ হিসাবে নিযুক্ত করে দিলেন। এরই ফলে উত্তরকালে তিনি বুককিপারের কাজে প্রভূত দক্ষতা, সুখ্যাতি ও সাফল্য অর্জন করেছেন।

আগেই বলেছি, গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। নিকটজনের মৃত্যু একাধিকবার তাঁর জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। তাঁর তেইশ বছর বয়সে প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করলেও দু'এক মাসের মধ্যে সে মারা যায়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে তাঁর দ্বিতীয়া ভগ্নী কৃষ্ণকামিনী পরলোকগমন করেন। এরই পরে তিন বছরের ছোট ভাই কানাইলালের এফ. এ. পরীক্ষার অল্পদিন আগে মৃত্যু তাঁকে বিশেষ বিচলিত করে তোলে, মৃত্যুর কয়েকমাস আগে হাটখোলায় দত্তদের বাড়িতে ভাইয়ের বিবাহ হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের পঁচিশ বছর বয়সে ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে, ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৭৫ সালে দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানিবাবু) শ্যামপুকুরে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রের জন্মের পরে তাঁর ভাঙা সংসারে আবার আনন্দ ফিরে আসে। সাময়িক হলেও এই আনন্দ প্রায় পাঁচ বছর বজায় থাকে। এই সময়েই গিরিশচন্দ্রের প্রথমা কন্যা সরোজিনীর জন্ম সম্ভবত ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে, 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'-এর 'সধবার একাদশী' ও এর পরিবর্তিত নাম 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'-এর 'লীলাবতী' এবং 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর জোড়াসাঁকো সান্যাল-ভবনে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনয়, অফিসে উন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি, চতুর্থ ভাই অতুলকৃষ্ণের বি. এল. পরীক্ষায় সাফল্য ও হাইকোর্টে ওকালতি শুরু প্রভৃতি ঘটনা ঘটেছে। ত্রিশ বছর বয়সে আবার অশান্তির সূচনা। গিরিশ-জায়া প্রমোদিনী এবার এক

মৃত পুত্র প্রসব করে সূতিকারোগে আক্রান্ত হলেন। এরই অল্পদিন পরে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পঞ্চম ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যু হয়। এর কয়েক মাস পরে তৃতীয়া ভগ্নী কৃষ্ণভামিনী ওষ্ঠব্রণের পীড়ায় চল্লিশ বছর বয়সে মাঘ মাসে ভীমাষ্টমীর দিন পরলোক যাত্রা করেন। এদিকে এক বছরের ওপর রোগে শয্যাশায়ী থাকার পরে তাঁর স্ত্রী প্রমোদিনীর জন্য সব রকমের চিকিৎসা ও অপর্যাপ্ত অর্থব্যয় শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হ'লো। গিরিশচন্দ্রের ত্রিশ বছর ন'মাস বয়সে ২৪ ডিসেম্বর [বৃহস্পতিবার] ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে, ১০ পৌষ ১২৮১ সালে প্রমোদিনী ইহলোক পরিত্যাগ করলেন। এই সময়েই মিঃ অ্যাট্‌কিন্সন ও মিঃ ব্যান্‌ক্রুপ্ট সাহেবের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে তাঁর কর্মস্থল অ্যাট্‌কিন্সনের অফিস ফেল করে।

অলৌকিক উপায়ে বিসূচিকা বা ওলাওঠা রোগমুক্তির পর গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিকজীবনে যে নতুন অধ্যায় সূচিত হ'লো, তাতে গুরূপদেশে মনের সংশয় দূর করার জন্য তাঁর গুরুলাভের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতম হয়ে উঠল। কিন্তু এই সদ্‌গুরুলাভ তাঁর সহজে বা সোজাপথে হয় নি। এজন্য তাঁকে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এর কারণ অবশ্য তিনিই স্বয়ং। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এমন কি পরমব্রহ্ম বলে প্রণতি জানিয়ে কোনও মানুষকে গুরুরূপে বরণ করে নেওয়ায় তাঁর ছিল প্রচণ্ড আপত্তি। সেজন্য তিনি তারকেশ্বরে দেবাদিদেব তারকনাথের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে স্বয়ং গুরু হতে বার বার প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। তিনি বাবার সন্তুষ্টির জন্য দাড়িগোঁফ রাখলেন, প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে শিবপূজার পর নিরামিষ আহারে ব্রতী হলেন, বছর বছর পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে গিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শিবরাত্রির উপবাস ও ব্রতপালন করলেন। এর ফলে গুরুলাভ হোক বা না হোক বাবা তারকনাথের অসীম কৃপায় তাঁর হৃদয়ে সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রগাঢ় আস্থা দেখা দিল। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার তিনি নিয়মিতভাবে সিদ্ধপীঠ কালীঘাটে যেতেন ও নাটমন্দিরে হাড়িকাঠের কাছে বসে সারারাত ধরে ব্যাকুলচিত্তে জগজ্জননীকে ডাকতেন। আগে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। এই সময়ে চিকিৎসা ছেড়ে বিনা ওষুধে তিনি বাবা তারকনাথ ও জগন্মাতা মা কালীর নাম স্মরণ করে কেবলমাত্র বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে বহু ব্যক্তিকে আরোগ্য করেছেন। বিডন স্ট্রিটের

'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে প্রস্তুত নতুন পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' সেখানে অভিনয়ের আগে তিনি কালীঘাটে নাটমন্দিরে মায়ের সামনে প্রথমে উপস্থাপিত করে অন্তরে পরম তৃপ্তিলাভ করেন। এর আগে পার্কার কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিয়ে নটবৃত্তিকে পেশা করে তিনি যখন প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশানাল থিয়েটার'-এ ম্যানেজার হয়ে যোগদান করলেন, তখন অভিনেয় নাটকের অভাবে তিনি 'রাবণবধ' থেকে শুরু করে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' পর্যন্ত আটটি পৌরাণিক নাটকের কাহিনী 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' থেকে আহরণ করেছেন। খুল্লপিতামহীর কাছে বাল্যকালে শোনা মহাকাব্য ও পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী তাঁকে পৌরাণিক নাটক রচনায় বিশেষ প্রভাবিত করলেও এগুলি যে তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি নতুন করে ফিরে পাওয়া অনুরাগ ও আস্তার পরিচায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গিরিশচন্দ্রের সেই সময়কার ধর্মনিষ্ঠা, ঠাকুর-দেবতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, জগজ্জননী মহামায়ার ওপর অপরিসীম ভক্তির এক অপূর্ব বিবরণ দিয়েছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। এখানে তিনি যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তা দেখে মনে হয় গিরিশচন্দ্র তখন ছিলেন প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর (৬ বিডন স্ট্রিট) ম্যানেজার বা অধ্যক্ষ (১ জানুআরি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ [১৮ পৌষ শনিবার ১৮৮৭ সাল]— ৪ ফেব্রুআরি ১৮৮৩ খিস্টাব্দ [২৩ মাঘ রবিবার ১৮৮৯ সাল]) এবং অমৃতলাল তাঁর স্নেহধন্য অভিনেতা। অমৃতলাল লিখেছেন,—

> "আমাদের সংসার সেকেলে ধরণের ; ছেলেবেলা খুব ঠাকুরদেবতা মানিতাম, খেলার ছলেও ঠাকুর পূজা করিতাম। পরে যৌবনের প্রথম উদ্গমে কেশববাবুর নব অভ্যুদয়কালে প্রতিমা-পূজাকে পৌত্তলিকতা মনে করিয়া ব্রাহ্মভাবে মনকে গঠিত করিতে চেষ্টা করি। তারপর যখন সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার করিতে আরম্ভ করিলাম তখন কেমন একটা মনে হইল যে ঈশ্বরকে ডাকিবার আমার আর কোনও অধিকার নাই। শেষে অভ্যাসের আধিপত্যে দেবতার দ্বার হইতে বহুদূরে অন্ধকারে পড়িয়া গেলাম। এইরূপে কতকদিন যায়, একদিন গিরিশবাবুতে আমাতে তাঁহার বাড়ী হইতে বিডন ষ্ট্রীটে থিয়েটার যাইবার উদ্দেশ্যে একত্রে যাত্রা করিয়াছি, পথিমধ্যে বাগবাজারের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী তলায় দাঁড়াইয়া গিরিশবাবু মাকে প্রণাম করিলেন; আমি চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রণাম শেষ করিয়া যাইতে-যাইতে গিরিশবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি প্রণাম করিলে না?' আমি বলিলাম, 'না।' গিরিশবাবু আর কোনও কথা কহিলেন না। পরে শোভাবাজারের যে পঞ্চানন্দ ঠাকুর আছেন, গিরিশবাবু আবার সেখানে প্রণাম করিলেন, আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। পরে চলিতে আরম্ভ করিলে এবার গিরিশবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওখানে ঘাড়টা ফিরিয়ে ছিলে কেন?' আমি উত্তর করিলাম, 'ও বাবা ঠাকুরটি অপয়া।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'অপয়া বলিয়া তোমার বেশ বিশ্বাস আছে?' আমি বলিলাম, 'সকলেই তো বলে, কাজেই বিশ্বাস করিতে হয়।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'বেশ, ঐ বিশ্বাসই ঠিক রেখো, ও ঠাকুরের আর মুখ দেখো না।' এ সম্বন্ধে সেদিন আর কোনও কথা হইল না; কিন্তু আমার কেমন একটা খট্‌কা লাগিল, ভাবিলাম, যদি অপয়া বিশ্বাস করি, তবে পয়মন্ত বিশ্বাস করি না কেন? গিরিশবাবুর জীবনে তখন একটা অসাধারণ পরিবর্ত্তনের অবস্থা; ঘোর অবিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদী গিরিশের রসনা তখন 'মা, মা' রবে মুখরিত। তিনি অনবরত মা মা, মা কালী, কালী করালবদনা ইত্যাদি উচ্চারণ করেন, আর আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার বক্ষ যেন শক্তিতে স্ফীত হয়, মুখমণ্ডল যে এক অনৈসর্গিক তেজে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাঁহার বিশ্বাস তখন এত দৃঢ়, এত সংশয়ের ছায়ামাত্র শূন্য যে তিনি দর্প করিয়া বলিতেন, 'বেটীকে গাল ভ'রে বুক ভ'রে চেঁচিয়ে ডেকে যা চাব, তাই পাব।' সভ্যসমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কাকে উপেক্ষা করিয়া বলিতেছি যে মা কালী করালবদনা ইত্যাদি স্তোত্রপাঠ করিয়া গিরিশবাবু অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকের মজ্জাগত বহুদিনব্যাপী পুরাতন পীড়ার উপশম করিয়াছেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পরে একদিন 'মৃণালিনী' নাটকে পশুপতির ভূমিকা অভিনয় করিতে-করিতে তাঁহার এমন এক অবস্থা হয় যে তিনি সেইদিন, সেই সময়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর মার নিকট শক্তি চাহিব না, কিছু চাহিব না, ক্ষমতা জাহির করিব না। আমাদেরও বলিতেন, 'মাকে ডাকো, কিন্তু কিছু চেয়ে-টেয়ে কাজ নেই।' গিরিশবাবু 'মা, মা' করিতেন, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বচন আওড়াইতাম, কিন্তু প্রাণে তৃপ্তি হইত না, কেমন ফাঁকা ঠেকিত। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা থিয়েটারে ষ্টেজের উপর বসিয়া আছি, সেদিন যেটুকু রিহারস্যাল দিবার কার্য্য ছিল, তাহা সকাল-সকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। গিরিশবাবু আমাদের সঙ্গে মার নাম সম্বন্ধে নানা

কথা বলিতেছেন, এমন সময় আমার প্রাণের ভেতর কেমন একটা কষ্টকর কাতরতা আসিল, বেদনার কণ্ঠে অতি দীনভাবে গিরিশবাবুকে বলিলাম যে মশায়, আমি তো একরকম ছিলুম, আপনার দেখাদেখি এখন 'মা, মা' করিয়া ডাকি, কিন্তু তাতে প্রাণের ভেতর যেন আরও ফাঁক পড়িয়া যায়, এর চেয়ে না ডাকা ছিল ভাল। গিরিশবাবু প্রায় মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে বলিলেন, 'শোনো—এদিকে এসো।' ষ্টেজের মাঝখানে একখানি সিন জোড়া ছিল, তাহার পশ্চাতে সব অন্ধকার। গিরিশবাবু সেখানে গিয়া আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন, এবং আমাকে সেইরূপভাবে সম্মুখে বসিতে বলিলেন। পরে আমার দুই উরুতে তাঁহার দুইখানি হস্ত স্থাপন করিয়া অসুরনাশিনী শ্যামা নামের কোন স্তোত্র বিশেষ ঘন-ঘন পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার উপদেশমত আমিও তাঁহার দুই উরুতে হস্ত দিয়া, তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে সেই স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম; ক্রমে আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, ভিতরে যেন কি একটা সুখদ বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, কম্পিত কলেবর কম্পিত কণ্ঠ আমি গিরিশবাবুর পা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, 'গুরু, গুরু, আজ তুমি আমায় মাকে ডাকাইয়াছ, এ শান্তি—এ উল্লাস—এ আনন্দ আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।' লোকে জানে গিরিশবাবু কেবল আমার নাট্যকলার গুরু, আমি জানি, তিনি আমার মনুষ্যত্বের গুরু।"[৭]

শ্রীশচন্দ্র মতিলাল এক অভিনয় রজনীতে গিরিশচন্দ্রের নির্জন অন্ধকার মঞ্চে কাতরকণ্ঠে শ্রীশ্রীজগন্মাতা-স্মরণ ও তাঁর দূরাগত বাণীর যে বিবরণ দিয়েছেন, তাও মনে হয় এই 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এরই ঘটনা। অমৃতলাল 'মৃণালিনী'-র এক অভিনয় রজনীতে গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সম্ভবত সেই রাতেই এই ঘটনার ঘটেছিল। 'মৃণালিনী' এখানে মাত্র দু'রাত অভিনয় হয়েছিল—৩০ মার্চ বুধবার ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ [১৮ চৈত্র ১২৮৮ সাল] ও ২ এপ্রিল রবিবার ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ [২১ চৈত্র ১২৮৮ সাল]। এটি দ্বিতীয় রাতের ঘটনা বলে অনুমিত হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মতিলাল লিখেছেন,—

"শ্রীযুত গিরিশ এইসময়ে অভিনয়ান্তে একদিন নির্জ্জনে অন্ধকারে বসিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকাতরে ডাকিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল, ঘর যেন দিব্য আবেশে পূর্ণ হইতেছে এবং দূর হইতে কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন

করিয়া বলিতেছেন, "গিরিশ, তুই আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিস্, আমি আসিয়াছি, দ্যাখ্! ইহ জীবনের যত কিছু আশা, ভরসা, আনন্দ, উল্লাস,— সর্ব্বস্ব অন্তর হইতে পরিত্যাগ করিয়া দ্যাখ্, কারণ নিজে শব না হইলে কেহ কখন শবশিবাকে দেখিতে পায় না এবং আমার দর্শনলাভের পর সংসারে আবার কেহ কখন ফিরিয়া আসে না! অতএব শব হইয়া আমাকে দেখিতে প্রস্তুত হ, মুহূর্ত্ত মাত্র পরেই আমি তোর সম্মুখে আসিতেছি।"

গিরিশচন্দ্র বলিতেন—"এইরূপ শুনিবামাত্র প্রাণভয়ে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং এখনি মরিলে আমার পুত্রকন্যার এবং আমার মুখাপেক্ষী আমার দরিদ্র বন্ধুবর্গের কি দশা হইবে, সে-সকল কথা যুগপৎ মনে উদিত হইল! তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলাম, 'না, আমি এরূপে তোমাকে এখন দেখিতে পারিব না।' তখন পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—'আচ্ছা, না দেখিবি ত আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর্, আমার আগমন কখনও ব্যর্থ হয় না, ইহ সংসারে লভ্য যাহা কিছু তোর ইচ্ছা হয়, তাহাই চাহিয়া নে!' তখন রূপরসাদিবিশিষ্ট ভোগ্য পদার্থ সকলের যে কোনটি চাহিয়া লইব কল্পনা করিতে লাগিলাম, জাগ্রত বিবেকবুদ্ধি তদুপভোগেরই ভীষণ পরিণাম-ছবি জ্বলন্ত বর্ণে অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুভয়ে ত্রস্ত হৃদয়ের সম্মুখে ধারণ করিতে লাগিল। তখন সভয়ে বলিয়া উঠিলাম, 'আমি বর লইব না!' ধীরে গম্ভীর স্বরে পুনরায় উত্তর আসিল—'আমার আগমন কখনই ব্যর্থ হইবে না, যদি বরও না লইবি ত আমায় ডাকিয়া আনিলি কেন— আমার অভিসম্পাত গ্রহণ কর্, আমার এ উদ্যত খড়্গ তোর কিসের উপর পতিত করিয়া বিনষ্ট করিব, তাহা বল্!' শুনিয়া, মনে ভীষণ ভয় হইল, কিন্তু ভয় হইলেও বিবেকবুদ্ধি বলিয়া উঠিল—দেবতাকে মন্দ দ্রব্য দিতে নাই! তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—'মা, সুনট বলিয়া আমার যে সুনাম আছে, তাহার উপরে তোমার খড়্গ পতিত হউক।' উত্তর আসিল—'তথাস্তু!'— পরে আর কিছু দেখিলাম না, শুনিতেও পাইলাম না। শাস্ত্রে যে বলিতে শুনিয়াছি, দেবতার ক্রোধও বরের তুল্য—'ক্রোধোপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ'— আমি তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি ; কারণ, ঐ দর্শনের পর হইতে সত্য সত্যই আমার নটত্বের যশকে আমার সুলেখক বলিয়া খ্যাতি ক্রমে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।"[৮]

গিরিশচন্দ্র 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর

প্রথম থেকে সপ্তম দর্শন পর্যন্ত ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে তারিখ, বার, খ্রিস্টাব্দ বা সালের কোনও উল্লেখ করেন নি। অনেকদিন ধরে ঘটনাগুলি ঘটেছিল, এর কালব্যাপ্তি প্রায় আট বছর। সম্ভবত ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দর্শনের সূচনা আর সপ্তম দর্শন হয়েছে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে। বিসূচিকা রোগ উপশমের পর গিরিশচন্দ্র মানসিক শান্তিলাভের আশায় ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত করতেন এবং ব্রাহ্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'Indian Mirror' (ইণ্ডিয়ান মিরার) পত্রিকাতেই তিনি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংবাদ পান। কৌতূহলী গিরিশচন্দ্র নিজের পাড়াতে প্রতিবেশী ভক্ত দীননাথ বসুর বাড়িতে খুব সম্ভব ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথমবার ও এর কয়েক বছর বাদে রামকান্ত বসু স্ট্রিটে ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর বাড়িতে দ্বিতীয়বার দেখেন। কিন্তু এই দর্শন দু'টি তাঁর মনে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করে নি, উল্টে শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধারই সৃষ্টি করেছিল। প্রথমবার সন্ধ্যাকালে সেজ জ্বালানো সত্ত্বেও বার বার শ্রীরামকৃষ্ণের 'সন্ধ্যা হয়েছে কি না' জিজ্ঞাসাকে তাঁর বুজরুকি বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয়বার গান শোনাতে আনা বিধু কির্তনীকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিস্পর্শ করে নতমস্তকে বার বার নমস্কার আর তা নিয়ে জনৈক পূর্বপরিচিত ইয়ারের ব্যঙ্গোক্তি তাঁর আদৌ ভাল লাগে নি। কয়েক বছরের ব্যবধানে গিরিশচন্দ্র দু'-দু'বার খুব কাছাকাছি এসেও যাঁকে চিনতে না পেরে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ বোধ হয় প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর পরম বীরভৈরব ভক্তকে চিনতে পেরেছেন। তিনি সহজে ধরা দিতে চান নি অথবা মনভূমি বীজবপনের উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে তৈরি হবার আগে নিজের স্বরূপ ভক্তকে জানতে দেবেন না বলেই হয়তো গিরিশচন্দ্রের সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে তাঁকে বিস্মৃত হন নি, তা বোঝা গেল আরও দু'এক বছর বাদে।

শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ হাতিবাগানের ময়দাকল থেকে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাড়ি করে ভক্তদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয় দেখাকে উপলক্ষ করে। অভিনয়ের আগে গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণকে তৃতীয়বার দর্শন।

এবারেও তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় না। তিনি সবাইকে বক্সে বসিয়ে হাওয়া করার জন্য একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করে বাড়ি চলে যান। তবে নমস্কার প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হওয়ায় তাঁর দাম্ভিকচিত্তে যে কটকা লেগেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অভিনয়ের পরে রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরে গভীর রাতে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের রূপসজ্জায় সুসজ্জিতা নটী বিনোদিনীকে 'তোমার চৈতন্য হোক্' বলে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রদানে ধন্যা করার কথা শুনে হয়তো তাঁর অন্তরে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

গিরিশচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'চৈতন্যলীলা' ও 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখার মধ্যবর্তী কোনও একদিন তিনি চতুর্থবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন। এদিনের দর্শনই তাঁর অন্তরে প্রথম গভীর রেখাপাত করে। তিনি বোস পাড়া লেনের চৌরাস্তায় এক রকে বসে শ্রীরামকৃষ্ণকে দু'তিনজন ভক্তের সঙ্গে রামকান্ত বসু স্ট্রিটে ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ির দিকে যেতে দেখেন। দু'জনে দু'জনকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে নমস্কার বিনিময় করলেও গিরিশচন্দ্র অন্তরে এক অজানা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। তরুণ ভক্ত নারায়ণ এসে 'পরমহংসদেব ডাকিতেছেন' বলায় তিনি পিছন পিছন বলরাম বসুর বৈঠকখানায় যান। সেখানে উভয়ের কথোপকথন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন,—

> "..... আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরু কি?" তিনি বলিলেন. "গুরু কি জান, যেন ঘটক।".... আবার বলিলেন, "তোমার গুরু হ'য়ে গেছে।".... "মন্ত্র কি" জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "ঈশ্বরের নাম।" .... থিয়েটারেরও কথা পড়িল। তিনি বলিলেন,— "আর এক দিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।" আমি উত্তর করিলাম, "যে আজ্ঞে, যে দিন ইচ্ছা দেখিবেন।" তিনি বলিলেন, "কিছু নিও।" আমি বলিলাম, "ভাল, আট আনা দিবেন।" পরমহংসদেব বলিলেন,—"সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।" আমি উত্তর করিলাম, "না, আপনি সে দিন যেখানে ব'সেছিলেন, সেইখানে ব'সবেন।" তিনি বলিলেন, "না একটী টাকা নিও।" আমি "যে আজ্ঞে" বলায় এ কথা শেষ হইল।"[৯]

এই প্রবন্ধ থেকে আরও জানা যায়, গুরুলাভের জন্য এই সময় তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আপনজনোচিত কথাবার্তায়

এই আত্মসমর্পণের ফলে নিজেকে নির্মল ও অকুতোভয় বলে মনে হলেও তিনি কিন্তু তখনও বুঝতে পারেন নি যে কার চরণতলে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। সেজন্য ব্যাকুল হয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আপনি কে?' তারপর গিরিশচন্দ্র লিখেছেন,—

> "..... আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংস দেব বলিলেন— "আমায় কেউ বলে— আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে— রাজা রামকৃষ্ণ,— আমি এইখানেই থাকি।"[১৬]

এতেই শেষ নয়। প্রণাম করে বাড়ি ফেরার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরের বারান্দা পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের সাথে সাথে এলে তিনি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আমি আপনাকে দেখেছি, আবার কি যা করছি, তা করতে হবে?' অর্থাৎ 'থিয়েটার করতে হবে?' শ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিনই তাঁর থিয়েটার করার বিপক্ষে ছিলেন না। এদিনেও তার ব্যত্যয় হ'লো না। তিনি বললেন, 'তা করো না।' এই সপ্তম দর্শনের পর গিরিশচন্দ্র লিখেছেন,—

> "তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ আমার হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্ব্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন-ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, আমার জন্ম সফল।"[১৭]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকষ্ণকে সপ্তমবার দর্শনের দিনে গিরিশচন্দ্র মনে মনে তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করে নিলেও তাঁর অন্তরের অপরিসীম আত্মম্ভরিতা তখনও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নি। এর অবলুপ্তির জন্য একান্ত প্রত্যাশিত ছিল অভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড আত্মিক সংঘাত। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে 'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ বা 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর উদ্বোধনী অভিনয় দেখার পরে গিরিশচন্দ্র অতিরিক্ত মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে সেই সংঘাতের মুখোমুখি হন। এরই ফলশ্রুতি পরের দিন তাঁর সুতীব্র আত্ম-অনুশোচনা ও প্রয়োপবেশনে অবিরল অশ্রুবিসর্জন। পতিতপাবন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ের অপার দুঃখের কথা অনুভব করে ভক্তদের সাথে ১৩ বসু পাড়া লেনে তাঁদের বাড়িতে এলে তিনি সকলের সামনে প্রকাশ্যে অশ্রুসিক্তনেত্রে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন। আগুনে পুড়ে পুড়ে খাদ মেশানো সোনা যেমন খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়, গিরিশচন্দ্রও তেমনি দীর্ঘকাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

পবিত্র আলোকদ্যুতিতে জারিত হয়ে মালিন্যবর্জিত হয়ে উঠেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর গিরিশচন্দ্র প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যান। ভাল লাগে বলেই যান। কিন্তু তাঁর যাবার সময়ের যেমন ঠিক ছিল না, তেমনি অনেক সময়েই থাকত না শারীরিক স্বাভাবিক অবস্থা। এরই মাঝে আবার প্রকাশ পেয়েছে শ্রীগুরুকে পরীক্ষা করার মানস-প্রবণতা। কোনও অবস্থাতেই ঠাকুর তাঁকে কিছু বলতেন না। অতিরিক্ত মদ্যপান করে গিরিশচন্দ্র যাওয়ায় উপস্থিত ভক্তেরা বিরক্ত হয়েছেন ; কিন্তু তিনি তাঁকে সাদরে কাছে ডেকে নিয়েছেন, পরমাত্মীয়ের মত হাসিমুখে কথা বলেছেন, আপনজনের ন্যায় স্বহস্তে খাইয়ে দিয়েছেন। কখনও তিনি তাঁকে কোনও কাজ করতে বারণ করেন নি বলেই সেই বারণ না করাটাই তাঁর কাছে বিশেষ বারণ হয়ে উঠেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশী ক্ষমতার পরীক্ষা করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র একরাতে যে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা উপভোগ করেছিলেন, সেকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মতিলাল লিখেছেন,—

> "..... একদিন এক পুরাতন অভিনেত্রীর বাটীতে তাঁহার [গিরিশচন্দ্রের] নিমন্ত্রণ উপস্থিত হয়। কয়েক জন বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া গিরিশচন্দ্র সেরাত্রি তথায়ই বাস করিতে বাধ্য হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভয় পদাশ্রয় গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই গিরিশচন্দ্র নিয়ম করিয়াছিলেন, এরূপ স্থানে রাত্রিবাস করিবেন না; অদ্য বাধ্য হইয়া উহার বিপরীতাচরণে তাঁহার মনে বিশেষ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, রাত্রিবাস সম্বন্ধে যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বাধ্য হইয়াই হউক, আর যেরূপেই হউক অদ্য ভঙ্গ করিতে হইল, কল্য আবার কি করিয়া বসিবেন, কে বলিতে পরে? এবং ঐরূপে অবনতির কোন্ অধঃসোপানে উপস্থিত হইবেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? ঠাকুর কি তবে তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন নাই, নতুবা এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিলেন কেন? চিন্তা ও সন্দেহে অস্থির হইয়া, তিনি, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে নির্গত হইলেন এবং একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া পূর্ব্বরাত্রের ও মনের সমস্ত সন্দেহের কথা খুলিয়া বলিয়া কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহার কথা ধীরভাবে শুনিতে শুনিতে

উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন— "শালা! তুই ভেবেছিস্ তোকে ট্যাম্‌না সাপে ধরেছে বুঝি, যে পালিয়ে যাবি ; তা নয়, এ জাত্ সাপের ধরা ; তিন্ ডাক ডেকেই চুপ্ কর্‌তে হবে ; কোন রকমে পালিয়ে গেলেও বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌তে হবে!" ঠাকুরের কথায় গিরিশ আশ্বস্থ হইলেন এবং তদবধি ঠাকুর তাঁহাকে আশ্রয় দিয়েছেন, একথা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইলেন।"[১৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এলে গিরিশচন্দ্র কেমন যেন হয়ে যেতেন। নিজস্ব সত্তা, বুদ্ধিবত্তা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি তিনি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলতেন। তখন তিনি হয়ে পড়তেন একান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাধীন। সে সময় সাত-আট বছরের বালকের সঙ্গে তাঁর মানসিকতার যেন কোনও পার্থক্য থাকত না। আলমবাজার মঠে গিরিশচন্দ্র-কথিত বালকভাবে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়স খাওয়ানোর এই কাহিনী সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,—

"...... প্রসঙ্গক্রমে গিরিশবাবু একদিন বলিলেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন মা কালীর প্রসাদী একবাটি পায়স লইয়া বসিয়া আছেন এবং অনবরত বলিতেছেন, 'এই পায়স গিরিশের জন্য রাখিয়াছি।' বালকের ন্যায় হাত চাপা দিয়া বাটিটি আগলাইয়া রাখিয়াছেন। উপস্থিত আর সকল ভক্ত কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কেন মহাশয় পায়স শুধু গিরিশের জন? আমরা কি কেউ নয়?' কিন্তু তিনি বালকের ন্যায় অনবরত বলিতে লাগিলেন— 'এ গিরিশের জন্য। গিরিশ এসে খাবে।' কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল—'গিরিশের কি আসবার কথা আছে? গিরিশকে কি আপনার খবর দেওয়া হয়েছে?' কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, 'না, গিরিশ এসে খাবে, গিরিশ এক্ষনি আসবে।' অল্পক্ষণ পরেই গিরিশবাবু গাড়ি করিয়া যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশবাবুকে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন, 'ও গিরিশ, তোর জন্যে এই পায়স রেখেছি, তুই খেয়ে নে, ওরা খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করতে চাচ্ছে'— এই বলিয়া বাঁ হাত গিরিশবাবুর কাঁধে দিয়া মা যেমন আট বছরের ছেলেকে মুখে তুলিয়া তুলিয়া খাওয়াইয়া দেয়, তিনিও তেমনি ডান হাতে করিয়া একটু একটু করিয়া গিরিশবাবুর মুখে দিতে লাগিলেন। অবশেষে বুড়ো আঙ্গুল দিয়া বাটি চেঁচে বাটির গায়ে যেসব

লেগে ছিল, তাহাও চেঁচে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন,— 'যা গিরিশ আঁচাগে যা।' গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন, 'কি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি গিরিশ ঘোষ, বুড়ো মিন্সে, কলকাতার বদমাস গুণ্ডার সর্দার, থিয়েটারে ভাঁড়ামো করি, কত বদ খেয়ালি করি, কলকাতার ভিতর বদমাইসিতে সকলের টেক্কা, কিন্তু তিনি যখন বাঁ হাত আমার কাঁধে দিয়ে ডান হাত দিয়ে আমার মুখে পায়স দিতে লাগলেন তখন আমি যেন সমস্ত ভুলে গিয়ে সাত আট বৎসরের শিশু বালক হয়ে গেলুম। হ্যাঁ-না বলবার বিদ্যে-বুদ্ধি ও সব যা কিছু বল, সব যেন কোথায় চলে গেল। ইহা যে কি অদ্ভুত ভালবাসা—কি জিনিস তা বলবার নয়।''[১৯]

রঙ্গালয় লোকশিক্ষার বাহন। অভিনয়ের মাধ্যমে অগণিত দর্শকচিত্ত একসঙ্গে উদ্দীপিত হয়। অভিনয় ঘটমান বর্তমানকালের (Present Continuous Tense) দর্শনীয় বস্তু। সমগ্র নাট্যকাহিনী চোখের সামনে একের পর এক ঘটতে থাকে। মানুষের ওপর দেখা বিষয়ের প্রভাব যতটা পড়ে, অন্য কোনও কিছুতেই তা সম্ভবপর নয়। সেজন্য রঙ্গালয়কে লোকশিক্ষার বৃহত্তম কেন্দ্রস্থল বলা যেতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিনই চান নি তাঁর একান্ত ভক্ত নাট্যপ্রেমী গিরিশচন্দ্র সেই লোকশিক্ষার কেন্দ্রচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র শুকনো ঈশ্বরানুরাগ ও ভক্তিবাদকে অবলম্বন করে নীরস জীবন অতিবাহিত করে। তিনি নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তরুণ ত্যাগী ভক্তদের ব্যক্তিগত মোক্ষ ও নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মতুষ্টির পরিবর্তে যেমন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র আদর্শে বরাবর অনুপ্রাণিত করেছেন ও সর্বশেষ লীলাস্থল কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সেই আদর্শের উপযুক্ত আধাররূপে গড়ে তুলেছেন, তেমনি গিরিশচন্দ্রকেও লোকশিক্ষার কেন্দ্রভূমি থিয়েটার ছাড়ার সম্মতি দেন নি কোনদিন। মানবজীবনের সার্বিক কল্যাণসাধনই ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈপ্সিত। এই জনহিতকর কল্যাণব্রতের দু'টি দিক—জনসেবা ও লোকশিক্ষা। প্রথমটির নেতৃত্বের মহান দায়িত্ব তিনি ভক্ত নরেন্দ্রনাথের ওপর অর্পণ করেছেন আর দ্বিতীয়টির দায়িত্ব তিনি ন্যস্ত করেছেন বীর ভক্তভৈরব নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ওপর।

যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবদ্‌সত্তার প্রতি গিরিশচন্দ্রের অপরিসীম বিশ্বাস। এ বিশ্বাসে তাঁর আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না।

ঠাকুরও ভক্তদের কাছে তাঁর বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তিনি বলেন, 'গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।' তিনি তাঁকে কখনও 'বীরভক্ত', আবার কখনও বা 'সুরভক্ত' বলতেন। গিরিশচন্দ্র ভক্তদের কাছে ঠাকুরকে অবতার বলে প্রচার করেন। তাঁর কথার দৃঢ়তায় ও বলার ভঙ্গিতে অনেকের কাছেই তা সত্য বলে প্রতিভাত হোত। কেউ তাঁর কথার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে সাহস পান না। শ্রীরামকৃষ্ণের কানেও সব কথা পৌঁছায়।

১ মার্চ রবিবার দোলপূর্ণিমা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, ১৯ ফাল্গুন ১২৯১ সাল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তিথি। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। মেজেতে পাতা মাদুর ভক্তে পরিপূর্ণ। খাটের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মেজেতে এসে বসলেন। শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ বলা হয়েছে,—

> "শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—ভাল আছিস্? তুই নাকি গিরিশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই যাস্?
>
> নরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে যাই।
>
> ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিরিশ কয়মাস নূতন আসা যাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলেন, গিরিশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস, তেমনি অনুরাগ। বাড়ীতে ঠাকুরের চিন্তায় সর্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন।।[২০]

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন নরেন্দ্রনাথকে গিরিশচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন,—

> "ওর থাক আলাদা। যোগও আছে ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ করবে।"[২১]

কিছু পরে উভয়ের কথোপকথন সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে,—

> "গিরিশ ঘোষ যা বলে, তোর সঙ্গে কি মিললো?"
>
> নরেন্দ্র—আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন, তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বললুম না।
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস্?
>
> ভক্তেরা একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। ঠাকুর নীচেই মাদুরের ওপর বসিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার, সম্মুখে নরেন্দ্র, চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ।"[২২]

গিরিশচন্দ্র একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ব-কলমা দিয়েছেন।

ব-কলমা দেওয়ার তারিখ জানা যায় না। গিরিশ-জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ অনেকের লেখায় বিস্তৃতভাবে থাকলেও সেই তারিখের কথা কারও রচনাতেই নেই। এমন কি গিরিশচন্দ্রও কোনও প্রবন্ধে তা বলেন নি। সেজন্য সঠিকভাবে ঐ তারিখ বলা সম্ভব নয়। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে গিরিশ-মানসের বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে আমার মনে হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের মাঝামাঝি কোনও একদিন এই ঘটনা ঘটেছিল। গিরিশচন্দ্র যখন ব-কলমা প্রদান করেন, তখন এর তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন নি। সেদিন তিনি তাৎক্ষণিক মুহূর্তে তাঁর পাপ-পূণ্য, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, সমস্ত কিছু—এমন কি নিজেকে পর্যন্ত নিঃশর্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণাম্বুজে সমর্পণ করে পরম স্বস্তিলাভ করেছেন। নিজের বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু তারপর যত দিন যেতে লাগল, ততই তিনি এর গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। একের পর এক স্বজন-বিয়োগ, বিশেষ করে দ্বিতীয়া পত্নী সুরতকুমারীর অকালমৃত্যুর নিদারুণ শোকে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলা বা ঈশ্বরের কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করার অধিকার পর্যন্তও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ এই পত্নীকে তিনি তাঁর পার্থিব ও অপার্থিব উন্নতির সোপান বলে মনে করতেন এবং তাঁর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম অধ্যায় জুড়ে রয়েছেন। এই পত্নীর জীবদ্দশাতেই একদিকে যেমন তাঁর অসাধারণ নটখ্যাতি, বহু মঞ্চসফল পৌরাণিক ও চরিত নাটক রচিত এবং বঙ্গরঙ্গালয়ে নাট্যাচার্যের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; অন্যদিকে তেমনি ধর্মীয় চেতনার বিকাশে ও সদ্‌গুরুলাভের পরম সৌভাগ্যে নিজেকে কৃত-কৃতার্থ অনুভব করেছেন। সুরতকুমারীর মৃত্যু হয় ১২ পৌষ বুধবার ১২৯৫ সালে [২৬ ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণা নবমী তিথিতে]। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে ধনকুবের গোপাললাল শীলের 'এমারেল্ড থিয়েটার'-এর ম্যানেজার। প্রাণাধিকা পত্নীর এই বিয়োগবেদনা তাঁকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে।

সপ্তাহের মধ্যবর্তী অভিনয়ের রাত। ১১ মার্চ বুধবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯ ফাল্গুন ১২৯১ সাল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন গিরিশ-ভবনে। যদিও হরিপদকে গাড়ি আনতে পাঠানো হয়েছে, তবু তাঁকে ছেড়ে গিরিশচন্দ্রের থিয়েটারে যাবার ইচ্ছা ছিল না।

গিরিশচন্দ্র তাই সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন, 'আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটারে যেতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটারে যাবার পক্ষে। তাই ছোটদের যেমন করে বোঝায়—আবার লোভও দেখায়, তেমনি করে তিনি বলেছেন, 'না, ইদিক-উদিক্ দুদিক্ রাখতে হবে ; জনক রাজা ইদিক্-উদিক্ দুদিক্ রেখে, খেয়েছিলেন দুধের বাটি।'

ঠাকুরের কথা বলার সরসতায় ভক্তেরা হেসে ওঠেন।

গিরিশচন্দ্র বললেন, 'থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এর প্রতিবাদ করে বললেন, 'না না, ও বেশ আছে ; অনেকের উপকার হচ্ছে।'

নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। সেজন্য ঠাকুরের কথা শুনে মৃদুস্বরে তাঁকে পরিহাস ছলে বললেন, 'এই তো ঈশ্বর বলছে, অবতার বলছে। আবার থিয়েটার টানে।'[২৩]

এদিন রাতে গিরিশ-ভবন থেকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের সঙ্গে ফেরার পথে গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীম-র আত্মকথনে বলা হয়েছে,—

> "আর গিরিশের কি বিশ্বাস! দু'দিন দর্শনের পরই ব'লেছিলেন', প্রভু, তুমিই ঈশ্বর—মানুষদেহ ধারণ ক'রে এসেছ—আমার পরিত্রাণের জন্য।' গিরিশ ঠিক তো ব'লেছেন, ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ না কর্‌লে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, কে ধরায় পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধরে তুল্‌বে? কে কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত পাশবস্বভাবপ্রাণ মানুষকে আবার পূর্ববৎ অমৃতের অধিকারী কর্‌বে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে যাঁরা তদ্গতাত্মরাত্মা, যাঁদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না তারা কি ক'রে কাটাবেন?"[২৪]

এরই কিছুদিন পরে ৬ এপ্রিল সোমবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫ চৈত্র ১২৯১ সাল, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি। নিমু গোস্বামী লেনে ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে সন্ধ্যার পর উৎসব। প্রচণ্ড গরম, তবু উৎসবে যোগ দিতে বহু ভক্তই উপস্থিত। দক্ষিণেশ্বর থেকে বলরাম-ভবন হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণও এসেছেন, তাঁর সঙ্গেও আসেন অনেক ভক্ত। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি ভক্তদের সামনে গিরিশচন্দ্রকে বলেছেন,—

"(গিরিশের প্রতি)" তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো। তা হউক ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

"উপাধি নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়াবার সময় চড়্ চড়্ শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

"তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে।"[২৫]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বহুলোকের আনাগোনা। তাঁদের অনেকেই ভব-সংসার ব্যাধিতে জর্জরিত। ধর্মকথায় চিত্তচাঞ্চল্য দূর করতে, শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশাবলী শুনতে ও স্ব স্ব করণীয় কর্তব্য জানতেই সকলের আসা। এখানে থাকার শেষদিকে অভ্যাগতদের সঙ্গে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন,—

"..... অন্য এক দিবসে তিনি সমীপাগত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "মাকে আজ বলিতেছিলাম— বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম, মাষ্টার এই কয়জনকে একটু শক্তি দে, যাতে নূতন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈয়ারি হইয়া আমার নিকট আসে।"[২৬]

এখানে উল্লিখিত বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম ও মাস্টার হলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দত্ত ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গলদেশে রোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের দোতলা ভাড়াবাড়িতে বাস করছেন। ৬ নভেম্বর শুক্রবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২ কার্তিক ১২৯২ সাল, অমাবস্যা, ঁকালীপূজার রাত। ঠাকুরের আদেশে পূজার আয়োজন করা হয়েছে, প্রবীণ ও তরুণ অনেক ভক্তই উপস্থিত ;অথচ তিনি নিরুত্তর—ঘরে বসে থেকেও কিছু বলছেন না। শ্রীগুরুর ভগবদ্‌সত্তায় বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্রের অন্তরে এক নতুন ভাবের উদয় হ'লো। তিনি দু'হাতে ভরে পাত্রাধারে রক্ষিত পুষ্পবিল্বপত্র নিয়ে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে 'জয় মা', 'জয় মা' বলে অঞ্জলি প্রদান করলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় ঠাকুর প্রথমে শিউরে উঠলেন, পরক্ষণেই সমাধিমগ্ন হলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে অপূর্ব জ্যোতি

বিচ্যুরিত হয়ে দিব্যহাস্য দেখা দিল। দু'হাতে তিনি বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করলেন। তাঁর পার্থিব দেহকে অবলম্বন করে ভক্তদের সামনে জীবন্ত দেবী-প্রতিমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গিরিশচন্দ্রের দেখাদেখি সমস্ত ভক্তই তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দিব্যানন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। জগন্মাতারূপে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাবন্দনায় গিরিশচন্দ্রই গ্রহণ করেছেন অগ্রণী ভূমিকা।[২৭]

কাশীপুর উদ্যানবাটী। ১ জানুআরি শুক্রবার ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ পৌষ ১২৯২ সাল। অপরাহ্নে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্যানে বেড়ানোর সময় গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম করতে দেখে হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ?' একথা শোনামাত্র অবতারত্বে সুদৃঢ় আস্থাবান গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাঁর পায়ের সামনে নতজানু হয়ে ঊর্ধ্বমুখে করজোড়ে গদ্গদকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেন নি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কি আর বলতে পারি।' তাঁর সারল্যপূর্ণ স্বীকারোক্তিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে সেখানে উপস্থিত সবাইকে বললেন, 'তোমাদের কি আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক্।' সমবেত ভক্তবৃন্দ তাঁর আশীর্বাণীতে 'জয় জয়' ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করে তুললেন ও ব্যাকুলচিত্তে তাঁর পদধূলি নিতে লাগলেন।[২৮] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরুরূপে আবির্ভাব ও ভক্তদের কৃপাপ্রদানে ধন্য করে তোলা গিরিশচন্দ্রেরই সুগভীর বিশ্বাসের ফলশ্রুতি।

উদ্যানবাটীতে চিকিৎসার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানকালে প্রথম থেকেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কালীপ্রসাদ চন্দ্র, বাবুরাম ঘোষ, রাখালচন্দ্র ঘোষ, নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ, লাটু প্রভৃতি তরুণ ভক্তেরা সেখানে থাকতেন এবং দিনরাত পর্যায়ক্রমে তাঁর সেবা ও সাধনভজন করতেন। প্রবীণ গৃহীভক্তেরা এখানকার যাবতীয় খরচপত্রের অর্থ যোগাতেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের মাঝামাঝি তাঁরা তরুণ ভক্তদের নামে অভিযোগ করে বললেন যে ঠাকুরের সেবার নামে গৃহস্থদের কষ্টার্জিত অর্থের অসদ্ব্যবহার করা হচ্ছে, এমন কি হিসাবের খাতাপত্র দেখেও কটূ মন্তব্য থেকে বিরত হন নি। সমস্ত শুনে ঠাকুর তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে চিন্তার কোনও কারণ

নেই। এখন থেকে তিনি তাঁদের ভিক্ষান্নেই জীবনধারণ করবেন। যথাসময়ে গিরিশচন্দ্রের কানেও সব কথা গেল। অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন,—

"ব্যয়ের কি হবে তবে বিচারিয়া মনে।
গিরিশে ডাকিতে আজ্ঞা হৈল সেইক্ষণে।।
মহাভক্ত শ্রীগিরিশ বিশ্বাসের বীর।
বারতা পাইয়া হৈল গোচরে হাজির।।
শ্রীমুখে শুনিয়া তবে সব বিবরণ।
প্রভুর সম্মুখে তেঁহ করিলেন পণ।।
একা যোগইব ব্যয় ভয় কিবা তায়।
নহি ভীত যদি মোর ভিটেমাটি যায়।।"[২৯]

কার্যত গিরিশচন্দ্রকে বসতবাড়ি বিক্রি বা বাঁধা দিতে হয় নি, কিছুদিনের মধ্যে প্রবীণ ভক্তেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলেন।

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আদিষ্ট লোকশিক্ষার কেন্দ্রস্থল রঙ্গালয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত বৃত্তি ও জীবিকার তাগিদে পরবর্তীকালে একের পর এক নাট্যশালা গ্রহণ ও বর্জন করেছেন বটে, কিন্তু কোনদিনই রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে সরে থাকেন নি। তিনি 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ (৬ বিডন স্ট্রিট) তাঁর অন্যতম সামাজিক নাটক 'বলিদান'-এ 'করুণাময়' চরিত্রে শেষবার অবতীর্ণ হয়েছেন ১৫ জুলাই শনিবার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে, ৩০ আষাঢ় ১৩১৮ সালে। এদিন ছিল প্রচণ্ড বর্ষণমুখর, অবিশ্রান্ত বারিধারায় রাস্তা-ঘাট জলে থৈ থৈ করছে। 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ 'বলিদান' ও গিরিশচন্দ্রের 'করুণাময়' অভিনয়ের কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য টিকিটের বিক্রি পঞ্চাশ টাকাও অতিক্রম করে নি। থিয়েটারের লেসী মহেন্দ্রকুমার মিত্র এত অল্প টাকার টিকিট বিক্রিতে সেরাতে গিরিশচন্দ্রকে অভিনয় না করার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু সেকথা তিনি শুনলেন না। শেষপর্যন্ত অবশ্য প্রায় চারশ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল।[৩০] এই নাটকের শেষদিকে গিরিশচন্দ্র খালি গায়ে অভিনয় করতেন। আগেও বহুবার করেছেন, সেরাতেও করলেন। অনমনীয় জেদের বশবর্তী হয়ে তিনি অভিনয় করলেন বটে, কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে প্রাকৃতিক জলো ঠাণ্ডা হাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থায় বেশ কয়েক মাস

অতিবাহিত হবার পর তাঁর একদিনের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র মতিলাল লিখেছেন,—

"..... দেহরক্ষার কিছুকাল পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র যখন বহুকাল যাবৎ কঠিন রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন এক সময়ে তাঁহার মনে হইয়াছিল— 'মৃত্যু ত সন্নিকট, মৃত্যুর পরে কি হইবে বা কোথায় যাইব, তাহার ত কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই ; এখন উপায়?' কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি ঐ বিষয়ে নানা আন্দোলন করিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। পরে ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে ঐ সময়ে দেখিতে আসিয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তিনি ঐ বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন— 'ভাই, আমায় ঘা কতক জুতো মেরে যাও ত, সত্যি সত্যি ঘা কতক জুতো মেরে যাও।' মহেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ হে, জুতো খাওয়াই আমার উচিত প্রায়শ্চিত্ত ; তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) আমার রয়েছেন, তবু কি না আমি ভাবি, মৃত্যুর পরে আমার কি হবে!"[৩১]

প্রায় সাত মাস ধরে রোগভোগের পর তিনি ২৫ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩১৮ সালে, রাত একটা কুড়ি মিনিটে, ইংরেজি মতে ৯ ফেব্রুআরি শুক্রবার ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে[৩২] ইহলোক পরিত্যাগ করে চিরবাঞ্ছিত শ্রীরামকৃষ্ণলোকে মহাপ্রস্থান করলেন।

১। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি', চতুর্থ খণ্ড 'ভক্তদের সঙ্গে নানা রঙ্গ', দ্বাদশ প্রকাশ : বৈশাখ ১২০৪, April 1997, পৃষ্ঠা : ৪৬২-৬৩।

২। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', প্রথম ভাগ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, দ্বাদশ সংস্করণ : ১৯৬০, পৃষ্ঠা : ৪৩।

৩। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা', দ্বিতীয় ভাগ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ', দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৬০, পৃষ্ঠা : ৪৩।

৪। 'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ : ১৯৭৭, পৃষ্ঠা : ১৭৯।

৫। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা : ১৮।

৬। ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ অবলম্বনে।

৭। ঐ গ্রন্থে ধৃত, পৃষ্ঠা : ১৮২-৮৩।

৮। 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র', উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সাল, ১৫ বর্ষ ঃ পঞ্চম সংখ্যা, পৃষ্ঠাঃ ২০০-০২।
৯। 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', তৃতীয় ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, কার্তিক ১৩৩৫ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ২৭২।
১০। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭২-৭৩।
১১। 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ সাল, ৭ জুন ১৯৮৭ খৃঃ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭-৭৮।
১২। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', শ্রীম-কথিত, তৃতীয় ভাগ, একাদশ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, নবম সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ১৯৪।
১৩। 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব', পৃষ্ঠা ঃ ২৭৪।
১৪। 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী ;তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৭।
১৫। 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব', পৃষ্ঠা ঃ ২৭৪।
১৬। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৪।
১৭। ঐ ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৪।
১৮। 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র', উদ্বোধন, আষাঢ় ১৩২০ সাল, ১৫ বর্ষ ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৫-৬৬।
১৯। 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৫ মাঘ রবিবার ১৩৯৫ সাল, ২৬.১.১৯৮৯ খৃঃ, পৃষ্ঠা ঃ ৫০-৫১।
২০। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', দ্বিতীয় ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, একাদশ সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৯।
২১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৯।
২২। ঐ ঐ, পৃষ্ঠাঃ ২০১-০২।
২৩। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', শ্রীম-কথিত, প্রথম ভাগ অবলম্বনে, চতুর্দশ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, সপ্তদশ সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ২০৩।
২৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, চতুর্দশ খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ২০৬।
২৫। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'. শ্রীম-কথিত, তৃতীয় ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, নবম সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ঃ ১০৩।
২৬। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', দ্বিতীয় ভাগ, 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', একাদশ অধ্যায়, একাদশ সংস্করণ ঃ ৮ মার্চ ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৫।
২৭। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বাদশ অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় পাদ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮।
২৮। ঐ ঐ, পরিশিষ্ট, 'আত্মপ্রকাশে অভয় প্রদান', পৃষ্ঠা ঃ ২০০।

২৯। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি', পঞ্চম খণ্ড, 'অন্তরঙ্গগণের বাসনা পূরণ', পৃষ্ঠা ঃ ৬৯৮।

৩০। 'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৮।

৩১। 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র', উদ্বোধন, আষাঢ় ১৩২০ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৬-৬৭।

৩২। ভারতীয় মতে সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত তারিখ ও বার গণনার রীতি প্রচলিত, কিন্তু ইংরেজি মতে রাত বারোটা থেকে পরবর্তী রাত বারোটা পর্যন্ত তারিখ ও বার গণনা করা হয়। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু রাত একটা কুড়ি মিনিটে হওয়ায় ইংরেজি তারিখ ও বার পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এখন ভুল করে '৮ ফেব্রুআরি বৃহস্পতিবার' লেখা হচ্ছে।

দুই
স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সমাজজীবনে অপাঙ্‌ক্তেয় নট-নটীদের অভিনয় দর্শনের ছলে পাঁচ দিন ৬৮ বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ ভক্তদের সঙ্গে শুভ পদার্পণ করে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও সমগ্র অভিনেতৃসমাজকে চিরতরে ধন্য করেছেন। ঐ পাঁচ দিনে তিনি ছোট-বড় মিলিয়ে ভিন্নধর্মী পাঁচটি নাটক ও একটি প্রহসনের অভিনয় দেখেছেন। নাটক পাঁচটি লিখেছেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও প্রহসনটি রচনা করেছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। গিরিশচন্দ্রের পাঁচটি নাটকের দু'টি ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা' ও 'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ বা 'নিমাই সন্ন্যাস' আর বড়-ছোট তিনটি পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ', 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'বৃষকেতু' এবং অমৃতলালের প্রথমদিকে রচিত স্মরণীয় প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট'।

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষজীবনের চার বছরের ওপর দিনলিপিকর ছিলেন মাস্টারমশাই শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। দক্ষিণেশ্বরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন ২৬ ফেব্রুআরি রবিবার ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে, ১৫ ফাল্গুন ১২৮৮ সালে, ফাল্গুনী শুক্লা নবমী তিথিতে সন্ধ্যাবেলায়। শ্রীম সর্বপ্রথম দিনপঞ্জী অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থিব দেহাবসানের এগার বছর পরে ইংরেজি ভাষায় তাঁর উপদেশাবলী সম্বলিত 'GOSPEL OF SRI RAMAKRISHNA' নামে পর পর দু'টি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসে মুদ্রিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভক্তদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি উপরোক্ত নামে বৃহদাকারে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি পূর্বোক্ত দিনলিপির সাহায্যে বাংলাভাষায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' রচনায় ব্রতী হন। 'পঞ্চম ভাগ'-এ বিভক্ত 'কথামৃত' শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের শেষপর্বের এক অসাধারণ আকরগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। শ্রীম-র প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা এতে একের পর এক বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ

যথাক্রমে ১৯০২, ১৯০৪, ১৯০৮ ও ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর শেষ অংশ 'পঞ্চম ভাগ'-এর পাণ্ডুলিপি আগে তৈরি করা হলেও ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের তিন দিনে তিনটি নাটক ও প্রহসন দেখার উল্লেখ রয়েছে। প্রথম দিন ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৬ আশ্বিন ১২৯১ সালে, শারদীয়া দেবীপক্ষে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে তিনি দেখেন গিরিশচন্দ্রের সর্বজনপ্রশংসিত ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা'।[১] দ্বিতীয় দিন ১৪ ডিসেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সালে, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে তিনি দেখেছেন স্বল্পায়তন পৌরাণিক নাটক 'প্রহ্লাদচরিত্র'। এদিন রাতে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'-এর পরে অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসন অভিনীত হলেও তিনি তা দেখেন নি। পরমান্ন ও শুক্তনির সঙ্গে যথাক্রমে 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর তুলনা করে তিনি পরমান্নের পরে শুক্তনি আহার করা অনুচিত বলে শেষের অভিনয়কে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন।[২] তৃতীয় দিন ২৫ ফেব্রুআরি বুধবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, ১৫ ফাল্গুন ১২৯১ সালে, শুক্লা একাদশী তিথিতে তিনি গিরিশচন্দ্রের ক্ষুদ্র পৌরাণিক নাটক 'বৃষকেতু' দেখার পরে অমৃতলালের মঞ্চসফল প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট' দর্শন করেন।[৩]

'কথামৃত'-এ ১৪ ডিসেম্বর রবিবার 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও ২৫ ফেব্রুআরি বুধবার 'বৃষকেতু' আর 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর যুগল অভিনয় দেখার উল্লেখ থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থে এই দুই দিনের মাঝখানের ২৮ ডিসেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ (১৪ পৌষ ১২৯১ সাল, শুক্লা একাদশী তিথি) থেকে ২১ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ (১১ ফাল্গুন ১২৯১ সাল, শুক্লা সপ্তমী তিথি) পর্যন্ত মোট ছাপ্পান্ন দিনের কোনও দিনপঞ্জী নেই। এই দিনলিপিহীন ছাপ্পান্ন দিনের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক দ্বিতীয় চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ বা 'নিমাই সন্ন্যাস' বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ প্রথম অভিনীত হয়েছে আর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সাথে সেই অভিনয় দেখেছেন। আবার এই সময়েই তিনি এই থিয়েটার উদ্বোধন রজনীর গিরিশচন্দ্রের মঞ্চসফল পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'-এর অভিনয়ও দেখেন। এই নাটক দু'টি দেখার বিবরণ শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের বিভিন্ন

লেখকের রচনা থেকে জানতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে ‘নিমাই সন্ন্যাস’ ও ‘দক্ষযজ্ঞ’ নাটকের অভিনয় দেখার উল্লেখ করেছেন ত্যাগীভক্ত লাটু মহারাজ, যিনি সন্ন্যাসজীবনে স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে পরিচিত, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত তাঁর আত্মচরিত ‘শ্রীশ্রীলাটু মহারজের স্মৃতি-কথা’-য়[৪] এবং ‘দক্ষযজ্ঞ’ দেখার কথা বলেছেন গৃহীভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল তাঁর ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত’ গ্রন্থে।[৫] এ ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের ‘নিমাই সন্ন্যাস’ দেখার কথা লিখেছেন স্বয়ং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তিনটি প্রবন্ধে,[৬] ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত তাঁর ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত’-এ[৭], গৃহী তাপস মহেন্দ্রনাথ দত্তের ‘শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী’-র ‘দ্বিতীয় খণ্ড’-এ[৮] এবং গিরিশ-জীবনের শেষ পনের বছরের পার্শ্বচর ও লিপিকর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ‘গিরিশচন্দ্র’ জীবনীগ্রন্থে[৯]।

লাটু মহারাজ, বৈকুণ্ঠনাথ, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ ও অবিনাশচন্দ্র—কোনও লেখকই তাঁদের বিবরণগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের সঙ্গে নাটক দু'টির অভিনয় দেখার ইংরেজি বা বাংলা সাল-তারিখ-বার প্রভৃতির কথা লেখেন নি. কেবলমাত্র ঘটনাগুলি বিবৃত করেছেন। সেজন্য তাঁদের লেখা থেকে সঠিক তারিখ নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু রচনাগুলি পর্যালোচনা করলে, সমকালীন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলির প্রতি নজর রাখলে ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে গিরিশ-মানস বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করলে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে তিনি ‘নিমাই সন্ন্যাস’ দেখার পরে ‘দক্ষযজ্ঞ’ দেখেছেন এবং তা ঘটেছে ‘কথামৃত’-এ অলিখিত দিনপঞ্জীর ছাপ্পান্ন দিনের মধ্যেই।

‘স্টার থিয়েটার’-এ শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয় দেখার সময়ের ব্যাপ্তির ইতিহাস মাত্র পাঁচ মাস পাঁচ দিনের ইতিহাস (২১ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ—২৫ ফেব্রুআরি বুধবার ১৮৮৫ খ্রিঃ)। এই অভিনয় দর্শনকে ক্রমানুসারে সাজালে দাঁড়ায় ‘চৈতন্যলীলা’ (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রিঃ), ‘প্রহ্লাদচরিত্র’ (১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৪ খ্রিঃ), ‘চৈতন্যলীলা’ দ্বিতীয় ভাগ বা ‘নিমাই সন্ন্যাস’ (?), ‘দক্ষযজ্ঞ’ (?) আর ‘বৃষকেতু’ ও ‘বিবাহ-বিভ্রাট’ (২৫ ফেবুআরি ১৮৮৫ খ্রিঃ)। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণের যুগল অভিনয়

দেখার রাতেই 'স্টার থিয়েটার'-এ তাঁর শেষ পদার্পণ, তারপর আর কোনদিনই তিনি সেখানে যান নি। এর অব্যবহিত পরেই তাঁর গলদেশের রোগ ধরা পরে এবং চিকিৎসার জন্য তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে বলরাম-ভবন হয়ে শ্যামপুকুরের দোতলা ভাড়াবাড়িতে ও শেষে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে বসবাস করতে হয়।

'স্টার থিয়েটার'-এ বিভিন্ন অভিনয় রজনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ)। কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), নারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাখ্‌তুরাম বা লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (স্বামী যোগানন্দ), নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), যতীন দেব প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রকে মাত্র একটি চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছেন, সে চরিত্রটি হ'লো সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র আত্মম্ভরী মহারাজ প্রজাপতি দক্ষ। রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন কাজকর্মে, বিশেষ করে নাটক রচনা ও অভিনয় মহড়ায়, ব্যস্ত থাকায় গিরিশচন্দ্র 'দক্ষযজ্ঞ' ব্যতীত অন্য কোনও নতুন নাটকে বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনয় করতে সমর্থ হন নি। কিন্তু বিনোদিনীকে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচটি অভিনয় রজনীতে ছ'টি ভিন্নধর্মী ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছেন। এই ছ'টি ভূমিকার তিনটি পুরুষ ও তিনটি নারী চরিত্র। এগুলি হ'লো যথাক্রমে নিমাই (চৈতন্যলীলা), প্রহ্লাদ (প্রহ্লাদচরিত্র), চৈতন্য (নিমাই সন্ন্যাস), সতী (দক্ষযজ্ঞ), পদ্মাবতী (বৃষকেতু) ও বিলাসিনী কারফরমা (বিবাহ-বিভ্রাট)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইংরেজি শিক্ষিতা উগ্র আধুনিকা বিলাসিনী কারফরমা নারী হলেও তার পোযাক-পরিচ্ছদ ছিল তৎকালীন সাহেবের মত পুরুষোচিত।

বিনোদিনীর চরিত্রানুগ অঙ্গসজ্জার (Make-up) পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। তিনি অভিনেয় চরিত্রের অঙ্গসজ্জা এমনভাবে করতে পারতেন যে অতি পরিচিত ব্যক্তিরও সে সময় তাঁকে চেনবার সাধ্য ছিল না। তিনি তাঁর প্রথম আত্মজীবনীতে এই দক্ষতার কথা বলেছেন[১১] এবং গিরিশচন্দ্র ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী' প্রবন্ধে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১২] অনেক সময় বিনোদিনী অভিনেয় চরিত্রোপযোগী অঙ্গসজ্জা

করে বাড়ি থেকে থিয়েটারে আসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশে রোগের চিকিৎসার জন্য ৫৫ শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে বসবাসকালে বিনোদিনী তাঁকে একবার দর্শনের আশায় অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। ভক্ত কালীপদ ঘোষের (দানা কালী) পরামর্শে ১০ অক্টোবর শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে (২৫ আশ্বিন ১২৯২ সালে) তিনি যখন সাহেবী পোষাকের অন্তরালে আত্মগোপন করে তাঁর সঙ্গে দেখতে আসেন, তখন দ্বাররক্ষক ভক্ত নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ (সন্ন্যাসজীবনে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) তাঁকে চিনতে পারেন নি। কিন্তু রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই ফাঁকি দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়েছে।[১২] সে কি বিনোদিনীকে বুঝতে পেরে! না, সাত মাস চোদ্দ দিন আগে দেখা 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এ বিলাসিনী কারফরমাকে চিনতে পেরে!! অথবা ঐ চরিত্রের পোষাক ও রূপসজ্জার মিল দেখতে পেয়ে!!!

১। দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড; প্রথম, চতুর্থ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ, একাদশ সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ঃ ১০৯-১০, ১১৪-১২৩।

২। তৃতীয় ভাগ, একাদশ খণ্ড; প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ, নবম সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠাঃ ১০৬-০৭ ও ১১৪।

৩। পঞ্চম ভাগ, সপ্তদশ, খণ্ড, প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৯ ও ১৪৫-৪৮।

৪। 'সেবক-জীবন', দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬০, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৫-৫৭।

৫। পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পরিশিষ্ট (৩) গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৪৩, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৮-৪০।

৬। (ক) 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', তৃতীয় ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, কার্তিক ১৩৩৫ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৪।

(খ) 'পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৮-৭৯।

(গ) 'রামদাদা', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', ষষ্ঠ ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, আষাঢ় ১৩৩৬ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৬-১৭।

৭। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, 'বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র', প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৮৯০, নবম সংস্করণ ঃ ১৪০২, December 1995, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৭-৩৮।

৮। প্রথম সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ সাল, ৭ জুন ১৯৮৭ খৃঃ, পৃষ্ঠা ঃ ৭১-৭৪।

৯। ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ২১০।

১০। 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা', 'শেষ-সীমা', নব সংস্করণ ঃ সন্ ১৩২০ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৯৫-৯৭।

১১। 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', নবম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৩৭ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৩।

১২। 'শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা', প্রথম খণ্ড, স্বামী প্রভানন্দ, চতুর্থ প্রকাশ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, May 1996. পৃষ্ঠা ঃ ৩৯ ও ৪২।

তিন

শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা অভিনয়

অ) চৈতন্যলীলা

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদের সঙ্গে ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৬ আশ্বিন ১২৯১ সালে, শারদীয়া শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ৬৮ বিডন স্ট্রিটের প্রথম পর্যায়ের 'স্টার থিয়েটার'-এ গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক প্রথম চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয় দর্শন করেন। এই অভিনয়ের আগের দিন ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ঃ—

Last nights Preceding the Durga Poojah
Holidays,
STAR THEATRE,
BEADON STREET
SATURDAY, THE 20TH SEPTEMBER.
AT 9 PM
AND NEXT DAY.
Sunday, 21st at Candle Light
CHAYTANYA LILA
Grand procession of Nagarkirtan.

G.C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 20.9.1884, Page : 1]

২ অগস্ট শনিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ১৯ শ্রাবণ ১২৯১ সালে 'চৈতন্যলীলা' নাটকের শুভ উদ্বোধনের এক মাস কুড়ি দিন পরে এটাই ছিল নাটকটির একাদশতম অভিনয় রজনী। এই দিনটি কেবলমাত্র 'স্টার থিয়েটার'-এর ইতিহাসেই নয়, সমগ্র পেশাদার নাট্যশালার ইতিহাসেই অমরত্ব লাভ করেছে। কেন না, 'স্টার থিয়েটার'-কে উপলক্ষ করে এই দিনটিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের পেশাদার রঙ্গালয়ে প্রথম পদার্পণ। তাঁর পবিত্র পদধূলিস্পর্শে সেদিন একদিকে যেমন অপাঙ্‌ক্তেয় রঙ্গালয় চিরস্মরণীয় হয়ে উঠেছে ; অন্যদিকে তেমনি সমাজজীবনে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও লাঞ্ছিত

অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা নিজেদের জীবনকে সেই দুর্লভ দর্শনে ধন্য করতে সমর্থ হয়েছেন।[১]

শ্রীম-কথিত অমর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের থিয়েটারে আগমন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—

> "ঠাকুরের গাড়ী বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। সঙ্গে মাষ্টার, বাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুয্যে ও আরও দু একটি ভক্ত।"[২]

রাত ন'টার 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয় আরম্ভ। শুরু হতে আধ ঘণ্টা দেরি। তখনও টিকিট কেনা হয় নি। কাকে কোথায় বসতে হবে, তার ঠিক নেই। সব ব্যবস্থা করার পর তবে অভিনয় দেখা। সেজন্য গৃহীভক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আধ ঘণ্টা আগে তাঁর গাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের নিয়ে থিয়েটারে এসেছেন। বাগবাজারে রাজা রাজবল্লভ পাড়ায় মহেন্দ্রনাথ থাকেন, তিনি নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের পূর্বপরিচিত। এক সপ্তাহ আগে ১৪ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৩০ ভাদ্র ১২৯১ সালে, কৃষ্ণা দশমী তিথিতে কালীবাড়ির কাছে দক্ষিণেশ্বরে যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়িতে সন্ধ্যাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয়ের প্রশংসা শুনে তা দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সেই সময় মহেন্দ্রনাথও সেখানে ছিলেন। তিনি থিয়েটার দেখানোর দায়িত্ব নেন।[৩] সেদিনের কথা অনুযায়ী তিনি আজ তাঁর গাড়িতে করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের প্রথমে হাতিবাগানে তাঁদের ময়দা-সুজির কলে বিকেল পাঁচটায় নিয়ে আসেন এবং কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম ও জলযোগের পর সেখান থেকে সবাইকে নিয়ে 'স্টার থিয়েটার'-এ যান।

'চৈতন্যলীলা' অভিনয় শুরুর আগে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র তৃতীয়বার শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তাঁর এই নাটকে একে কোনও অভিনেয় ভূমিকা ছিল না আর তার ওপর শরীরটাও ছিল খারাপ। সেজন্য থিয়েটারে সেরাতে তিনি বেশিক্ষণ থাকেন নি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের 'দক্ষিণ-পশ্চিম'-এর একটি বক্সে বসিয়ে দিয়ে এবং হাওয়া করার জন্য একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে যান। এই তৃতীয় দর্শনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ও থিয়েটারে অল্প সময় ছিলেন বটে, কিন্তু দর্শনের প্রারম্ভেই নমস্কার যুদ্ধে পরাজিত হওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর জেদী চিত্তকে

কিছুটা প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে তিনি এই দর্শন প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"...ষ্টার থিয়েটারে (৬৮ নং বিডন ষ্ট্রীট) "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারে বাহিরের compound-এ বেড়াইতেছি, এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষণে তিনি স্বর্গগত) আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বসিতে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি।" আমি বলিলাম, "তাঁহার টিকিট লাগিবে না, কিন্তু অপরের টিকিট লাগিবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি,—দেখিলাম, তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের compound মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ;আমি না নমস্কার করিতে করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন, আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন, আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো দেখিতেছি চলিবে। আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটী Box-এ বসাইসলাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী চলিয়া আসিলাম।"[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের 'চৈতন্যলীলা' দেখার সময়ে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনজনের নাম শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে— মাস্টারমশাই শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবুরাম ঘোষ। অভিনয় দর্শনে উপস্থিত অন্যান্য ভক্তদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে,— 'আরও দু একটি ভক্ত'। এখন প্রশ্ন, এই 'দু একটি ভক্ত' কারা ও কে কে? এই 'দু একটি ভক্ত-এর মধ্যে ছিলেন কালীপ্রসাদ চন্দ্র (সন্ন্যাসজীবনে স্বামী অভেদানন্দ নামে পরিচিত)। তিনি যে 'চৈতন্যলীলা' ও 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের অভিনয় দেখার রাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন, একথা তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানতে পারা যায়। তিনি লিখেছেন,—

"গিরিশচন্দ্র ঘোষের ষ্টার থিয়েটারে পরমহংসদেব যখন চৈতন্যলীলা ও প্রহ্লাদচরিত্র দেখিতে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তখন আমিও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম।"[৫]

'আরও দু একটি ভক্ত'-এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় তরুণ ভক্ত নারায়ণও যে ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর আগের রবিবার ১৪ সেপ্টেম্বর, ৩০ ভাদ্র দক্ষিণেশ্বরে প্রথমে নিজের ঘরে এবং পরে যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ তরুণ ভক্ত নারায়ণকে সঙ্গে করে না আনার জন্য মাস্টারমশাইকে বার বার অভিযুক্ত করেছেন ও পরের সপ্তাহে রবিবারে তাঁকে অবশ্যই নিয়ে আসতে বলেছেন।[৬] শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ মেনে মাস্টারমশাই অভিনয় দেখার দিনে তাঁকে সঙ্গে আনলে তিনি যে তাকেও থিয়েটারে নিয়ে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। গৃহীভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থে নারায়ণের 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয় দেখার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

> "...দিব্যদৃষ্টিতে প্রভু দেখেন—গিরিশ বাবুর তমোন্মুখ চৈতন্য। এই তমঃ আবরণটি অপসারণ করিলেই অমৃত-উৎস প্রবাহিত হইবে। বোধ হয়, এই অভিপ্রায়ে প্রিয়ভক্ত নারায়ণের আগ্রহে ভক্ত সঙ্গে এক দিন 'চৈতন্যলীলা' দেখিতে যান।"[৭]

বাবুরাম ঘোষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ছ'জন ঈশ্বর কোটির ভক্তদের একজন (সন্ন্যাসজীবনে স্বামী প্রেমানন্দ নামে পরিচিত)। শ্রীরামকৃষ্ণ 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয় দেখার সময় কোমলহৃদয় দরদী ভক্ত বাবুরামের ওপর যে কতখানি নির্ভরশীল ছিলেন, স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা'-য় তার এক সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,—

> "...ঠাকুর একদিন 'চৈতন্য-লীলা' অভিনয় দেখিতে যাইবেন—বাবুরামকে সঙ্গে লইলেন এবং বলিলেন, "দ্যাখ, সেখানে সমাধিস্থ হয়ে পড়লে সবাই আমার দিকে চেয়ে থাকবে, আর গোলমাল করে উঠবে। আমার এরূপ হবার উপক্রম দেখলে অন্য বিষয় খুব কথা বলবি।" এইরূপ ঠিক করিয়া তো অভিনয়দর্শনে গেলেন; কিন্তু যে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সমাধির দিকে এবং যাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বলপূর্বক সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া রাখিতে হইত, সে মন উদ্দীপকের সান্নিধ্যলাভ করিয়াও কিরূপে নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে? ফলে ঠাকুর অচিরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বাবুরাম নাম শুনাইতে শুনাইতে ঐ মনের গতি ব্যবহারিক জগতের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন।"[৮]

'চৈতন্যলীলা' ছাড়াও বাবুরাম 'স্টার থিয়েটার'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের অভিনয় দেখেন।

'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় দেখার রাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বাবুরাম ঘোষ, কালীপ্রসাদ চন্দ্র ও নারায়ণ ব্যতীত আর কোনও ভক্ত ছিলেন কি না, তা জানা যায় না।

অভিনয়ের শেষে সেদিন রাতে যা ঘটেছিল, তা বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসের বিরলতম ঘটনা। অভিনেয় নাটকের যবনিকা পতনের পর দর্শকশূন্য প্রেক্ষাগৃহে সমস্ত নট-নটী ও ভক্তদের সামনে নতুন করে যে দিব্যনাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বঙ্গরঙ্গালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নটী বিনোদিনী তার কেন্দ্রীয় চরিত্র আর তার প্রাণপুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দির ধর্মীয় আন্দোলনের পুরোধা, সর্বধর্মসমন্বয় ও বিশ্বমানবের মহামিলনের মহান প্রবক্তা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনীর অন্তর আলোড়নকারী অনন্যসাধারণ ভাবদ্যোতক সাত্ত্বিক অভিনয় শ্রীরামকৃষ্ণকে এতখানি অভিভূত ও আত্মহারা করে তুলেছিল যে তাৎক্ষণিক মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টিতে 'আসল-নকল সব এক হয়ে গিয়েছে'। ভাগবতী তনু শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র রূপায়ণে বিনোদিনীর একনিষ্ঠ অভিনয়ে সেরাতে তাঁর ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটায় স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যেন নাট্যশালায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সেজন্য পতিতপাবন করুণাসিন্ধু ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মস্তক স্পর্শ করে 'তোমার চৈতন্য হোক্' বলে কৃপা প্রদর্শন করে স্নেহাশীর্বাদে তাঁকে চিরকৃতার্থ করেছেন।

১। "ঠাকুরের পদার্পণে নট-নটীদের জীবন সার্থক এবং রঙ্গালয় ধন্য হয়। থিয়েটারে ঠাকুরের এই প্রথম আগমন।"—'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৮।

২। দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, একাদশ সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ঃ ১১৬।

৩। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', চতুর্থ ভাগ, ঊনবিংশ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৫।

৪। 'ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', তৃতীয় ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, কার্তিক ১৩৩৫ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ২৭০-৭১।

৫। 'আমার জীবন কথা', প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩১।

৬। চতুর্থ ভাগ, ঊনবিংশ খন্ড, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮ ও ১৫৫।

৭। পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পরিশিষ্ট (৩) 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ', দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৪৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৮।

৮। প্রথম ভাগ, 'স্বামী প্রেমানন্দ', তৃতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৬-৯৭।

আ) প্রহ্লাদচরিত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদের সঙ্গে ১৪ ডিসেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সালে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে 'স্টার থিয়েটার'-এ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের স্বল্পায়তন দু'অঙ্কের পৌরাণিক নাটক 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এর অভিনয় দেখেন। এটাই তাঁর দ্বিতীয়বার পেশাদার রঙ্গালয়ে আগমন ও দ্বিতীয় রাতে অভিনয় দর্শন। এদিন রাতে ছিল 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও রসরাজ অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর যুগ্ম অষ্টম অভিনয় রজনী। এর আগের দিন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ঃ—

STAR THEATRE
SATURDAY, THE 13TH DECEMBER, AT 9A.M.
AND
SUNDAY, THE 14TH DECEMBER AT CANDLE-LIGHT
PRALHAD CHARITRA
Followed by a New Society Play
Bebaha Bibhrat.
G.C GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 13.12.1884 Page-1]

শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—

> "শ্রীরামকৃষ্ণ আজ ষ্টার থিয়েটারে প্রহ্লাদচরিত্রের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ প্রভৃতি।"[১]

শ্রীম-র বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, সেরাতে থিয়েটারে ভক্তদের মধ্যে ছিলেন মাস্টারমশাই শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বাবুরাম ঘোষ ও তরুণ ভক্ত নারায়ণ। এই তিনজন ব্যতীত আর কোনও ভক্তের নাম উল্লেখ না করে তিনি কেবলমাত্র লিখেছেন 'প্রভৃতি'। এই 'প্রভৃতি'-র মধ্যে ভক্ত কালীপ্রসাদ চন্দ্র

যে উপস্থিত ছিলেন, সেকথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন।[২] গৃহীভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারও যে এই অভিনয়ের দর্শক ছিলেন, গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তা উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' প্রবন্ধে।[৩]

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পূর্বপরিচিত। এই পরিচয়ের সূচনা তাঁর দাদা কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের জীবিতাবস্থায়। গিরিশচন্দ্র যখন অফিসে চাকরি করতেন, সে সময় বহুবার তিনি তাঁদের বাড়িতে গিয়েছেন ও বিভিন্ন বিষয়ে কবির সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রত্যক্ষদর্শী। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন,—

> "........কবি সুরেন্দ্রের আসবে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব হইত এবং উভয় সাহিত্যরসিকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কাব্যালোচনা চলিত। দেবেন্দ্র পাশে বসিয়া সব শুনিতেন এবং বহু বিষয় হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতেন।"[৪]

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের হৃদ্যতা এত গভীর ও আন্তরিক ছিল যে পেশাদার মঞ্চজীবনের সূচনাতেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির মৃত্যুর পর তাঁর সদ্য সমাপ্ত ঐতিহাসিক নাটক 'হামির'-এর অভিনয়ের মাধ্যমেই তিনি প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে এদিন রাতে দেবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ভক্ত দর্শকই ছিলেন না, অভিনয় দেখার সুবন্দোবস্তের ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। প্রথমবার 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয় দেখার সময়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয়বার দেবেন্দ্রনাথের ওপরেই ন্যস্ত হয়েছিল সেই দায়িত্ব।

'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখার রাতে গিরিশচন্দ্র 'স্টার থিয়েটার'-এর অভ্যন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণকে পঞ্চমবার দর্শন করেন। এই দর্শন উপলক্ষ্যে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—

> "....... আমি থিয়েটারের সাজ-ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব আসিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "ভাল, Box-এ লইয়া গিয়া বসান।" দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না?" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নামতে পারবেন না!" কিন্তু

গেলেম। আমি পঁহুছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলিল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরমশান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি না।"[৫]

"চৈতন্যলীলা' দেখার সময় তৃতীয়বার দর্শনের মত এরাতেও গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব কোনও অভিনেয় চরিত্র ছিল না। সেজন্য অভিনয়ের আগে ও পরে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় কথাবার্তা বলতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি লিখেছেন,—

" ....Dress circle-এর দর্শকের, Concert-এর সময় বসিবার জন্য Star Theatre-এর দ্বিতলে, স্বতন্ত্র একটী কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন। অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেন বাবু প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। দেবেন বাবুর সহিত আলাপ ছিল। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম, "বসুন না।" কিন্তু তিনি অসম্মত। .... পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাবনিমগ্ন হইলেন।.... তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— "তোমার মনে বাঁক (আড়) আছে।" আমি ভাবিলাম, অনেক বাঁক তো আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করিযা বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,— "বাঁক যায় কিসে?" পরমহংসদেব বলিলেন—"বিশ্বাস করো।"[৬]

গিরিশচন্দ্রের 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' প্রবন্ধ অবলম্বনে আগেই বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখার প্রথম রাতে কোনও টিকিট লাগে নি, সৌজন্য-সহকারে নাট্যকারই তাঁকে দোতলার বক্সে বসিয়ে দিয়েছেন ও হাওয়া করার জন্য একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করে বাড়ি চলে গিয়েছেন। এই তৃতীয় দর্শনের কয়েকদিন বাদে উভয়ের চতুর্থ সাক্ষাৎ হয় বাগবাজারে রামকান্ত বসু স্ট্রিটে 'বলরাম-ভবনে'। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ

কথোপকথন প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কাছে আবার থিয়েটার দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ও দর্শনী হিসাবে একটি টাকা দিতে চেয়েছেন। গিরিশচন্দ্রও তাতে সম্মত হয়েছেন। ঐ প্রবন্ধে যদিও উল্লেখ করা হয় নি, তবু অনুমান করতে পারি যে সত্যবদ্ধ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের অভিনয় দেখার দ্বিতীয় রাতে ভারতসম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত ও চিত্রশোভিত একটি শুভ্র রজতমুদ্রা কোনও ভক্তের দ্বারা রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষদের কাউকে দিয়েছেন এবং তিনিও তা সাদরে গ্রহণ করে আশীর্বাদের নিদর্শনস্বরূপ সযত্নে তুলে রেখেছেন। কিন্তু গিরিশযুগের শেষদিকের নট; পরবর্তীকালের নট, নাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে ওপরের ঘটনার আমিল দেখা যায়। তিনি লিখেছেন,—

> "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ষ্টার থিয়েটার দেখিতে গিয়া প্রথম দিনই তাঁহার কোন ভক্তের দ্বারা একটি টাকা ঐ থিয়েটারেরই একজন অন্যতম স্বত্ত্বাধিকারীর হাতে দেন ; টাকাটি লইতে কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করেন, ভগবান রামকৃষ্ণ দেব বলেন,—"নাও, দোষ নেই, এ আমার আশীর্ব্বাদ।"
>
> এই আশীর্ব্বাদের টাকাটি ষ্টারের টিকিট ঘরের ক্যাশ বাক্সে পরম যত্নে একটুকরা নূতন কাপড়ে বাঁধা বরাবরই রাখা হইত। ষ্টারের স্বত্ত্বাধিকারীদের বিশ্বাস, এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহাদের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হয়েন।"[৮]

অপরেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ২০ জুলাই [মঙ্গলবার] ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে, ৫ শ্রাবণ ১২৮২ সালে। 'স্টার থিয়েটার'-এ এই ঘটনা যখন ঘটে, তখন তিনি অত্যন্ত বালক—বয়স মাত্র ন'বছর পাঁচ মাস। এর ঊনিশ বছর সাত মাসেরও পরে প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মনোমোহন পাঁড়ে ২৭ জুলাই বুধবার ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে [১২ শ্রাবণ ১৩১১ সালে] 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এর (৬ বিডন স্ট্রিট) লেসী হয়ে বাল্যবন্ধু অপরেশচন্দ্রকে ১৩ অগস্ট শনিবার [২৯ শ্রাবণ] অভিনেতা হিসাবে এখানে নিয়ে অসেন এবং পরের দিন ১৪ অগস্ট রবিবার [৩০ শ্রাবণ] বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নাট্যরূপে 'নবকুমার' চরিত্রাভিনয়ে তাঁর পেশাদার নটরূপে প্রথম আবির্ভাব সূচিত হয়। সেই সময় থেকে তিনি বরাবর সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়

হাতিবাগানের 'স্টার থিয়েটার'-এ (৭৫-৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট) প্রতিষ্ঠিত 'আর্ট থিয়েটার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি'-তে ও পরে এরই যুগ্ম ব্যবস্থাপনায় 'মনোমোহন থিয়েটার'-এ (৬৮ বিডন স্ট্রিট)। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সাথে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থাকায় তিনি অনেকের কাছ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের রৌপমুদ্রা দেওয়ার কথা শুনে থাকতে পারেন। বহু বছর বাদে পৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে স্মৃতিনির্ভর এই ঘটনাকে লেখার সময় তিনি দ্বিতীয় রজনীর দেয় টাকাকে প্রথম রজনীর দেয় টাকা বলে ভুল উল্লেখ করেছেন। বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের অর্থ যে হাতিবাগানের 'স্টার থিয়েটার'-এও অত্যন্ত যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই থিয়েটারের চারজন স্বত্বাধিকারীর অন্যতম রসরাজ অমৃতলাল বসু ছিলেন সুদীর্ঘজীবনের অধিকারী। তাঁর জীবদ্দশায় ঐ অর্থ সংরক্ষণের কোনও ব্যাতিক্রম ঘটে নি বলে মনে করতে পারি। পরবর্তীকালে ঘন ঘন মালিক পরিবর্তনের ফলে কোনও-না-কোনও সময়ে ঐ টাকা হারিয়ে গিয়ে এখন ঐতিহাসিক স্মৃতিকে পরিণত হয়েছে।

'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের অভিনয় তখনও শুরু হয় নি। তার আগেও বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ বলা হয়েছে,—

> "........শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বক্সে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। রঙ্গালয় আলোককীর্ণ। কাছে মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ বসিয়া আছেন। গিরিশ আসিয়াছেন। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর গিরিশের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বা! তুমি বেশ লিখেছো!
>
> গিরিশ—মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তোমার ধারণা আছে। সেই দিন তো তোমায় বললাম ভিতরে ভক্তি না থাক্‌লে চালচিত্র আঁকা যায় না—"[৯]

অভিনয় যে লোকশিক্ষার বাহন, একথা শ্রীরামকৃষ্ণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। অভিনয়ে এক্সঙ্গে অনেক মানুষকে উদ্দীপিত করা যায়। গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে আজীবন সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকশিক্ষা বিতরণ করুক, শ্রীরামকৃষ্ণ বরাবর সে সম্বন্ধে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন। এখানেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। "কথামৃত'-এ কথিত হয়েছে,—

"গিরিশ—মনে হয়, থিয়েটারগুলো আর করা কেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ—না, না, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।"[১০]

'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয় দেখার পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে গিরিশচন্দ্র তাঁকে অভিনয় কেমন দেখলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন,—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা! যারা গোলকে রাখাল সেজেছে, তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন।"[১১]

তারপর উভয়ের মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী মাস্টারমশাই শ্রীম উপরোক্ত গ্রন্থে একাদশ খণ্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ জুড়ে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

আলোচ্য অভিনয় রজনীতে 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এর পর রসরাজ অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসন অভিনীত হয়। উভয় অভিনয়ের মাঝের বিরতির শেষদিকে থিয়েটারের জনৈক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে তা দেখবেন কি না জানতে চাইলে তিনি সরাসরি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ সম্বন্ধে 'কথামৃত'-এ উক্ত হয়েছে,—

"ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন," একি করলে? প্রহ্লাদচরিত্রের পর বিবাহ বিভ্রাট? আগে পায়েস মুণ্ডি, তারপর শুক্তনি!"[১২]

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এদিন রাতে কথোপকথনে গিরিশচন্দ্র খুব উৎফুল্ল ও অভিভূত। তাঁরই নির্দেশে অভিনয়ের শেষে অভিনেত্রীরা এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন। শ্রীম-কথিত 'কথামৃত'-এ বলা হয়েছে,—

"অভিনয়ান্তে গিরিশের উপদেশে নটীরা (Actresses) ঠাকুরকে নমস্কার করিতে আসিয়াছেন। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিল। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া দেখিতেছেন। তাহারা দেখিয়া অবাক যে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেছে। পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, "মা, থাক্ থাক্ ; মা, থাক্ থাক্।" কথাগুলি করুণামাখা।

তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, "সবই তিনি, এক এক রূপে।"[১৩]

এই ঘটনার উল্লেখ 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা'-তেও দেখা যায়। তাঁর আপন কথায় চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"থিয়েটার আর একটা ব্যেপার শুনেছি। সেদিন থিয়েটর হবার পর গিরিশ বাবু ওনাকে সাজঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানকার যত সব মেয়েছেলে ছিলো সবাইকে গিরিশ বাবু বললেন—'ওরে, বাবাকে পেন্নাম কর, তোমাদের সব পাপ ধুয়ে যাবে।' মেয়েরা সব ওনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায় দেখে উনি বলেছিলেন—'ওখান থেকে করলেও হবে গো।' তারা কি সব শোনে? কেউ কেউ পায়ে হাত দিয়েছিলো। দক্ষিণেশ্বরে এসে আমাদের বললেন—'ওরে পা-টা বড় জ্বালা করছে রে।' রামলাল (দাদা) তাই না শুনে গঙ্গাজল এনে পা ধুয়ে দিলেন ;তবে সে জ্বলুনি কমে।"[১১]

'স্টার থিয়েটার'-এ দ্বিতীয় রাতে 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টারমশাই শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাবুরাম ঘোষ, কালীপ্রসাদ চন্দ্র ও নারায়ণ ব্যতীত আর কোনও ভক্ত ছিলেন কি না, তা জানা যায় না।

১। তৃতীয় ভাগ, একাদশ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, নবম সংস্করণ ; ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ঃ ১০৬।

২। 'আমার জীবন কথা', প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, তৃতীয় প্রকাশ, জুলাই ১৮৮৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩১।

৩। 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', তৃতীয় ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, কার্তিক ১৩৩৫ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৩।

৪। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা', দ্বিতীয় ভাগ, 'দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার', দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ৩০ জানুয়ারী ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৩-৩৪।

৫। 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৩।

৬। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৩।

৭। 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র',—পূর্ববর্তী প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করা হয়েছে।

৮। 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রঙ্গভূমি', 'রূপ ও রঙ্গ', ১ম বর্ষ ঃ ১৪ সংখ্যা, ১৮ মাঘ শনিবার ১৩৩১ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ২৯২।

৯। তৃতীয় ভাগ, একাদশ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৬।
১০। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৬।
১১। ঐ ঐ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ১০৭।
১২। ঐ ঐ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ১১৪।
১৩। ঐ ঐ, ঐ , পৃষ্ঠা ঃ ১১৪।
১৪। 'সেবকজীবন', দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৬০, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৮।

ই) নিমাই সন্ন্যাস ও দক্ষযজ্ঞ

আগেই বলা হয়েছে, শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ 'স্টার থিয়েটার'-এ ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক দ্বিতীয় চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ বা 'নিমাই সন্ন্যাস' ও পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'-এর অভিনয় দেখার কোনও উল্লেখ নেই। এর কারণ ২৮ ডিসেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ (১৪ পৌষ ১২৯১ সাল) থেকে ২১ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ (১১ ফাল্গুন ১২৯১ সাল) পর্যন্ত মোট ছাপ্পান্ন দিনের কোনও দিনলিপি নেই। এই অলিখিত দিনলিপির কোনও-না-কোনও দু'টি রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সাথে ঐ নাটক দু'টির অভিনয় দেখেছেন।[১] আবার অনুক্ত দিনপঞ্জীর আগে বা পরে দেখলে শ্রীম তাদের উল্লেখ থেকে তাঁর সুবৃহৎ অমর গ্রন্থকে বঞ্চিত করতেন বলে মনে হয় না।

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণকে পর পর তাঁর সপ্তমবার দর্শনের যে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, সেগুলির পরবর্তী কোনও তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে 'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ বা 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'দক্ষযজ্ঞ' দেখেছেন। গিরিশচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে সপ্তম দর্শন করেন ভাইপো রামলাল চট্টোপাধ্যায় ও ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। এদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে-প্রাণে গুরু বলে মেনে নিলেও প্রকাশ্যে 'গুরুপ্রণামস্তোত্র' আবৃত্তি করতে পারেন নি, মনে মনে স্মরণ করে ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রণাম নিবেদন করেছেন।[২] এরপর তাঁর তমোগুণাশ্রিত আত্মম্ভরী মানসিকতার আমূল রূপান্তরের জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল আভ্যন্তরীণ একটা প্রচণ্ড আত্মিক সংঘাত। 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর অভিনয়কে কেন্দ্র করে সেই সংঘাতই ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতম হয়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভক্তদের সঙ্গে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের অভিনয় দেখেছেন, 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা' ও ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থ দু'টিতে তার বিবরণ পাওয়া যায়। এই অভিনয় দেখা সম্বন্ধে সমকালীন ভক্তমণ্ডলীর আর কেউ কোনও কথা না বললেও 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর অভিনয়কে কেন্দ্র করে অভিনয়ের পরে দর্শকহীন 'স্টার থিয়েটার'-এর অভ্যন্তরে উপস্থিত নট-নটী ও ভক্তদের সামনে, পরের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-কক্ষে ও বিকেলে ১৩ বোস পাড়া লেনে 'গিরিশ-ভবনে' যে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যজ্ঞাপক স্বর্গীয় অনাস্বাদিত এক জীবননিষ্ঠ বাস্তব নাটকের শুভ উদ্বোধন ঘটল ; তার কথা অনেকের রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, সেবক রাখ্‌তুরাম বা লাটু, ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ-অনুজ গৃহী তাপস মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গিরিশচন্দ্র' জীবনীলেখক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই। সমস্ত লেখাতেই ঘটনার বিবরণ রয়েছে, সাল-তারিখ-বারের কোনও উল্লেখ নেই। এই তারিখ ঠিক করতে হবে—ঘটনার বিবৃতি, গিরিশ-মানস বিবর্তনের ধারা ও সেকালের সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন অবলম্বনে। আবার 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয় দেখার তারিখ দু'টি পারস্পরিক এতদূর সংশ্লিষ্ট যে একসঙ্গে আলোচনা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা'-য় যেভাবে অভিনয় দু'টির বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ 'নিমাই সন্ন্যাস' দেখার পরে 'দক্ষযজ্ঞ' দেখেছেন। 'নিমাই সন্ন্যাস' নতুন নাটক, উদ্বোধনের পর প্রতি সপ্তাহেই অভিনীত ; কিন্তু 'দক্ষযজ্ঞ' পূর্ববর্তী বহু অভিনীত নাটক। তাই তার অভিনয় রজনীও সীমিত। সেজন্য আগে 'দক্ষযজ্ঞ' দেখার তারিখ বের করে পরে 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর তারিখ নিরূপণ করতে হবে।

আগেই বলেই, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ অলিখিত দিনপঞ্জীর ছাপান্ন দিনের মধ্যে ও গিরিশচন্দ্রের সপ্তমবার দর্শনের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে নাটক দু'টির অভিনয় দু'দিন রাতে দেখেছেন। সেকালের সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, আলোচ্য সময়ে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের একটি মাত্র অভিনয়ই 'স্টার থিয়েটার'-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই তারিখটি হ'লো ১৮ জানুআরি রবিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ [৬ মাঘ ১৯২১ সাল]। এদিন ছিল নাটকটির চত্বারিংশতম অভিনয় রজনী। এই নাটকের শুভ উদ্বোধনেই বিডন

স্ট্রিটে 'স্টার থিয়েটার'-এর যাত্রা শুরু হয়েছে ২১ জুলাই শনিবার, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, ৬ শ্রাবণ ১২৯০ সালে। উদ্বোধনের বছরে নাটকটির চোদ্দটি ও পরের বছর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ন'টি অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অভিনয়ের আগের দিন ১৭ জানুআরি শনিবার [৫ মাঘ] প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ঃ—

STAR THEATRE.

SATURDAY, THE 17TH JANUARY, AT 9 P.M.

Second grand performance of baboo

Grish Chunder Ghosh's New Drama

Chitanya Lila

PART SECOND SANYAS LILA, OR

Ratha Jatra

New and Romantic Sceneries!

Next day, Sunday, at Candle-Light

Daksha Yanga and Bibaha Bibhrat.

G. C. GHOSH, Manager.

[The InJian Daily News, 17.1.1885 Page-1]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে ১৮ জানুআরি রবিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [৬ মাঘ ১২৯১ সালে] 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের অভিনয় দেখেছেন। এখন প্রশ্ন, 'দক্ষযজ্ঞ' দেখার আগে যদি শ্রীরামকৃষ্ণ 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর অভিনয় দেখে থাকেন, তবে তা কবে? সেই অভিনয় রজনীর ইংরেজি বা বাংলা তারিখ আর বারই বা কি? ওপরের বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি, 'দক্ষযজ্ঞ' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর যুগল অভিনয়ের আগের দিন ১৭ জানুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [৫ মাঘ ১২৯১ সালে] গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক দ্বিতীয় চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ বা 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর ছিল দ্বিতীয় অভিনয় রজনী। এদিন রাতে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক দেখেন নি আর দেখাও ছিল একেবারেই অসম্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কারণ এই নাটক দেখার পরের দিন সকালে ও মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে এবং সায়াহ্নে 'গিরিশ-ভবনে' যা ঘটেছে, 'দক্ষযজ্ঞ' দেখার রাতে দিনের বেলায় তা ঘটলে

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে বাগবাজার থেকে সরাসরি 'স্টার থিয়েটার'-এ আসতে হোত আর তার উল্লেখ অনেকের রচনাতেই পাওয়া যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর অভিনয় দেখেছেন উদ্বোধন রজনীতে। গিরিশচন্দ্রের সপ্তম দর্শনের পর ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ও ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে নাট্যকারের ঘনিষ্ঠতার ফলে এই নাটকের উদ্বোধনের সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের অজ্ঞাত ছিল বলে মনে হয় না। প্রথম অভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ঃ—

GRAND CHAITANYA NIGHT !

STAR THEATRE.

SATURDAY, THE 10TH JANUARY, AT 9 P.M.

The Long–Longed–for Part Second

CHAITANYA LILA

Ratha Jatra

New and Romantic Sceneries

NEXT DAY, SUNDAY AT CANDLE LIGHT

NALA-DAMAYANTI

AND

BIBAHA-BIBHRAT.

G. C. GHOSH, Manager.

[The Statesman, 10.1.1885 Page-2]

'চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ বা 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের অভিনয় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে দেখেন ১০ জানুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [২৭ পৌষ ১২৯১ সালে]। 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা' থেকে জানা যায়, ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ও রাখ্‌তুরাম বা সেবক লাটু (সন্ন্যাসজীবনে স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে পরিচিত) এই অভিনয় দেখায় তাঁর সঙ্গি ছিলেন। 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখার রাতে ব্যবস্থাপনায় দেবেন্দ্রনাথের যে অগ্রণী ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়, মনে হয় 'নিমাই সন্ন্যাস' অভিনয়ের রাতেও তাঁর ছিল সেই একই ভূমিকা। আলোচ্য রাতের ঘটনা সম্পর্কে পূর্বোক্ত গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে,—

"...উনি হামাকে থিয়েটর দেখতে নিয়ে যেতেন। সেখানে গিরিশ বাবু ওনাকে খুব খাতির করতেন। উনি যোল-আনা দিতেন আর তাই নিয়ে গিরিশ বাবু তিন-চার জনকে উপরে বসাতেন। আবার একটা পাখা করবার লোকও বন্দোবস্ত কোরে দিতেন। গিরিশ বাবু উনার সঙ্গে উপরে দেখা করতে আসতেন। একবার কি হয়েছিলো জানো? গিরিশ বাবু মাতাল হোয়ে থিয়েটরে ওনার কাছে আবদার করলেন—'তুমি আমার ছেলে হবে। বল, এ জন্মে ত আর তোমার সেবা করতে পারলুম না, আমার ছেলে হোলে তোমায় খুব সেবা করতে পার্‌বো। বল, তুমি আমার ছেলে হবে।' ঠাকুর তাতে বললেন—"আমি কেন তোমার ছেলে হোতে যাব গো?" ঠাকুরের কথা শুনে গিরিশ বাবু ভারী রেগে গেলেন। রাগের মাথায় ঠাকুরকে অনেক গালিগালাজ করলেন। ওনাকে গালিগালাজ করছে দেখে হামার বড় রাগ হয়েছিলো, হাতে ডাণ্ডা ছিলো, ডাণ্ডা তুলতে যাব কি দেবেন বাবু হাত চেপে ধরলেন। বললেন—'উনি যখন সয়ে যাচ্ছেন, তুমি কেন ডাণ্ডা তুলছো?' বাকী হামার এতো রাগ হয়েছিলো যে দেবেন বাবু ঐ কথা না বললে হামি সেদিন গিরিশ বাবুকে মেরে বসতুম। গাড়ী কোরে যখন দক্ষিণেশ্বরে ফিরছি, দেবেন বাবু ওনাকেও সেকথা বলে দিলেন। উনি শুনে বললেন—'ও কি রে! গিরিশের গায়ে হাত তুলতে আছে কি? দেখলি নি, এত গালাগালি দিলে তবু গাড়ীতে ওঠবার সময় মাটীতে শুয়ে প্রণাম করলে। ওর কেমন বিশ্বাস দেখেছিস?' গাড়ীতে আসতে আসতে কেবল বললেন—'মা, ও নেটো (নট) গিরিশ, তোমার মহিমা কি বুঝবে। ওর অপরাধ নিও নি মা!"[৩]

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ভক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী' থেকে জানা যায়, 'নিমাই সন্ন্যাস' দেখার রাতে ভক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (সন্ন্যাসজীবনে স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত) শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। আলোচ্য ঘটনার দীর্ঘকাল পরে গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে মহেন্দ্রনাথ, স্বামী যোগানন্দ ও গিরিশচন্দ্রের মধ্যে পূর্বস্মৃতির অন্তরঙ্গ কথোপকথন প্রসঙ্গে সরস পরিহাস ছলে এই তথ্য প্রকাশিত হয়। তবে স্মৃতিনির্ভর মহেন্দ্রনাথের বর্ণনায় একই ঘটনা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এখানে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করা হ'লো। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"একদিন যোগেন মহারাজ ও বর্তমান লেখক গিরিশবাবুর বাড়িতে গেলেন। গিরিশবাবু ও বর্তমান লেখক চা পান করিবার পর গিরিশবাবু যোগেন মহারাজকে দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হ্যাঁরে যোগে, সেই ষ্টার থিয়েটারে লুচি খাওয়াটা কি হয়েছিল বলতো?" যোগেন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দূর শ্যালা, তুই তখন মাতাল হয়েছিলি, তোকে দেখে আমার প্রাণ আঁৎকে গেছ্‌লো। শ্যালা, আমি সাবর্ণ চৌধুরীর বাড়ির ছেলে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের বাড়িতে খাইনে, তুই কিনা সেদিন আমায় থিয়েটারে বসে লুচি খাওয়ালি! সেদিন আমার তুই জাত মেরে দিয়েছিলি।" গিরিশবাবুর পূর্ব কথা স্মরণ হওয়ায় খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন ও পরে নিজেই বলিলেন, "....অভিনয় সমাপ্ত হইলে আমি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত দেখা করিবার জন্য উপরে বসিবার স্থানে গেলাম। তিনি প্রীত হইয়া আমায় বলিলেন, 'এইবার তোমার পর্দা উঠে যাবে অর্থাৎ অভিনয়ের বিরামে ও প্রারম্ভে যেমন পর্দা উঠে যায় এবং নূতন প্রকার দৃশ্য দর্শকদের সামনে প্রকাশ হয়, মনের আবরণী পর্দাও সেইরূপ উঠে যাবে।' তখন মাল টানিয়া ছিলাম, কথাটার মর্ম বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ভিতরে যেন একটা আশ্বাস ও আনন্দ উঠিতে লাগিল—এলোমেলো অবস্থা। সামাজিকতা হিসাবে সাধু ও অভ্যাগত আসিলে কিছু মিষ্টিমুখ করাইতে হয়। নূতন ভাবে প্রবোধিত হইয়া বাজার হইতে লুচি তরকারি ও কিছু মিষ্টি আনাইয়া সকলকে খাইতে বলিলাম।" ....সকলে একটু একটু লুচি ও মিষ্টি খাইল। যোগেন মহারাজ অপরের স্পর্শিত বিশেষতঃ থিয়েটারের স্থলে খাইতে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু তখন বিস্ফারিত নেত্রে আহ্লাদ ও গাম্ভীর্য মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "তুমি কেন খাচ্ছ না হে? খেয়ে নাও।" গিরিশবাবুর সেই বিরূপাক্ষ নেত্র ও জগাই মাধাইয়ের ভাব দেখিয়া যুবক যোগেন মহারাজ ভয়ে ত্রস্ত হইয়া একবার লুচি খাইতে লাগিলেন ও একবার গিরিশবাবুর দিকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু লুচি চিবাইয়া খাইতে অবসর পাইলেন না, কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গিলিয়া খাইতে লাগিলেন।"[৬]

গিরিশচন্দ্রের সেদিন রাতে মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে গুরুসেবার আন্তরিক অভিলাষ থেকে গুরুকে পুত্ররূপে লাভ করে বাৎসল্যভাবে আত্মতন্ময় হয়ে সেবা করার প্রবল বাসনা জেগে ওঠে। সেই ইচ্ছার কথা

শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হওয়াতেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন আর মাদকশক্তির প্রভাবে অশ্রাব্য ভাষায় তাঁকে গালাগালি দেন। 'রামদাদা' প্রবন্ধে তিনি এরাতের ঘটনা ও পরের দিনের ঘটনা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

"ভক্তের নানা ভাব, ভাবের অভাব পাষণ্ডেরও নাই। উন্মত্ততাবশতঃ একদিন থিয়েটারে ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলাম। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবার সময় সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণামও করিলাম। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গিয়া যাকে তাকে বলেন, "শুনেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তা বলে গালাগালি দিয়াছে।" অনেকেই বলিতে লাগিল,— "ওটা পাষণ্ড, আমরা জানি ; ওর কাছেও আপনি যান?" আমার ব্যবহারে ব্যথা পাইয়া অনেকেই আমাকে তিরস্কার করিলেন। পরে রামদাদা উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর সমস্তই বলিলেন। .... রামদাদা কলিকাতাতেই আমার গালাগালির কথা শুনিয়াছেন, শেষ প্রণাম করিয়াছি, তাহাও শুনিয়াছেন। তাহার পর ঠাকুর যখন তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন, তিনি বলিলেন, "বেশ তো করিয়াছে।" ঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শোন—শোন, রাম কি বলে শোনো, আমার মাতৃ-পিতৃ উচ্চারণ করিয়াছে, তবু বলে বেশ করিয়াছে!" রামদাদা অবিচল, বলিলেন, "হ্যাঁ ত! কালীয়নাগকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাড়না করিয়া বলেন, 'তুমি কি নিমিত্ত বিষ উদ্গীরণ কর?' কালীয়নাগ বলিয়াছিল, 'ঠাকুর, তুমি আমায় বিষ দিয়াছ, সুধা উদ্গীরণ কিরূপে করিব?' আপনি থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন, তাহা দিয়া আপনার পূজা করিয়াছে।" কথা শুনিয়া প্রভুর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, তেজঃপুঞ্জ বহির্গত হইতে লাগিল, তথাপি হাস্য করিয়া বলিলেন, "যাই হোক, আর কি তার বাড়ীতে যাওয়া ভাল।" অনেকেই বলিল, "না।" পতিতপাবন বলিলেন, "রাম, তবে গাড়ী আনিতে বল, চল, তার বাড়ীতে যাই।" .... ঠাকুর আমার বাড়ীতে আসিলেন। অনেক ভক্ত সঙ্গে আসিল, রামদাদাও আনন্দে গদগদ হইয়া হাস্যমুখে আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। বিবেকানন্দও সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমায় "ধন্য তোমার বিশ্বাস" বলিয়া আমার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন। অবশ্যই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, পতিতপাবন আমায় কৃপা করিয়াছেন।

কি নিমিত্ত গালাগালি দিয়াছিলাম, জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল থাকিতে পারে। আমার মনে ধারণা ছিল, আমি ভক্তিহীন, আমি ঠাকুরকে সেবা করিতে পারিব না। কিন্তু ঠাকুর যদি আমার ছেলে হন, তাহা হইলে মমতাবশতঃ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে পারিব। এই আমি মত্ততার বেগে ধরিয়া বসিলাম,— "তুমি আমার ছেলে হও!" ঠাকুর বলিলেন, "তা কেন,— তোর গুরু হব, তোর ইষ্ট হ'য়ে থাক্‌বো।" তিনি ছেলে হইতে সম্মত হন না, এই আমি যা মুখে আসে— গালি পাড়ি।"[৫]

'নিমাই সন্ন্যাস' অভিনয় দেখার ও পরের দিনের প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের কাছে মহেন্দ্রনাথ পরের দিনে গিরিশচন্দ্রের অবস্থা সম্বন্ধে যা শুনেছেন, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—

"পরদিন গিরিশবাবু স্নান আহার কিছুই করেন নাই, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ মেঘলা— তিনি বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন ও মাঝে মাঝে চোখের জল পড়িতেছে। দেবেনবাবু বুঝাইতে লাগিলেন, 'তুমি মদ খেলে কি যে হও তা বলা যায় না; তোমার মুখের দৌড় থাকে না,— তোমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তোমার একেবারে জিভের বাঁধন থাকে না। যাকে যা বলবার নয় তাই বল। চল দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর কাছে মাপ চাইবে চল।' গিরিশবাবু জিদ্ করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে মাঝে মাঝে তাকাইতে লাগিলেন। দেবেনবাবুর কথা শুনিয়া গিরিশবাবু বলিলেন, 'বলে বেশ করেছি, আমার ভিতর যে ভাব উঠেছিল আমি তাই বলেছি, আমি এত ভাষা বুঝিনি। আর তুমি বলছো যে তাঁর কাছে মাপ চাইতে, তা হতে পারে না। সে শ্যালা যদি অন্তর্যামী হয়, তাহলে কি সে বুঝতে পাচ্ছে না যে আমি সারাদিন নাইনি খাইনি, বসে বসে কাঁদছি? সে শ্যালা যদি এইখানে এসে আমায় সান্ত্বনা করে, তাহলে আমি খাব, নইলে শুকিয়ে প্রাণত্যাগ করব।' এমন দৃঢ়তর নির্ভরের সহিত গিরিশবাবু এই কথাগুলি বলিলেন যে, দেবেনবাবু আর প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। উভয়ে বসিয়া এই সব কথাবার্তা কহিতেছেন এমন সময় দেখিলেন গলির মোড়ে ছ্যাক্‌ড়া গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। গিরিশবাবু গলির দিকে চাহিয়া দেখেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ত্বরিতপদে গিরিশবাবুর বাড়ির দিকে আসিতেছেন। তাহা দেখিয়া গিরিশবাবুর আর আনন্দের সীমা রহিল না।"[৬]

'নিমাই সন্ন্যাস' অভিনয় দেখার পরের দিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ও ১৩ বোস পাড়া লেনে 'গিরিশ-ভবনে' যা যা ঘটেছিল, প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা'তে তারও উল্লেখ করা হয়েছে,—

> "থিয়েটরের ঘটনা ভক্তেরা সব শুনলেন। সবাই বললেন— এমন লোকের কাছে আর যাওয়া উচিত নয়। রাম বাবুও শুনেছিলেন, তাই পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। রাম বাবু আসতেই উনি বললেন—'রাম! তুমি কি বল?' রাম বাবু বললেন—'দেখুন, কালীয়সাপ যেমন কৃষ্ণকে বলেছিলো— 'প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, আমি অমৃত পাবো কোথায়?' গিরিশ বাবুরও সেই দশা, তিনি অমৃত পাবেন কোথায়? তাঁর উপর আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেনো?' রাম বাবুর কথা শুনে উনি বললেন— 'তবে চল রাম! তোমার গাড়ীতে একবার সেখানকে যাই।' এই না বলে তিনি আমাকে রাম বাবুকে আরো দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। ওধারে গিরিশ বাবুর মনে ভারী দুঃখু হয়েছিলো, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে বসে বসে কেবল দিনভোর কেঁদেছেন। সন্ধ্যার কুছু আগে হামরা তাঁর বাড়ীতে গেলুম। ঠাকুর এসেছেন শুনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে নেমে এলেন। তাঁকে দেখেই মাটীতে সটান শুয়ে পড়লেন। ঠাকুর যখন বললেন—'হয়েছে হয়েছে' তখন তিনি মাটী ছেড়ে উঠলেন। পরে কতো কথা বললেন। সেদিন গিরিশ বাবুকে বলতে শুনেছি—'আজ যদি তুমি না আসতে, ঠাকুর! তাহলে বুঝতুম তুমি এখনো নিন্দা-স্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারো নি, তোমার পরমহংস-নামে অধিকার আসে নি। তুমি আমাদেরই মতন একজন, লোক ভাঁড়িয়ে খাও। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই ; আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি আর তোমায় ছাড়ছি নি! আমার ভার সব তোমার উপর দিয়ে দিলুম। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে।' [৭]

ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের মুদ্রিত জীবনীগ্রন্থ (রথযাত্রা, সন ১২৯৭ সাল)। তাঁর দিব্যজীবনের অমূল্য উপাদান হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য অনস্বীকার্য। তিনি অভিনয় দেখার রাতের ও পরের দিনের ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

> "...... পরমহংসদেব একদিন থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে গিরিশবাবু পরমহংসদেবের নিকট

আগমনপূর্বক কথায় কথায় তাঁহাকে এ প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহা লেখার প্রকাশ করা যায় না। বরং মাধাই কর্তৃক নিত্যানন্দের কলসীর কাণার আঘাত সহস্রগুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিরিশবাবুর সেই দিনের গালাগালির তুলনা নাই। ...... এই গালাগালিতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের অপূর্ব মানসিক ভাব দেখিয়া সকলেই মনের আবেগ সংবরণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্বে যেমন হাসিতেছিলেন, এখনও তেমনি হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে যথাসময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইলেন।

এই সমাচর যখন ভক্তদের নিকট প্রচারিত হইল, সকলেই দুঃখিত হইলেন।.....

অতঃপর পরমহংসদেব একদিন অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যাইবামাত্র তিনি কহিলেন, "গিরিশ আমায় গালি দিয়াছে।" আমরা কহিলাম, "কি করিবেন?" তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমায় যদি মারে?" আমরা কহিলাম, "মার খাইবেন।" তিনি কহিলেন, "মার খাইতে হইবে?" আমরা বলিলাম, "গিরিশের অপরাধ কি? কালীয় সর্পের বিষে রাখাল বালকগণের মৃত্যু হইলে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়ের যথাবিহিত শাস্তি প্রদানপূর্বক কহিয়াছিলেন, 'তুমি কিজন্য বিষ উদ্‌গীরণ কর?' কালীয় সানুনয়ে কহিয়াছিল, 'প্রভু, যাহাকে অমৃত দিয়াছেন, সে তাহাই দিতে পারে, কিন্তু ঠাকুর আমায় বিষ দিয়াছেন, আমি অমৃত কোথায় পাইব?' গিরিশের ভিতরে যাহা ছিল, যে সকল পদার্থ দ্বারা তাহার হৃদয়ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল, তাই কালকূটসম বাক্যগুলি .... প্রভু, আপনি নিজে অঞ্জলি পাতিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সাধে কি বলি পতিতপাবন দয়াময়!" অমনি তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, তাঁহার অক্ষিদ্বয়ে জল আসিল এবং তখনই তিনি গিরিশের বাটীতে গমন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোন কোন ভক্ত সেই দুই প্রহরের সূর্যোত্তাপে তাঁহার ক্লেশ হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিরিশের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে গিরিশ তাঁহার নিজ কীর্তি স্মরণ করিয়া আপনাকে আপনি সহস্র লাঞ্ছনা করিতেছিলেন। .... পরমহংসদেব এমন ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ভক্ত সহ হরিনাম সঙ্কীর্তন করিলেন যে, গিরিশবাবুর মনে যে সকল দুঃখ এবং লজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। সেই গিরিশ আজ

পরমহংসদেবের পরাক্রমে পরাজিত হইলেন।"[৯]

ওপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে অবগত হওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের 'নিমাই সন্ন্যাস' দেখার রাতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও সেবক লাটু। সেই অভিনয় রজনীতে আর কোনও ভক্তের উপস্থিতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ উদ্ধৃতিগুলি থেকে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এই ঘটনার পরের দিন 'গিরিশ-ভবনে' শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ও রাখ্‌তুরাম বা সেবক লাটু। এঁরা ব্যতীত অন্য কোনও ভক্তের উপস্থিতির কথা জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদের সঙ্গে ১০ জানুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [২৭ পৌষ ১২৯১ সালে] 'নিমাই সন্ন্যাস' অভিনয় দেখার আট দিন পরে ১৮ জানুআরি রবিবার [৬ মাঘ] 'স্টার থিয়েটার'-এ 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের অভিনয় দেখেন।

'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা'-য় 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—

> "এর পরেও হামাদের নিয়ে তিনি থিয়েটরে গিছিলেন। একদিন 'দশমহাবিদ্যা' (শেষে ইহারই 'দক্ষযজ্ঞ' নাম হয়) পালা হচ্ছিলো। সেখানে গিরিশ বাবুকে যেই বলতে শুন্‌লেন—'শিব নাম আর না রাখিব ধরায়' অমনি উনি বললেন— 'শালা বলে কি, শিব নাম আর না রাখিব ধরায়। শালা আচ্ছা শিক্ষা দিচ্ছে ত। এসব আর শুনতে নেই, কি বলো?' গিরিশ বাবু শুন্‌লেন, ঠাকুর চলে যেতে চান। অমনি সেই পোশাকে এসে গেলেন। বললেন— 'আর একটু শুনুন'। ঠাকুর বললেন— 'এসব কি লিখেছ— শিব নাম আর না রাখিব ধরায়—এসব কি লিখতে আছে?' গিরিশ বাবু অমনি বললেন—'পেটের দায়ে ওসব লিখতে হয়।' গিরিশ বাবুর কথা শুনে তিনি আরো কুচুক্ষণ থিয়েটর দেখলেন।"[৯]

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালও তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত'-এ লিখেছেন,—

> "..... আবার তাঁর দক্ষ-প্রজাপতির অভিনয় দেখে ঠাকুর বলেন, শালা যেন আংখারে মট মট করছে।"[১০]

ওপরের উদ্ধৃতি দু'টি থেকে অনুমিত হয় ঃ—

এক) 'দক্ষযজ্ঞ' 'স্টার থিয়েটার'-এর একটি মঞ্চসফল নাটক। এই নাটকে প্রকাশ্যে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব ও তিরোধান প্রদর্শন বঙ্গরঙ্গ-মঞ্চের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। স্টেজ-ম্যানেজার প্রফেসার জহরলাল ধরের এই কাজ তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি কাচের ওপর আলো ফেলে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তা দেখাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বোধ হয় লোকমুখে তা শুনে থাকবেন। মনে হয়, সতীর দশমহাবিদ্যা মাতৃমূর্তি দর্শনের ঐকান্তিক আগ্রহেই তিনি 'দক্ষযজ্ঞ' দেখতে এসেছিলেন।

দুই) শ্রীরামকৃষ্ণ 'দক্ষযজ্ঞ' দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে এলেও শেষ যবনিকা পতন পর্যন্ত থিয়েটারে থাকতে পারেন নি। এর কারণ প্রজাপতি দক্ষের মাত্রাতিরিক্ত আত্মম্ভরিতাপূর্ণ সংলাপ ও স্বীয় মানসিক চিন্তাধারার পরিপন্থী শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান প্রচেষ্টা।

তিন) 'নিমাই সন্ন্যাস' উদ্বোধনের ঘটনার পরের দিন ১১ জানুআরি রবিবার [২৮ পৌষ] 'গিরিশ-ভবনে' শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের সঙ্গে উপস্থিতি গিরিশচন্দ্রের অন্তরের সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সঙ্কোচ দূরীভূত করে। তিনি সেদিন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেন। সেজন্য 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের অভিনয় চলাকালে শ্রীরামকৃষ্ণের থিয়েটার থেকে চলে যাবার কথা শুনতে পেয়েই তিনি সঙ্গে সঙ্গে অভিনেয় চরিত্রের রূপসজ্জায় স্টেজ থেকে অডিটোরিয়ামে ছুটে এসেছেন ও তাঁকে আরও কিছুটা সময় অভিনয় দেখতে অনুরোধ করেছেন। সেই অনুরোধ রক্ষা করে আরও কিছুক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয় দেখলেও চতুর্থ অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে শিবহীন যজ্ঞারম্ভের সূচনায় আর সহ্য করতে না পেরে রঙ্গালয় পরিত্যাগ করেন।

'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা'-ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থ দু'টির কোনটাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গি কোনও ভক্তের উল্লেখ নেই। 'স্মৃতি-কথা'-র বিবরণ অনুযায়ী রাখ্‌তুমরাম বা সেবক লাটু যে 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয়ের একজন দর্শক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন, সেরাতে ভক্তদের মধ্যে আর কে কে ছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয় একা সেবক লাটুকে নিয়ে যান নি?

আরও ভক্ত যে সঙ্গে ছিলেন, সেকথা বলা না হলেও অনায়াসে তা উপলব্ধি করা যায়।

আমার অনুমান, ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয় দেখার রাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের 'ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখার দ্বিতীয় রাতে দেবেন্দ্রনাথকে সব কিছুর বন্দোবস্ত করতে দেখা যায়, 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা'-র বিবরণে 'নিমাই সন্ন্যাস' দেখার তৃতীয় রাতে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হিসাবে তিনি লাটুকে অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে বিরত করে দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী'-র দ্বিতীয় খণ্ডে 'গিরিশ-ভবনে' নাট্যকারের সঙ্গে কথোপকথনে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা সুপরিস্ফুট হয়েছে। পঞ্চম রাতে 'বৃষকেতু' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' দেখতে যে তাঁর আসার কথা ছিল, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর পঞ্চম ভাগে তা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি অভিমান করে আসেন নি। দু'টি অভিনয়ের মাঝে বিরতির সময় বিশ্রাম-কক্ষে গিরিশচন্দ্রের কাছে তা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সেজন্য 'গিরিশ-ভবনে' ভক্তদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের সাত দিন পরে অনুষ্ঠিত 'দক্ষযজ্ঞ'-এর অভিনয়ের রাতে তিনি যে উপস্থিত ছিলেন, তা মনে করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

১৮ জানুআরি রবিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [৬ মাঘ ১২৯১ সালে] 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয়ের পরে রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসন অভিনীত হয়েছে। এদিন ছিল প্রহসনটির ষোড়শতম অভিনয় রজনী। এরাতেও শ্রীরামকৃষ্ণ এর অভিনয় দেখেন নি। এর কারণ অবশ্য স্বতন্ত্র। 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের অভিনয় শেষ হবার অনেক আগেই তিনি রঙ্গালয় পরিত্যাগ করায় 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনয় দেখার প্রশ্নও আর এখানে ওঠে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের চতুর্থ দিন 'স্টার থিয়েটার'-এ 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয় দেখার রাতে তাঁর সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে রাখ্তুরাম বা সেবক লাটু ও দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ব্যতীত আর কোনও ভক্ত ছিলেন কি না, তা বলা সম্ভব নয়।

১। 'স্টার থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণ', পূর্ববর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ঃ ৬৮-৬৯।

২। 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র', পূর্ববর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩-৫৪

৩। 'সেবক-জীবন', দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৬০, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৫-৫৬।

৪। 'দ্বিতীয় খণ্ড', পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ সাল, ৭ জুন ১৮৮৭ খৃঃ, পৃষ্ঠা ঃ ৭১-৭২।

৫। 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', ষষ্ঠ ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, আষাঢ় ১৩৩৬ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৬-১৭।

৬। 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৭৩-৭৪।

৭। 'সেবক-জীবন', পৃষ্ঠা ঃ ১৫৬-৫৭।

৮। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, 'বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র', নবম সংস্করণ ঃ পৌষ ১৪০২, December 1995, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৭-৩৮।

৯। 'সেবক-জীবন', পৃষ্ঠা ঃ ১৫৭।

১০। পঞ্চম পরিচ্ছেদ, পরিশিষ্ট (৩) 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ', দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৪৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫০।

ঈ) বৃষকেতু ও বিবাহ-বিভ্রাট

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদের সঙ্গে 'স্টার থিয়েটার'-এ ২৫ ফেব্রুআরি বুধবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, ১৫ ফাল্গুন ১২৯১ সালে, শুক্লা একাদশী তিথিতে গিরিশচন্দ্রের এক অঙ্কের সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক নাটক 'বৃষকেতু' ও অমৃতলাল বসুর বিখ্যাত প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর যুগল অভিনয় দর্শন করেন। এটাই তাঁর পঞ্চম দিন বা শেষবার পেশাদার নাট্যশালায় আগমন। অভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ—

STAR THEATRE.
Wednesday, the 25th February, at 9 p. m.
The Wonderful spectacular play,
BRISWAKA TU
Most wonderful Decapitation!
Follwoed by that sparkling society comedies
BIBAHA BIBHRAT
OR A MATRI MONIAL FIX.

G. C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 25.2.1885, Page : 1]

২৬ এপ্রিল শনিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে [১৫ বৈশাখ ১২৯১ সালে] 'বৃষকেতু' নাটকের শুভ উদ্বোধনের বছরে বিভিন্ন তারিখে এর চোদ্দটি অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুআরি বুধবার ছিল এর পঞ্চদশতম অভিনয় রজনী, আবার ঐ বছরের প্রথম অভিনয় রজনী। আলোচ্য অভিনয়ের রাতে 'বৃষকেতু'-র পর অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রসহনটিও অভিনীত হয়। এদিন ছিল এর বাইশতম অভিনয় রজনী। ২২ নভেম্বর শনিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সালে 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর শুভ উদ্বোধন থেকে প্রতি শনিবার ও রবিবার পর পর চার সপ্তাহ এদের যুগ্ম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয়ের অষ্টম অভিনয় রজনীতে ১৪ ডিসেম্বর রবিবার, ২০ অগ্রহায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে

'প্রহ্লাদচরিত্র'-এর অভিনয় দেখেছেন, কিন্তু 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর অভিনয়কে বর্জন করেছেন। ১৭ ডিসেম্বর বুধবার [৩ পৌষ] সপ্তাহের মধ্যবর্তী অনুষ্ঠিত নবম অভিনয় রজনীর পরে উভয়ের যুগ্ম অভিনয়ের জোট ভেঙে উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্য নাটকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে উদ্বোধনের বছরে 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর মোট এগারটি অভিনয় হয়েছে। পরবর্তী বছরে ১৮ জানুআরি রবিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [৬ মাঘ ১২৯১ সালে] শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তদের সঙ্গে 'দক্ষযজ্ঞ' দেখার রাতে এর ষোড়শতম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয়কালে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি মহারাজ দক্ষের শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান স্বীয় মানসিকতার পরিপন্থী হওয়ায় তিনি ভক্তদের সাথে রঙ্গালয় পরিত্যাগ করায় এরাতে 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর অভিনয় দেখার প্রশ্নই ওঠে না। ২৫ ফেব্রুআরি বুধবার, ১৫ ফাল্গুন 'বৃষকেতু' দেখার পরে শ্রীরামকষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে বাইশতম অভিনয় রজনীতে 'বিবাহ-বিভ্রাট' দর্শন করেন।

'বৃষকেতু' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর অভিনয় দেখার তিনদিন আগে ২২ ফেব্রুআরি রবিবার ১২ ফাল্গুন শুক্লা অষ্টমী তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র সেখানে সারাদিন, এমনকি মধ্যরাত পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ শ্রীম তাঁর ঐ সময়ের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তাতে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদপদ্মে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদিত ভক্তরূপটি সুপরিস্ফুট।[১] তিনি এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরাবতারে সম্পূর্ণ আস্তাবান ও তাঁকে অবতার বলে ভক্তসমাজে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করতে শুরু করেছেন। মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের 'দক্ষযজ্ঞ' দেবার পরে ও জন্মমহোৎসবের আগে বার বার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া ও ঘনিষ্ঠ-সান্নিধ্যের ফলে মধ্যবর্তী কোনও-না-কোনও সময়ে গিরিশচন্দ্র হয়তো তাঁকে 'ব-কলমা' প্রদান করেছেন। এই ঘটনার উল্লেখ সকলে করলেও তার তারিখের কথা কেউ বলেন নি। তারিখটি জানা থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণ-নৈকট্যে গিরিশচন্দ্রের মানস-বিবর্তনের ধারাটি আরও স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়ে উঠত।

গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অপরিসীম অনুরাগ, অপর্যাপ্ত স্নেহ ও ঐকান্তিক আকর্ষণ সর্বজনবিদিত। তাঁর কাছে নটো গিরিশ মায়ের দেখানো

বীরভক্ত ভৈরব, সমস্ত দোষ-গুণের ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। আবার মনের বাঁক (আড়) যত সরে যাচ্ছে, তত ভক্তভৈরব রূপটি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চম দিন বা শেষবার 'স্টার থিয়েটার'-এ ভক্তদের সঙ্গে 'বৃষকেতু' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনয় দেখতে যাওয়ার অনেক আগে তৃতীয় প্রহর বেলা থাকতেই ১৩ বোস পাড়া লেনে 'গিরিশ-ভবনে' এসে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে জ্ঞান-ভক্তি সমন্বয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়ে সবাইকে কৃতার্থ করেছেন।[২] এখান থেকে সরাসরি তিনি ভক্তদের নিয়ে রাতে 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনয় দেখতে যান। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' থেকে জানা যায়, এই অভিনয় রজনীতে দর্শক হিসাবে ভক্তদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'কথামৃত'-কার শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (সন্ন্যাসজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত) ও শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের প্রপৌত্র যুবক যতীন দেব। নরেন্দ্রনাথ এর আগে কোনদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে থিয়েটারে আসেন নি, এ রাতেই প্রথম তাঁর সঙ্গি হয়েছেন। যতীন দেবেরও এই প্রথম তাঁর সঙ্গে থিয়েটারে অভিনয় দেখতে আসা। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারেরও আসবাব কথা ছিল, কিন্তু তিনি অভিমান করে আসেন নি। 'বৃষকেতু' নাটকের অভিনয়ের পরে বিরতির সময়ে রঙ্গালয়ের বিশ্রাম-কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গিরিশচন্দ্রের উক্তি থেকে এই তথ্য জানতে পারা যায়। শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ বলা হয়েছে,—

> "গিরিশ—দেবেন্দ্রবাবু আসেন নাই ; তিনি অভিমান করে বলেন, আমাদের ভিতর তো ক্ষীরের পোর নাই ;কলাইয়ের পোর। আমরা এসে কি করব?"[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের কাছে দেবেন্দ্রনাথের না আসার কারণ শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'নিমাই সন্ন্যাস' ও সম্ভবত 'দক্ষযজ্ঞ' দেখার পর পর তিন রাতেই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গি ছিলেন ও সবদিকে প্রখরদৃষ্টি রেখেছেন। আজও তাঁর আসা প্রত্যাশিত ছিল বলেই না আসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্মিত হয়েছেন।

আমার অনুমান, তরুণ ভক্ত নারায়ণও এই অভিনয়ের দর্শক ছিলেন। শ্রীম সব সময়ে সকলের নামের উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে না করাতেই এখানে তাঁর নাম

বাদ গিয়েছে বলে মনে হয়। নারায়ণ ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দু'দিন 'স্টার থিয়েটার'-এ গিয়েছেন এবং 'চৈতন্যলীলা' ও 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয় দেখেছেন। এদিন 'গিরিশ-ভবনে' নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গিরিশচন্দ্রের জনৈক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিবাদ সম্পর্কীয় কথোপকথনে নারায়ণকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।[৪] গিরিশচন্দ্রের বাড়ি এসে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহধন্য নারায়ণ যে থিয়েটার না দেখে ফিরে চলে গেছেন আর যাকে কাছে পেলে শ্রীরামকৃষ্ণও অত্যন্ত আনন্দিত হন, সেই নারায়ণকে না নিয়ে তিনি থিয়েটারে গিয়েছেন বলে মনে হয় না। সেজন্য নারায়ণও এই অভিনয় রজনীতে তাঁর সঙ্গি ছিলেন ভাবার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

শোভাবাজার রাজবাড়ির ছেলে যতীন দেব শ্রীরামকৃষ্ণের একজন তরুণ ভক্ত ও সুরসিক। তিনি নরেন্দ্রনাথেরও বিশেষ পরিচিত। নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণকে কেন্দ্র করে সেরাতে যতীন দেব যে রসিকতা করেছেন, তাতে তাঁর রসনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কথামৃত'-এ কথিত হয়েছে,—

> "ঠাকুর জলসেবা করিতেছেন, নরেন্দ্রকেও খাইতে দিলেন।
>
> যতীন দেব (রামকৃষ্ণের প্রতি)—'নরেন্দ্র খাও' 'নরেন্দ্র খাও' বলছেন, আমরা শালারা ভেসে এসেছি।
>
> যতীনকে ঠাকুর খুব ভালবাসেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া মাঝে মাঝে দর্শন করেন ;কখন কখন রাত্রেও সেখানে গিয়া থাকেন।....
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি, সাহাস্যে)—ওরে (যতীন) তোর কথাই বলছে।
>
> ঠাকুর হাসিতে হাসিতে যতীনের থুঁতি ধরে আদর করিতে করিতে বলিলেন, "সেখানে যাস, গিয়ে খাস।" অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে যাস।"[৫]

'বৃষকেতু' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর মাঝখানের বিরতির অবসানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেরাতে ভক্তদের সঙ্গে প্রহসনটিরও অভিনয় দেখেন। শ্রীম-কথিত 'কথামৃত'-এ উক্ত হয়েছে,—

> "..... ঠাকুর আবার বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় শুনিবেন; বক্সে গিয়া বসিলেন। ঝির কথাবার্তা শুনে হাসিতে লাগিলেন।[৬]

আগেই বলেছি, গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে বিশ্বাসী ও সেকথা দৃঢ়তার সঙ্গে ভক্তমণ্ডলীর কাছে প্রচার করে বেড়ান। এ ব্যাপারে সমস্ত সংশয়ের উর্ধ্বে যাঁর অবস্থান, সেই নরদেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরেও মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে। 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনয় চলাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাস্টারমশাইয়ের কথোপকথন সম্বন্ধে 'কথামৃত'-এ বলা হয়েছে,—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)— আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ যা বলছে (অর্থাৎ অবতার) তা কি সত্য?

মাষ্টার— আজ্ঞা ঠিক কথা ;না হ'লে সবার মনে লাগবে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ— দেখ, এখন একটি অবস্থা আসছে; আগেকার অবস্থা উল্টে গেছে। ধাতুর দ্রব্য ছুঁতে পারছি না।

মাষ্টার অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ— এই যে নূতন অবস্থা, এর একটি খুব গুহ্য মানে আছে।

ঠাকুর ধাতু স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অবতার বুঝি মায়ার ঐশ্বর্য কিছুই ভোগ করেন না, তাই কি ঠাকুর এই সব কথা বলিতেছেন।"[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ একদা জনৈক ভক্তের কাছে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে রসুন গোলা বাটি হাজার ধুলেও তার গন্ধ যায় না। একথা শুনে গিরিশচন্দ্রের মনে প্রচণ্ড অভিমান দেখা দেয়। অভিনয়ের শেষে দক্ষিণেশ্বর যাত্রার প্রাক্কালে অভিমান-ক্ষুব্ধ গিরিশচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তা প্রসঙ্গে শ্রীম-কথিত 'কথামৃত'-এ দেখা যায়,—

"গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—রসুনের গন্ধ কি যাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ— যাবে।

গিরিশ— তবে বললেন 'যাবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ— অত আগুন জ্বললে গন্ধ-ফন্ধ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না। নূতন হাঁড়ি হয়ে যায়।"[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের পঞ্চম দিন রাতে 'স্টার থিয়েটার'-এ 'বৃষকেতু' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর যুগল অভিনয় দর্শনে শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন দেব ও নারায়ণ ব্যতীত আর কোনও ভক্ত ছিলেন কি না, তা বলা

সম্ভব নয়। এই অভিনয় রজনীতেই তাঁর পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শেষ অভিনয় দেখা। তারপর আর কোনদিনও তিনি রঙ্গালয়ে যেতে পারেন নি।

১। পঞ্চম ভাগ, ষোড়শখণ্ড, প্রথম-চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা ঃ ১২৮-৩৮।
২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, সপ্তদশ খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৯-৪৫।
৩। ঐ ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭।
৪। ঐ ঐ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩-৪৪।
৫। ঐ ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭।
৬। ঐ ঐ, ঐ ঐ , পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭।
৭। ঐ ঐ, ঐ ঐ , পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭।
৮। ঐ ঐ, ঐ ঐ , পৃষ্ঠা ঃ ১৪৭।

তৃতীয় পর্ব

স্টার-এর অভিনয়-প্রবাহ

এক

দক্ষযজ্ঞ

গুর্মুখরায় মুসাদ্দির ৬৮ বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত 'স্টার থিয়েটার'-এর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের অধিনায়কত্বে তাঁরই রচিত পৌরাণিক নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'-এর অভিনয়ের মাধ্যমে। উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

GRAND OPENING NIGHT,
STAR THEATRE.
BEADON STREET.
PROPRIETOR .... BABOO GOORMUK ROY.
To-night
Saturday, 21st July,
AT 9 P.M.
BABOO G. G. GHOSH'S NEW DRAMA,
DAKSHYA YAJNA.
EVERYTHING GRAND & WONDERFUL.

G. C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 21.7.1883, Page : 1.]

২১ জুলাই শনিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, ৬ শ্রাবণ ১২৯০ সালে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় রূপারোপ করেছেন ঃ—

দক্ষ- গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহাদেব- অমৃতলাল মিত্র, দধীচি- অমৃতলাল বসু, ব্রহ্মা- নীলমাধব চক্রবর্তী, বিষ্ণু- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, নারদ- মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, নন্দী- অঘোরনাথ পাঠক, ভৃঙ্গী- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, মন্ত্রী- গিরীন্দ্রচন্দ্র ভদ্র, দূতগণ- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র দাস (ব্রাণ্ডী) ও পরাণকৃষ্ণ শীল ; প্রসূতি- কাদম্বিনী, সতী- বিনোদিনী, ভৃগুপত্নী- গঙ্গামণি, তপস্বিনী- ক্ষেত্রমণি, চেড়ী- যাদুকালী প্রভৃতি।

'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনয়ের আগে দক্ষিণ কলকাতার কালীক্ষেত্র কালীঘাটের নাটমন্দিরে কালীমূর্তির সামনে প্রথমে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী চরিত্রানুগ যথোচিত পোষাক-

পরিচ্ছদ (Dress) পরিধান ও অঙ্গসজ্জা (Make-Up) করে অভিনয় করেন। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই ছিলেন এই অভিনয়ের উদ্যোক্তা ; তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে, আন্তরিক অভীপ্সায় ও সবিশেষ প্রচেষ্টায় এই অভিনয় হয়েছে। কিন্তু এই অভিনয় উদ্বোধন রজনীর কতদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় একে 'ড্রেস রিহারস্যাল' (Dress Rehearsal) আখ্যায় অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> "গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে গিয়া কালীমন্দিরে মাতৃনাম জপ করিতেন। এই সময়েই তিনি 'দক্ষযজ্ঞ' রচনা করেন। নাটকের শিক্ষাদান সমাপ্ত হইলে, এক রাত্রি মায়ের নাট-মন্দিরে ড্রেস রিহারস্যালস্বরূপ 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনীত হয়। জগজ্জননী-সম্মুখে অভিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্রের প্রাণে পরম তৃপ্তিলাভ হইয়াছিল। তাহার পর নিয়মিত বিজ্ঞাপন ঘোষণা করিয়া 'ষ্টার থিয়েটারে' ইহা অভিনীত হয়।"[১]

গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' চতুর্থ অঙ্ক এগার গর্ভাঙ্ক বিশিষ্ট পৌরাণিক নাটক [প্রথম অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্কঃ প্রথম গর্ভাঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]। এই নাটকের কাহিনী মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'শিবপুরাণম্' ও 'মহাভাগবতপুরাণম্' থেকে আহৃত হলেও নাট্যরচনা ক্ষেত্রে 'শিবপুরাণম্'-এরই বেশি প্রাধান্য ঘটেছে। কিন্তু সতীর দশমহাবিদ্যা মাতৃরূপ পরিকল্পনায় 'মহাভাগবতপুরাণম্' ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'বৃহৎ তন্ত্রসারঃ' গ্রন্থের মাতৃধ্যানগুলির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রজাপতি মহারাজ দক্ষের যজ্ঞগৃহে দুঃসহ পতিনিন্দায় দক্ষতনয়া শিবজায়া সতীর দেহত্যাগের কাহিনী অবলম্বনে বঙ্গরঙ্গালয়ে অভিনয়োপযোগী সঙ্গীতবহুল পৌরাণিক নাটক প্রথম রচনা করেন প্রাচীনপন্থী নাট্যকার মনোমোহন বসু (১৪ জুলাই ১৮৩১ খ্রিঃ, ৩০ আষাঢ় ১২৩৮ সাল—৪ ফেব্রুআরি রবিবার ১৯১২খ্রিঃ,২১ মাঘ ১৩১৮ সাল)। তাঁর নাটকটির নাম 'সতী নাটক'। এই নাটকই তাঁর শ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক।

'বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়'-এর ২৫নং বিশ্বনাথ মতিলালের লেনে নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহে ১৭ জানুআরি শনিবার ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'সতী নাটক' প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটির প্রকাশিত দু'টি সংস্করণেই প্রাচীন ও নবীন নাট্যরচনারীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে (প্রথম সংস্করণ—১৮৭৩ খ্রিঃ, দ্বিতীয়

সংস্করণ—১৮৭৭ খ্রিঃ)। নাটকীয় কাহিনীর বিয়োগান্তক পরিণতি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরীতির বিরোধী বলে নাট্যকার সতীর দেহত্যাগের পর নাটকটির সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত করার পরে 'হর-পার্বতীর মিলন' নামে কুড়ি পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি নতুন অঙ্ক সংযোজন ও মুদ্রণ করেন এবং দ্বিতীয় সংস্করণে তা পুনর্ম্মুদ্রিত করে এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—

"....বিয়োগান্ত নাটক প্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটী বর্জ্জন এবং পুনর্ম্মিলনানুরাগী মহাশয়েরা গ্রহণপূর্ব্বক অভিনয় করিতে পারেন।"[২]

মনোমোহনের 'সতী নাটক'-এ মহাদেব ও সতীর দাম্পত্যজীবনের গার্হস্থ্যচিত্র আধিপত্য লাভ করায় মহারাজ দক্ষ ও দেবাদিদেব মহাদেবের পারস্পরিক সংঘাতের তীব্রতা বহুলাংশে ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। শান্তিরাম বা শান্তে পাগলা নাট্যকারের মৌলিক জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি প্রয়াস। এই চরিত্রটি কাল্পনিক হলেও নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি ও সংঘাতমুখর পরিবেশ তৈরিতে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' সূচনা থেকেই নাটকীয় গতিতে পরিপূর্ণ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতসঙ্কুল। প্রজাপতি পিতা মহারাজা দক্ষের মতাদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করে স্বয়ম্বর সভায় সতীর মহাযোগী দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করা আত্মম্ভরী দক্ষঅন্তরে শিববিরোধী যে প্রবল বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, তারই জন্য নাটকীয় কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই গতিবেগ ক্রমবর্ধিত হয়ে তীব্র থেকে তীব্রতম হয়ে উঠেছে। শিবহীন দক্ষযজ্ঞ সঙ্কল্প ও তা সিদ্ধির অভীপ্সা এরই ফলশ্রুতি। মহারাজ দক্ষের মাত্রাতিরিক্ত দম্ভ ও অহঙ্কার, কন্যার মঙ্গলকামনায় মহারানী প্রসূতির শঙ্কিত মাতৃহৃদয়ের সুগভীর হাহাকার, যোগসিদ্ধ মহাযোগী মহাদেবের সদাসর্বদা নির্লিপ্তভাব, শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠানে সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও স্থিতি বা পালনকর্তা ভগবান বিষ্ণুর অসহায়তা, ভৃগুপত্নীর আন্তরিক শিবনিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই সুচিত্রিত। আবার পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি সতীর দশমহাবিদ্যার দশটি মাতৃমূর্তি ধারণ নাটকটির মান বিশেষ উন্নীত করেছে। তপস্বিনী চরিত্রটি নাট্যকারের সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি, রচনাগুণে নাট্যকাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত।

বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার' এর প্রথম নাটক 'দক্ষযজ্ঞ' থেকে 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট' (২২ নভেম্বর শনিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ, ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল) পর্যন্ত এক বছর চার মাসের ওপর এখানে যত

নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন প্রভৃতি অভিনীত হয়েছে, সেগুলির সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী ; বেণী ওস্তাদ নামেও তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর পিতা ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ নিমাই অধিকারী আর গুরু ছিলেন বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ। থিয়েটারে যোগদানের অনেক আগে থেকেই বেণীমাধব ছিলেন কলকাতার সঙ্গীতানুরাগী সমাজের কাছে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন উদাত্ত কণ্ঠধর নরেন্দ্রনাথ দত্তের— পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে যিনি বিশ্ববিজয় করেছেন এবং তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অমৃতলাল দত্তের ওরফে হাবু দত্তের প্রধান সঙ্গীতগুরু। তিনি যে কতখানি সুদক্ষ সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন, 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের বিভিন্ন রাগাশ্রয়ী ও তালভিত্তিক আটটি গানই তার স্বাক্ষর বহন করছে। এই গানগুলির অভিনেয় চরিত্র, রাগ ও তাল, এবং প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) তপস্বিনী ও সতীর গীত
আশা-যোগীয়া একতালা
ফিরে যাও প্রেমিক সন্ন্যাসী। [প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

দুই) তপস্বিনীর গীত
সিন্ধু ভৈরবী একতালা
এল তোর খ্যাপা দিগম্বর [ঐ]

তিন) প্রমথগণের গীত
ঝিঁঝিট খাম্বাজ
বাবা সঙ্গে খেলে মা নেবে কোলে। [পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

চার) প্রমথগণের গীত
খাম্বাজ কাওয়ালী
আয়, জবা আনি, নইলে কি দিব পায়? [ঐ]

পাঁচ) নারদের গীত
বেহাগ চৌতাল
মদনমোহন, মুরলীধারী, মুরহর রমারঞ্জন। [দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

ছয়) প্রসূতির গীত
সাহানা বাহার যৎ
ওহে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়। [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

· সাত) প্রসূতির গীত

বেহাগ বারোয়া একতালা

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে, [ঐ]

আট) নারদের গীত

কাফি কানেড়া কাওয়ালী

চাঁচর চিকুর আধ, আধ জটাজাল। [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

ওপরের উদ্ধৃত আটটি গানের পাঁচটি একক সঙ্গীত, এগুলি গেয়েছেন তপস্বিনী—দুই, নারদ—পাঁচ ও আট আর প্রসূতি—ছয় ও সাত চরিত্রে যথাক্রমে ক্ষেত্রমণি, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় ও কাদম্বিনী। প্রথম গানটি তপস্বিনী ও সতীবেশী বিনোদিনীর দ্বৈতসঙ্গীত এবং শিবানুচর প্রমথগণের সমবেত সঙ্গীত দু'টি—তিন ও চার। বেণীমাধবের অনুপম সুরসংযোজনায় সমস্ত গানই বিশেষ আকর্ষণীয় ওঠে ও তা দর্শকঅন্তরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। প্রখ্যাত সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের গানের সংখ্যা আট নয়, পাঁচ। তিনি লিখেছেন,—

> " 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের গানগুলির সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষকরূপে গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত নাট্যশালায় বেণীমাধব প্রথম গুণপনার পরিচয় দিলেন। এই নাটকের পাঁচখানি গানই রাগে তালে গঠিত, তার একটি ধ্রুপদাঙ্গের। বেণী ওস্তাদ-রচিত সুমধুর সুরে গানগুলি মঞ্চে গেয়েছিলেন স্বনামধন্যা নটী বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যথাক্রমে সতী, প্রসূতি, তপস্বিনী ও নারদের ভূমিকায়। .... অভিনয়ের সঙ্গে নাটকের গানগুলিও শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল।"[৩]

সুপ্রতিষ্ঠিত মঞ্চশিল্পী জহরলাল ধর ছিলেন এই নাটকের মঞ্চসজ্জাকর (Stage-Manager)। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে (সমস্ত অঙ্ক জুড়ে একটি মাত্র বৃহত্তম গর্ভাঙ্ক) রঙ্গমঞ্চের ওপর নাটকীয়ভাবে একের পর এক দশমহাবিদ্যার (কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা) বিস্ময়কর আবির্ভাব ও তিরোভাব এই নাটকটিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। কাঁচের ওপর আলো ফেলে জহরলাল সবিশেষ দক্ষতার সঙ্গে সতীর দশমহাবিদ্যার দশটি রূপকে দর্শকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষীভূত করাতেন। সেকালের বাংলা মঞ্চশিল্পের ইতিহাসে এটি একটি

অবিস্মরণীয় যুগান্তকারী ঘটনা এবং এই অতুলনীয় কৃতিত্বের জন্য তিনি সকলের প্রশংসাভাজন।[৪]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন,—

> "...ইহার [দক্ষযজ্ঞের] অন্তর্গত দশমহাবিদ্যা ও সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবের শোকাকুল অবস্থা বর্ণনায় ভারতচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের প্রভাব অনুভব করা যায়। তবে ইহাতে সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া শিবের ত্রিভুবন ভ্রমণ বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা না হইলে শিবের চরিত্রটি আরও সুপরিস্ফুট হইতে পারিত।"[৫]

ডঃ ভট্টাচার্যের ওপরের বাক্যদু'টির প্রথমটি আংশিক সত্য। কারণ গিরিশচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা'-র বর্ণনা যে সংস্কৃত 'মহাভাগবতপুরাণম্' অবলম্বনে রচিত, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যা' কাব্যদু'টিতেও সেই গ্রন্থকেই অনুসরণ করা হয়েছে—বিশেষ করে 'অন্নদামঙ্গল'-এর ঐ অংশ তো তারই হুবহু কাব্যানুবাদ। সুতরাং একই প্রভাবজাত হওয়ায় গ্রন্থ ত্রয়ীর পারস্পরিক কিছুটা মিল থাকাই স্বাভাবিক, একে 'ভারতচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের প্রভাব' বলা সঙ্গত নয়। তবে 'সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবের শোকাকুল অবস্থার বর্ণনায়' হেমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় বাক্যটি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 'সতীদেহ স্কন্ধে শিবের ত্রিভুবন ভ্রমণ বৃত্তান্ত' পরিত্যাগ করে একদিকে যেমন নাট্যকাহিনীকে অহেতুক কলেবর বৃদ্ধির হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সংযত ও সংহত মানসিকতার পরিচয় প্রদান করেছেন, অন্যদিকে তেমনি নাটকীয় গতিকে দ্রুত থেকে দ্রুততম করে তুলে রচনাশৈলীর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। সেজন্য 'দক্ষযজ্ঞ' বাংলা নাটকের ইতিহাসে আজও স্বমহিমায় ভাস্বর।

অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও অভূতপূর্ব মঞ্চসাফল্যের জন্য 'দক্ষযজ্ঞ' বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বছরের পর বছর কি বিডন স্ট্রিটের প্রথম পর্যায়ের 'স্টার থিয়েটার'-এ, কি হাতিবাগানের দ্বিতীয় পর্যায়ের 'স্টার থিয়েটার'-এ, অথবা 'বীণা', 'মিনার্ভা', 'ক্লাসিক', 'কোহিনুর', 'মনোমোহন' প্রভৃতি যে থিয়েটারে যখনই এর অভিনয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত

হয়েছে, তখনই প্রেক্ষাগৃহ দর্শকমণ্ডলীর সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনয়ক্ষেত্রে প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী আপন আপন ভূমিকায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ; বিশেষ করে মহারাজা দক্ষ, দেবাদিদেব মহাদেব ও দক্ষদুহিতা সতীর ভূমিকায় যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র ও বিনোদিনীর অভিনয় অতুলনীয়। দধীচি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রসূতি ও তপস্বিনীর রূপারোপে যথাক্রমে অমৃতলাল বসু, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, কাদম্বিনী ও ক্ষেত্রমণি চরিত্রানুগ সুঅভিনয় করেছিলেন বলে সমকালীন বিভিন্ন বিবৃতি ও সমালোচনা থেকে জানতে পারা যায়।

বিনোদিনী তাঁর 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা' গ্রন্থে 'দক্ষযজ্ঞ'-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,—

> "এখানকার [স্টার থিয়েটারের] প্রথম অভিনয় "দক্ষযজ্ঞ"। ইহাতে গিরিশ বাবু মহাশয় "দক্ষ", অমৃত মিত্র "মহাদেব", ভুনী বাবু [অমৃতলাল বসু] "দধীচি"। আমি "সতী", কাদম্বিনী "প্রসূতি" এবং অন্যান্য সুযোগ্য লোক সকল নানাবিধ অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই খড়খড়ি দেওয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসে থাকা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া কম্পন—বর্ণনাতীত! আমাদেরই সব "দক্ষযজ্ঞ" ব্যাপার! কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার বরে যেন সত্যই দক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল। বঙ্গের গ্যারিক গিরিশ বাবুর সেই গুরুগম্ভীর তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্ত্তি যখন ষ্টেজে উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ। তাহার পর অভিনয় উৎসাহ, সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশ বাবুর "দক্ষ", অমৃত মিত্রের "মহাদেব" যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধ হয় কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। "কে-রে, দে-রে, সতী দে আমার" বলিয়া যখন অমৃত মিত্র ষ্টেজে বাহির হইতেন তখন বোধ হয় সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। দক্ষের মুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যখন সতী প্রাণ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত তখন সে বোধ হয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত। অভিনয়কালীন ষ্টেজের উপর যেন অগ্নি উত্তাপ বাহির হইত।"[৬]

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রও বিনোদিনীর আত্মজীবনীর ভূমিকাস্বরূপ রচিত 'বঙ্গ-

রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী' প্রবন্ধে সতীর চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

"....'দক্ষযজ্ঞে' সতীর ভূমিকা আদ্যপান্ত দক্ষতার পরিচায়ক। সতীর মুখে একটী কথা আছে 'বিয়ে কি মা?'—এই কথাটী অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর অঙ্কে মহাদেবের সহিত যোগকথা কহিবে, এইরূপ বয়স্কা স্ত্রীলোকের মুখে 'বিয়ে কি মা?' শুনিলে ন্যাকাম মনে হয়। সাজসজ্জায় হাবভাবে বালিকার ছবি দর্শককে না দিতে পারিলে, অভিনেত্রীকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয়ে বোধ হইত, যেন দিগম্বর-ধ্যান-মগ্না বালিকা সংসার-জ্ঞান-শূন্যা অবস্থায় মাতাকে 'বিয়ে কি মা?' প্রশ্ন করিয়াছে। পর অঙ্কে দয়াময়ী জগজ্জননী জীবের নিমিত্ত অতি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কহ, নাথ! কি হেতু কহিলে—
'ধন্য, ধন্য কলিযুগ?'
ক্ষুদ্র নর অন্নগতপ্রাণ,
রিপুর অধীন সবে ;
রোগশোক-সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানবমণ্ডল
ভীম ভবার্ণব মাঝে ;—
কেন কহ বিশ্বনাথ,—'ধন্য কলিযুগ?"

যোগিনীবেশে যোগীশ্বরের পার্শ্বে জগজ্জননী এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন,—ইহা বিনোদিনীর অভিনয়ে প্রতিফলিত হইত। তেজস্বিনীর মহাদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ, মাতাকে প্রবোধ দান,—

"শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর ;
প্রজারক্ষা কেমনে গো হবে?
নারী যদি পতিনিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ওমা, পতিনিন্দা কেন সব?"

এ কথায় যেন সতীত্বের দীপ্তি প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অথচ দৃঢ়বাক্যে পূজ্য স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতিনিন্দায়

প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ—স্তরে স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত।"[৭]

গিরিশচন্দ্রের শেষ পনের বছরের লিপিকর ও নিত্যসহচর অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছেন —

"....গিরিশচন্দ্রের দক্ষের ভূমিকাভিনয় যিনি একবার দেখিয়াছেন, বোধ হয় তিনি তাহা জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। ব্রহ্মার বরে দক্ষ প্রজাপতি—প্রজা সৃষ্টি করিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অভিনয়ে—তাঁহার অদ্ভুত ভাবভঙ্গিতে যথার্থই যেন তাঁহাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা (creator) বলিয়া বোধ হইত। যে-যে দৃশ্যে তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, দর্শকগণ সিংহের ন্যায় তাঁহার গাম্ভীর্য্য এবং বজ্রের ন্যায় কাঠিন্য দেখিয়া যেন স্পন্দনহীন হইয়া অবস্থান করিতেন। জনৈক সাহিত্যিক গল্প করিয়াছিলেন, 'ষ্টার থিয়েটারে' দক্ষের অভিনয় দেখিয়া আসিয়া দক্ষের মুখ-নিঃসৃত সতীর প্রতি সেই "অপমান—মান আছে যার ;ভিখারীর মান কিরে ভিখারিণী?" তিরোক্তি সাত দিন ধরিয়া তাঁহার কানে বাজিয়াছিল।" মহাদেবের ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র যখন "কে-রে দে-রে—সতী দে আমার!" বলিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেন তখন যেন রঙ্গমঞ্চের সহিত সমস্ত দর্শকগণ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত। এই সময় হইতেই অমৃতলাল বাবু অতি উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা বলিয়া পরিগণিত হন। শ্রীমতী বিনোদিনীর সতীর ভূমিকাভিনয়ে সতীত্বের প্রভা যেন প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন অথচ দৃঢ়বাক্যে স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতিনিন্দায় প্রাণের তীব্র ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ—স্তরে-স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত। দধীচি, প্রসূতি, তপস্বিনী, নন্দী, ভৃঙ্গী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রত্যেক ভূমিকাই নিখুঁতরূপ অভিনীত হইয়াছিল।"[৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিনোদিনী তাঁর 'আত্মজীবনী'-তে মহাদেবের ভূমিকাভিনয়ে অমৃতলাল সম্বন্ধে যা লিখেছেন এবং গিরিশচন্দ্র 'ভূমিকা'-র জন্য লিখিত পূর্বে উল্লেখিত 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী' প্রবন্ধে সতী চরিত্রাভিনয়ে বিনোদিনীর যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেগুলি রচনার অন্তত পনের বছর পরে প্রকাশিত 'গিরিশচন্দ্র' জীবনী গ্রন্থে অবিনাশচন্দ্র মহাদেব ও সতী সম্পর্কে বেশ কিছু লাইনের অবিকল অনুলিপি মুদ্রিত করেছেন। অথচ গ্রন্থটির কোথায়ও তিনি সেকথা স্বীকার করার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন নি। এখানে বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না অবিনাশচন্দ্রই ছিলেন এই 'ভূমিকা'

লেখার লিপিকার। বিনোদিনী অভিমানবশত 'আত্মজীবনী'-র প্রথম সংস্করণে ১৩১৯ সালে ছাপেন নি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনে ধীরে ধীরে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটলে তিনি অবিনাশচন্দ্রের কাছ থেকে ঐ 'ভূমিকা' চেয়ে নিয়ে ১৩২০ সালে প্রকাশিত নব সংস্করণে তা সংযোজিত করেন।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের বিখ্যাত অভিনেতা নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক ও তার অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছেন, —

> "উচ্চ শ্রেণীর নাট্যত্ব এবং ভাবগাম্ভীর্যে নাটকখানি নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান, মঞ্চ-সাফল্যের দিকে দিয়েও 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক সৌভাগ্যবান। তাই অনায়াসে অর্জিত হয়েছিল বিপুল জনপ্রিয়তার জয়মাল্য।
>
> 'দক্ষযজ্ঞের' দক্ষ চরিত্র গিরিশচন্দ্রের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে সমতুল অন্য কোন চরিত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ....দক্ষরাজ প্রজাপতি— প্রজার প্রতি তাঁর যথেষ্ট স্নেহ, শিবের প্রতি তাঁর অসীম ঘৃণা এবং শিবকে অপমাণিত করার একটা দুরন্ত বাসনা, দক্ষ-চরিত্রে এ সকলই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই নাটকের পরিণতিও অতুলনীয় নাটকীয়তার চরমোৎকর্ষে দর্শকের হৃদয়ানুভূতিকে করে তোলে অশান্ত আবেগ সংক্ষুব্ধ, উদ্বেলিত।... অভিনয় জগতে দক্ষ, শিব এবং সতী চরিত্রে অভিনয় অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছিল,— সে অভিনয়ের কথা স্বচক্ষে দেখলেও ঠিক মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।...গিরিশচন্দ্র দক্ষযজ্ঞে দূতের ভূমিকাগুলিকেও চরিত্রের মর্যাদা দান করেছেন। দু' একটি কথা বলেই দূতের ভূমিকা শেষ নয়, সেই চরিত্রেও তিনি অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাবার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে গেছেন।"[৯]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ অজিতকুমার ঘোষ মহাদেবের চরিত্রাভিনেতা অমৃতলালের অভিনয় সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "...মহাদেবের ভূমিকায় তাঁর কণ্ঠস্বরের দেবমহিমজ্ঞাপক গাম্ভীর্য, সতীর দেহত্যাগে তাঁর রোষদৃপ্ত হুঙ্কার দর্শকদের চমৎকৃত করেছিল।"[১০]

তিনি অন্যত্র সতীর ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনীর অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন,—

> "....'দক্ষযজ্ঞে'র সতীর ভূমিকায় সরলতার সঙ্গে তত্ত্বকথা, পিতৃভক্তি সত্ত্বেও একান্ত পতিপরায়ণতা এবং অবশেষে পতিনিন্দার দুঃসহ বেদনায় আত্মত্যাগ প্রভৃতি বিচিত্র ভাব ও ক্রিয়া তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।"[১১]

'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের উদ্বোধন রজনীর অভিনয় দেখে এর দু'দিন পরে বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দি ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ'-এ নিম্নোক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয় ঃ—

"THE STAR THEATRE,–

A native Dramatic Company made their debut at the above place of amusement last Saturday evening, when the piece entitled "Dakshyayagna", specially written for the occasion, was performed. Long before the appointed hour, the house was crowded to overflowing, and yet the cry was "still they come". Some of the native gentlemen, not to lose the opportunity of the first night's performance, even offered to pay quadruple the price of any of the seats ; but it was practically impossible to accommodate any more. Inside the house, there was at the smallest computation one thousand five hundred persons. A glance at the stage, the scenery, the seats, in fact everything around, convinced the dullest that the energetic proprietor had consulted more the comforts than his purse. The play commenced at 9' o'clock, and as progressed the different scenes, the mechanism, the dresses, nay, the very boards convincingly proved that the work must have been placed at the hands of the best artists. In fact, it was the unanimous opinion of everybody that they were the very best that have ever been presented to a native audience. This was repeatedly testified to the cries of "excellent", "marvellous", "magnificent', and as such like both in English and Bengalee, as the different scenes were presented. Making a due allowance for the little faults that invariably attend a first night's performance, the acting, too, was good and its was abundantly rewarded by repeated applause. And so was the band of brass and stringed instruments, which performed during the intervals. The proprietor has certainly cause to congratulate himself at the patronage he received at the hands of his countrymen."

[The Indian Daily News, 23.7.1883, Page 4.]

১। 'গিরিশচন্দ্র', একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ : ১৯৭৭, পৃষ্ঠা : ১৮৯।

২। 'সতী নাটক', ভূমিকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

৩। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'গিরিশ যুগ : দ্বিতীয় পর্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃষ্ঠা : ১৫।

৪। 'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা : ১৮৯।

৫। 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, মধ্য যুগ, তৃতীয় অধ্যায় (১৮৭৭-১৯১২) : গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৬৭ (১৯৬০), পৃষ্ঠা : ৩৮৫-৩৮৬।

৬। প্রথম খণ্ড, 'ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে নানা কথা,' নব সংস্করণ : সন্ ১৩২০ সাল, পৃষ্ঠা : ৭৪-৭৫।

৭। 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', নবম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৩৭ সাল, পৃষ্ঠা : ৩০৪।

৮। 'গিরিশচন্দ্র', একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা : ১৮৮-৮৯।

৯। 'বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র', প্লাবন, ভূমিকার তারিখ : মাঘী পূর্ণিমা ১৩৬৫ সাল, পৃষ্ঠা : ১২৩।

১০। 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ৩(গ) কমগম্ভীর অমৃতলাল, প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৮৫, পৃষ্ঠা : ৮৬।

১১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩ (ছ) নটীকূলরাণী বিনোদিনী, পৃষ্ঠা : ১৪৪।

দুই
ধ্রুবচরিত্র

বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এর দ্বিতীয় অবদান নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 'ধ্রুবচরিত্র' ১১ অগস্ট শনিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে, ২৭ শ্রাবণ ১২৯০ সালে প্রথম অভিনীত হয়। এই তারিখটি হ'লো 'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্বোধন রজনীর একুশ দিনের দিন অর্থাৎ 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের প্রথমাভিনয়ের পরবর্তী তৃতীয় শনিবার। 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকের উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

STAR THEATRE.
SATURDAY, THE 11 TH AUGUST,
At 9 p.m.
DHRUBA CHARITRA,
BY BABOO G. C. GHOSH.
The Hand of a Master at every touch got up with
the usual scientificial,
AND
MECHANICAL ACCOMPANYMENTS.
G. C. GHOSH, MANAGER.
[The Indian Daily News, 11.8.1883, Page :1.]

কিন্তু মঞ্চ-ঐতিহাসিক ও চলচ্চিত্র-সমালোচক কালীশ মুখোপাধ্যায় এর অন্য তারিখের উল্লেখ করে লিখেছেন,—

"………১৮ ই আগষ্ট, ধ্রুবচরিত্র মঞ্চস্থ হলো।"[১]

অভিনব এই তারিখটি আর কোনও গ্রন্থে দেখি নি। তারিখটি যে ভুল, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'ধ্রুবচরিত্র' পৌরাণিক নাটকের আখ্যানভাগ মূলত দু'টি সংস্কৃত মহাপুরাণ থেকে গ্রহণ করেছেন। প্রথমটি মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র মহর্ষি পরাশর কথিত 'বিষ্ণুপুরাণম্'। তিনি এই মহাপুরাণের প্রথম বক্তা, তাঁর পুত্র মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস তা লিপিবদ্ধ করে সাধারণ্যে প্রচার করেন।

'ষষ্ঠাংশঃ' বর্ণিত এই গ্রন্থের 'প্রথমাংশঃ'-এর অন্তর্গত দু'টি অধ্যায় জুড়ে বিষ্ণুভক্ত বালক ধ্রুবের কাহিনী বিন্যস্ত করা হয়েছে— 'একাদশঃ অধ্যায়ঃ' (ধ্রুবোপাখ্যানম্) ও 'দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ' (ধ্রুবস্য বরলাভঃ)। দ্বিতীয়টি মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত সুবিখ্যাত মহাপুরাণ 'শ্রীমদ্ভাগবতম্'। 'দ্বাদশঃ স্কন্ধঃ' বিভক্ত এই মহান গ্রন্থটির 'চতুর্থঃ স্কন্ধঃ'-এর পর পর পাঁচটি অধ্যায়ে ভক্ত ধ্রুবের কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে— 'অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ' থেকে 'দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ' পর্যন্ত। নাট্যকার পাঁচটি অধ্যায়ের সুদীর্ঘ বিবরণীকে তাঁর নাটকের অন্তর্ভূক্ত করেন নি, কেবলমাত্র প্রথম দু'টি অধ্যায় অর্থাৎ 'অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ' ও 'নবমঃ অধ্যায়ঃ' গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'ধ্রুবচরিত্র'-এর নাট্যকাহিনীতে 'বিষ্ণুপুরাণম্' অপেক্ষা 'শ্রীমদ্ভাগবতম্'-এর প্রভাব বেশি দেখা যায়।

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'ধ্রুবচরিত্র' নাটক রচনার উৎস প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'কথকতা-শক্তি'-র অবতারণা করেছেন। তিনি তাঁর এই বিশেষ দক্ষতা সম্পর্কে প্রবীণ অভিনেতা হরিদাস দত্তের কাছে যা শুনেছেন, তার উল্লেখ করে লিখেছেন,—

"সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কলিকাতার বাসাবাটীতে একদিন কথকতা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ ওঠে। গিরিশ বাবু বলেন, 'কথকতা বড়ই কঠিন, একই ব্যক্তিকে একই সময় ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ও রসের অবতারণা করিয়া অভিনয় করিতে হয়। বিশেষরূপ যোগ্যতা না থাকিলে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্নতা দেখাইতে পারা বড় কঠিন, তার উপর সাজসরঞ্জাম দৃশ্যপট ও সহকারী অভিনেতাদের সহায়তা থাকে না। কেহ-কেহ বলিলেন, 'সুনিপুণ হইলেও একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্র অভিনয় বিশেষতঃ কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতা প্রদর্শন কদাচ সম্ভবপর নহে।' গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা, কাল আমি কথকতা করিয়া তোমাদিগকে শুনাইব। চরিত্রগত পার্থক্য দেখান যায় কিনা, কণ্ঠস্বরের বৈলক্ষণ্য হয় কিনা, এবং রসের অবতারণায় শ্রোতাকে মুগ্ধ করা যায় কিনা, তোমরাই বিবেচনা করিয়া দেখিবে।'

তৎপর দিবস কেদার বাবু বহু বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়া বাসায় একটী ক্ষুদ্র উৎসবের আয়োজন করেন। গিরিশ বাবু স্বয়ং কথকতা করিবেন শুনিয়া, ৫০/৬০ জন ভদ্রলোক একত্র হন। গিরিশচন্দ্র 'ধ্রুবচরিত্রে'র কথা বলেন। বিভিন্ন রসে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্ন অভিনয়ে সেদিন সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব

করিয়াছিলেন। এই সকল শ্রোতার অনুরোধে গিরিশ বাবু পরে 'ধ্রুবচরিত্র' নাটক রচনা করেন।"[১২]

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে ধ্রুবের আখ্যানকে নিয়ে প্রথম নাটক রচনা করেছেন নিমাইচাঁদ শীল (১৮৩৫ খ্রিঃ-১৮৯৩ খ্রিঃ)। তিনি ছিলেন হুগলী কলেজে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী। তাঁর 'ধ্রুবচরিত্র' নাটক ২৮ মার্চ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ উক্তি আর অসংখ্য গান নাটকটিকে গীতাভিনয়ে পরিণত করেছে। 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর অভিনেতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্যাদাড়ু গিরীশ)-এর 'ধ্রুবতপস্যা' নাটকও প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ধ্রুবোপাখ্যান' ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। আহেরীটোলা-নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ধ্রুবযোগাখ্যান' নাটকটি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নন্দলাল রায়ের 'ধ্রুবচরিত্র নাটক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে ১২৯৩ সালে। গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুবচরিত্র' উদ্বোধনের পরে ভড়া-নিবাসী 'দ্বিজ' নন্দলাল রায়ের 'ধ্রুবচরিত্র' ১২৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর, পরবর্তীকালে 'রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার'-এর (৯/৩ বিডন স্ট্রিট) সুদক্ষ নট, কর্ণধার ও প্লে-রাইট (Play-Write) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুবচরিত্র' নাটক রচনার প্রায় তের বছর বাদে 'ধ্রুব' নাটক লেখেন। এই থিয়েটার ১৩ মার্চ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ [১১ চৈত্র সোমবার ১৩০২ সাল] থেকে ঐ বছরের ৭ অগস্ট [২৪ শ্রাবণ শুক্রবার ১৩০৩ সাল] পর্যন্ত বন্ধ থাকে। পরের দিন ৮ অগস্ট [২৫ শ্রাবণ শনিবার] Re-Opening Night বা পুনরুদ্বোধন রজনীতে বিহারীলালের 'ধ্রুব' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি পৃথক্ গ্রন্থ হিসাবে প্রথম প্রকাশলাভ করে ৫ আশ্বিন ১৩০৩ সালে।

গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেন ঃ—

উত্তানপাদ-অমৃতলাল মিত্র, ধ্রুব-ভূষণকুমারী, বিদূষক-অমৃতলাল বসু, মহাদেব—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্রহ্মা-নীলমাধব চক্রবর্তী, নারদ-অঘোরনাথ পাঠক, সুনীতি-কাদম্বিনী, সুরুচি- বিনোদিনী প্রভৃতি।

'ধ্রুবচরিত্র' চতুর্থ অঙ্ক ও তেইশ গর্ভাঙ্ক বিশিষ্ট পৌরাণিক নাটক [প্রথম অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ঃ অষ্টম গর্ভাঙ্ক

ও চতুর্থ অঙ্ক ঃ ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]। এর নাটকীয় আখ্যানভাগের সঙ্গে পুরাণ কাহিনীর কোনও পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য নেই। কিন্তু কেবলমাত্র পৌরাণিক নাটক বললেই এর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাবে না। 'ধ্রুবচরিত্র'-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া সমস্ত নাটকই ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক ; অনাবিল হরিভক্তি প্রচারই এর মূল উদ্দেশ্য, হরিভক্তি এর অন্তরস্বরূপ, হরিভক্তি এর হৃদয়স্পন্দন। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের একাধিক নাটকে হরিভক্তির যে প্রাধান্য দেখা যায় ও যা তৎকালীন বঙ্গরঙ্গভূমিতে হরিভক্তির প্রবল বন্যা বইয়ে দর্শকমণ্ডলীকে মাতোয়ারা করে তোলে, 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকে তারই সূচনা। সেজন্য এই সময়ের ও পরের পৌরাণিক নাটকগুলিকে 'ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক' বলাই সঙ্গত। হরিভক্তিরসে 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকটিকে জারিত করে অপার হরিভক্তির মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করতে নাট্যকার পুরাণানুসারে হরিভক্ত হর অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব ও তাঁর অনুচরদের অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন। এই সংযোজন নাটকীয়তা সৃষ্টিকৌশলের দিক থেকে সার্থক হয়ে উঠেছে আর তা নাট্যকারের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। যথা,—

"মহাদেব। আয় ধ্রুব, আয় কোলে আয়, বৈষ্ণবস্পর্শে আমার তনু পবিত্র হ'ল।

ধ্রুব। পদ্মপলাশলোচন, এত দুঃখ আমায় কেন দিলে?

মহাদেব। ওরে, আমি পদ্মপলাশলোচন নই, আমি সেই শ্রীচরণ-আশে সন্ন্যাসী, আমি তোর কাছে হরিপ্রেম ভিক্ষা ক'রতে এসেছি, তোর দর্শনে আমি হরিপ্রেম লাভ ক'রব, এই আশে এসেছি।

ধ্রুব। তুমি পদ্মপলাশলোচন নও, তবে কোথায় আমার পদ্মপলাশলোচন? আমায় বলে দাও, আমি অবোধ, আমি জানি না কোন্ পথে যাব,— কোথা তাঁর দেখা পাব?

মহাদেব। আমি সে পদ্মপলাশলোচন হরির তত্ত্ব কোথায় পাব? আমি যুগে যুগে ধ্যান ক'রে পাইনে, হরিভক্তি আমায় দে, আমি তাঁরে খুঁজি।" [তৃতীয় অঙ্ক ঃ সপ্তম গর্ভাঙ্ক]

আলোচ্য নাটকে 'বিদূষক' চরিত্র গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় সংযোজন। নাট্যকারের এই শ্রেণীর চরিত্রসৃষ্টির এই প্রথম প্রয়াস। সংস্কৃত নাটকের

আদর্শে মূর্খ, লোভী, উদরসর্বস্ব ও রাজার প্রেমের সহায়ক পার্ষদরূপে 'বিদূষক' চরিত্রটি এখানে অঙ্কিত করা হয়েছে। পরবর্তী নাটক 'নল-দময়ন্তী'-তে 'বিদূষক' চরিত্রের বিশেষ রূপান্তর দেখা না গেলেও 'শ্রীবৎস-চিন্তা'-র 'বাতুল' থেকে এই শ্রেণীর চরিত্রের উত্তরণ ঘটেছে, যার পূর্ণ পরিণতি 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ (৬ বিডন স্ট্রিট) অভিনীত 'জনা'-র 'বিদূষক' (২৩ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৯৩ খ্রিঃ, ৯ পৌষ ১৩০০ সাল) আর 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ (৬৮ বিডন স্ট্রিট) অভিনীত 'পাণ্ডব-গৌরব'-এর 'কঞ্চুকী'-তে (১৭ ফেব্রুআরি শনিবার ১৯০০ খ্রিঃ, ৬ ফাল্গুন ১৩০৬ সাল)।

'ধ্রুবচরিত্র' অগণিত দর্শকমণ্ডলী সমাদৃত 'স্টার থিয়েটার'-এর একটি মঞ্চসফল নাটক। অভিনয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী আপন আপন ভূমিকায় নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, কাদম্বিনী ও বিনোদিনী যথাক্রমে উত্তানপাদ, বিদূষক, নারদ, সুনীতি ও সুরুচির চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৩] কিন্তু একাধারে বিখ্যাতা গায়িকা ও অসামান্যা অভিনেত্রী ভূষণকুমারীর ধ্রুব অভিনয় তুলনাবিহীন। এই ভূমিকায় তাঁর অভূতপূর্ব অভিনয় ও মনোমুগ্ধকর হৃদয়দ্রাবী সুমিষ্ট কণ্ঠসঙ্গীত দর্শকসমাজকে সবিশেষ আকৃষ্ট করেছিল।[৪]

'ধ্রুবচরিত্র' নাটকের অন্যতম আকর্ষণ সহজ, সরল ও সর্বজনবোধ্য ভাষায় রচিত অনবদ্য সঙ্গীতগুচ্ছ। পূর্ববর্তী 'দক্ষযজ্ঞ'-এর ন্যায় এই নাটকটিরও সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী বা বেণী ওস্তাদ। বিভিন্ন রাগে ও তালে সুগঠিত করে নাটকের সমস্ত গানেই তিনি অপূর্ব সুর-সংযোজন করেন। সুরমাধুর্যে গানগুলি যেমন অনন্যতুল্য, তেমনি ধ্রুবরূপী ভূষণকুমারী আর সুনীতিবেশী কাদম্বিনীর কণ্ঠসৌকর্যে তা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই নাটকে সর্বসমেত পঁচিশটি গান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিটি গানের অভিনেয় চরিত্র, রাগ ও তাল এবং প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) সুনীতির গীত

জয়জয়ন্তী মল্লার

গরজে নব বারিদ শুন, গেল সৌদামিনী। [দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

দুই) সুনীতির গীত

সাওন মল্লার

কেন কাঁদ যামিনী? [ঐ]

তিন) সুনীতির গীত

ইমন আড়াঠেকা

শুন শুন সমিরণ— [ঐ]

চার) সুনীতির গীত

রামকেলী কাওয়ালী

দেখিতে দেখিতে লুকাল,— [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

পাঁচ) সখীগণের গীত

কাফি-ঝিঝিট জলদ একতালা

ছাড়' মান ধর' না পায়, [পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

ছয়) সখীগণের গীত

বেহাগ-খাম্বাজ একতালা

দেখ হে দেখ বদন— [ঐ]

সাত) ধ্রুব ও মুনিবালকগণের গীত

আজ খেল্‌বো খালি, ঘরে যাব' না,- [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

আট) ধ্রুবের গীত

অহং-খাম্বাজ কাওয়ালী

দুলে দুলে খেলে রাঙ্গা পাতা, [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

নয়) ধ্রুবের গীত

কাফি-সিন্ধু একতালা

ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলে না, [ঐ]

দশ) ধ্রুবের গীত

অহং-খাম্বাজ কাওয়ালী

ও মা হ'লো না, দে না মা, দে না ভূষণ, [ঐ]

এগার) ধ্রুবের গীত

করোয়া-খাম্বাজ পোস্তা

যাবে কি না যাবে— ধ্রুব ভাবে, [ঐ]

বার) ধ্রুবের গীত

করোয়া-খাম্বাজ একতালা

বলে শিশু মিলে, বাবা নেবে কোলে, [ঐ]

তের) ধ্রুবের গীত

সুরট-খাম্বাজ একতালা

আনিলে বসন-ভূষণ মা কাঁদিবে না, [ঐ]

চোদ্দ) সুনীতির গীত

ভৈঁরো একতালা

বালকে বিপদে— রাখ রাঙ্গাপদে [ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

পনের) ধ্রুবের গীত

বেহাগ ঠেকা

কোথা পদ্মপলাশলোচন! [সপ্তম গর্ভাঙ্ক]

ষোল) নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভূতগণের গীত

বল রে বল ভাঙর ভোলা, পঞ্চমুখে বল হরি! [ঐ]

সতের) সকলের গীত

মঙ্গল-মিশ্র একতালা

উঠ্‌লো ভবে হরিনামের ঢেউ— [ঐ]

আঠার) ধ্রুবের গীত

বিভাষ আড়াঠেকা

গহন-মাঝারে ডাকিছে তোমারে, [অষ্টম গর্ভাঙ্ক]

ঊনিশ) ধ্রুবের গীত

টোড়ী আড়াঠেকা

তুমি কি নিঠুর এমন। [ঐ]

কুড়ি) নারদ ও ধ্রুবের গীত

ছায়ানট ধামার

প্রেমে ডাক হরি-ব'লে [ঐ]

একুশ) নারদ ও ধ্রুবের গীত

মোল্লার একতালা

আয় রে আয় হরি ব'লে বাহু তুলে [ঐ]

বাইশ) মদন ও বিদ্যাধরীগণের গীত

অহং-বাহার একতালা

বাজে গায় মলয়-মারুত, [চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

তেইশ) মদন ও বিদ্যাধরীগণের গীত

চেতা-যোগিয়া কাওয়ালী

যাব যাব ফিরে চাব— [ঐ]

চব্বিশ) ধ্রুবের গীত
লুমঝিঁঝিট একতালা
নাচ বনমালী, দিব করতালি, [পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]
পঁচিশ) সুনীতি ও ধ্রুবের গীত
আশা-ভৈরবী কাওয়ালী
হরি শ্যাম মুরলীধারী। [ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

ওপরের পঁচিশটি গানের মধ্যে ধ্রুবরূপী স্বনামধন্যা গায়িকা ও অভিনেত্রী ভূষণকুমারীর গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। তিনি একককণ্ঠে গেয়েছেন দশটি গান— আট, নয়, দশ, এগার, বার, তের, পনের, আঠার, ঊনিশ ও চব্বিশ ; দ্বৈতকণ্ঠে নারদবেশী অঘোরনাথ পাঠকের সঙ্গে দু'টি—কুড়ি ও একুশ, সুনীতিরূপিণী কাদম্বিনীর সঙ্গে একটি— পঁচিশ ও সমবেতকণ্ঠে মুনিবালকগণের সঙ্গে একটি গান করেছেন—সাত। এই নাটকে সঙ্গীতাংশে ধ্রুবের পরেই সুনীতির উল্লেখ করা যায়। আগেই বলেছি, সেকালের বিখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী কাদম্বিনী এই চরিত্রে রূপারোপ করেছেন। তিনি একককণ্ঠে গেয়েছেন পাঁচটি গান— এক, দুই, তিন, চার ও চোদ্দ আর দ্বৈতকণ্ঠে ধ্রুবের সঙ্গে করেছেন একটি গান— পঁচিশ। অবশিষ্ট ছ'টি সমবেত সঙ্গীতের মধ্যে দু'টি করে গেয়েছেন সুরুচির সখীগণ— পাঁচ ও ছয় ; নন্দী, ভৃঙ্গী ও ভূতগণ— ষোল ও সতের এবং মদন ও বিদ্যাধরীগণ— বাইশ ও তেইশ। সুনীতির দু'টি— দুই ও তিন আর ধ্রুবের চারটি— নয়, দশ, এগার ও বার— মোট ছ'টি গানের আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিভিন্ন গানে রাগ ও তালের যথাযথ উল্লেখ থাকলেও এই নাটকে কেবলমাত্র দু'টি গানে রাগ ও তাল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত— সাত ও ষোল।

'ধ্রুবচরিত্র' নাটকের অনেক গান সমকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। গানগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লো— 'ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলে না, ফুঁলে পূজা হবে তা তো ভোলে না, 'বালকে বিপদে—রাখ রাঙ্গাপদে', 'উঠ্‌লো ভবে হরিনামের ঢেউ'—, 'গহন-মাঝারে ডাকিছে তোমারে', 'প্রেমে ডাক হরি-ব'লে', 'আয় রে আয় হরি ব'লে বাহু তুলে নেচে আয়', 'নাচ বনমালী, দিব করতালি', 'হরি শ্যাম মুরলীধারী।' প্রভৃতি।

১। 'বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ শে শ্রাবণ ১৩৮০, ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৪।

২। 'গিরিশচন্দ্র', একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৯০-৯১।

৩। "........ উত্তানপাদ, বিদূষক, নারদ, সুনীতি, সুরুচি প্রভৃতি ভূমিকাগুলিও চমৎকার অভিনয় হইয়াছিল।"

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃষ্ঠা ঃ ১৯০।

৪। "........ ধ্রুবের ভূমিকা ভূষণকুমারী অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, ধ্রুবের সুমিষ্ট কথায় এবং গানে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইতেন।"

—ঐ গ্রন্থ। পৃষ্ঠা ঃ ১৯০।

তিন

নল-দময়ন্তী

বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এর তৃতীয় নাটক নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' ১৫ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে [১ পৌষ ১২৯০ সালে] প্রথম অভিনীত হয়। এই ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটকের উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

GRAND CHANGE OF PROGRAMME.

STAR THEATRE.

Saturday, 15th December, at 9 p. m.
Baboo G. C. Ghosh's new
MYTHOLOGICAL DRAMA,
NALA-DAMAYANTI.
FULL OF INCIDENTS, EVENTS.
Love, Humour, Pathos, Songs,
PRETTY AND PLENTY.
By a Mysterious Scientific Process.
Faries will appear from within the petals
of a small Lotus.

G. C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 15.12.1883, Page :1.]

কিন্তু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'গিরিশচন্দ্র' জীবনী গ্রন্থে অন্য তারিখের উল্লেখ করে লিখেছেন,—

> "৭ই পৌষ (১২৯০ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'নল-দময়ন্তী' প্রথম অভিনীত হয়।"[১]

দে'জ প্রকাশিত ওপরের গ্রন্থের সম্পাদক স্বপন মজুমদার ঐ বাংলা তারিখ ও সালকে ইংরেজি তারিখ ও খ্রিস্টাব্দে রূপান্তরিত করে লিখেছেন,—

> "২১ ডিসেম্বর ১৮৮৩"[২]

বাংলা ৭ পৌষ ১২৯০ সাল বা ইংরেজি ২১ ডিসেম্বর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ যাই লেখা হোক-না-কেন, এদের কোনও তারিখই নির্ভুল নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ দিন ছিল শুক্রবার, বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ কোনও বছরেই শুক্রবার নাটকের উদ্বোধন হয় নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন 'নল-দময়ন্তী' নাটকের পাদটীকায় প্রথম অভিনয়ের তারিখ লিখেছেন,—

"৬ পৌষ ১২৯০"[৩]

মঞ্চ-ঐতিহাসিক শিশির বসু লিখেছেন,—

"...... এই বৎসরের শেষ নাটক গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' (২২/১২/১৮৮৩) বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলো।"[৪]

তিনি ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র লিখেছেন,—

"নল-দময়ন্তী [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] ২২/১২/১৮৮৩"[৫]

সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের উক্তি অবিনাশচন্দ্রের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থের অনুলিপি ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি লিখেছেন,—

"'ধ্রুবচরিত্র' উদ্বোধনের প্রায় সাড়ে চার মাস পরে গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'নলদময়ন্তী' মঞ্চস্থ হল স্টারে (৭ পৌষ ১২৯০)।"[৬]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'গিরিশ-রচনাবলী'-র 'সংশোধিত' তালিকায় (অক্টোবর ১৯৭৫) উল্লেখ করা হয়েছে,—

"২১। নলদময়ন্তী ৭ পৌষ ১২৯০ [স্টার ৩০ জুলাই ১৮৮৭
২১ ডিসেম্বর ১৮৮৩ (বিডন স্ট্রীট)] "[৭]

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রীডার ডঃ পুলিন দাশ লিখেছেন,—

".......স্টার-এ অভিনীত (২২.১২.১৮৮৩) গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটক 'নলদময়ন্তী' দর্শকের অভিনন্দন লাভ করে......।"[৮]

তিনি ঐ গ্রন্থের অন্য জায়গায় লিখেছেন,—

"নলদময়ন্তী স্টার ২২.১২.১৮৮৩"[৯]

'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর গ্রন্থাগারিক ডঃ অরুণা চট্টোপাধ্যায় 'তথ্যপঞ্জী সংকলন প্রসঙ্গে' লিখেছেন,—

"১৮৮৩-এর ২২ ডিসেম্বর 'নলদময়ন্তী' স্টার (বিডন স্ট্রীট)"[১০]

বলা বাহুল্য, ওপরে উদ্ধৃত বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ যে ঠিক নয়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনই তার যথেষ্ট প্রমাণ। পূর্ববর্তী 'ধ্রুবচরিত্র' নাটকের প্রথমাভিনয়ের চার মাস চারদিন পরে আঠার সপ্তাহের শেষদিনে 'নল-দময়ন্তী' প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে।

'নল-দময়ন্তী' গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক। চতুর্থ অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকের গর্ভাঙ্ক সংখ্যা একুশ [প্রথম অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ঃ ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্ক ঃ ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]। নাট্যকার এই নাটকের কাহিনী মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস বিরচিত সংস্কৃত মহাকাব্য 'মহাভারতম্' থেকে গ্রহণ করেছেন। মহর্ষি ব্যাসদেবের অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এই বৃহত্তম মহাকাব্যের তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ বনপর্বে ঊনিশটি উপপর্ব রয়েছে। ঊনবিংশতি উপপর্বের মধ্যে 'নলোপাখ্যানপর্ব্বাধ্যায়ঃ' ষষ্ঠ উপপর্ব। এই উপপর্ব আবার 'দ্বিপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ' থেকে 'ঊনাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ' পর্যন্ত মোট আটাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুন অস্ত্রলাভেব আকাঙ্ক্ষায় স্বর্গরাজ্য ইন্দ্রলোকে গমন করার পর বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। সুদীর্ঘকাল তাঁর অদর্শনে কাম্যককাননে বনবাসী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাপরাক্রান্ত মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব এবং মহারানী দ্রৌপদী ব্যাকুলচিত্তে শোকসন্তপ্ত হয়ে পড়লে তাপসশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বৃহদশ্ব তাঁদের সান্ত্বনা দেন। এই সময়ে তিনি প্রসঙ্গক্রমে কলির দ্বারা লাঞ্ছিত ও ভাগ্যবিড়ম্বিত নিষধদেশাধিপতি নল ও বিদর্ভরাজকন্যা মহারানী দময়ন্তীর দুঃখময় জীবনকাহিনী বর্ণনা করেন। মহাকবি কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'-এর 'বণপর্ব'-এ এই উপাখ্যান বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। গিরিশচন্দ্র মহাভারতীয় মূল আখ্যানভাগকে যথাযথ বজায় রেখে তাঁর 'নল-দময়ন্তী' পৌরাণিক নাটকটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রচনা করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে 'নল-দময়ন্তী'-র কাহিনীকে অবলম্বন করে একই বছরে উমাচরণ দে 'নলদময়ন্তী নাটক' ও অভয়ানন্দ 'নলদময়ন্তী নাটক' রচনা করেন। নাটক দু'টি ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির নাট্যানুরাগী মহারাজা স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁর ভাই সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় কালিদাস সান্যাল ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা নাটক'-এর অনুকরণে 'নলদময়ন্তী' নাটক রচনা করেছেন। আহেরীটোলা-নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নলদময়ন্তী নাটক' ২২ নভেম্বর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি সেকালে সমাদৃত হয়েছিল। প্রাণকৃষ্ণ দাসের 'নল-দময়ন্তী'-ও ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র রচিত 'নল-দময়ন্তী' নাটকই আলোচ্য বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

'স্টার থিয়েটার'-এ 'নল-দময়ন্তী' নাটকে প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় রূপারোপ করেছেন ঃ—

নল- অমৃতলাল মিত্র, বিদূষক- অমৃতলাল বসু, পুষ্কর- নীলমাধব চক্রবর্তী, ভীমসেন, মন্ত্রী ও মুনি- মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী ; ঋতুপর্ণ ও যম- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, কলি-অঘোরনাথ পাঠক, দ্বাপর, রক্ষী ও গ্রামবাসী- পরাণকৃষ্ণ শীল ;ইন্দ্র ও প্রথম ব্যাধ- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অগ্নি ও সারথি- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বরুণ ও দূত- শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), দূত- শ্যামাচরণ কুণ্ডু, ব্যাধ- গিরীন্দ্রচন্দ্র ভদ্র, দময়ন্তী- বিনোদিনী, রাজমাতা-গঙ্গামণি, সুনন্দা- ভূষণকুমারী, রানী, ব্রাহ্মণী ও জনৈক বৃদ্ধা- ক্ষেত্রমণি ;ধাত্রী- যাদুকালী প্রভৃতি।

'নল-দময়ন্তী' নাটকেরও সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী বা বেণী ওস্তাদ এবং নৃত্যপরিচালক ছিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। যদিও এই নাটকে গানের সংখ্যা পূর্ববর্তী অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের তুলনায় অনেক কম, কেবলমাত্র ন'টি, তথাপি বিভিন্ন রাগ ও তালে সুগঠিত বেণী ওস্তাদের অভূতপূর্ব সুর-সংযোজনা দর্শকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। আলোচ্য গানগুলির অভিনেয় চরিত্র, রাগ ও তাল এবং প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) দেববালাগণের গীত

ইমন-বেহাগ একতালা

হায় রে হায়! প্রেমিক যে জন [প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

দুই) দেববালাগণের গীত

সিন্ধুড়া-খাম্বাজ একতালা

প্রাণে যার সয় না ব্যথা [ঐ]

তিন) সখীগণের গীত

অহং-কানেড়া পোস্তা

প্রাণে প্রাণে প'ড়লো ধরা, [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

চার) সখীগণের গীত

গারা-ঝিল্লা একতালা

আগে কি জানি বল, [ঐ]

পাঁচ) সখীগণের গীত

সাওন-বাহার একতালা

কোন্ গগনে ছিল রে এ দুটি চাঁদ? [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

ছয়) সখীগণের গীত

ললিত-বাহর যৎ

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ। [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

সাত) সখীগণের গীত

অহং-কানেড়া পোস্তা

বলে ফুল দুলে দুলে, [ঐ]

আট) সুনন্দার গীত

মালকোষ-বাহার কাওয়ালী

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে। [তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

নয়) সখীগণের গীত

পরজ-বাহার কাওয়ালী

কে এল— কি ভাবে— রথে ক'রে? [চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

ওপরের ন'টি গানের মধ্যে আটটি গানই সমবেত সঙ্গীত, কেবলমাত্র একটি গানই একককণ্ঠে গীত হয়েছে। ঐ গানটি করেছেন চেদিনগরের রাজকন্যা সুনন্দার রূপসজ্জায় সেকালের বিখ্যাতা গায়িকা ও অভিনেত্রী ভূষণকুমারী— আট। সমবেত আটটি সঙ্গীতের পর পর দু'টি গান গেয়েছেন দেববালাগণ নাটকের সূচনাতে—এক ও দুই। অবশিষ্ট ছ'টি গানই সখীগণের সমবেত সঙ্গীত— তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত ও নয়। কিন্তু সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে মূল নাটকের গানের সংখ্যার অমিল দেখা যায়। তিনি লিখেছেন,—

"....রাগে তালে সুগঠিত মোট ৬ খানি গানের মধ্যে একক সঙ্গীত

পরিবেশন করতেন বিখ্যাত গায়িকা-অভিনেত্রী ভূষণকুমারী (সুনন্দার ভূমিকায়)। বাকি গানগুলি সখীগণের সমবেতকণ্ঠে গীত হত।"[১১]

নৃত্যপরিচালক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় 'নল-দময়ন্তী' নাটকের নৃত্য-পরিকল্পনাতে সেযুগে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। পূর্ববর্তী অভিনেয় নাটকের মঞ্চনৃত্যে যেমন কোনও বিধি-নিয়মের বালাই ছিল না, তেমনি ছিল নৃত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে সঙ্গতিবোধের অভাব। নাটকে সঙ্গীত ও নৃত্য যে পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত— একথা স্বীকার করা তো দূরের কথা, পরন্তু নৃত্য যে সঙ্গীতের সহায়ক অন্যতম উপাদান—তাও মানা হোত না। কাশীনাথ পূর্বতন নাট্যমঞ্চ-নৃত্যকলাকে পরিমার্জিত করে ও নাট্যসঙ্গীতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে মঞ্চনৃত্যকে বিশেষ উপভোগ্য করে তোলেন। একদিকে বেণী ওস্তাদের অসামান্য সুরসৃষ্টি, অন্যদিকে কাশীনাথের পরিশীলিত নৃত্যকলা এই নাটকের অভিনয়কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তুলেছিল।[১২]

'নল-দময়ন্তী' নাটকের অসামান্য মঞ্চসাফল্য ও বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে স্টেজ-ম্যানেজার প্রফেসার জহরলাল ধরের বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রয়োগ কৌশলের অবদান অনেকখানি। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রও শিল্প-প্রবর্তনে তাঁর নিত্য নতুন অভিনব প্রয়াসের কথা ভেবে দু'টি মারাত্মক দৃশ্য-পরিকল্পনা করেছেন। প্রথমটি হ'লো প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে পদ্মকোরকগুলি ধীরে ধীরে প্রস্ফু টিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতর থেকে দেববালাগণের আবির্ভাব ও নৃত্যগীত [প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক] আর দ্বিতীয়টি হ'লো নিষধরাজ্যচ্যুত মহারাজা নলের বস্ত্র নিয়ে পক্ষীর আকাশপথে উড্ডীন ও প্রস্থান [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে মঞ্চবিভ্রম ঘটিয়ে জহরলাল দৃশ্য দু'টির সৃষ্টিতে সেকালের বঙ্গরঙ্গালয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই দু'টি দৃশ্যই অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল ও দর্শকসমাজে অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১৩]

'স্টার থিয়েটার' ও অভিনেত্রীজীবন পরিত্যাগের আটত্রিশ বছরেরও পরে পৌঢ়ত্বে উপনীতা হয়ে বিনোদিনী তাঁর দ্বিতীয় আত্মজীবনী 'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এ 'নল-দময়ন্তী' নাটকের পদ্মকোরক প্রস্ফুটিত হওয়ার দৃশ্যটিকে স্মরণ করে লিখেছেন,—

"....ষ্টার থিয়েটারে নল-দময়ন্তী অভিনীত হ'চ্ছে। তাতে একটী সরোবরের দৃশ্য ছিল। সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে। মধ্যস্থলের পদ্মটী সবচেয়ে বড়। সেই পদ্মের মধ্য থেকে একজন কমলবাসিনী বের হ'তেন, বের হ'য়েই তিনি পা বাড়িয়ে আর একটী কম্পমান পদ্মে গিয়ে দাঁড়াতেন। এমনই ভাবে একে একে ছয় জন কমলবাসিনী বার হ'য়ে আস্‌তেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গানও গাইতে হ'ত।.....

সরোবরের এই দৃশ্যটী দেখ্‌তে ভারি সুন্দর হ'ত। জহর ধর মহাশয় এই সিন্‌টা সাজিয়ে ছিলেন, তিনি সত্যিকারের একজন কলাবিদ্ ছিলেন।"[১৪]

স্টেজ-ম্যানেজার জহরলাল ধর 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনীত অনেক নাটকেই যন্ত্রের সহযোগিতায় মঞ্চমায়া তৈরি করে প্রভূত যশ ও গৌরব অর্জন করলেও মাঝে মাঝে যান্ত্রিক গোলযোগে নানারকম বিপত্তি দেখা দিত। এমনি এক অভিনয় রজনীর কথা স্মরণ করে পৌঢ়া বিনোদিনী লিখেছেন,—

"আমি দয়মন্তী সেজে সাজঘর থেকে বেরিয়ে সবে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দর্শকবৃন্দেরা খুব হাততালি দিয়ে উঠ্‌লেন। শুন্‌লাম একজন সখী না আসায় সব গোলমাল হ'য়ে গেছে— সিন্‌ তুল্‌তে দেরী হ'চ্ছে, তাই এই ঘন ঘন হাততালি! আর তো দেরী করা চলে না, গিরিশ বাবু এসে আমায় ধরলেন, 'বিনোদ তোকে বেরুতে হবে।" আমি তো হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সর্ব্বনাশ! সেই কম্পমান পদ্মের উপর সখীদের দেখ্‌লেই যে ভয়ে আমার বুকটা দুড় দুড় ক'রে উঠত ! আর আমাকেই কি না সেই পদ্মের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে হবে, আমি যে একদিনও অভ্যাস করি নি। এ তো দেখছি ভারি বিপদে পড়া গেল। তার ওপর আমি দয়মন্তী সেজে মাথার চুল সব ফিটফাট ক'রে এসেছিলাম, ফুলের মুকুট পরে কমলবাসিনী সাজতে গেলে যে আমার সব চুল খারাপ হ'য়ে যাবে। তখনকার দিনে এত রকমের পরচুলো পাওয়া যেত না। আমায় কখনও পরচুল পরতে হয় নি। আমার নিজের চুলকে আপন ইচ্ছামত তৈরী ক'রে নিতাম। ভগবানের কৃপায় আমার চুলের খুব বাহার ছিল, আমার ঘন চুল এমন নরম ছিল যে যেমনভাবে ইচ্ছে তাকে কুঁচকিয়ে ঘুরিয়ে দিতে পারতাম। তাই আমায় কখনও ধার-করা চুল পরতে হয় নি। তখনকার দিনে এই কেশ প্রসাধনের জন্য আমার বেশ খ্যাতি ছিল। যাক্ যে কথা, গিরিশ বাবু তো আমায় আদর ক'রে মিষ্টি

কথা বলে সখী সজিয়ে ঠেলে ঠুলে ষ্টেজে পাঠিয়ে দিলেন। একটা চলতি কথা আছে না 'খোঁড়ার পা খালে পড়ে', 'অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে'। আমার ঠিক তাই হ'ল। যেমন ক্রেনে চড়ে ওপরে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছি, অমনই আমার এলো চুলের রাশি পাক খেয়ে দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেল— আর চড়চড় ক'রে চুল ছিঁড়তে আরম্ভ হ'ল। আমার অর্দ্ধেক মুখ তখন পদ্ম থেকে বেরিয়েছে, নেমেও পড়তে পারি না, ওদিকে চুল ছেঁড়ার সেকি জ্বালা! "আরে চুল গেল চুল গেল" বলতে বলতে দাসু বাবু না একখানা কাঁচি এনে তিন চার জায়গা কেটে আমার মাথাকে তো ছাড়িয়ে দিলেন। ভেতরে এসে রাগে আমি ফুলে ফ্‌লে কাঁদতে লাগলুম।"[১৫]

'স্টার থিয়েটার'-এ 'নল-দময়ন্তী' নাটকের মঞ্চসাফল্যের মূলে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরও অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। সকলেই আপন আপন ভূমিকায় নিজেদের অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও অমৃতলাল মিত্রের নল, বিনোদিনীর দময়ন্তী, অঘোরনাথ পাঠকের কলি ও অমৃতলাল বসুর বিদূষক বিশেষ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সমগ্র অভিনয়জীবনে অমৃতলাল মিত্র তাঁর অমৃতোপম কণ্ঠস্বরের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের গৈরিশ ছন্দোবদ্ধ সংলাপ তাঁর কণ্ঠসৌকর্যে আবৃত্তির মাধ্যমে গভীর ব্যঞ্জনাময় ও রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠত। নায়ক নলের সংলাপে কবিতার প্রাচুর্য একদিকে যেমন অমৃতলালের আবৃত্তির সহায়ক হয়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি অভিনেয় ভূমিকার সংঘাতময় চারিত্রিক বিবর্তন তিনি কণ্ঠস্বরের সাহায্যে অনায়াসে দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন।

'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনীত ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটক ও ভগবদ্ভক্তিমূলক চরিত নাটক বিনোদিনীর অভিনয় প্রতিভায় ভাস্বর। সর্বত্রই তিনি তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[১৬] নায়িকা দময়ন্তীর আভিজাত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, রাজ্যচ্যুতা ও স্বামীহারা হয়ে অপরিমেয় দুঃখের সুগভীর বেদনানুভূতি তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

অঘোরনাথ পাঠক দুই প্রকারের চরিত্রাভিনয়ে নিজের অভিনয়কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ গায়ক ও বলিষ্ঠ অভিনেতা। সেজন্য তাঁর সঙ্গীতবহুল ভূমিকায় যেমন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি উগ্রস্বভাব ও ভীতিপ্রদ চরিত্রে তাঁর দক্ষতা দীপ্যমান। তাঁর অভিনীত নিষ্ঠুর ও

কঠোর ভাবাপন্ন কলি উচ্চপ্রশংসিত। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই অভিনয়কে তাঁর অভিনয়-শক্তির অদ্ভুত পরিচয় বলে মন্তব্য করেছেন।[১৭]

গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অনুকরণে তাঁর পৌরাণিক নাটকে বিদূষক চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক অপরিসীম লোভী, বিলাস-ব্যসনে আসক্ত, নৃপতির সভাসদ্, তার গোপন প্রেমের সহায়ক ও সর্বদা চিত্ত-বিনোদনে তৎপর। 'ধ্রুবচরিত্র'-এ নাট্যকার যখন বিদূষক চরিত্র নাটকে প্রথম অঙ্কিত করেন, তখন সংস্কৃত আদর্শকেই পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী নাটক 'নল-দময়ন্তী'-তেই তিনি প্রাচীন গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে নতুনত্ব সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। সেজন্য এই নাটকের বিদূষক কেবলমাত্র নিষধদেশাধিপতি নলের পার্শ্বচর ও সভাসদ্ নয়, সে রাজা নল ও বিদর্ভরাজকন্যা মহারানী দময়ন্তীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও বটে। কলি ও দ্বাপরের যড়যন্ত্রে রাজ্যভ্রষ্ট ধর্মপত্নীত্যাগী নলের সঙ্গে স্বামীহারা দময়ন্তীর পুনর্মিলনে তার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। রসরাজ অমৃতলাল বসু হাস্যরসাত্মক অভিনেতা। বাক্‌চাতুর্যে ও কৌতুকপূর্ণ হাস্যরসসৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। 'নল-দয়মন্তী'-র বিদূষক চরিত্রাভিনয়ে তিনি তাঁর সেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

১। একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৯১।
২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, টীকা, পৃষ্ঠা ১২।
৩। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৭২-১৯১২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৯।
৪। 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার ১৮৭২-১৯৭২', প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৮০/১৪ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৭।
৫। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট, ক. অভিনয় তালিকা, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১।
৬। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'দ্বিতীয় পর্যায় ঃ গিরিশ যুগ', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ঃ ১৩৭৪ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ১৬।
৭। পঞ্চম খণ্ড, 'গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটকের অভিনয়-কাল ও প্রকাশ-কাল', প্রথম প্রকাশ ঃ অগস্ট ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৩।
৮। 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ঃ ফাল্গুন ১৩৯০, তৃতীয় অধ্যায় (১৮৮০-১৯২০) ঃ বিস্তার, পৃষ্ঠা ঃ ২৪০।
৯। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট, নাটক ও মঞ্চাভিনয় সংক্রান্ত পঞ্জী, পৃষ্ঠা ঃ ৩১০।

১০। '২০০ বছরের প্রসেনিয়াম থিয়েটার', প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪, ১ লা জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৬।

১১। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', পৃষ্ঠা ঃ ১৬।

১২। "........ বেণী বাবুর সুর ও কাশীনাথ বাবুর নৃত্যশিক্ষায় নাচগানের বড়ই বাহার খুলিয়াছিল। পূর্ব্বে থিয়েটারে নাচের কোনওরূপ একটা নিয়ম-পদ্ধতি ছিল না। নৃত্য যে সঙ্গীতের একটী প্রধান অঙ্গ, তাহাও নৃত্যে প্রস্ফূটিত হইত না— শুধু তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া মাত্র— তাহাকে নৃত্যকলা বলা যায় না। এই 'নল-দময়ন্তী' নাটক হইতে কাশীনাথ বাবু পূর্ব্ব-প্রচলিত ধারা অনেক বদলাইয়া কতকটা পরিমার্জ্জিত করিয়াছিলেন।"

—'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ঃ ১৯২।

১৩। "....... বৈজ্ঞানিক শিল্প-প্রবর্ত্তনে রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে গিরিশচন্দ্র 'নল-দময়ন্তী' নাটকে কমল-কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া অপ্সরাগণের আবির্ভাব, বস্ত্র লইয়া সহসা পক্ষীর আকাশে উত্থান ইত্যাদি কয়েকটী দৃশ্য সংযোজন করিয়াছিলেন। নাট্য শিল্পী জহরলাল বাবু তাহা সুসম্পন্ন করিয়া 'দক্ষযজ্ঞে' দশমহাবিদ্যা প্রদর্শনের ন্যায় সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।"

— পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯২।

১৪। 'রূপ ও রঙ্গ', প্রথম বর্ষ ঃ অষ্টাবিংশ সংখ্যা, ২৮ বৈশাখ শনিবার ১৩৩২ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭১।

১৫। পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭১-৭২।

১৬। "পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক নাটকগুলিতেই বিনোদিনীর শ্রেষ্ঠ অভিনয়কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।"

— 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ৩(ছ) 'নটীকুলরাণী বিনোদিনী', প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৮৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩।

১৭। 'স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', নবম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৩৭ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৩১২।

চার

কমলে কামিনী

গুর্মুখরায় মুসাদ্দির 'স্টার থিয়েটার' পরিত্যাগের পর নায়ক-চরিত্রাভিনেতা অমৃতলাল মিত্র, নট ও নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু, সহকারী স্টেজ-ম্যানেজার দাসুচরণ নিয়োগী ও হিসাবরক্ষক হরিপ্রসাদ বসুর স্বত্বাধিকারিত্বে নতুন ব্যবস্থাপণায় নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক 'কমলে কামিনী' প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ২৯ মার্চ শনিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ১৭ চৈত্র ১২৯০ সালে। উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

ANOTHER CHANGE OF PROGRAMME.

STAR THEATRE.

SATURDAY, 29 TH MARCH, AT 9 P.M.

BABOO GRISH CHUNDER GHOSH'S
NEW DRAMA

Kamalay Kamini.

Grand Spectacular and Romantic Play.
Scenes, Mechanism, and Scientific Appliences
By Professor Joharlal Dhar and Baboo
Dassu Churn Neugee.
SHIP IN STORM, SUN RISES AT SEA.

Grand Transformation Scene,

DIORAMA

Chandi and Padma in the air without the aid
of wire, string or any other support.
Magical Protean Performance.
Instantaneous Transformation from Chandi to
Kali and old woman to Chandi.

Kamalay Kamini.

The Orchestra has been most Powerfully Reorganised.
Sunday Evening Performances.

Sita Haran and a Farce.

G. C. GHOSH, Manager,

[The Indian Daily News, 29.3.1884. Page :1.]

'কমলে কামিনী' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঃ—

শ্রীমন্ত- বনবিহারিণী (ভুনি), ধনপতি, গণক ও নারদ- অঘোরনাথ পাঠক ;শালিবাহন- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, গুরুমহাশয় ও সভাসদ- অমৃতলাল বসু, মন্ত্রী- ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, কারাধ্যক্ষ ও কোটাল- পরাণকৃষ্ণ শীল. বিশ্বকর্মা ও জল্লাদ- নীলমাধব চক্রবর্তী, দারুব্রহ্মা- শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), হনুমান- শ্যামাচরণ কুণ্ডু, খুল্লনা ও চণ্ডী- বিনোদিনী, লহনা- গঙ্গামণি, সুশীলা- ভূষণকুমারী, দুর্বলা ও পদ্মা- ক্ষেত্রমণি, দাসী- যাদুকালী প্রভৃতি।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র তাঁর 'কমলে কামিনী' নাটকের কাহিনী চয়নে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' মহাকাব্য থেকে সরে এসে মঙ্গলকাব্যকে আশ্রয় করেছেন। এই নাটকের কাহিনী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' থেকে গৃহীত। মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'-এর শ্রেষ্ঠ কবি। এই কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত— ক) দেবখণ্ড, খ) আক্ষেটিক খণ্ড বা আখেটিক খণ্ড ও গ) বণিক খণ্ড। দেবখণ্ডে বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা ও স্বর্গলোকের বর্ণনা করার পর পরবর্তী খণ্ড দু'টিতে চণ্ডীদেবীর মর্ত্যলোকে লীলামাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দু'টি আখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। আখেটিক খণ্ডে অনার্য ব্যাধসম্প্রদায়ভূক্ত কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী এবং বণিক খণ্ডে ধনপতি সদাগর- লহনা-খুল্লনা ও শ্রীমন্ত সদাগর-সুশীলা-জয়াবতীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর পিতাপুত্র। দুই পুরুষকে অবলম্বন করে বণিক খণ্ডটি রচিত হওয়ায় একদিকে যেমন কাহিনীর সুদীর্ঘ কালব্যাপ্তি ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি স্বাভাবিকভাবেই কাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রথমাংশে বলা হয়েছে, উজানীনগরের পরম শৈব ধনপতি সদাগর আর তার স্ত্রী ইছানীনগরের নিধুপতি বণিকের কন্যা লহনা। স্ত্রী বন্ধ্যা, বিবাহের পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেও কোনও সন্তান হয় নি। বাইরে বন্ধ্যা স্ত্রীর জন্য রাজার ধিক্কার আর ঘরে স্ত্রীর লাঞ্ছনায় দিশেহারা ধনপতি.ইছানীনগরে লহনার কাকা লক্ষপতি বণিকের কন্যা খুল্লনাকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে বিবাহ করে। পরে কার্যোপলক্ষে সে গৌড়ে গেলে বৃদ্ধা দুর্বলা দাসীর পরামর্শে দুই বোনসতীনের বিরোধ বাধে ও লহনা স্বামীর জাল চিঠি দেখিয়ে খুল্লনাকে মাঠে গরু চরাতে

বাধ্য করে। চরম দুঃখের সময় চণ্ডীদেবীর সঙ্গিনীদের কাছে তাঁর পূজার নিময় জানতে পেরে খুল্লনা ভক্তিভরে ঘটপ্রতিষ্ঠা করে দেবীর পূজা করলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্না হন ও তাঁর আশীর্বাদে সে সন্তানসম্ভবা হয়। গৌড় থেকে ধনপতি ফিরে আসলে তার ওপর আরোপিত অসতী অপবাদ স্খালনের জন্য তাকে নানারকম সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। পরে লহনার কথায় উত্তেজিত হয়ে শৈব ধনপতি খুল্লনার প্রতিষ্ঠিত ঘট লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে সপ্তডিঙায় সমুদ্রপথে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রা করে। চণ্ডীদেবীর কোপে তার সপ্তডিঙা সমুদ্রে ডুবে যায় ও সে সিংহলের রাজকারাগারে দীর্ঘকাল বন্দিদশা যাপন করে। এখানেই কাহিনীর প্রথমাংশের সমাপ্তি।

ওপরের ঘটনার বার বছর পরে কাহিনীর দ্বিতীয়াংশের সূচনা। গিরিশচন্দ্র এই ঘটনাকে অবলম্বন করেই তাঁর 'কমলে কামিনী' নাটক রচনা করেছেন। ধনপতি ও খুল্লনার একমাত্র পুত্র শ্রীমন্ত বড় হয়ে পাঠশালায় পড়তে যায়। এখানে পাঠকালে মায়ের চরিত্র সম্পর্কে গুরুমশাইয়ের কটূক্তি শুনে সে নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধানে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হয়। ভক্তিমতী খুল্লনার পুত্রের ইচ্ছাপূরণে চণ্ডীদেবীর আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ও মহাবীর হনুমান রাতারাতি তাকে সপ্তডিঙা তৈরি করে দেয়। যথাসময়ে শ্রীমন্তের সমুদ্রযাত্রা, পথে কালীদহে পদ্মবনে কমলে কামিনী দর্শন, সিংহলরাজ শালিবাহনকে তা দেখাতে না পারায় মৃত্যুদণ্ড, মশানে শ্রীমন্তের দেবী চণ্ডীস্তুতি, বৃদ্ধার বেশে দেবীর আবির্ভাব, দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে বহু সিংহলীসৈন্যের মৃত্যু, সিংহলরাজের ক্ষমাপ্রার্থনা, শ্রীমন্ত ও রাজার কালীদহে কমলে কামিনী দর্শন, রাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ, বন্দিদশা থেকে ধনপতি সদাগরের মুক্তি, পিতা ও পুত্রের মিলন ইত্যাদি আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন নাট্যকার তাঁর নাটকে।

গিরিশচন্দ্রের 'কমলে কামিনী' উদ্বোধনের মাত্র দু'সপ্তাহ আগে প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ (৬ বিডন স্ট্রিট) 'শ্রীমন্তের মশান বা কমলে কামিনী' গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয় ১৫ মার্চ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে [৩ চৈত্র শনিবার ১২৯০ সালে]। এই গীতিনাট্যটির সুরকার ছিলেন সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল ও স্টেজ-ম্যানেজার ছিলেন ধর্মদাস সুর। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে লেখকের নাম নেই. গীতিনাট্যটিও অসফল। আচার্য ডঃ সুকুমার

সেন নট জীবনকৃষ্ণ সেনের সঙ্গীতবহুল 'কমলে কামিনী'-র উল্লেখ করেছেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সম্পর্কে পাদটীকায় তিনি লিখেছেন,—

> "....... জীবনকৃষ্ণের নিবাস ছিল নিতাড়া গ্রাম। ইনি ন্যাশনাল ও ষ্টার থিয়েটারের ভালো অভিনেতা ছিলেন। কমলে-কামিনী ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। কমলে-কামিনী ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে লেখা ও গানসর্ব্বস্ব। গানে সুর দিয়েছিলেন রামতারণ সান্যাল। বইটি তাঁহাকেই উৎসর্গিত।"[১]

আমার অনুমান, অভিনেতা জীবনকৃষ্ণ সেনের 'কমলে-কামিনী'-ই প্রকাশিত হবার পরে সুরকার রামতারণ সান্যালের আগ্রহে তা 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ অভিনীত হয়েছে।

রাধানাথ মিত্রের পৌরাণিক গীতিনাট্য 'কমলে কামিনী' ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছে। নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের সহকারী শরৎচন্দ্র দেবের 'শ্রীমন্তের মশান বা কমলে কামিনী' নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক 'কমলে কামিনী'। এতে তিনটি অঙ্ক, আঠারটি গর্ভাঙ্ক [প্রথম অঙ্ক ঃ সপ্তম গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ও তৃতীয় অঙ্ক ঃ অষ্টম গর্ভাঙ্ক], চারটি ক্রোড় অঙ্ক ও একটি পট-পরিবর্তন রয়েছে। চারটি ক্রোড় অঙ্কের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের পরে একটি, তৃতীয় গর্ভাঙ্কের পরে দু'টি ও তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কের পরে একটি ক্রোড় অঙ্ক এবং ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কের পরে একটি পট-পরিবর্তন অবস্থিত। 'স্টার থিয়েটার'-এর অসাধারণ মঞ্চসফল নাটক 'কমলে কামিনী'। সেকালের দর্শকসমাজে এর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ মূলত দু'টি— নায়ক শ্রীমন্তের ভূমিকায় প্রসিদ্ধা গায়িকা ও অভিনেত্রী বনবিহারিণী (ভুনি)-র সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব ভক্তিরসসিক্ত সঙ্গীতমাধুর্য এবং রঙ্গমঞ্চসজ্জায় যান্ত্রিক কৌশলে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে কালীদহের দৃশ্যে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো। এই নাটকের শ্রীমন্ত, ধনপতি, খুল্লনা, লহনা, শালিবাহন প্রভৃতি প্রধান প্রধান চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার কোনও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'-এর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে কাহিনী গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আবর্তিত হওয়ায় মানবিক সত্তা

পদে পদে প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু ছোট ছোট কিছু পার্শ্বচরিত্র বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নাটকের সূচনায় একটি মাত্র দৃশ্যে উপস্থিত থেকেও গুরুমশাইয়ের চরিত্রে বাস্তবতার স্পর্শ পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত হলেও বাঙাল মাঝিদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মাটির সম্পর্ক অনুভূত হয়। বয়স্কা দুর্বলা দাসী টাইপ চরিত্র হলেও জীবন্ত। সভাসদ্ চরিত্রটিও আকর্ষণীয়, তার বাচনভঙ্গি মনকে নাড়া দেয়।

'কমলে কামিনী' নাটকের অন্যতম আকর্ষণ এর ভক্তিরসাশ্রিত অগণিত সঙ্গীতপ্রবাহ। পাদপ্রদীপের আলোয় পট-উত্তোলন থেকে যবনিকা পতন পর্যন্ত নির্ঝরিণীর অসংখ্য জলধারার মত এর সঙ্গীতলহরী দর্শকচিত্তকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে তোলে। বিশিষ্ট সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক বেণীমাধব অধিকারী বা বেণী ওস্তাদ এই নাটকেরও সুরকার। 'স্টার থিয়েটার'-এর পূর্ববর্তী নাটকত্রয়ীর মত তিনি এর গানগুলিকেও বিভিন্ন রাগে ও তালে অনবদ্য সুর-সংযোজনা করেন। এই নাটকে গানের প্রাচুর্য দেখা যায়। মোট একুশটি গান এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি গানের অভিনেয় চরিত্র, রাগ ও তাল এবং প্রথম পঙ্ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) খুল্লনার গীত
ভূপ-খাম্বাজ একতালা
জয় নীলবসনা পদ্মাসনা [প্রথম অঙ্ক, সপ্তম গর্ভাঙ্ক]

দুই) খুল্লনার গীত
শঙ্করা-ছায়ানট যৎ
কিঙ্করীরে কৃপাময়ি! ভুলেছ কি আছে মনে। [ঐ]

তিন) শ্রীমন্তের গীত
কেদারা-কামোদ একতালা
রেখ মা আমারে, অকূল পাথারে [ঐ]

চার) শ্রীমন্তের গীত
বেহাগ-খাম্বাজ আড়াঠেকা
মা ব'লে ডাক্‌লে তোরে, আশায় হৃদয় পুরে। [ঐ]

পাঁচ) খুল্লনার গীত
আড়ানা-খাম্বাজ একতালা
দুর্গে দীনদুখহারিণী [ঐ]

ছয়) নাবিকগণের গীত
মাল-বিভাস খেম্‌টা
ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে, কত্তিছে গোঁ গোঁ—
[দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

সাত) শ্রীমন্তের গীত
জয়জয়ন্তী-মল্লার ঝাঁপতাল
তুমি মা র'য়েছ কাছে, মা আমারে ব'লে দেছে। [ঐ]

আট) শ্রীমন্তের গীত
সাহানা-খাম্বাজ তাল ফের্‌তা
শরণাগত দীনে, কে রাখে জননী বিনে। [ঐ]

নয়) নাবিকগণের গীত
হ্যাদে! দ্যাখ্ উঠ্‌ল রে ফুরফুরে বা [ঐ]

দশ) শ্রীমন্তের গীত
পঞ্চম-বাহার একতালা
সাগরে ধরে আদরে হৃদয়ে [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

এগার) শ্রীমন্তের গীত
দেশ-বেহাগ কাওয়ালী
চাঁচর চিকুর কাল কাদম্বিনী। [ক্রোড় অঙ্ক ঃ এক]

বার) শ্রীমন্তের গীত
পরজ ভোঁরো কাওয়ালী
ফুরাল সুখ স্বপন। [ক্রোড় অঙ্ক ঃ দুই]

তের) শ্রীমন্তের গীত
যোগীয়া-ভেঁরো যৎ
কিঙ্করে রাখ শঙ্করি পদে বিপদে। [তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

চোদ্দ) শ্রীমন্তের গীত
টোড়ি-ঝিল্লা একতালা
দুস্তরে নিস্তার না দেখি মা আর, [ঐ]

পনের) ভূত, দানা ও যোগিনীগণের গীত
সারঙ্গ একতালা
তাথেইয়া তাথেইয়া, ধীয়া, ধীয়া, ধীয়া [পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

ষোল) নারদের গীত
পলাশী-বারোঁয়া রূপক

জয় যোগমায়া জগদীশ্বরী যোজ্ঞেশ্বরী যোগিনী। [ঐ]

সতের) শ্রীমন্তের গীত

টোড়ি-ঝিল্লা একতালা

চরম সময় হও মা উদয়, [ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

আঠার) শ্রীমন্তের গীত

আলাহিয়া-খাম্বাজ ঝাঁপতাল

কেন ভোল, দুর্গা বল, দুর্গা বল মন আমার। [ঐ]

ঊনিশ) ভূতগণ ও যোগিনীগণের গীত

সারঙ্গ একতালা

হা হা হু হু হু হু হি হি হি [ঐ]

কুড়ি) শ্রীমন্তের গীত

টোড়ি-ঝিল্লা একতালা

হের রক্তোৎপল চরণ যুগল দুলিছে। [পট-পরিবর্ত্তন]

একুশ) সমবেত সঙ্গীত

রাজবিজয় ঝাঁপতাল

জয় চণ্ডিকে ভবানী। [অষ্টম গর্ভাঙ্ক]

ওপরের একুশটি গানের ভেতর একককণ্ঠে গানের সংখ্যা ষোল। সঙ্গীতপ্রধান এই নাটকে শ্রীমন্তেরই একক গান সর্বাধিক—বার। এই চরিত্রে অভিনয় করানোর উদ্দেশ্যেই স্বনামধন্যা গায়িকা ও অভিনেত্রী বনবিহারিণী (ভুনি)-কে প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার' থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। শ্রীমন্তের রূপসজ্জায় বনবিহারিণী একাই তাঁর সুমধুর কণ্ঠে বারটি গান করে— তিন, চার, সাত, আট, দশ, এগার, বার, তের, চোদ্দ, সতের, আঠার ও কুড়ি— দর্শকঅন্তরে ভক্তিভাবের সঞ্চার করে চিত্তকে ভক্তিরসে আর্দ্র করে তুলতেন। অন্যান্য একক গান চারটির মধ্যে খুল্লনারূপিণী বিনোদিনী করেছেন তিনটি— এক, দুই ও তিন আর নারদবেশী গায়ক ও অভিনেতা অঘোরনাথ পাঠক গেয়েছেন একটি— ষোল। অবশিষ্ট পাঁচটি গানের নাবিকগণ দ্বারা গীত হয়েছে দু'টি— ছয় ও নয়— নয় সংখ্যক গানের রাগ ও তালের কোনও উল্লেখ নেই, ভূতগণ ও যোগিনীগণ গেয়েছে দু'টি— পনের ও ঊনিশ এবং যবনিকা পতনের প্রাক্কালে সমবেত সঙ্গীত— একুশ। কিন্তু সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অন্যরূপ,

তাঁর পরিসংখ্যান মেলে না। তিনি লিখেছেন,—

> "......'কমলে কামিনী'র এক প্রধান আকর্ষণ ছিল বনবিহারিণীর সুমধুর কণ্ঠে মধুর ভক্তিভাবের গানগুলি। নাটকখানিতে গিরিশচন্দ্র স্বরচিত ১৭ খানি গান সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। রাগে ও তালে সুসংবদ্ধ সেই গীতাবলীর মধ্যে ১০ টি গাইতেন শ্রীমন্তবেশিনী বনবিহারিণী। অন্যান্য গানগুলি বিনোদিনী (খুল্লনা), অঘোরনাথ পাঠক (নারদ) প্রভৃতি শোনাতেন।"[২]

পূর্ববর্তী নাটকগুলির মত 'কমলে কামিনী' নাটকেরও স্টেজ-ম্যানেজার ছিলেন প্রখ্যাত মঞ্চশিল্পী প্রফেসার জহরলাল ধর। 'দক্ষযজ্ঞ' ও 'নল-দময়ন্তী'-র মত এই নাটকেও কালীদহের দৃশ্য-পরিকল্পনা তাঁর অনন্যসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্যের পরিচায়ক। দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কের পর প্রথম ক্রোড় অঙ্কে তিনি কালীদহের দৃশ্যে মঞ্চকুহকের সৃষ্টি করে প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকদলে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাব দেখাতেন। দেবীদর্শনে বিমোহিত শ্রীমন্তরূপী বনবিহারিণীর অনির্বচনীয় কণ্ঠে দেবীর রূপবর্ণনা সঙ্গীত 'চাঁচর চিকুর কাল কাদম্বিনী' সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মাতোয়ারা করে তুলত।[৩]

আগেই বলেছি, 'স্টার থিয়েটার'-এ 'কমলে কামিনী' নাটকের সর্বপ্রধান আকর্ষণ ছিল নায়ক শ্রীমন্তের ভূমিকায় বিখ্যাতা গায়িকা ও অভিনেত্রী বনবিহারিণীর অভিনয়, বিশেষ করে তাঁর সুমধুর কণ্ঠের ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতগুচ্ছ। এও বলেছি, গীতিবহুল শ্রীমন্তের চরিত্রে অভিনয় করানোর জন্যই তাঁকে নিকটবর্তী 'ন্যাশনাল থিয়েটার' থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। সঙ্গীতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্টার থিয়েটার' কর্তৃপক্ষ তাঁকে সঙ্গীতপ্রধান তিনটি নাটকে পুরুষের ভূমিকায় মনোনীত করেছেন। এই নাটকগুলি হ'লো 'কমলে কামিনী', 'চৈতন্যলীলা' ও 'নিমাই সন্ন্যাস'। নাটক তিনটিতেই ভক্তিরসের প্রাধান্য। প্রথম নাটকে শ্রীমন্তের গানের অনুরূপ পরবর্তী নাটক দু'টিতে তিনি নিতাইয়ের ভক্তিরসপূর্ণ সঙ্গীতমাধুর্যে দর্শকসমাজকে মাতিয়ে তুলতেন।[৪]

সঙ্গীতে দক্ষতার জন্যই বিশিষ্ট গায়ক ও অভিনেতা অঘোরনাথ পাঠককে 'স্টার থিয়েটার'-এ তিনটি পৌরাণিক নাটকে একই নারদের ভূমিকায় অভিনয় করানো হয়েছিল— 'ধ্রুবচরিত্র', 'কমলে কামিনী' ও 'প্রভাস যজ্ঞ'। 'কমলে কামিনী'-তে তাঁর আরও দু'টি ভূমিকা, ধনপতি সদাগর ও গণক, থাকলেও নারদ চরিত্রই ছিল মুখ্য। এই চরিত্রে তাঁর অভিনয়ও হোত অনবদ্য। সূচনা

থেকে এই ভূমিকাভিনয়ে তাঁর উত্তরোত্তর ক্রমোন্নতি ঘটেছে। সেজন্য 'প্রভাস যজ্ঞ'-এর নারদ সবচেয়ে আকর্ষণীয়। বিখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁকে 'নারদচরিত্রে অভিনয়ে বিশেষজ্ঞ' বলে অভিহিত করেছেন।[৫]

'কমলে কামিনী' নাটকের সূচনায় গুরুমশাইয়ের একটি মাত্র দৃশ্যে ও পরে সিংহলরাজ শালিবাহনের সভাসদের ভূমিকায় রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর অভিনয়প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বাচনভঙ্গির বিশেষত্বে চরিত্র দু'টি দর্শকঅন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল।

ক্ষেত্রমণির দেহাকৃতি বা অঙ্গসৌষ্ঠব ভাল না থাকায় তিনি বিভিন্ন নাটকে বরাবর পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন। অভিনেত্রী হিসাবে বিশেষ নৈপুণ্যের জন্যই তাঁর অভিনীত নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত ভূমিকাগুলি উচ্চ প্রশংসালাভে সমর্থ হয়েছিল।[৬] দুর্বলা দাসী তাঁর অভিনয়গুণে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

১। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৫২-১৮৭২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ১১৭।

২। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ঃ ১৩৭৪ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ১৬।

৩। "..... জহরলাল বাবুর গুণপনায় কালীদহে কমলে কামিনী প্রভৃতি দৃশ্যগুলিও অতি সুন্দর দেখান হইত। তাহার উপর শ্রীমন্তের ভূমিকায় শ্রীমতী বনবিহারিণী সুমধুর ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন।"
—'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, একবিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৪।

৪। "..... বনবিহারিণীর সঙ্গীতপারদর্শিতার জন্যই ভক্তিরসাত্মক পুরুষ চরিত্রে তাঁকে নির্বাচন করা হত। শ্রীমন্ত ও নিতাইয়ের ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতে দর্শকগণ বিভোর হ'য়ে পড়তেন।"
—'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ৩ (এ) গিরিশ-অর্ধেন্দু যুগের অভিনয়শিল্পী, প্রকাশকাল ঃ ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৬।

৫। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৩।

৬। "...... ঝি জাতীয় চরিত্রে ক্ষেত্রমণির অভিনয়-পারদর্শিতা বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল।"
—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৬।

পাঁচ

বৃষকেতু, হীরার ফুল ও চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে

'স্টার থিয়েটার'-এ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের প্রথম অঙ্কের স্বল্পায়তন পৌরাণিক নাটক 'বৃষকেতু' ও প্রথম অঙ্কের রোমান্টিক গীতিনাট্য 'হীরার ফুল' এবং রসরাজ অমৃতলাল বসুর একক দৃশ্যের সংক্ষিপ্ত প্রসহন 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' ২৬ এপ্রিল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে [১৫ বৈশাখ শনিবার ১২৯১ সালে] একই রাতে প্রথম অভিনীত হয়। আলোচ্য নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন ত্রয়ীর উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ :

GRAND TRIPLE PROGRAMME.

STAR THEATRE.

SATURDAY, 26 TH APRIL, AT 9 P.M.

Baboo G. C. Ghosh's Two new pieces

Wonderful spectacular play

BRISWA KATU

Most wonderful Decapitation

BY PROFESSOR JAHAR LAL DHAR

Never before performed in India

Followed by a Fairy Romance

THE DIAMOND FLOWER

And a new Farce

Adopted from the celebrated English Farce

COX AND BOX

Next day, Sunday, Evening Performance

SITA HARAN

G. C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 26.4.1884, Page :1.]

কিন্তু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"৫ ই বৈশাখ (১২৯১ সাল) গিরিশচন্দ্রের দুই অঙ্কে সমাপ্ত 'বৃষকেতু' নাটক এবং 'হীরার ফুল' নামক একখানি 'অপ্সরা গীতিহার' ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ইহার সহিত নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল

বাসুর 'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে' নামক একখানি প্রসহন— মোট তিনখানি একরাত্রে অভিনীত হইয়াছিল।”[১]

ঐ গ্রন্থের সম্পাদক স্বপন মজুমদার তাঁর রচিত টীকায় ঐ বাংলা তারিখের ইংরেজি করেছেন,—

“১৬ এপ্রিল ১৮৮৪”[২]

বলা বাহুল্য, অবিনাশচন্দ্র ও শ্রীমজুমদার দু'জনের উল্লেখিত বাংলা ও ইংরেজি দু'টি তারিখই ভুল। তারিখ ব্যতীত অবিনাশচন্দ্র আরও একটি মারাত্মক ভুল করেছেন “দুই অঙ্কে সমাপ্ত 'বৃষকেতু' নাটক” বলে। প্রথম অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্ক বিশিষ্ট মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক নাটককে গিরিশচন্দ্রের শেষ পনের বছরের লিপিকার ও পার্শ্বসহচর অবিনাশচন্দ্র যে কি করে এ জাতীয় ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে ও কথা বললেন, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

বিখ্যাত সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা যেন অবিনাশচন্দ্রের ওপরের উদ্ধৃতিটিরই অবিকল অনুলিপি। তিনি লিখেছেন,—

“তারপর ৫ বৈশাখ, ১২৯১, গিরিশচন্দ্রের দুই অঙ্কের 'বৃষকেতু', গীতিনাট্য 'হীরার ফুল' ('অপ্সরা-গীতিহার' নামে উল্লেখিত) এবং অমৃতলাল বসু প্রণীত প্রহসন 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' একসঙ্গে অভিনীত হল স্টারে।”[৩]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন 'বৃষকেতু' নাটকের অভিনয়ে অবিনাশচন্দ্রেরই বাংলা তারিখের অনুসরণ করে 'পাদটীকা'-য় লিখেছেন,—

“৫ বৈশাখ ১২৯১।”[৪]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'গিরিশ-রচনাবলী'-র 'সংশোধিত' তালিকায় উল্লেখিত হয়েছে,—

“২৩। বৃষকেতু	৫ বৈশাখ ১২৯১	}	(ষ্টার)	?১৮৮৪”[৫]
২৪। হীরার ফুল	১৬ এপ্রিল ১৮৮৪	}	(বিডন স্ট্রীট)	

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ পুলিন দাশ 'নাটক ও মঞ্চাভিনয় সংক্রান্ত পঞ্জী'-তে লিখেছেন,—

“বৃষকেতু	[স্টার (বিডন স্ট্রীট)]	১৬.৪.৮৪
হীরার ফুল	ঐ	১৬.৪.৮৪

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে স্টার (বিডন স্ট্রীট) ১৬.৪.৮৪"[৬]

মনে হয় ডঃ দাশ 'বৃষকেতু' নাটক না দেখে অবিনাশচন্দ্রের 'গিরিশচন্দ্র' অবলম্বনে অন্যত্র লিখেছেন,—

"সংক্ষিপ্ত দুই অঙ্কের নাটক 'বৃষকেতু'"[৭]

মঞ্চ-ঐতিহাসিক শিশির বসু তাঁর 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থে লিখেছেন,—

"১৮৮৪ সালে গিরিশচন্দ্র বিরচিত 'কমলে কামিনী' (২৯ মার্চ), 'বৃষকেতু', হীরার ফুল' ও অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' (১৬ এপ্রিল) এবং .... মঞ্চস্থ করলে।"[৮]

তিনি অন্যত্র 'অভিনয়-তালিকা'-তেও লিখেছেন,—

"বৃষকেতু	[গিরিশচন্দ্র ঘোষ]	১৬।৪।১৮৮৪
হীরার ফুল	ঐ	"
চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে	অমৃতলাল বসু	" "[৯]

ডঃ অরুণকুমার মিত্র তাঁর 'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য' গবেষণাগ্রন্থে একই রাতে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু' ও 'হীরার ফুল' সম্বন্ধে কোনরূপ বাক্যব্যয় না করে রসরাজ অমৃতলালের 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' প্রহসনের প্রথম অভিনয় তারিখ উল্লেখ করে লিখেছেন,—

"........ তারপর ১৬ই এপ্রিল [১৮৮৪ খ্রীঃ] তাঁহার 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে প্রহসনের অভিনয় হয়।"[১০]

তিনি 'প্রহসন' প্রসঙ্গে অন্যত্র লিখেছেন,—

'স্টার থিয়েটারে ১৮৮৪ সনের ১৬ই এপ্রিল 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' প্রথম অভিনীত হয়।"[১১]

শেখর সমাদ্দারের 'জীবনশিল্পীর খাসদখল' প্রবন্ধের পরে অমৃতলাল 'রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল' তালিকায় 'প্রহসন' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে,—

"১৩। চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে ১৬ এপ্রিল ১৮৮৪ স্টার ১৮৮৪"[১২]

বলা নিষ্প্রয়োজন, ওপরের কোনও বইয়ের তারিখই ঠিক নয়, একই ভুলের অনুলিপি মাত্র। 'বৃষকেতু', 'হীরার ফুল' ও 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' ত্রয়ী নাটক,

গীতিনাট্য ও প্রহসনের প্রথম অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপন থেকে সুচনাতেই উল্লেখ করেছি— ২৬ এপ্রিল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ [১৫ বৈশাখ শনিবার ১২৯১ সাল]।

বৃষকেতু

গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু' স্বল্পায়তন একাঙ্ক পৌরাণিক নাটক হলেও এর কাহিনী কিন্তু আদৌ মহাভারতীয় নয়। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম মহাকাব্য 'মহাভারতম্' অথবা বাংলা ভাষায় অনূদিত কাশীরাম দাসের অনন্যসাধারণ মহাকাব্য 'মহাভারত'-এর কোথায়ও এর উল্লেখ নেই। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অন্যতম মহারথী বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণচরিত্রের অপর একটি দিক অসাধারণ দানশীলতার বিভিন্ন কাহিনী বাংলাদেশের লোককথায় বহুল প্রচলিত। ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভগবান বিষ্ণুর বৃষকেতুর কচি মাংস ভক্ষণের কাহিনী মহাভারতের এই ট্র্যাজিক নায়ককে দাতাকর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে একদা কল্পিত হয়েছিল মনে হয়। গিরিশচন্দ্র মহাভারতের নির্মোকে বাঙালীসমাজে আদৃত এই প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে পঞ্চম গর্ভাঙ্ক বিশিষ্ট এক অঙ্কের সংক্ষিপ্ত 'বৃষকেতু' পৌরাণিক নাটকটি রচনা করেন।[১৩] বীরশ্রেষ্ঠ দাতা কর্ণ, তাঁর ধর্মপত্নী পদ্মাবতী ও বৃষকেতু চরিত্র তিনটি মহাভারতীয় এবং ব্রাহ্মণবেশী ভগবান বিষ্ণু পৌরাণিক চরিত্র। নাটকীয় কাহিনীর গতিসৃষ্টিতে এই চারটি চরিত্রের ভূমিকাই প্রধান। প্রহরী, পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্যগণ, বালকগণ, পরিচারিকা ও জনৈক স্ত্রীলোক প্রভৃতি পার্শ্ব চরিত্রগুলি নাটকীয় পরিবেশ ও পটভূমি তৈরির জন্য সৃষ্ট হয়েছে। এই ক্ষুদ্র নাটকটিতে অপূর্ব মহাভারতীয় পরিমণ্ডলে দাতাকর্ণের অনন্যতুল্য দান, অসাধারণ ত্যাগ ও অপরিসীম তিতিক্ষার উজ্জ্বল চিত্র দীপ্যমান।

'বৃষকেতু' নাটকে প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ঃ—

> কর্ণ- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিষ্ণু- অঘোরনাথ নাঠক, বৃষকেতু- ভূষণকুমারী, প্রহরী- পরাণকৃষ্ণ শীল, পাচক ব্রাহ্মণ- ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ভৃত্যগণ- নীলমাধব চক্রবর্তী, অবিনাশচন্দ্র দাস (ব্রাণ্ডী) ও

পরাণকৃষ্ণ শীল ; পদ্মাবতী- বিনোদিনী, পরিচারিকা- গঙ্গামণি, জনৈক স্ত্রীলোক- ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি।

অভিনয়ক্ষেত্রে সকলেই আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, সকলেরই অভিনয় অপূর্ব ও চরিত্রানুগ হয়েছিল। এঁদের মধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্ণ, পদ্মাবতী, বিষ্ণু ও বৃষকেতুর ভূমিকায় যথাক্রমে উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বিনোদিনী, অঘোরনাথ পাঠক ও ভূষণকুমারীর অভিনয়। অঙ্গরাজ কর্ণের দানে প্রবল আশক্তি ও পুত্রজীবন রক্ষায় পিতৃচিত্তের অসহায়তা উপেন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। স্বামীর সত্যপালনে ধর্মপত্নীর সহযোগিতা ও পুত্রস্নেহাতুর মাতৃঅন্তরের সুগভীর হাহাকার পদ্মাবতীর রূপারোপে বিনোদিনীর অভিনয় মূর্ত হয়ে উঠেছে, ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণুর ভূমিকায় অঘোরনাথ অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন ও বৃষকেতুর চরিত্রে ভূষণকুমারী বালকোচিত সারল্যপূর্ণ অভিনয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী ছিলেন এই নাটকের সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক। এতে সঙ্গীতের বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও তাঁর অসাধারণ সুরদক্ষতায় নাটকে সন্নিবেশিত দু'টি ভিন্ন রাগ ও তালে গীত দু'টি গানই চমৎকার হয়েছিল। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বালকগণের কণ্ঠে 'সাওন জিল্লা' রাগে ও 'খেম্‌টা' তালে 'হেথা মা তো নাই" এবং পঞ্চম গর্ভাঙ্ক কৃষ্ণমূর্তির আবির্ভাবের পর 'বাহার খাম্বাজ' রাগে ও 'কাওয়ালী' তালে সমবেত সমাপ্তি সঙ্গীত 'রক্তোৎপলদলগঞ্জন চরণে' দু'টি গানই দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করেছিল। এই নাটকের স্টেজ-ম্যানেজার বা মঞ্চসজ্জাকর ছিলেন প্রখ্যাত মঞ্চশিল্পী প্রফেসার জহরলাল ধর। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি বিশেষ ধরণের যান্ত্রিক কৌশলে প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে দর্শকদের সামনে কর্ণ ও পদ্মাবতী কর্তৃক বৃষকেতুর শিরচ্ছেদ দেখান। প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদ এই অভিনয়ে অতিরিক্ত মাত্রা সংযোজিত করেছিল। এতে সমবেত দর্শকসমাজ যুগপৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হতেন।[১৪] বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা এই প্রথম এবং তা ইতিহাসের মণিকোটায় অমর হয়ে রয়েছে।

হীরার ফুল

মনোমুগ্ধকর মায়াউপবন কনক-কাননে প্রস্ফুটিত হীরার ফুলসম্ভারে ও তাদের অপূর্ব সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে রতি একদিন তা তুলে প্রিয়তম মদনের জন্য একগাছি মালা গাঁথে। হীরার ফুল চয়নে স্বামী-স্ত্রীর বিরহ যে অবশ্যম্ভাবী, মদনের কাছে তা জেনে প্রথমে সে অত্যন্ত ব্যাকুলা হয়ে ওঠে। পরে এই কাননে কোনও অপ্রেমিক ও অপ্রেমিকা পরস্পর প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হলে সেই বিরহের অবসান হবে জেনে সে কিছুটা আশান্বিতা হ'লো। তারপর কৌশলে কার্যোদ্ধার করার উদ্দেশ্যে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনে দু'দিকে চলে গেল।

কাননপথে যেতে যেতে মদন নারীপ্রেমে পাগল প্রেমিক দৈত্যের কাছ থেকে অপ্রেমিকা রাজকুমারী শশীকলার সন্ধান পায় এবং সে তাকে জলের মধ্যে কমল সেজে রাজকুমারীকে ভুলিয়ে কনক-কাননে নিয়ে আসতে সাহায্য চায়। দৈত্য রাজি হয়। মদন দেখতে পায়, শশীকলা সখীদের সঙ্গে প্রস্ফুটিত কমল ছিন্ন করে মৃণালকে জলে ডুবিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। সে তাকে কমলবেশী দৈত্যকে দেখিয়ে ঐ ছুটন্ত কমলকে কাটতে বলে। শশীকলা মদনের কথায় সখীদের নিয়ে কমলের পিছনে ছুটতে ছুটতে অবশেষে কনক-কাননে উপস্থিত হয়।

ওদিকে রতি অন্য পথে সমুদ্রকূলে এসে অপ্রেমিক রাজকুমার অরুণকে দেখতে পায়। সে তাকে হীরার ফুলের মালা দিতে চায়, কিন্তু রাজকুমার তা নিতে অস্বীকার করে। পরে কথায় কথায় হীরার ফুলের সুগন্ধে সে আকৃষ্ট হলে রতি তাকে হীরার ফুলের গাছ দেখবার জন্য কনক-কাননে নিয়ে আসে।

রতির দেওয়া হীরার ফুলের মালা গলায় পরার পর অপ্রেমিক রাজকুমার অরুণের সাথে অপ্রেমিকা রাজকুমারী শশীকলার দেখা হয়ে যায়। কনক-কাননে পরস্পর দর্শনমাত্র দু'জনের অন্তরেই প্রেমের উদয় হয়। এভাবে অপ্রেমিক-অপ্রেমিকার প্রেমিক-প্রেমিকায় রূপান্তর ঘটে এবং মদন ও রতি আসন্ন বিরহ-বেদনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

'হীরার ফুল' গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি নিম্নরূপ ঃ—

মদন- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, দৈত্য-

অঘোরনাথ পাঠক, রতি- ভূষণকুমারী, শশীকলা- বিনোদিনী প্রভৃতি।

একই সঙ্গে অভিনীত 'বৃষকেতু', 'হীরার ফুল' ও 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' গ্রন্থ ত্রয়ীর মধ্যে 'হীরার ফুল' গীতিনাট্যই একমাত্র সঙ্গীতপ্রধান রচনা। শেষোক্ত 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' সম্পূর্ণরূপে সঙ্গীত বর্জিত প্রহসন, এতে একটিও গান নেই। 'বৃষকেতু' নাটকে সঙ্গীত থাকলেও সংখ্যার দিক থেকে তা অত্যন্ত নগণ্য—মাত্র দু'টি। যথাস্থানে তা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু 'হীরার ফুল' এ সবের ব্যতিক্রম। এই গীতিনাট্যটির সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী আর নৃত্যশিক্ষক হলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্ক বিশিষ্ট এই গীতিনাট্যে বিভিন্ন রাগাশ্রয়ী ও তাল সমন্বিত মোট বারটি গান সংযোজিত হয়েছে। এই গানগুলির অভিনেয় চরিত্র, রাগ-রাগিণী ও তাল-লয় এবং প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) রতির গীত

খাম্বাজ-জিন্না খেম্‌টা

মরি কি সাধের উপবন। [প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

দুই) মদনের গীত

কাফি সিন্ধু জলদ একতালা

বৃথা ধরি ফুলশর। [ঐ]

তিন) দৈত্যের গীত

মাঝ একতালা

ঘুরিয়ে আমায় কল্লে সারা, [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

চার) শশীকলা ও সখীগণের গীত

পিলু বারোঁয়া খেম্‌টা

কমলে যত্ন ক'রো না। [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

পাঁচ) মদনের গীত

সিন্ধু-খাম্বাজ একতালা

জান না কেমন ফুল-শর। [ঐ]

ছয়) মদনের গীত

পিলু-জিল্লা টুংরী

যারে তারে হানি কি এ শর। [ঐ]

সাত) শশীকলা ও সখীগণের গীত

পলাশী বারোঁয়া খেম্‌টা

দেখ্‌বো উঠে কমল কোথা যায় [ঐ]

আট) মদনের গীত

দেশ একতালা

আমি রসাই ঋষির মন। [ঐ]

নয়) অরুণের গীত

সরফর্দ্দাজিল্লা একতালা

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

দশ) রতির গীত

অংহ বারোঁয়া পোস্তা

যদি কেউ যত্ন করে, [ঐ]

এগার) রতির গীত

যোগিয়া কালেংড়া পোস্তা

আর কি হেথা রই, যাব কনক-কাননে। [ঐ]

বার) সমবেত সঙ্গীত

টৌড়ী-ভৈরবী খেম্‌টা

ফুটেছে প্রেমের বাগান, [পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

ওপরের বারটি গান ব্যতীত অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছড়ার ছন্দে সুরেলা বহু পঙ্‌ক্তি এই গীতিনাট্যে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে, যা মূলত সঙ্গীতমুখর পটভূমিকা বা পরিবেশ সৃষ্টির বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য গীতিনাট্যে অরুণ ও শশীকলা নায়ক-নায়িকা হলেও কাহিনীর অগ্রগতিতে মদন ও রতির প্রাধান্য ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে তারাই এই কাহিনীর নিয়ন্তা। মদন ও রতির মধ্যে সঙ্গীতাংশে মদনের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। সে এই গীতিনাট্যে সর্বাধিক চারটি গান করেছে— দুই, পাঁচ, ছয় ও আট। তারপরেই রতির স্থান, সে করেছে তিনটি গান—এক, দশ ও এগার। শশীকলার একক কোনও গান নেই, সে তার সখীদের সঙ্গে মিলিতভাবে দু'টি গান গেয়েছে— চার ও সাত। নায়ক অরুণ ও প্রতিনায়ক দৈত্যের একক-কণ্ঠে গীত হয়েছে একটি করে গান যথাক্রমে নয় ও তিন। গীতিনাট্যের সর্বশেষ সমবেত সঙ্গীতে, বার সংখ্যক গানে, এর সমস্ত পাত্র-পাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এই গীতিনাট্যে মোট ন'টি গানের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

"..... কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (মদন), অঘোরনাথ পাঠক (দৈত্য), প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (অরুণ), বিনোদিনী (শশীকলা), ভূষণকুমারী (রতি) প্রভৃতি মোট ৯ খানি রাগে তালে গঠিত গান গেয়েছেন।"[১৫]

'হীরার ফুল' অত্যন্ত মঞ্চসফল গীতিনাট্য। এর গান ও নাচ সেকালে অসম্ভব জনপ্রিয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। সহজ সরল কথায় গানগুলি রচিত ও হালকা চালে চটুল ভঙ্গিতে গীত হওয়ায় এবং নৃত্য-পরিকল্পনা সঙ্গীতের ভাব-দ্যোতক রসসৃষ্টির পরিপূরক হয়ে ওঠার ফলে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।[১৬] নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র 'হীরার ফুল' গীতিনাট্যে শশীকলার ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

"......এক্ষণে অভিনয় দর্শনে দর্শকের ধারণা হয় যে, রতি 'হীরার ফুল' গীতিনাট্যের নায়িকা ; কিন্তু যিনি 'হীরার ফুলে' বিনোদিনীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার ধারণা যে, 'হীরার ফুলে' গ্রন্থকার-রচিত নায়িকাই নায়িকা, রতি নয়।"[১৭]

কেবলমাত্র 'স্টার থিয়েটার'-এই নয় ; 'মিনার্ভা', 'ক্লাসিক', 'কোহিনুর' প্রভৃতি থিয়েটারেও এই গীতিনাট্যটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সমকালে এর বহু গান এখানে-ওখানে জনসাধারণের কণ্ঠে শোনা যেত।

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে

রসরাজ অমৃতলালের 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' প্রহসনে তিনটি চরিত্র রয়েছে— চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে ও ভবতারিণী। এর প্রথম অভিনয় রজনীতে 'চাটুজ্যে'-র ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বয়ং প্রহসনকার অমৃতলাল বসু ও 'বাঁড়ুজ্যে'-র চরিত্রে অবতীর্ণ হন নীলমাধব চক্রবর্তী। এর দ্বিতীয় অভিনয় রজনী ৩ মে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে [২২ বৈশাখ শনিবার ১২৯১ সাল] থেকে অমৃতলালের পরিবর্তে উপেন্দ্রনাথ মিত্র 'চাটুজ্যে'-র ভূমিকায় রূপারোপ করতে থাকেন। কিন্তু তৃতীয় চরিত্র 'ভবতারিণী' কে করেছেন, তা জানা যায় না। সমকালীন বিভিন্ন বিবরণীতে বা মঞ্চ-ঐতিহাসিকদের গ্রন্থসমূহে এ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। অথচ নাট্যকাহিনীর অগ্রগতিতে ও গতিবেগ সৃষ্টিতে এই চরিত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। সেকালে 'স্টার থিয়েটার'-এ প্রতিভাশালিনী যে সব অভিনেত্রী ছিলেন, তাঁদের নাম দেখে মনে হয় ক্ষেত্রমণি হয়তো 'ভবতারিণী' চরিত্রে অভিনয় করেছেন। একই রাতে

অভিনীত প্রথম নাটক 'বৃষকেতু'-তে তিনি 'জনৈক স্ত্রীলোক'-এর সামান্য ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন ও দ্বিতীয় গীতিনাট্য 'হীরার ফুল'-এ অভিনয়োপযোগী চরিত্র না থাকায় তিনি অভিনয় করেন নি। সেজন্য তৃতীয় প্রহসন 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'-তে যে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হবেন, এটাই স্বাভাবিক। তবু এটা আমার অনুমান মাত্র, এ সম্পর্কে কোনপ্রকার তথ্য আমার হাতে নেই।

'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' একাঙ্ক নাটক। এটি রসরাজ অমৃতলালের একটি উল্লেখযোগ্য মঞ্চসফল রচনাই নয়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও প্রথম একাঙ্ক নাটকের গৌরবের অধিকারী। এতে একাঙ্ক নাটকের সমস্ত গুণই বর্তমান।

কলকাতা শহরে চাকুরিজীবী একজন পুরুষের বাসোপযোগী একটি ঘরের দৃশ্য অবলম্বনে একটি দৃশ্যে 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' প্রহসনের কাহিনী বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই কাহিনী প্রহসনকারের মৌলিক সৃষ্টি নয়। ইংরেজি ভাষায় 'Cox and Box' ও 'Box and Cox' নামে দু'টি প্রহসন রয়েছে। এদের লেখক যথাক্রমে Sir F. Burnand (স্যার্ এফ. বার্নাণ্ড) ও J. M. Morton (জে. এম. মর্টন)। এই প্রহসন দু'টির কাহিনীগত ভাবকে বাঙালীর সমাজজীবনের পটভূমিকায় প্রতিফলিত করে 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' রচনা করা হয়েছে। খুদিরাম বাঁড়ুজ্যে ও পুঁটিরাম চাটুজ্যে বাড়িওয়ালা চক্রবর্তী মশায়ের একই ঘরের ভাড়াটিয়া। বাঁড়ুজ্যে রাত জেগে ছাপাখানায় কাজ করে দিনে ঘরে ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুমোয় আর চাটুজ্যে সকালে রাধাবাজারের দোকানে সাহেব-মেমকে কাটা কাপড় বেচে রাতে ঘরে বাস করে। ভাড়া ব্যতীত বাড়িওয়ালার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, দেখাও হয়না কোনদিন। ঝি ভবতারিণী নিরক্ষরা হলেও বেশ বুদ্ধিমতী। দু'জন ভাড়াটিয়ার যাতে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ না হয় আর প্রকৃত ঘটনা যাতে ঘুণাক্ষরেও কেউ বুঝতে না পারে, সেদিকে তার দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। চাটুজ্যে একদিন ছুটি পেয়ে দিনের বেলায় ফিরে এলে বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তার গোলমাল শুরু হয়। উভয়ের হাতাহাতি হবার উপক্রম। কথায় কথায় প্রকাশ পায়, দু'জনেই দিগম্বরী নামে নৈহাটীর একটি মেয়ের প্রণয়ী। প্রথমে বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তার প্রেম হয়। পরে সে নিরুদ্দিষ্ট হলে চাটুজ্যে তার প্রেমে পড়ে। এমন সময় ভবতারিণীর দেওয়া একটি চিঠি থেকে জানা যায়, ত্রিবেণীতে নৌকাডুবীতে তার মৃত্যু হয়েছে। কিছু পরে দ্বিতীয় যে চিঠি সে এনে দেয়, তাতে

বলা হয়েছে যে দৈবযোগে সে বেঁচে গেছে আর বিবাহ করতে সেখানে আসছে। পুরোনো প্রেমিকার আগমন সংবাদে বাঁড়ুজ্যে ও চাটুজ্যে একে অপরের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। ডাকযোগে আসা তৃতীয় বা শেষ চিঠি সব ভেস্তে দেয়। পাত্র অপেক্ষা পাত্রী 'বত্রিশ বছর তিন মাসের বড়' হওয়ায় সে শান্তিপুরের মাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেছে। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যের মধ্যেকার সবরকম গোলমাল ও রাগারাগির অবসান ঘটে এবং একে অপরের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়।

'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' প্রহসনের সংলাপ রচনায় অমৃতলাল অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই সংলাপ ঋজু, সাবলীল ও পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূল। অশিক্ষিতা ঝি ভবতারিণীর ভুল উচ্চারণ বেশ উপযোগ্য ও হাস্যরসের সহায়ক।[১৮] আবার চাকুরিজীবী চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যের পেশাকে কেন্দ্র করে বৃত্তিকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের সমাজচিত্রও এই প্রহসনটিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে রচনাপদ্ধতিগত ও কাহিনীবিন্যাসগত জটিলতা একেবারে নেই বললেই চলে। কিন্তু তা সত্বেও পাত্রের চেয়ে পাত্রী অত্যধিক বয়স্কা কল্পিত হওয়ায় কাহিনী একদিকে যেমন অবাস্তব হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে তেমনি নির্মল হাস্যরসের অন্তরায় হয়ে উঠেছে। ইংরেজের ও বাঙালীর সামাজিকজীবনে অনেক অমিল রয়েছে। ইংরেজসমাজে পাত্রের চেয়ে পাত্রী অনেক বড় হলেও সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘিত হয় না ও তা হাস্যরস সৃষ্টির পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাঙালীজীবনে এই অসঙ্গতি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসম্ভব বলে তা হাস্যরসের ব্যাঘাত ঘটায়।[১৯] ইংরেজি প্রসহন দু'টিতে ('Cox and Box' ও 'Box and Cox') প্রণয়িনী ছিল বিধবা, কিন্তু এই প্রহসনে কুমারী। তবু বাঙালীর সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটে এরূপ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাস্তাবতা-বিরোধী বললে অত্যুক্তি হয় না।

১। 'গিরিশচন্দ্র', একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৫।
২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, টীকা, পৃষ্ঠা ঃ ১২।
৩। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-

পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ঃ ১৩৭৪ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ১৬।

৪। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৭২-১৯১২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৯।

৫। পঞ্চম খণ্ড, 'সংশোধিত' অক্টোবর ১৯৭৫, 'গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটকের অভিনয়-কাল ও প্রকাশ-কাল', পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৪।

৬। 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক', প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিস্তার (১৮৮০-১৯২০), প্রথম সংস্করণ ঃ ফাল্গুন ১৩৯০, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ঃ ৩১০-১১।

৭। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ২৪০।

৮। প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৮০, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৮।

৯। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ২৬২।

১০। 'জীবনী', প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৭৬, জানুয়ারী ১৯৭০, পৃষ্ঠা ঃ ৭৬।

১১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৩।

১২। 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৫', 'নাটক ও নাট্যকার সংখ্যা', ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১১০।

১৩। 'গিরিশ-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ সাহিত্য-সাধনা', জুন ঃ ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ঃ সতের।

১৪। "....... জহরলাল বাবু রঙ্গমঞ্চের উপর বৃষকেতুর শিরচ্ছেদ দেখাইয়া দর্শকগণকে বিস্মিত ও চমকিত করিতেন।"

—'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৫।

১৫। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়', পৃষ্ঠা ঃ ১৬।

১৬। 'চুটকী গান ও চুটকী সুরের উপর 'হীরার ফুল' দর্শকগণের বড়ই মুখরোচক হইয়াছিল। মদন ও রতির নৃত্য-গীতকালীন দর্শকগণের ঘন-ঘন আনন্দ ও করতালিধ্বনিতে রঙ্গালয় মুখরিত হইয়া উঠিত।"

—'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৫-৯৬।

১৭। 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', নবম ভাগ, আশ্বিন ১৩৩৭ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৫।

১৮। "ভবতারিণীর (ঝি) চরিত্রচিত্রণে অমৃতলালের স্বাভাবিক দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বিকৃত শব্দোচ্চারণে মাঝে মাঝে হাস্যরস সৃষ্ট হইয়াছে।"

— 'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য', ডঃ অরুণকুমার মিত্র, 'প্রহসন', পৃষ্ঠা ঃ ২৪২।

১৯। "......বর হইতে কনে 'বত্রিশ বৎসর তিন মাসের বড়' এই পরিকল্পনার মধ্যে

হাস্যরসবোধ যাহাই থাকুক না কেন, বাংলার সামাজিক জীবনে ইহাতে যে অসম্ভাব্যতা প্রকাশ পায়, তাহা ইহার সকল রসই ভঙ্গ করিয়া দেয় ; অথচ ইংরেজ সমাজে ইহা দ্বারাই হাস্যরসের সৃষ্টি হইতে পারে।"

— 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, মধ্য যুগ, চতুর্থ অধ্যায় (১৮৭৫-১৯১৮) ঃ অমৃতলাল বসু, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ পৌষ ১৩৬৭ (১৯৭০), পৃষ্ঠা ঃ ৪৮২।

ছয়

শ্রীবৎস-চিন্তা

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক 'শ্রীবৎস-চিন্তা' বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ ৭ জুন শনিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ সালে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

NEW PROGRAMME !

STAR THEATRE.

SATURDAY, the 7th JUNE, at 9 p.m.

BABOO GIRISH CHUNDER GHOSH'S

NEW DRAMA

SHRIBATSA CHINTA

New and Grand Sceneries !

PLENTY Songs.

G. C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 7.6.1884, Page :1.]

'শ্রীবৎস-চিন্তা'-র প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঃ—

শ্রীবৎস- অমৃতলাল মিত্র, বাতুল- অমৃতলাল বসু, শনি- নীলমাধব চক্রবর্তী, মন্ত্রী- মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বাহুরাজ- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, সওদাগর- অঘোরনাথ পাঠক, চিন্তা- বিনোদিনী, লক্ষ্মীদেবী- গঙ্গামণি, ভদ্রা- ভূষণকুমারী প্রভৃতি।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত বৃহত্তম সংস্কৃত মহাকাব্য 'মহাভারতম্'-এ 'শ্রীবৎস-চিন্তা'-র উপাখ্যান নেই। মহাকবি কাশীরাম দাসের বাংলা মহাকাব্য 'মহাভারত'-এর তৃতীয় পর্ব 'বনপর্ব'-এ এই কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রাজ্যচ্যুত পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ কাম্যককাননে মহাদুঃখে পতিত হলে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দের সঙ্গে তাঁদের দেখতে আসেন। এই সময় তাঁর সাথে চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু,

মহাপরাক্রান্ত কেকয়াধিপতি ভ্রাতৃগণ, পঞ্চালরাজের দায়াদগণ প্রভৃতিও ছিলেন। পাণ্ডবদের অবস্থা দেখে সকলেরই অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। যাদবকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ ব্যথাতুরচিত্তে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গ্রহবৈগুণ্যে প্রাগ্‌দেশীয় মহারাজা শ্রীবৎস ও মহারানী চিন্তার দুঃখসময় জীবনকাহিনী বর্ণনা করেন। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'-এ শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে তাঁর 'শ্রীবৎস-চিন্তা' নাটক রচনা করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীবৎস-চিন্তা'-র পূর্বে হরিমোহন (কর্মকার) রায়ের 'শ্রীবৎস-চিন্তা' নাটক সিমুলিয়া অঞ্চলের সখের দলের অভিনয়ের জন্য রচিত ও সখের দলের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছিল। এই নাটকটি ষষ্ঠ অঙ্কে বিভক্ত আর এর প্রকাশকাল ১২৭৩ সাল, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ। ঐ একই বছরে পূর্ণচন্দ্র শর্মার 'শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক' প্রকাশিত হয়। প্রাচীন যাত্রার আদর্শে লেখা এই নাটকে কোনও অঙ্ক-বিভাগ নেই। রাধানাথ মিত্রের 'শ্রীবৎস-চিন্তা' নাটক গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীবৎস-চিন্তা' উদ্বোধনের পরে মুদ্রিত হয়েছে বলে মনে হয়। এর প্রকাশকাল ঃ ১২৯১ সাল, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। নট ও নাট্যকার কুঞ্জবিহারী বসুর অপেরা নাটক 'শ্রীবৎস-চিন্তা' গিরিশচন্দ্রের নাটকাভিনয়ের প্রায় দু'বছর দশ মাস পরে 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ (৯/৩ বিডন স্ট্রিট) উদ্বোধন হয়। এর প্রথম অভিনয় রজনী ২ এপ্রিল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ [২০ চৈত্র শনিবার ১২৯৩ সাল]।

গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীবৎস-চিন্তা' চতুর্থ অঙ্ক বিশিষ্ট ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক এবং এর গর্ভাঙ্ক সংখ্যা ছাব্বিশ [প্রথম অঙ্ক ঃ ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ সপ্তম গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ঃ পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্ক ঃ অষ্টম গর্ভাঙ্ক]। নাট্যকার শ্রীবৎস, চিন্তা, লক্ষ্মীদেবী, শনিদেব, বাহুরাজ, ভদ্রা, সওদাগর প্রভৃতি প্রধান চরিত্রচিত্রণে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'-এর সংশ্লিষ্ট কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নাটকের অন্যতম চরিত্র 'বাতুল' এর ব্যতিক্রম। এটি নাট্যকারের এক অতুলনীয় সৃষ্টি। 'বাতুল' পূর্ববর্তী 'ধ্রুবচরিত্র' ও 'নল-দময়ন্তী'-র 'বিদূষক' এবং 'কমলে কামিনীর'-র সিংহলরাজ শালিবাহনের 'সভাসদ্' চরিত্রের এক স্মরণীয় রূপান্তর। সে 'ধ্রুবচরিত্র'-এর বিদূষকের মত উদরসর্বস্ব, বিলাসব্যসনাশক্ত ও রাজার

প্রেমাভিসারের সহায়ক পার্ষদের অনুরূপ নয়। সে কলি ও দ্বাপরের ষড়যন্ত্রে 'নল-দময়ন্তী'-র রাজ্যচ্যুত স্বধর্মনিষ্ঠ মহারাজা নল ও মহারানী দয়মন্তীর ঐকান্তিক হীতাকাঙ্ক্ষী বিদূষকের ন্যায় এবং আলোচ্য নাটকে তারই সার্থক উত্তরণ। বাতুল নাট্যকার সৃষ্ট সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র, অথচ নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভূমিকা। নাটকের গতিবেগ সৃষ্টিতে ও কাহিনীর গতি-নিয়ন্ত্রণে তার অবদান অপরিসীম। তার বাক্‌চাতুর্যময় শ্লেষাত্মক সংলাপ অত্যন্ত উপভোগ্য,—

> "বাতুল। আজ এক্‌টা রকমারি বটে, রাজাটার বন্ধুর মত ভাবটা।.... না বাবা, ঘুম হবার যো নেই, 'আজ রাস্তার সেই সুকোমল কাঁকর নাই, আর মাঝে মাঝে কোটাল সাহেবের হুঙ্কার নাই, আবার বিষমস্য বিষং—উদরে অন্ন পড়েছে।..... মনটা বড় রকমারি জিনিষ— সকালে বলে মর, বিকেলে বলে খালি গদিতে শোও। এত দিনের পর রাজা হ'চ্ছেন আত্মীয়, ইচ্ছা ক'চ্ছে আমার, হা হা ক'রে হাসি, পেটে অন্ন পোড়ে ভয় এসে খাড়া হ'য়েছেন । বলি, ঘুমুবি নাকি— দেখ্‌বো শালা, বেশী দেরী নয়, কা্‌ল সকাল হোক্‌, ফের শোওয়া চাস্‌ কি না। ছি প্রাণ, তুমি বড় হুজুগে।"
>
> [প্রথম অঙ্ক ঃ পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন যে বাংলা পালাগানের মানবতাবাদী, উদারনৈতিক ও ধর্মপ্রাণ 'বিবেক' শ্রেণীর চরিত্রই গিরিশচন্দ্রের 'বাতুল' চরিত্রের উৎস।[১]

'শ্রীবৎস-চিন্তা' নাটকের শেষদিকের কাহিনীবিন্যাসে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'-এর চেয়ে উনিশ শতকে বাঙালীসমাজে বহুল প্রচারিত প্রচলিত 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাপালার কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মহাভারত'-এ রাজ্যচ্যুত ও মহারানী চিন্তা-হারা শ্রীবৎসের দ্বিতীয়বার বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। সে যখন নিঃসম্বল অবস্থায় মালিনীর গৃহে বসবাস করছিল, তখন লক্ষ্মীদেবীর বরে বাহুরাজকন্যা ভদ্রা তাকে বিবাহ করে। কিন্তু এখানে নাট্যকার যেভাবে মালিনীর সহযোগিতায় ও লক্ষ্মীদেবীর কৌশলে শ্রীবৎস ও ভদ্রার গোপন মিলন ও মিলনোত্তর কাহিনীচিত্রণ করেছেন, তা 'বিদ্যাসুন্দর'

যাত্রাপালার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত।[২] 'নল-দময়ন্তী'-র মত এই নাটকের কাহিনীও মিলনাত্মক।

'শ্রীবৎস-চিন্তা' নাটকেরও সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী বা বেণী ওস্তাদ। পূর্বাভিনীত অন্যান্য নাটকগুলির মত মনে হয় তিনি এই নাটকের গানগুলিকেও বিভিন্ন রাগ ও তাল সহযোগে সুরারোপ করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে মুদ্রিত গ্রন্থে প্রথম চারটি গান ব্যতীত আর কোনও গানে রাগ ও তালের উল্লেখ দেখা যায় না। প্রতিটি গানের অভিনেয় চরিত্র, প্রথম গান চারটির রাগ ও তাল এবং সমস্ত গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) নেপথ্যে বন্দীগণের গীত
পূরবী-গৌরী চৌতাল
তরুণ অরুণ প্রখর তপন, [প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

দুই) চিন্তার গীত
হাম্বির-খাম্বাজ একতালা
কিঙ্করী তব করুণাময়ি, করুণা কর কমলা, [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

তিন) চিন্তার গীত
ইমনগারা একতালা
মানময়ী তুমি, তোরি মানে মানী, [ঐ]

চার) নেপথ্যে লক্ষ্মীর গীত (প্রথমাংশ)
ইমন-ছায়া একতালা
আদরে রাখিলে ঘরে, আমি তো— [ঐ]

লক্ষ্মীর প্রবেশ ও গীত (দ্বিতীয়াংশ)
ইমন-ছায়া একতালা
কলঙ্ক হেরে চাঁদে, প্রাণ আমার সদাই কাঁদে, [ঐ]

পাঁচ) লক্ষ্মীর গীত
ডাক্‌লে আমি রইতে নারি, [ঐ]

ছয়) লক্ষ্মীর গীত
নটের মণি গুণমণি, [ঐ]

সাত) লক্ষ্মীর গীত
দেখিস্ আস্‌বো ফিরে— [ঐ]

আট) লক্ষ্মীর গীত

বিধাতা বাদী আমি সাধে কি কাঁদি, [দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

নয়) লক্ষ্মীর গীত

আমি র'য়েছি সাথে, চল কানন পথে, [ঐ]

দশ) কাঠুরিয়া স্ত্রী-বেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ ও গীত

কি জানি কি হয় মনে, [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

এগার) লক্ষ্মীর গীত

কাননে ফুট্‌বে কলি, [ঐ]

বার) স্ত্রীগণের গীত

ফের দিয়ে সই প'র্‌বো শাড়ী, [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

তের) লক্ষ্মীর গীত (প্রথমাংশ)

প্রাণ আমার কেমন করে, [চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

লক্ষ্মীর গীত (শেষাংশ)

দিনের ফেরে যাও মা ভেসে, [ঐ]

চোদ্দ) লক্ষ্মীর গীত

প্রাণ আমার সদাই দোলে, তরঙ্গে যাব ব্'লে, [ঐ]

পনের) ভদ্রার গীত

কিবা কাঞ্চন-গঞ্জন বরণ, [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

ষোল) লক্ষ্মীর গীত

মন বোঝে না মনের কথা, [ঐ]

সতের) লক্ষ্মীর গীত

কমল বড় ভালবাসি, তাইতে বলে কমলিনী, [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

আঠার) লক্ষ্মীর গীত

সিত পীত লোহিত বরণ, [ঐ]

উনিশ) ভদ্রার গীত

কেবা অধরে ধরে নিশাকরে [পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

কুড়ি) লক্ষ্মীর গীত

দেখ্‌বো যদি রাখ্‌তে পারি গোপনে, [ঐ]

'শ্রীবৎস-চিন্তা'-র গানগুলিকে এই নাটকের সম্পদ বলা যেতে পারে। এতে লক্ষ্মীদেবীর গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। সেকালের প্রতিভাময়ী গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি ওরফে গঙ্গাবাঈ এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

ওপরের কুড়িটি গানের মধ্যে তিনি একাই গেয়েছেন চোদ্দটি গান— চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগার, তের, চোদ্দ, ষোল, সতের, আঠার ও কুড়ি। এদের ভেতর চার ও তের সংখ্যক গান দু'টি আয়তনে যেমন বড়— দ্বিগুণ, তেমনি তাদের দু'ভাগে বিভক্ত করে গাওয়ানো হয়েছে। নায়িকা চিন্তারূপী বিনোদিনী ও বাহুরাজকন্যা ভদ্রাবেশী ভূষণকুমারী গেয়েছেন যথাক্রমে দু'টি করে গান— দুই ও তিন এবং পনের ও উনিশ। অবশিষ্ট দু'টি গানই সমবেত সঙ্গীত। প্রথমটি নেপথ্যে বন্দীগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে-- এক আর দ্বিতীয়টি নদীতীরে স্ত্রীলোকগণের গীত আনন্দসঙ্গীত— বার। চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের সূচনায় 'কিবা কাঞ্চন-গঞ্জন বরণ' গানের পরে ছড়ার ছন্দে রচিত ভদ্রা ও লক্ষ্মীদেবীর সুদীর্ঘ সুরেলা কথোপকথনে বেশ কিছুটা সুরের প্রভাব দেখা যায়।

পূর্ববর্তী 'নল-দময়ন্তী' নাটকের সঙ্গে 'শ্রীবৎস-চিন্তা'-র সাযুজ্য রয়েছে। কলি ও দ্বাপরের চক্রান্তে যেমন নিষধদেশাধিপতি নল ও বিদর্ভরাজকন্যা মহারাজ্ঞী দময়ন্তীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তেমনি গ্রহাধিপতি শনিদেব ও ধনৈশ্বর্যদাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বে অনিচ্ছাকৃতভাবে বিজড়িত হয়ে শ্রীবৎস ও চিন্তার জীবন গ্রহরাজের মর্মান্তিক প্রতিকূলতায় লাঞ্ছনা ও দুর্দশার চরমে উপনীত হয়েছিল। উভয় নাটকেরই বিষয়বস্তু দৈবনিগ্রহে পার্থিব নরনারীর বিড়ম্বনাময় জীবনযাপন। আগের নাটকের ভাগ্যে অসামান্য মঞ্চসাফল্য ঘটলেও শেষের নাটকটি এই মিলের জন্যই দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। 'স্টার থিয়েটার'-এর 'শ্রীবৎস-চিন্তা' প্রথম অসফল নাটক। সেকালে নাটকটি চলেনি বটে, কিন্তু অভিনয়ক্ষেত্রে সকলেই নিজ নিজ অভিনয়প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় দিয়েছেন। অমৃতলাল মিত্রের শ্রীবৎস, বিনোদিনীর চিন্তা, অঘোরনাথ পাঠকের সওদাগর, নীলমাধব চক্রবর্তীর শনি ও ভূষণকুমারীর ভদ্রা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে ; তবে বাতুল চরিত্রাভিনয়ে অমৃতলাল বসু আর লক্ষ্মীদেবী-র সঙ্গীতাংশে গঙ্গামণি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। বাতুলের শ্লেষাত্মক বাগ্‌বৈদগ্ধ রসরাজের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। অসামান্য সুমিষ্ট ও উদাত্তকণ্ঠের অধিকারিণী গঙ্গামণি সমগ্র নাটকের দুই-তৃতীয়াংশ গান করে আপন সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অঘোরনাথের অভিনয়ে সওদাগরের স্বার্থপরতা, ক্রূরতা ও হীনমন্যতা বাস্তব

ও জীবন্ত প্রতিভাত হয়েছে। শান্ত ও কোমল স্বভাবের ধীর স্থির ও বৃদ্ধের ভূমিকাভিনয়ে পারদর্শী নীলমাধব স্বীয় মানসিক প্রবণতার প্রতিকূল শনির অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।[৩]

'স্টার থিয়েটার'-এর তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপটে 'শ্রীবৎস-চিন্তা' না চললেও আঠার বছর পরে 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ (৬ বিডন স্ট্রিট) ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে [১১ আশ্বিন শনিবার ১৩০৯ সালে] যখন পুনরভিনীত হয়, তখন এর অভিনয় দর্শকচিত্তকে জয় করেছিল। সুধাকণ্ঠী গায়িকা ও অভিনেত্রী সুশীলাবালা এতে লক্ষ্মীদেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়ে গানে সবাইকে মাতোয়ারা করে তোলেন। এই ঘটনাকে স্মরণ করে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "বহুকাল পরে এই নাটকের 'মিনার্ভা থিয়েটারে' পুনরভিনয় হইয়াছিল। সম্প্রদায় অভিনয়ে বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করে। সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী এবং কোকিলকণ্ঠী গায়িকা শ্রীমতী সুশীলাবালা লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।"[৪]

১। "........ এই ধরণের চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা গিরিশচন্দ্র বাংলা যাত্রাগান পালায় 'বিবেক'-জাতীয় চরিত্র থেকে পেয়েছিলেন।"
—'গিরিশ-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ সাহিত্য-সাধনা'— ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ঃ পনের।

২। "..... শ্রীবৎস রাজার দ্বিপত্নী-যোগ পুরাণে থাকলেও গিরিশচন্দ্র যেভাবে মালিনী মাসীর গৃহে অবস্থানরত শ্রীবৎস ও ভদ্রার গোপন মিলন ও পরবর্তী ঘটনাগুলি রচনা করেছেন, তাতে পুরাণের চেয়ে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীই বেশি মনে পড়ে।"
—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ পনের।

৩। 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ৩(এ) 'গিরিশ-অর্ধেন্দু যুগের বিবিধ অভিনয়শিল্পী', প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৮৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৩।

৪। 'গিরিশচন্দ্র', একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল. দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৬।

সাত

চৈতন্যলীলা

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক প্রথম চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা' বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ ২ অগস্ট শনিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ১৯ শ্রাবণ ১২৯১ সালে ঝুলনযাত্রার প্রথমদিনে উদ্বোধন হয়েছে। প্রথম অভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

STAR THEATRE,

BEADON STREET,

SATURDAY, THE 2ND AUGUST, 1884.

AT 9 P.M.

CHAYTANYA

A NEW PLAY BY BABOO G.C. GHOSH.

Entirely New Sceneries, Dresses and Properties.
Grand view of a Bathing Ghat on the river Ganges
and other Rural and Romantic Sceneries !!!

Sankirtan Procession with all its Paraphernalia.

WE GIVE WHAT WE PROMISE.

Prices of admission from Rs. 4 to As. 8

Zenana–each seat Rs. 2.

G.C.GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 2.8.1884, Page : 1.]

'চৈতন্যলীলা' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপারোপ করেছেন,—

জগন্নাথ মিশ্র-নীলমাধব চক্রবর্তী, নিমাই (চৈতন্য)- বিনোদিনী, নিত্যানন্দ ও পাপ-বনবিহারিণী (ভুনি), অদ্বৈত-উপেন্দ্রনাথ মিত্র, গঙ্গাদাস-মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীবাস-অবিনাশচন্দ্র দাস, হরিদাস ও অতিথি- অঘোরনাথ পাঠক,

মুকুন্দ ও মাৎসর্য- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রতিবাসী ও লোভ- অমৃতলাল বসু, জগাই ও বিবেক-প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ;মাধাই, ক্রোধ ও কলি- অমৃতলাল মিত্র, বৈরাগ্য- পরাণকৃষ্ণ শীল, শচী ও ভক্তি- গঙ্গামণি, লক্ষ্মীপ্রিয়া- প্রমদাসুন্দরী, বিষ্ণুপ্রিয়া- কিরণবালা, মোহ-ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি।

গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা। নাটকটি একদা জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহন করে অসাধারণ মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল। সমকালে আপামর দর্শকমণ্ডলী আদৃত এই নাটকটি অভিনয়ক্ষেত্রে নজিরবিহীন যে ইতিহাস রচনা করেছে, তা চিরস্মরণীয় অম্লানদ্যুতিতে দীপ্যমান হয়ে শতাব্দি অতিক্রান্ত মানবমনের মণিকোটায় অমরত্বের সিংহাসনে আজও সমাসীন। নাটক হিসাবে তাত্ত্বিকবিচারে 'চৈতন্যলীলা' যত দুর্বলই হোক-না-কেন, সমাজজীবনে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে এক নতুন যুগ সৃষ্টির কর্ণধাররূপে এর ললাটে বিজয়তিলক অঙ্কিত করতেই হবে। ঊনিশ শতকের অন্তিমলগ্নে ও বিশ শতকের প্রথম পাদে কেবলমাত্র বিডন স্ট্রিট ও হাতিবাগানের 'স্টার থিয়েটার'-ই নয় ; 'মিনার্ভা', 'ক্লাসিক', 'কোহিনূর', 'মনোমোহন' প্রভৃতি যে থিয়েটারে যখনই এই নাটক অভিনীত হয়েছে, তখনই প্রেক্ষাগৃহ দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'চৈতন্যলীলা' ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক। চতুর্থ অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকের গর্ভাঙ্ক সংখ্যা সতের [প্রথম অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ঃ ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]। নাটকের শুরু নবদ্বীপে নিমাইয়ের জন্মগ্রহণ বা আবির্ভাব থেকে। তারপর বাল্যলীলা কৈশোরলীলা ও গার্হস্থ্যলীলার দীর্ঘজীবন পরিক্রমার শেষে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বাভাষ দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি। বাঙালীমানসে শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর চরিত্র। শতাব্দির পর শতাব্দি তাঁর দেবপ্রতিম মানবীয় লীলাকাহিনী নর-নারী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কল্পনাপ্রবণ অন্তরকে উদ্বেলিত করেছে। 'চৈতন্যলীলা' নাটকের সূচনা থেকেই নিমাই স্বয়ং ভগবান, একই দেহে ব্রহ্মময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর হ্লাদিনীশক্তি পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকার মূর্ত যুগলবিগ্রহ—তাঁকে 'অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং' বলে অভিহিত করা হয়। শ্রীঅঙ্গের বহিরাবরণ শ্রীরাধিকার অঙ্গদ্যুতিতে সমুজ্জ্বল—গৌরবর্ণ, কিন্তু আন্তর সত্তা শ্রীকৃষ্ণময়তায় ভাস্বর।

এই নাটকে নিমাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনানুগ ভগবানরূপে চিত্রিত হওয়ায় বাঙালীচিত্তের চিরন্তন কল্পনাই উজ্জীবিত হয়েছে। সেজন্য বঙ্গরঙ্গালয়ে নাটকটি অভিনয়ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বটে, কিন্তু এর ফলে নাটকীয় কৌতূহল (Dramatic Suspence) সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। আচার্য ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—

> "....প্রথম হইতেই তাঁহাকে অবতার বলিয়া সাব্যস্ত করায় নাট্য-কৌতূহল অঙ্কুরেই মিটিয়া গিয়াছে।"[১]

বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষের বক্তব্যেও একই কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন,—

> "...নাট্যকার তাঁহাকে অলৌকিক শক্তির আধার—ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নাটকীয় কৌতূহল নষ্ট করিয়াছেন।"[২]

রূপক নাটকে (Allegorical Drama) নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের (Abstract Object) ওপর ব্যক্তিত্ব (Personification) আরোপ করা হয়। এই শ্রেণীর নাটকে তা নাটকীয় রসসৃষ্টির পরিপন্থী না হলেও ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় একই সময়ে কিছু আগে-পরে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটক ও পালাকার মতিলাল রায়ের 'নিমাইসন্ন্যাস' যাত্রাগানে এই শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র যেমন তাঁর নাটকে ষোড়শ শতকের শ্রীচৈতন্য পরিমণ্ডলের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির পাশাপাশি ষড়্‌রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ্ ও মাৎসর্য), কলি, বিবেক, বৈরাগ্য, পাপ, ভক্তি প্রভৃতি নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন ; মতিলালের যাত্রাপালায়ও তেমনি বিরাগ, ক্রোধ, পাপ, তাপ, ভক্তি প্রভৃতি মানবীয় দোষ ও গুণকে চরিত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, মতিলালের যাত্রাপালা গিরিশচন্দ্রের নাটকের পূর্ববর্তী রচনা। 'নিমাইসন্ন্যাস' গীতাভিনয় রচনার উৎস সম্বন্ধে পালাকার প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন-এ লিখেছেন—

> "আমি যখন কুচবিহারে মহারাজার শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে গিয়াছিলাম সেই সময়ে বৈষ্ণব-কুল-চূড়ামণি, ব্রাহ্ম-সমাজ-গুরু মহাত্মা ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আমার রচনা শ্রবণে বোধ হয় কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তিনি কৃপা সহকারে আমাকে উপদেশ দেন যে, তুমি চৈতন্য-চরিত্র কিছু বর্ণনা কর। আমি তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এই নিমাইসন্ন্যাস গীতাভিনয় প্রস্তুত করি। পরে তাঁহার কমলকুটীরে ইহার অভিনয় হইয়াছিল, তচ্ছ্রবণে তিনি আমার প্রতি স্নেহবান হইয়াছিলেন ও নিয়ত আমার প্রতি তাঁহার করুণা দৃষ্টি ছিল।"[৩]

তিনি এই 'বিজ্ঞাপন'-এর প্রথমেই পালারচনা ও তার অভিনয় এবং অভিনয় ও প্রথম প্রকাশের ব্যবধান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,—

"প্রায় চারি বৎসর হইল এই নিমাইসন্ন্যাস, গীতাভিনয় রচনা করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুদ্রাঙ্কিত করি নাই ;অধুনা বন্ধুগণের অনুরোধ পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কিত করিলাম।"[৪]

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয় ৬ মার্চ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে [২৩ ফাল্গুন বুধবার ১২৮৪ সালে] এবং তিনি পরলোক গমন করেন ৮ জানুআরি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে [২৫ পৌষ মঙ্গলবার ১২৯০ সালে]। মতিলালের 'নিমাইসন্ন্যাস'-এর প্রথম সংস্করণ কোথায়ও দেখতে না পাওয়ায় ও পরবর্তী সংস্করণে প্রথম বারের 'বিজ্ঞাপন'-এর কোনও সাল-তারিখ না থাকায় এই যাত্রাপালা প্রথম কবে মুদ্রিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে এই গ্রন্থ যে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চের পরে লেখা হয়েছিল ও ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুআরির পরে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে সম্বন্ধ সন্দেহ নেই। কেন না পালাকার 'বিজ্ঞাপন'-এ কেশবচন্দ্রের কোন্ সময়ের উপদেশ এই পালারচনা প্রয়াস ও প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগেই তাঁর পরলোকগমনের উল্লেখ করেছেন। আবার কেশবচন্দ্রের 'কমলকুটীরে' (বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত 'ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন') একদা 'নিমাইসন্ন্যাস' যে অভিনীত হয়েছিল ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে এই অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে পালাকারকে পরমানন্দে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, অন্যত্র সেকথা বলা হয়েছে। মতিলাল স্বয়ং এই পালায় শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ 'শ্রীধর'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"…. আবেগময় প্রাণমন মুগ্ধকর ভক্তিরসের প্রবল স্রোতে পরমহংস সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন, অনেক পরে মোহ অপগত হইলে রামকৃষ্ণ

পরমহংস—মতি মতি বলিয়া স্বয়ং উত্থান পূর্ব্বক রায় মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন।"[৫]

মতিলালের 'নিমাইসন্ন্যাস' পালাগানের রচনাকাল ও প্রথম অভিনয়ের বা কমলকুটীরে অভিনয়ের সঠিক তারিখ জানা না গেলেও অনায়াসে বলা যায়, গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' রচনা ও 'স্টার থিয়েটার'-এ তা উদ্বোধনের অনেক আগেই এই ঘটনা ঘটেছিল।

'নিমাইসন্ন্যাস' যাত্রাপালায় গৃহীত কাহিনীর উপাদান সম্পর্কে মতিলাল পূর্বোক্ত 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন,—

"চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও মহাত্মা বৈষ্ণবগণের উপদেশ অবলম্বন করিয়া এই নিমাইসন্ন্যাস রচনা করিয়াছি।"[৬]

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'চৈতন্যলীলা' নাটকের কোনও ভূমিকা লেখেন নি, বা কোথাও এই নাটকের-কাহিনীর উপাদান সম্পর্কিত কোনও গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রাক্তন রীডার ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণা গ্রন্থে লিখেছেন,—

"নিমাই সন্ন্যাস পালায় ক্রোধ, বিরাগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি চরিত্রের মত গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলায (১৮৮৪) ক্রোধ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকদ্বয় কৃষ্ণমিশ্রযতি প্রণীত 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটক হইতে এই প্রকার রূপক চরিত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন বলিয়া মনে হয়। অথবা একজন অপর জনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও চৈতন্য বিষয়ক পালায় ইহার অবতারণা করিতে পারেন।"[৭]

ওপরের মন্তব্যে ডঃ ভট্টাচার্যের দোলাচল মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। সুস্পষ্টভাবে তিনি কিছু বলেন নি আর পর পর উল্লেখিত তাঁর দু'টি বক্তব্যই পরস্পরবিরোধী। প্রথমে তিনি লিখেছেন যে মতিলালের 'নিমাইসন্ন্যাস' পালায় ও গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' নাটকে রূপকধর্মী চরিত্রসৃষ্টির আদর্শ কৃষ্ণমিশ্রযতির 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্' নাটক থেকে গ্রহণ করা হলেও হতে পারে। পরে আবার বলেছেন যে পালাকার ও নাট্যকার 'একজন অপর জনের দ্বারা প্রভাবিত' হয়ে এর অবতারণা করলেও করতে পারেন।

কৃষ্ণমিশ্রযতি ছিলেন আচার্য শঙ্কর অনুবর্তী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর ষষ্ঠ অঙ্কে বিভক্ত

'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্' বিখ্যাত রূপক নাটক (Allegorical Drama)। এই নাটকের সমস্ত চরিত্রই রূপক, নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ের (Abstract Object) ওপর ব্যক্তিত্ব (Personification) আরোপ করা হয়েছে। এই নাটকে আত্মা, মন, কামদেব, ক্রোধ, মহামোহ, বিবেক, বৈরাগ্য, লোভ, দম্ভ, সঙ্কল্প, প্রবোধচন্দ্র, রতি, মতি, তৃষ্ণা, হিংসা, শান্তি, করুণা, বিষ্ণুভক্তি, মৈত্রী, ক্ষমা প্রভৃতি নৈর্ব্যক্তিক গুণ ও দোষে ব্যক্তিত্ব আরোপিত করে চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে।[৮] মতিলাল ও গিরিশচন্দ্র—দু'জনেই সংস্কৃত জানতেন, কৃষ্ণমিশ্রযতির 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্' নাটকও তাঁদের অজ্ঞাত ছিল বলে মনে হয় না। সেজন্য তাঁদের রচনায় এর প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। তবু অনুমিত হয়, দু'জন লেখকের রচনাতেই 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্' নাটকের প্রভাবেই এই শ্রেণীর রূপক চরিত্র সৃষ্ট হয়েছে। উড়িষ্যাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের আদেশে কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্যবংশীয় চৈতন্যপার্ষদ শিবানন্দ সেনের তৃতীয় পুত্র কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন বা পুরীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় 'দশম অঙ্ক'-এ বিভক্ত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোয়ম্' নাটকটি রচনা করেন।[৯] এই নাটকে কলি, অধর্ম, বিরাগ, ভক্তি, মৈত্রী প্রভৃতি রূপক চরিত্রগুলি ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক ব্যক্তিসমূহের পাশাপাশি সৃষ্টি করে ও পারস্পরিক একসূত্রে গ্রথিত করে কবিকর্ণপূর একদা বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের জোয়ার ঘটিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান (Hindu Revivalism) ও নব্য-বৈষ্ণববাদের (Neo-Vaisnavism) প্রভাবের যুগে চৈতন্যবিষয়ক পালা ও নাটক রচনার দু'জন লেখকের ওপরেই এই নাটকের প্রভাব পড়েছে। মতিলাল 'বিজ্ঞাপন'-এ সেকথা স্বীকারও করেছেন। কিন্তু অমুদ্রিত মতিলালের 'নিমাইসন্ন্যাস' পালার প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'-য় রূপক চরিত্র পরিকল্পনা অথবা গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী 'চৈতন্যলীলা'-র প্রভাবে মতিলালের পূর্ববর্তী 'পালা'-য় রূপক চরিত্রের অবতারণা আদৌ সম্ভব নয়।

গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'-য় রূপক চরিত্র সৃষ্টিতে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্' নাটকের প্রভাব যেমন অপরিসীম, তেমনি নাটকীয় কাহিনীবিন্যাসে ব্যাসাবতার মহাকবি বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' ও কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নাটকটির তত্ত্বাংশে ও ইতস্তত বিক্ষিত কিছু কিছু সংলাপে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর প্রভাব

পড়লেও আখ্যানভাগের ওপর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত'-এর প্রভাবই বেশি দেখা যায়। তবে পার্থক্য এই, শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পরে প্রায় সমকালের প্রেক্ষাপটে রচিত বৃন্দাবন দাসের কাব্যে তাঁর চরিত্রের যে মানবিক দিকটি সুপরিস্ফুট ও সুপ্রতিষ্ঠিত, গিরিশচন্দ্রের নাটকে তা একান্ত দুর্লভ। মর্ত্যভূমিতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারের নাট্যসৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য যে স্বয়ং ভগবানরূপে উপস্থাপিত, তা আগেই আলোচিত হয়েছে।

ডঃ সুকুমার সেন গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার এই সময়কে 'তৃতীয় স্তর (১৮৮৪-৮৯)' ও নাটকগুলিকে 'অবতার মহাপুরুষ নাটক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।[১০] প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার দ্বিতীয় স্তরে 'রাবণবধ'-এ (৩০ জুলাই শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ, ১৬ শ্রাবণ ১২৮৮ সাল) যে 'পৌরাণিক নাটক'-এর যুগ সূচিত হয়েছিল, বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ 'শ্রীবৎস-চিন্তা' (৭ জুন শনিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ সাল) মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে মূলত সেই যুগের অবসান ঘটেছিল ; যদিও এখানকার 'প্রভাস যজ্ঞ' (৩০ মে শনিবার ১৮৮৫ খ্রিঃ [১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ সাল], 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এর 'জনা' (২৩ ডিসেম্বর শনিবার ১৯৯৩ খ্রিঃ, ৯ পৌষ ১৩০০ সাল), 'তপোবল' (১৮ নভেম্বর শনিবার ১৯১১ খ্রিঃ, ২ অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সাল) ও 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এর 'পাণ্ডব-গৌরব' (১৭ ফেব্রুআরি শনিবার ১৯০০ খ্রিঃ, ৬ ফাল্গুন ১৩০৬ সাল) এর ব্যতিক্রম। 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনীত 'চৈতন্যলীলা' (২ অগস্ট শনিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ, ১৯ শ্রাবণ ১২৯১ সাল) থেকে গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার তৃতীয় স্তরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ অবতারকল্প মহাপুরুষ ও ভক্তদের জীবনী অবলম্বনে যে 'ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক'-এর আবির্ভাব হয়েছে এবং 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ 'করমেতিবাঈ'-য়ের (১৮ মে শনিবার ১৮৯৫ খ্রিঃ, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সাল) অভিনয়ে যার সমাপ্তি ঘটেছে ; মূলত এই নাটকগুলিতে ভক্তিরসেরই প্রাবল্য দেখা যায়। চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক অবতারকল্প মহাপুরুষ অথবা বিল্বমঙ্গল, রূপ, সনাতন, নসীরাম, করমেতিবাঈ প্রভৃতি ভক্ত—যাঁকে নিয়েই নাটক লেখা হোক-না-কেন, ভক্তিরসে তা অভিষিক্ত হয়েছে। ভক্তিরসই এদের উৎস, ভক্তিরসই এদের স্পন্দন, ভক্তিরসই এদের আন্তরস্বরূপ। সেজন্য এই নাটকগুলিকে

'ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক' বলাই যুক্তিসিদ্ধ। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ একেই সংক্ষেপে 'ভক্তিমূলক নাটক' বলেছেন।[১১]

গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' নাটকে ভক্তিবাদ প্রচারের ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয্যে নবদ্বীপ বাসকালে নিমাইজীবনের ধারাবাহিকতার ক্রমরক্ষা তো করেনই নি, বরং চ বহুবার তা লঙ্ঘন করেছেন। গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতার পিণ্ডদান উপলক্ষে ঐ পাদপদ্মদর্শনে অনন্য প্রতিভাধর অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণসমর্পিত প্রাণ ভক্তোত্তম নিমাইতে উত্তরণ ঘটে। রূপান্তরিত নিমাইয়ের নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পরে অবধূত নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু নাট্যকার এই মিলনের বহুপূর্বে নিমাইয়ের বাল্যলীলায় বার বার অন্ন উচ্ছিষ্ট হওয়ার দৃশ্যে অতিথিকে দিয়ে 'নিতাই-গৌরে'-র স্তুতিমূলক নিম্নোক্ত গানটি গাইয়েছেন,—

> "জয় নিত্যানন্দ, গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভবতারণ।"
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

'স্টার থিয়েটার'-এর বিজয়-বৈজয়ন্তী 'চৈতন্যলীলা'-রও সুরকার ছিলেন সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী বা বেণী ওস্তাদ। এই নাটকের জনপ্রিয়তার মূলে একদিকে যেমন রয়েছে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, শচী প্রভৃতি ভূমিকায় যথাক্রমে বিনোদিনী, বনবিহারিণী (ভুনি), গঙ্গামণি প্রমুখ অভিনেতৃবর্গের মর্মস্পর্শী প্রাণঢালা অনবদ্য অভিনয় ; অন্যদিকে তেমনি ছিল বেণী ওস্তাদের অনন্যতুল্য সুর-সংযোজনার অপরিসীম সাঙ্গীতিক আবেদন ও নাট্যশালায় বৈষ্ণবী ঢংয়ে অনুপম নৃত্যকলা প্রদর্শন। সঙ্গীত ও নৃত্য—উভয় বিষয়ই বেণী ওস্তাদের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি রামাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন বলে রঙ্গমঞ্চে অভিনব বৈষ্ণবী নৃত্য প্রদর্শন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে উঠেছিল। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> ".....ইনি [বেণীমাধব অধিকারী] রামাৎ বৈষ্ণব ;....। বৈষ্ণবী ঢংয়ে নৃত্য ইঁহার দ্বারাই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীমতী বিনোদিনীর চৈতন্যের ভূমিকায় নৃত্য দর্শনে অনেক সাধু হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়াছিল।"[১২]

'চৈতন্যলীলা' নাটকের গানগুলি যেমন বিভিন্ন রাগ ও তালে সুগঠিত, তেমনি গানের সংখ্যাও খুব বেশি। সর্বসাকুল্যে একুশটি গান এর অন্তর্গত।

গানগুলির অভিনেয় চরিত্র রাগ ও তাল এবং প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী ও মুনিঋষিগণের গীত

দেশ-মিশ্র একতালা

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ-কাননচারী। [প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

দুই) ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী ও মুনিঋষিগণের গীত

দেশ-মিশ্র একতালা

কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ! [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

তিন) ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী ও মুনিঋষিগণের গীত

দেশ-মিশ্র যৎ

একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে। [ঐ]

চার) নিমাইয়ের গীত

বিভাস একতালা

কাঁহা মেরা বৃন্দাবন. কাঁহা যশোদামায়ী। [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

পাঁচ) নিমাইয়ের গীত

বিভাস কাওয়ালী

রাই কাল ভালবাসে না। [ঐ]

ছয়) অতিথির গীত

টোরী-ভৈরবী একতালা

জয় নিত্যানন্দ, গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভবতারণ। [ঐ]

সাত) নিমাই ও বালকগণের গীত

বিভাস-মিশ্র একতালা

আমরা রাখাল বালক,
মাঠে ধেনু চরাই। [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

আট) নিমাই ও বালকগণের গীত

মঙ্গল-মিশ্র একতালা

রাধা বই আর নাইক আমার,
রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী। [ঐ]

নয়) নিমাইয়ের গীত

করোঁয়া-মিশ্র একতালা

দে গো ভিক্ষা দে। [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

দশ) ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বেশে দেবদেবীগণের গীত
সুরট-মিশ্র একতালা
চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নববামনরূপধারী। [ঐ]

এগার) মুকুন্দের গীত
টোড়ী-ভৈরবী একতালা
আর ঘুমা'ও না মন। [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

বার) নিত্যানন্দের গীত
লুম-মিশ্র একতালা
হারে রে রে রে, ওঠ রে কানাই, [পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

তের) নিত্যানন্দের গীত
ভৈরবী-মিশ্র একতালা
আমি প্রেমের ভিখারী, [ঐ]

চোদ্দ) নিমাইয়ের গীত
সুরট-মিশ্র একতালা
কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই। [ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

পনের) সমবেত সঙ্গীত (সঙ্গে নিমাই, নিতাই)
সিন্ধুরা-খাম্বাজ ঢিমে-তেতালা
এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী। [ঐ]

যোল) সমবেত সঙ্গীত (সঙ্গে নিমাই, নিতাই)
খাম্বাজ-মিশ্র যৎ
বাঁকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথা লুকালে [চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

সতের) নিত্যানন্দের গীত
ভৈরোঁ-মিশ্র একতালা
কিশোরীর প্রেম নিবি আয়। [ঐ]

আঠার) নিত্যানন্দের গীত
ভৈরোঁ-মিশ্র. একতালা
প্রাণ ভ'রে আয় হরি ব'লি [ঐ]

উনিশ) নিত্যানন্দের গীত
মঙ্গল-মিশ্র একতালা
এমন সাধের হরিনাম—হরি বল না। [ঐ]

কুড়ি) সমবেত সঙ্গীত (সঙ্গে নিমাই নিতাই)

কাফি-বাঁরোয়া একতালা

অপার হরিনামের মহিমা। [ঐ]

একুশ) সমবেত সঙ্গীত (সঙ্গে নিমাই, নিতাই)

খাম্বাজ-মিশ্র একতালা

হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায়? [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

ওপরের একুশটি গানের চার, পাঁচ, নয় ও চোদ্দ সংখ্যক মোট চারটি গান নিমাইয়ের একক সঙ্গীত ; সাত ও আট গান দু'টি গীত হয়েছে বালকগণের সঙ্গে এবং পনের, ষোল, কুড়ি ও একুশ সংখ্যক গান চারটি পরিবেশিত হয়েছে সমবেত কণ্ঠে সকলের সাথে। নিত্যানন্দের এককভাবে গীত পাঁচটি গান হ'লো—বার, তের, সতের, আঠার ও ঊনিশ এবং সকলের সাথে সমবেত কণ্ঠে গীত হয়েছে চারটি গান—পনের, ষোল, কুড়ি ও একুশ। ছদ্মবেশী বিদ্যাধরী ও মুনিঋষিগণ করেছেন তিনটি গান—এক, দুই ও তিন ; ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীবেশে দেবদেবীগণ, অতিথি ও মুকুন্দের কণ্ঠে গীত হয়েছে যথাক্রমে দশ, ছয় ও এগার সংখ্যক একটি করে গান। এই নাটকের অধিকাংশ গানই সেকালে জনপ্রিয়তার তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করেছিল ; এদের মধ্যে 'কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদামায়ী।' 'রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।' 'হারে রে রে রে, ওঠ রে কানাই', 'আমি প্রেমের ভিখারী', 'বাঁকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথা লুকালে', 'কিশোরীর প্রেম নিবি আয়', 'প্রাণ ভ'রে আয় হরি বলি', 'এমন সাধের হরিনাম—হরি বল না', 'হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায়?' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিশিষ্ট সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "...রাগভিত্তিক ২০টি গানের ৭টি বিনোদিনী (চৈতন্য) এবং ৫টি বনবিহারিণী (নিতাই) গেয়ে প্রেক্ষাগৃহে ভক্তিভাবের রীতিমত উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন। বনবিহারিণীর 'হারে রে রে রে, ওঠ রে কানাই' গানখানি পথেঘাটে লোকমুখে শোনা যেত সে সময়ে।....., 'চৈতন্যলীলা'র সঙ্গীতের মধ্যে অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই কীর্তনাঙ্গ বিশেষ মর্মস্পর্শী।"[২৫]

'চৈতন্যলীলা' নাটকে সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চরিত্রানুগ সাবলীল অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয় অতুলনীয়। বস্তুত,

নিমাই চরিত্রে তাঁর তন্ময়ীভূত মর্ম্মস্পর্শী অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সেকালে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র সেদিনের কথা স্মরণ করে সুদীর্ঘ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর পরে লিখেছেন,—

"....যাঁহারা থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা'র নাম শুনিয়াছেন, তিনিই বিনোদিনীর নাম জানেন। 'চৈতন্যলীলা' যে কেবলমাত্র নাট্যামোদীরা জানেন, এরূপ নয় ; একটী বিশেষ কারণে 'চৈতন্যলীলা' অনেক সাধু-সন্তের নিকটও পরিচিত। পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রঙ্গালয়ের পতিতগণকে তাঁহার মুক্তিপ্রদ পদধূলি প্রদানার্থ 'চৈতন্যলীলা' দর্শনচ্ছলে পদার্পণে রঙ্গালয়কে পবিত্র করিয়াছিলেন। এই 'চৈতন্যলীলা'য় বিনোদিনী 'চৈতন্যের' ভূমিকা গ্রহণ করে।

* * * * * * * *

.... সকল ভূমিকাতেই বিনোদিনী সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিল, কিন্তু 'চৈতন্যলীলা'য় চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক করে। এই ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুক-চিত্ত-বিনোদন। প্রথমে বালগৌরাঙ্গ দেখিয়া ভাবুকের বাৎসল্যের উদয় হইত। চঞ্চলতায় ভগবানের বাল্যলীলার আভাস পাইতেন। উপনয়নের সময় রাধাপ্রেম-মাতোয়ারা বিভোর দণ্ড দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইত। গৌরাঙ্গমূর্ত্তির ব্যাখা 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ রাধা'—পুরুষ-প্রকৃতি এক অঙ্গে জড়িত। এই পুরুষ-প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন "কৃষ্ণ কই— কৃষ্ণ কই?" বলিয়া সংজ্ঞাহীন হইত, তখন বিরহবিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তমভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পরিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। এই অভিনয় পরমহংসদেব দেখিতে যান। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন। পরমহংসদেব স্বয়ং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন ; পদধূলি-লাভে কেহই বঞ্চিত হইল না। সকলেই পতিত, কিন্তু পতিতপাবন যে পতিতকে কৃপা করেন, একথা সে পতিতমণ্ডলীর বিশ্বাস জন্মিল। তাহাদের মনে তর্ক উঠে নাই, সেইজন্য তাহাদের পতিত জন্ম ধন্য। বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব কর-কমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন,— 'চৈতন্য হোক।' অনেক পর্ব্বত গহ্বরবাসী এ আশীর্ব্বাদের প্রার্থী। যে সাধনায় বিনোদিনীর

ভাগ্য এরূপ প্রসন্ন হইল, সেই সাধনাই— অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইলে— অভিনেতাকে অবলম্বন করিতে হয়। বিনোদিনীর সাধন— যথাজ্ঞান কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। যে ব্যক্তি যে অবস্থাতেই হোক, এই ছবি ধ্যান করিবে, সেই ব্যক্তি এই ধ্যান-প্রভাবে ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। অষ্টপ্রহর গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিয়াছিল।"[১৪]

'স্টার থিয়েটার' তথা বাংলা নাট্যশালা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নেবার সুদীর্ঘকাল পরে বিনোদিনী তাঁর প্রথম আত্মজীবনী 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা' রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি অতীতের সেই 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন মনীষীর কৃপালাভ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদের সুমধুর স্মৃতি স্মরণ করে লিখেছেন,—

"......এইবার "চৈতন্যলীলা" নাটক লিখিত হইল এবং ইহার শিক্ষাকার্য্যও আরম্ভ হইল। এই "চৈতন্যলীলা"র রিহার্সালের সময় "অমৃতবাজার পত্রিকার" এডিটার বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশির বাবু মহাশয় মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার ন্যায় হীনার দ্বারা সেই দেব-চরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচি সংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেন, এবং বার বার বলিতেন যে, "আমি যেন সতত গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন, পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।" তাঁর কথামত আমিও সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম। আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইত যে কেমন করিয়া এ অকূল পাথারে কূল পাইব। মনে মনে সদাই ডাকিতাম "হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন।" যেদিন প্রথম চৈতন্যলীলা অভিনয় করি তাহার আগের রাত্রে প্রায় সারা রাত্রি নিদ্রা যাই নাই, প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উদ্বেগ হইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইলাম,— পরে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিয়া তাঁহার চরণে ভিক্ষা করিলাম যে "মহাপ্রভু যেন আমায় এই মহাসঙ্কটে কূল দেন। আমি যেন তাঁর কৃপালাভ করিতে পারি।" কিন্তু সারা দিন ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া রহিলাম। পরে জানিলাম, আমি যে তাঁর অভয় পদে স্মরণ লইয়াছিলাম তাহা বোধ হয় ব্যর্থ হয় নাই। কেননা তাঁর যে দয়ার পাত্রী হইয়াছিলাম তাহা বহুসংখ্যক সুধীবৃন্দের মুখেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমিও মনে মনে বুঝিতে পারিলাম

যে ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন। কেননা সেই বাল্যলীলার সময় "রাধা বই আর নাহিক আমার, রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।" বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম "কি দেখ মালিনী?" সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম ; আমার মনে হইত "ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ" উনিই তো বলিতেছেন, আমি সব মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহার কথা প্রতিধ্বনি করিতেছি! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত, চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। আমি যখন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিয়া বলিতাম "প্রভু কেবা কার! সকলই সেই কৃষ্ণ" তখন সত্যই মনে হইত যে "কেবা কার!" পরে যখনই উৎসাহ উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম যে,—

"গয়াধামে হেরিলায় বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদ পঙ্কজে করিতেছে মধুপান,
কত শত কোটী আশরীরী প্রাণী!"

তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে! আমি তো কেহই নহি! আমাতে আমি জ্ঞানই থাকিত না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচীদেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম যে,

"কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ মা জননী,
কেঁদনা নিমাই ব'লে,
কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে নিমাই ব'লে,
নিমাই হারাবে কৃষ্ণে নাহি পাবে।"

তখন স্ত্রীলোক দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন যে আমার বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিত। আবার আমার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্ম্ম-বিদারণ শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা, দর্শকবৃন্দের ব্যাগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্ত্তন কালে "হরি,

মন মজায়ে লুকালে কোথায়? আমি ভবে একা দাও হে দেখা প্রাণসখা রাখ পায়।।" এই গানটী গাহিবার সময়ের মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত যে আমি তো ভবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরি পাদপদ্মে আপনার আশ্রয় স্থান খুঁজিত! উন্মত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতাম। এক একদিন এমন হইত যে অভিনয়ের গুরুভার বহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতাম।

একদিন অভিনয় করিতে করিতে মধ্যস্থানেই অচৈতন্য হইয়া পড়ি. সেদিন অতিশয় লোকারণ্য হইয়াছিল। "চৈতন্যলীলার" অভিনয়ে প্রায় অধিক লোক হইত। ..... মাননীয় ফাদার লাফোঁ সাহেব সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ড্রপসিনের পরেই ষ্টেজের ভিতর গিয়াছিলেন ;আমার ঐ রকম অবস্থা শুনিয়া গিরিশ বাবু মহাশয়কে বলেন যে "চল আমি একবার দেখিব।" গিরিশ বাবু তাঁহাকে আমার গ্রিণরুমে লইয়া যাইলেন ; পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিতে পাইলাম একজন মস্ত দাঁড়িওয়ালা সাহেব ঢিলা ইজের জামা পরা আমার মাথার উপর হইতে পা পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করিতেছেন। আমি উঠিয়া বসিতে গিরিশ বাবু বলিলেন, "ইঁহাকে নমস্কার কর। ইনি মহামহিমান্বিত পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ।" আমি তাঁর নাম শুনিতাম, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই! আমি হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমার মাথায় খানিক হাত দিয়া এক গ্লাস জল খাইতে বলিলেন! আমি এক গ্লাস জল পান করিয়া বেশ সুস্থ হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইলাম। ...... এই চৈতন্যলীলা অভিনয় জন্য আমি যে কত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। পরম পূজনীয় নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রেমিক পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন মহাশয় ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার পবিত্র পদধূলিতে আমার মস্তক পূর্ণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি মহাপ্রভুর দয়ায় কত ভক্তি-ভাজন সুধীগণের কৃপার পাত্রী হইয়াছিলাম। এই চৈতন্যলীলার অভিনয়ে— শুধু চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নহে আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলার অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন পরমহংস দেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অভিনয় কার্য্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন

অপিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন ; "হরি গুরু, গুরু হরি", বল মা "হরি গুরু, গুরু হরি", তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, "মা তোমার চৈতন্য হউক।" তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্ত্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় দৃষ্টি! পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয় দিয়াছিলেন। ....

...... জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেননা আমি জানি যে "পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ঁরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব" আমায় কৃপা করিয়াছিলেন! তাঁর সেই পীযুষ পূরিত আশাময়ী বাণী— "হরি গুরু, গুরু হরি" আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়-ভারে অবনত হইয়া পড়ি ; তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্ন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া বলেন যে, "বল— হরি গুরু, গুরু হরি।" এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন, মনে নাই। তবে "বক্সে" যেন তাঁর সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্ত্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।"[১৫]

রসরাজ অমৃতলাল বসু নাট্যসাহিত্যক্ষেত্রে স্বাভাবসুলভ চটুল ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ন শায়কে অসঙ্গতিকে বার বার আঘাত হেনে বিপর্যস্ত করেছেন। 'চৈতন্যলীলা'-র অভিনয় সংক্রান্ত উক্তিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। সেযুগে এর অভিনয় বাঙালীর সমাজজীবনে যে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—

"...... বখাটে নট ও অখাঁটি নটীবৃন্দ দ্বারা দেশে ধর্ম্ম প্রচার হইল! ছিঃ ছিঃ! এ কথা মনে আসিলেও, স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহা পাপ আছে! কিন্তু কে জানে কেমন, তারিখে একটু গোলমাল করে, মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে "জঘন্য" বেদীতে শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিয়াই ধর্ম্মবিপ্লবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ কম্পিত হইলেন, আর ধর্ম্মপ্রাণ নিদ্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়া ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্ববিমোহন প্রেম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন ; নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্যচরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল, বিলাত-প্রত্যাগত

বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া স্বগর্ব্বে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল!!!

সেই প্রথম যখন দীনা অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে শ্রীচৈতন্যের বেশে নদীয়ার ঈশ্বরাবতারের লীলা অভিনয় করিয়াছে, তখন আমাদিগের হীন রঙ্গালয়কে বৈকুণ্ঠে উন্নত করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রকটিত ঈশ্বরের অন্য অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই অভিনয় বসিয়া দেখিয়াছিলেন ;আমরা ধন্য হইয়াছি, দর্শক ধন্য হইয়াছেন, বসুমতী ধন্য হইয়াছেন!!!"[১৬]

১। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৭২-১৯১২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৯।

২। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, গিরিশ যুগ, অষ্টম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮।

৩। বিজ্ঞাপন, পৃষ্ঠা ঃ /.- ./.।

৪। ঐ , পৃষ্ঠা ঃ /.।

৫। 'বঙ্গভাযার লেখক', 'মতিলাল রায়', প্রথম প্রকাশ ঃ ভাদ্র ১৩১১ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯৬।

৬। বিজ্ঞাপন, পৃষ্ঠা ঃ ./.।

৭। 'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা', পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ১ অক্টোবর ১৯৭২, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৬।

৮। 'A History of Sanskrit Literature', Classical Period, Vol-I, General Editor : H. N. Dasgupta, Book II, Chapter VII, Second Edition : 1975, C. U., Pages : 481-83.

৯। Do , Page : 485.

১০। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৯।

১১। "........ কারণ এই সব নাটকের অধিকাংশ মূল চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক পুরুষ, তবে ভক্তিরসই তাহাদের প্রাণ। সেইজন্য এই নাটকগুলিকে ভক্তিমূলক নাটক বলা সঙ্গত।" —'বাংলা নাটকের ইতিহাস', পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮।

১২। 'গিরিশচন্দ্র', একত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৭।

১৩। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৪ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৫।

১৪। 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', নবম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৩৭ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৩০১-০২ ও ৩০৪-০৫।

১৫। "স্টার থিয়েটার সম্বন্ধে নানা কথা', নব সংস্করণ ঃ সন্ ১৩২০ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮-৮৪।

১৬। 'পুরাতন ফাইলের একখানি পাতা', 'রূপ ও রঙ্গ', প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা, ১৮ আশ্বিন শনিবার ১৩৩১ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৩।

আট

প্রহ্লাদচরিত্র ও বিবাহ-বিভ্রাট

প্রহ্লাদচরিত্র

'স্টার থিয়েটার'-এ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের স্বল্পায়তন পৌরাণিক নাটক 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও রসরাজ অমৃতলালের চিরনতুন প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট' ২২ নভেম্বর শনিবার ও ২৩ নভেম্বর রবিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৮ ও ৯ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সালে পর পর দু'দিন প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অভিনয় দু'টির বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ

STAR THEATRE.
BEADON STREET.
SATURDAY, THE 22 ND NOVEMBER, AT 9 P.M.
TO-MORROW,
Sunday, 23rd November, at Candle-Light.
Baboo G. C. Ghosh's New Drama,
PRALHAD CHARITRA,
Followed by a new and Highly Humourous
Society-Play
BEBAHA BEVRAT.

G. C. GHOSH. Manager.
[The Indian Daily News, 22.11.1884, Page :1.]

'প্রহ্লাদচরিত্র' পৌরাণিক নাটকের উদ্বোধন রজনীতে অমৃতলাল মিত্র ও বিনোদিনী যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু অন্যান্য চরিত্রে সেদিন কারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা জানা যায় না।

'প্রহ্লাদচরিত্র' মাত্র দু'অঙ্কের ক্ষুদ্র পৌরাণিক নাটক। এর দৃশ্য সংখ্যা চোদ্দ—প্রথম অঙ্কে সপ্তম গর্ভাঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কে সপ্তম গর্ভাঙ্ক। মূলত দু'টি সংস্কৃত পুরাণ থেকে এই নাটকের কাহিনী চয়ন করা হয়েছে। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস বিরচিত দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত সংস্কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' মহাপুরাণের 'সপ্তমঃ স্কন্ধঃ' থেকে আহৃত। এই স্কন্ধের

'প্রথমঃ অধ্যায়ঃ' থেকে 'দশমঃ অধ্যায়ঃ' পর্যন্ত দশটি অধ্যায় জুড়ে ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত 'বিষ্ণুপুরাণম্' গ্রন্থের প্রভাবও এতে পড়েছে। 'ষষ্ঠাংশঃ' বিভক্ত 'বিষ্ণুপুরাণম্'-এর 'প্রথমাংশঃ' অন্তর্গত 'ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ' থেকে 'বিংশঃ অধ্যায়ঃ' পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে বালকভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনী বর্তমান। গিরিশচন্দ্রের আলোচ্য নাটকের কাহিনী-পরিকল্পনায় পুরাণ দু'টির প্রভাব অপরিসীম।

'স্টার থিয়েটার'-এ ইতিপূর্বে অভিনীত কীর্তনাঙ্গপ্রধান ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা'-র অভাবিত মঞ্চসাফল্য ও অসম্ভব জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে অদূরে দক্ষিণপূর্বদিকে ৯/৩ বিডন স্ট্রিটে অবস্থিত 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর কর্তৃপক্ষ কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়কে (২১ অক্টোবর ১৮৪৯ খ্রিঃ [কার্তিক ১২৫৬ সাল]— ১১ মার্চ ১৮৯৪ খ্রিঃ [২৮ ফাল্গুন রবিবার ১৩০০ সাল]) হরিভক্তি ও সঙ্গীতপ্রধান একটি নাটক রচনা করতে অনুরোধ করেন। দশ বছরের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠিত বিডন স্ট্রিটের দক্ষিণপূর্ব ও উত্তরপশ্চিমে প্রায় মুখোমুখি অবস্থিত প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ 'বেঙ্গল থিয়েটার' ও তৃতীয় স্থায়ী রঙ্গালয় 'স্টার থিয়েটার'-এর পারস্পরিক রেষারেষি ও প্রতিযোগিতা এর অন্যতম কারণ বলে অনুমিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে রাজকৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক 'প্রহ্লাদচরিত্র' 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ ১১ অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে [২৬ আশ্বিন শনিবার ১২৯১ সালে] প্রথম অভিনীত হয়। মঞ্চ-ঐতিহাসিক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই অভিনয়ের কোনও তারিখ উল্লেখ না করে লিখেছেন,—

"১৮৮৪

বেঙ্গল থিয়েটার

ডিসেম্বর ঃ— প্রহ্লাদচরিত্র (রাজকৃষ্ণ)"[১]

মঞ্চ-ঐতিহাসিক ও চলচ্চিত্র-সমালোচক কালীশ মুখোপাধ্যায় মনে হয় ডাঃ দাশগুপ্তেরই অনুসরণ করে লিখেছেন,—

> "১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে নূতন করে সাড়া জাগায়।"[২]

'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এর উদ্বোধন রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় রূপারোপ করেন ঃ—

হিরণ্যকশিপু- যোগীন্দ্র ঘটক, যণ্ড- কুঞ্জবিহারী বসু, অমার্ক- মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কয়াধূ- বড় রানী, প্রহ্লাদ- কুসুমকুমারী প্রভৃতি।

এই নাটক অসম্ভব মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল ও দর্শকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। এর অভিনয় বিশেষ করে গান অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। গানের জন্য এখানকার প্রহ্লাদ-ভূমিকাভিনেত্রী কুসুমকুমারী বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আলোচ্য নাটকটির জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর অবদান অনেকখানি। সেকালে প্রহ্লাদের অভিনয়ে ও গানে তিনি এতদূর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে পরবর্তীকালে তিনি 'কুসুমকুমারী'র বদলে 'প্রহ্লাদকুসী' নামেই সকলের কাছে সমধিক পরিচিতা ছিলেন। নাটকটির সাফল্যের কথা স্মরণ করে মঞ্চ-ঐতিহাসিক শঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন,—

> "...... রাজকৃষ্ণ রায়ের এই নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শকসংখ্যা হয়েছিল এবং বেঙ্গল থিয়েটার প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন করেছিল।"[৩]

'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের অসামান্য জনপ্রিয়তা যে পরেও বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি, তিন বছরেরও পরে সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধান' পত্রিকার নিম্নোক্ত মন্তব্যে তা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এতে লেখা হয়েছিল,—

> "বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—
>
> সংপ্রতি উক্ত রঙ্গালয়ে সমিতির কোন কর্ম্মচারী 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র অভিনয় দেখিতে যান। তাঁহার মতে প্রহ্লাদের অভিনয় বাস্তবিকই বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির 'বিজয়-নিশান'। ফলতঃ 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' আজি পর্য্যন্ত পুরাতন হইল না, ইহা কি বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অল্প গৌরবের কথা?"[৪]

এখানে 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের প্রথমাভিনয়ের ছ'বছর একুশ দিন পরে রাজকৃষ্ণ রায় রচিত প্রহ্লাদকে অবলম্বন করে আরও একটি নাটক, নাট্যকার প্রতিষ্ঠিত 'বীণা থিয়েটার'-এ (৩৮ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট) ১ নভেম্বর শনিবার ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ [১৬ কার্তিক ১২৯৭ সালে] প্রথম অভিনীত হয়। এর নাম 'প্রহ্লাদমহিমা বা প্রহ্লাদচরিত্র' দ্বিতীয় খণ্ড।

'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ 'প্রহ্লাদচরিত্র' উদ্বোধনের ছ'সপ্তাহ পরে 'স্টার থিয়েটার'-এ যখন গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদচরিত্র' ২২ নভেম্বর শনিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সালে প্রথম অভিনীত হয়, তখন দর্শকমণ্ডলীর ওপর 'বেঙ্গল'-এর অভিনয়ের প্রভাব অপরিসীম। এটা বুঝতে পেরেই বোধ

হয় বিচক্ষণ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকটির আঙ্গিকগত কিছু কিছু পরিবর্তন করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষরক্ষা করতে পারেন নি। সেকালে তাঁর 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এর অভিনয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "..... ভক্তিরসাত্মক 'চৈতন্যলীলা'র পর পাছে 'প্রহ্লাদচরিত্র' একই রূপ হইয়া যায়, এ নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র ইহাতে অধিক সঙ্কীর্ত্তনাদি না দিয়া ইহাকে অনেকটা পাশ্চাত্য-শিক্ষিত দর্শকগণের রুচি-উপযোগী করিয়া রচনা করেন। হিরণ্যকশিপুর চিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ে দেশ তখন হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছে ; গিরিশচন্দ্রের উচ্চ নাট্যকলা শিক্ষিত-সমাজে সমাদৃত হইলেও সাধারণ দর্শক তাহাতে তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনীত 'প্রহ্লাদচরিত্রে' প্রচুর সঙ্কীর্ত্তন, প্রহ্লাদের মুখে সহজ কথা ও ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতে বঙ্গের নর-নারী-সাধারণের সংস্কারগত ভক্তির উৎস মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবার যণ্ড ও অমার্কের নিম্নশ্রেণীর হাস্যরসের অবতারণায় এবং সাপুড়িয়া প্রভৃতির গীতে রঙ্গালয়ে হাসির তরঙ্গ ছুটিতে থাকিত। কুসুমকুমারী-নামে এক অভিনেত্রী 'বেঙ্গল থিয়েটারে' প্রহ্লাদের অভিনয় করিতেন, তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণের কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ করিত। সেই হইতে 'প্রহ্লাদ কুশী' নামে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিতা হইয়াছিলেন। শ্রীমতী বিনোদিনী প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী হইলেও সেরূপ গায়িকা ছিলেন না। যাহাই হউক 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয়ে 'বেঙ্গল থিয়েটার'ই সাধারণের অধিক প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। 'ষ্টার থিয়েটারে' 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র সুখ্যাতি কিন্তু অপরিসীম হইয়াছিল। এই চিরনূতন প্রহসনখানির পরিচয়প্রদান বাহুল্যমাত্র।"[৫]

গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকের আয়তন যেমন স্বল্প, গানের সংখ্যাও তেমনি অল্প— মাত্র ছ'টি। এই গানগুলিরও সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারী। 'স্টার থিয়েটার'-এ বোধ হয় 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও 'বিবাহ-বিভ্রাট'-ই তাঁর সর্বশেষ সুরারোপিত নাটক। কেন না, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় ১০ জানুআরি শনিবার [২৭ পৌষ ১২৯১ সাল] প্রথম অভিনীত পরবর্তী ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস'-এর সুরকার ও

সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবে তাঁর নাম কোথায়ও উল্লেখ করা হয় নি, পরন্তু 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' ও 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর প্রাক্তন সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যালকে 'নট'-এর ভূমিকায় গান করতে দেখা যায়। সে যাই হোক, পূর্বাভিনীত নাটক, গীতিনাট্য প্রভৃতির ন্যায় শেষ সুরারোপিত 'প্রহ্লাদচরিত্র' নাটকেও বেণীমাধবের প্রতিভা দীপ্যমান। 'সাহিত্য-সংসদ' মুদ্রিত 'গিরিশ-রচনাবলী'-তে এই নাটকের কোনও গানেই রাগরাগিণী ও তাল-লয়ের উল্লেখ নেই। কিন্তু 'গিরিশ-ভবন' থেকে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'-র 'চতুর্থ ভাগ'-এ ধৃত এ নাটকের শেষ গানে রাগ ও তালের উল্লেখ রয়েছে। নৃসিংহ মূর্তির আবির্ভাবের পরে গীত এই গানটি সমবেত সঙ্গীত। মনে হয়, এর শেষ গানের মত সমস্ত গানই বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ও তাল-লয় সমন্বিত ছিল, কিন্তু গ্রন্থাকারে মুদ্রণের সময় যে বিষয়ে সতর্কতা না নেওয়ায় বাদ গিয়েছে। গানগুলির বাণী এত অপরূপ ও মনোমুগ্ধকর যে অনায়াসে তা চিত্তকে আকৃষ্ট করে। এর গানগুলির অভিনেয় চরিত্র ও প্রথম পঙ্ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) প্রহ্লাদের গীত

দিয়ে করতালি, এস হরি বলি, [প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

দুই) বালকগণের গীত

আমার বংশীবদন শ্যাম, [ঐ]

তিন) প্রহ্লাদ ও বালকগণের গীত

শ্যামসুন্দর নাচে বনমালা দোলে। [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

চার) গোলোক-সখাগণের গীত

আয় আয় আয়, গুটি গুটি চলি, [পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

পাঁচ) রাসমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সখীগণের গীত

হৃদয়ে বহে প্রেমের তুফান, [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

ছয়) নৃসিংহ মূর্তির আবির্ভাবে সমবেত সঙ্গীত

খাম্বাজ একতালা

দৈত্য-দম্ভ-ভঙ্গ, নরসিংহ ভীমরঙ্গ, [সপ্তম গর্ভাঙ্ক]

'প্রহ্লাদচরিত্র'-এর ছ'টি গানের মধ্যে 'আমার বংশীবদন শ্যাম', 'শ্যামসুন্দর নাচে বনমালা দোলে', 'হৃদয়ে বহে প্রেমের তুফান' প্রভৃতি গানগুলি সেকালে জনপ্রিয়তা অর্জন

বিবাহ-বিভ্রাট

রসরাজ অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনের প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেন ঃ—

মিস্টার সিং- অমৃতলাল বসু, গোপীনাথ সরকার- নীলমাধব চক্রবর্তী, নন্দলাল সরকার- অঘোরনাথ পাঠক, বেয়ারা- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিলাসিনী কারফরমা- বিনোদিনী, ঝি- ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি।

আলোচ্য প্রহসনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা— বিশেষ করে পাত্রীর পিতা মন্মথনাথ মিত্র, তার ভায়রাভাই ভোলানাথ দে, ঘটক, বিলাসিনীর স্বামী গৌরীকান্ত কারফরমা ও গোপীনাথের গিন্নী প্রভৃতি চরিত্রে কারা অভিনয় করেছেন, তা এখন আর জানার কোনও উপায় নেই। কোনও মঞ্চ-ঐতিহাসিকই ওপরের চরিত্রগুলির অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উল্লেখ করতে পারেন নি। এই প্রহসনের প্রথমদিকের মুদ্রিত কোনও সংস্করণ দেখতে না পাওয়ায়, তাতে ভূমিকালিপি কি ছিল কিংবা আদৌ ভূমিকালিপি সংযোজিত ছিল কি না বলাও আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নায়ক নন্দলালের ভূমিকায় অঘোরনাথ পাঠক দু'একটি রজনী অভিনয় করার পরে সুদর্শন নট ও দরাজ কণ্ঠস্বরের অধিকারী প্রবোধচন্দ্র ঘোষ এই চরিত্রে অবতীর্ণ হন।[৬]

সমকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালীজীবনের প্রেক্ষাপটে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে অবলম্বন করে অমৃতলাল 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনটি রচনা করেন। তাঁর প্রহসন সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে রচিত এই গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রহসন। বাংলা নাট্যসাহিত্যিকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অগণিত দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ সমর্থন— দুই-ই এর ভাগ্যে জুটেছিল। বস্তুত, প্রহসন রচনাক্ষেত্রে অমৃতলালের অসাধারণ আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলে এর অবদান অনেকখানি।[৭]

পাত্রের পিতা গোপীনাথ সরকারের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মন্মথনাথ মিত্রকে নিঃস্ব ও কপর্দকশূন্য করে মাত্রাতিরিক্ত বরপণ আদায়ের বর্বরোচিত নৃশংসতা, পাত্রের মাতা গিন্নীর অপরিমিত লোভ ও অর্থগৃধ্নুতা, ইংরেজ অনুকরণপ্রিয় এল. এ. পাঠরত ইয়ংবেঙ্গল নন্দলালের বরপণের সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে বিবাহের রাতে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে বাসরঘর থেকে পালিয়ে বিলাতগমন, স্ত্রীস্বাধীনতার নামে ইংরেজি পড়া নারী বিলাসিনী

কারফরমার নজিরবিহীন অত্যুগ্র বেহায়াপনা, আলোকপ্রাপ্তা আধুনিকা স্ত্রীর স্বামী গৌরীকান্ত কারফরমার দাসসুলভ মানসিক প্রবৃত্তি, কলুটোলার মৃত তিতু সিঙ্গির জাতীয়তাবোধবর্জিত যুবকপুত্র মিস্টার সিং-এর আচার-ব্যবহারে চাল-চলনে ও পোষাক-পরিচ্ছদে সাহেব সাজার বীভৎস অনুকরণস্পৃহা, স্বার্থন্বেষী ঘটকের নির্লজ্জ মিথ্যাচার প্রভৃতিকে অমৃতলাল 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনে নির্মম ও সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। আলোচ্য প্রহসনের কোনও চরিত্রই সেকালের বাঙালী সমাজজীবনের পটভূমিকায় অবাস্তব ও অসঙ্গত মনে হয় না। কিন্তু ঝি, কাহিনীর অগ্রগতিতে যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, অনেকসময়েই সে বাস্তবতা ও সঙ্গতিবোধের সীমারেখা লঙ্ঘন করে যখন-তখন যত্র-তত্র উপস্থিত হয়েছে। সে যেন প্রহসনকারের প্রতিভূ হয়ে সমাজজীবনের সর্বপ্রকার নিন্দার্হ ও জঘন্য বিকৃতিকে অন্তরের অপরিসীম ঘৃণা ও অজস্র ধিক্কার জানিয়ে গোপীনাথ, নন্দলাল, মিস্টার সিং, বিলাসিনী, ঘটক প্রভৃতির অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত করেছে।[৮]

এই প্রহসনের নায়ক নন্দলাল হলেও এর প্রধানচরিত্র তার পিতা গোপীনাথ। পাত্রের পিতা গোপীনাথ ও পাত্রীর পিতা মন্মথনাথ— দু'জনেই টাইপ চরিত্র। প্রথমজন অন্তঃকরণশূন্য স্বার্থপর ও বিবেচনাহীন অর্থলোভী, অপরজন কন্যাবিবাহে দায়বদ্ধ নিষ্করুণ সমাজজীবনের যূপকাষ্ঠে প্রদত্ত বলি। ঘটক চরিত্রটিও বৃত্তিকেন্দ্রিক বিশেষ ধরণের টাইপ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। নন্দলাল চরিত্রের পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তার বিকৃতিতে রক্ষণশীল সমাজের প্রতি তার পরিহাস প্রবণতা আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছে। বিলাসিনী কারফরমা শিক্ষিতা নারীর মর্মান্তিক শোচনীয় পরিণতি। নাটকীয় ঘটনা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ করে নন্দলালের বিলাতগমনে তার প্রভাব অনস্বীকার্য। মাত্রাতিরিক্ত স্ত্রী-অনুগত্য গৌরীকান্ত কারফরমাকে সিরিও-কমিক (Cerio-Comic) চরিত্র করে তুলেছে। সাহেবিয়ানার নকল পাদরর্শিতায় মিস্টার সিং সেকালের ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনের সংলাপ অমৃতলালের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। অধিকাংশ ব্যক্তির সংলাপই বাস্তব ও চরিত্রানুগ। এর দ্বারা একদিকে যেমন চরিত্রগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে পাঠক ও দর্শকসমাজের কাছে পরিস্ফুট হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কাহিনীর পরিবেশ তৈরি ও নাটকীয় গতিসৃষ্টির সহায়ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই প্রহসনের অন্যতম চরিত্র

ঝি-র সংলাপ এর ব্যতিক্রম। এই সংলাপ আদৌ স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ তো হয়ই নি, পরন্তু তার পরিপন্থী বললেও অযৌক্তিক হবে না। নাট্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন,—

> "....... ঝি লেখকের মন্তব্য এবং দর্শকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ভাষা জোগাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আচরণ সংস্থান এবং অসঙ্গত কথাবার্তা সর্বত্র স্বাভাবিক হয় নাই।"[৯]

'বিবাহ-বিভ্রাট' দুই অঙ্কের প্রসহন। এর দৃশ্য সংখ্যা আট—প্রথম অঙ্কে চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কে চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। এই প্রহসনটির অভিনয়ে সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও মিস্টার সিং, বিলাসিনী কারফরমা ও ঝি-এর ভূমিকায় যথাক্রমে অমৃতলাল, বিনোদিনী ও ক্ষেত্রমণির অভিনয়ই সর্বাপেক্ষা উচ্চপ্রশংসিত।

অমৃতলাল বিদগ্ধ হাস্যরসিক। সামাজিক অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক শ্লেষপূর্ণ সংলাপ রচনাক্ষেত্রে যেমন তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত, তেমনি তাঁর বাক্‌চাতুর্যের অপূর্ব কৌশলে উইট্ ও হিউমারের (Wit and Humour) যথাযথ উপস্থাপনাতে তা সর্বত্র হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল। ইংরেজিনবিস বিলাতপ্রত্যাগত ডাক্তার মিস্টার সিং-এর ভূমিকায় অমৃতলালের অভিনয়নৈপুণ্যে অভিনেতা ও অভিনেয় চরিত্রের ব্যবধান অপসৃত হয়েছিল। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন,—

> "..... বিবাহ-বিভ্রাটের মিঃ সিং হ'ল বিলাতফেরত ডাক্তার। চরিত্রটি ইংরেজি বাক্যের প্রচুর ব্যবহার করেছে এবং ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে দক্ষ অমৃতলাল সেজন্য এই চরিত্রের পার্ট চোস্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণ ক'রে চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন। এই ধরণের চরিত্রে অভিনেতা চরিত্রের সঙ্গে যত বেশি একাত্ম হন, তাঁর প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গের তীব্রতা তত বেশি প্রখর হয়ে ওঠে। অমৃতলালের চরিত্রের সঙ্গে একাত্মীভূত অভিনয়ের ফলেই তাঁর ঈপ্সিত ব্যঙ্গে খোঁচা মর্মভেদী হয়েছিল।"[১০]

বিনোদিনীর বিলাসিনী কারফরমা অভিনয়ও একটি স্মরণীয় মঞ্চাবতরণ। গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা' এবং 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস'-এর মধ্যবর্তী সময়ে 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের প্রস্তুতি ও অভিনেয়

চরিত্রচিত্রণে বিনোদিনী তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

"...... এই সময় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন "বিবাহ বিভ্রাট" প্রস্তুত হয়। ইহাতে আমি "বিলাসিনী কারফরমার" অংশ অভিনয় করি! কি রকম বৈষম্য! কোথায় জগৎপূজ্য দেবতা মহাপ্রভু চৈতন্য চরিত্র; আর কোথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা হিন্দু-সমাজ বিরোধী সভ্যা স্ত্রী বিলাসিনী কারফরমা চরিত্র। আমি তো ছয় সাত মাস ধরিয়া এক সঙ্গে "চৈতন্য" ও "বিলাসিনীর" অংশ অভিনয় করিতে সাহস করি নাই। যদিও পরে অভিনয় করিতে হইয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে তবে সাহস হইয়াছিল।"[১১]

বিনোদিনীর আত্মজীবনী স্মৃতিনির্ভর রচনা। সেজন্য মাসের উল্লেখে তাঁর কিছুটা ভুল হয়েছে। 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনের উদ্বোধন রজনীর 'ছয় সাত মাস' পরে নয়, দশ মাস পনের দিন পরে 'চৈতন্যলীলা'-র সঙ্গে একই অভিনয় রজনীতে প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল ৭ অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [২২ আশ্বিন বুধবার ১২৯২ সালে]। এদিন রাতে চৈতন্যলীলা'-র পরে 'বিবাহ-বিভ্রাট' অভিনীত হয়। বিলাসিনী কারফরমা যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির চরিত্র, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই।

ঐ যুগ্ম অভিনয় রজনীতে 'Reis & Rayyet' '(রেইজ অ্যাণ্ড রাইয়তস্) সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'নিমাই' ও 'বিলাসিনী কারফরমা' চরিত্রে বিনোদিনীর বিপরীত ধর্মী যুগল অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ১০ অক্টোবর শনিবার [২৫ অশ্বিন] লিখেছেন,—

"......But last not least shall we say of Benodini? She is not only the Moon of the Star Company, but absolutely at the head of her profession in India. She must be a women of considerable culture to be able to show such unaffected sympathy with so many and various characters and such capacity of reproducing them. She is certainly a Lady of much refinement of feeling as she shows herself to be one of inimitable grace. On Wednesday she palyed two very distinct of widely divergent roles, and did perfect justice to both. Her Mrs. Bilasini Karforma, the

girl graduate, exhibited so say an iron grip of the queen phenomenon, the Girl of the Period as she appears is Bengal Society. Her Chaitanya showed a wonderful mastery of the suitable forces dominating one of the greatest religious Characters who was taken to be the Lord himself and is to this day worshipped as such by millions. For a young Miss to enter into such a being so as to give it perfect expression, is a miracle. All we can say is that genious like faith can remove mountains."

[Reis & Rayyet, 10.10.1885, Page : 488.]

বিনোদিনী চৈতন্যাভিনয়ে যেমন সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রবল ভক্তিভাবের বন্যায় প্লাবিত করে বাঙালীজাতিকে মাতিয়ে তুলেছেন, বিলাসিনীর ভূমিকাতেও অনুরূপ কৃতিত্ব ও অসামান্যা অভিনয়প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজিশিক্ষিতা বঙ্গললনার পুরুষোচিত পোষাক-পরিচ্ছেদ ও চাল-চলন তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিল ও কৌতুকহাস্যরসসৃষ্টির প্রভূত সহায়ক হয়েছিল।[১২]

'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনে ঝি-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে গোপীনাথ, নন্দলাল, মিস্টার সিং, বিলাসিনী কারফরমা প্রভৃতির মুখোস খুলে দিয়ে তাদের সত্যকারের রূপ প্রকাশ করে নাটকীয় কাহিনীর গতিবেগ ত্বরান্বিত করেছে। এই চরিত্রাভিনয়ে অভিনেত্রীর অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগও ছিল খুব বেশি। প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি তার সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁর অসাধারণ অভিনয়ে চরিত্রটি পাদপ্রদীপের আলোয় জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই অভিনয় এতদূর প্রশংসিত হয়েছিল যে সেকালে অনেক প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীই ঝি-এর ভূমিকায় নামতে ইতস্তত করতেন।

বাঙালীর সমাজজীবনের একটি নিখুঁত আলেখ্য দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বাসরঘরের চিত্রে ফুটে উঠেছে। বিবাহোত্তর বর ও কনের রাত্রিবাসের স্থান মহিলাপ্রধান বাসরঘর। এখানে বিভিন্ন বয়সের রমণী বর ও কনেকে ঘিরে আনন্দ-হুল্লোড় করতে করতে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে। এখানেও দেখা যায়, এল. এ. পাঠরত পাত্র নন্দলাল ও নাবালিকা পাত্রী কুমুদিনীকে ঘিরে সুরতকুমারী, নৃত্যকালী, মনোমোহিনী, বসন্তকুমারী, ঠানদিদি প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের বহু রমণীর ভীড়। তাদের সময়োচিত হাস্যালাপ ও

নানাপ্রকারের রঙ্গ-রসিকতা বেশ উপভোগ্য।[১৩] এই প্রহসনে মাত্র দু'টি গান রয়েছে আর তা এই বাসরঘরের দৃশ্যে সংযোজিত। প্রথম গানটি গেয়েছে নৃত্যকালী, তার গাওয়া "ও মা কেমন যোগী ছি ছি লাজে মরি" গানটি স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির বিশেষ অনুকূল। নন্দলালরূপী বিশিষ্ট গায়ক-অভিনেতা অঘোরনাথের কণ্ঠে দ্বিতীয় গান 'অন্তিমের সে দিনের কি উপায় হবে" পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বরপণের সমস্ত অর্থ হস্তগত করে অপ্রাপ্তবয়স্কা নববধূকে পরিত্যাগ করে পরবর্তী গর্ভাঙ্কে নন্দলালের বিলাতগমনে এই গানটি যেন দাম্পত্যজীবনের চলার পথে আয়রণি (Irony) রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

'বিবাহ-বিভ্রাট উদ্দেশ্যমূলক প্রহসন। সমকালীন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বরপণের নিন্দা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অপপ্রয়োগকে ধিক্কার এবং ইংরেজিনবিস অনুকরণসর্বস্ব যুবসম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ শায়কে বিদ্ধ করার অভীপ্সাতেই প্রহসনকার এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এর শেষদিকে পাত্রের পিতা হতাশাগ্রস্ত গোপীনাথের সংলাপে যে 'ভরতবাক্য' প্রযুক্ত হয়েছে, তাতেই তাঁর উদ্দেশ্যে ধরা পড়েছে। এই 'ভরতবাক্য'-টি নিম্নরূপ,—

> "গোপী। ...... ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ী আছে— সেও ভাল, কিন্তু কেউ যেন ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে— অতি ইতর! অতি চামার!! অতি কসায়ের কাজ।"[১৪]
>
> [দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

১। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', প্রকাশ ঃ ১৯৪৫, পঞ্চম অধ্যায় ঃ ১৮৮০-১৯০০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮।

২। 'বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস', পঞ্চম অধ্যায় ঃ বেঙ্গল থিয়েটার, প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ শে শ্রাবণ ১৩৮০, ১৫ ই আগষ্ট ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৯।

৩। 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৮৭২-১৯০০', প্রকাশকাল ঃ অগাস্ট ১৯৮২, পৃষ্ঠা ঃ ৫০।

৪। ১ম খণ্ড ঃ ৯ম সংখ্যা, ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৪ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৪১।

৫। 'গিরিশচন্দ্র', ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ২০৯।

৬। "..... অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকে সে-যুগের অন্যতম কৃতী নট অঘোর পাঠক নন্দর চরিত্রে দু-এক রাত্রি অভিনয় করার পর, প্রবোধচন্দ্রকেই নন্দর ভূমিকাটি দেওয়া হয়।"
—'বাংলার নট-নটী', দ্বিতীয় খণ্ড, দেবনারায়ণ গুপ্ত, 'সুদক্ষ নট প্রবোধচন্দ্র ঘোষ', প্রথম প্রকাশ ঃ ভাদ্র ১৩৯৭, অগস্ট ১৯৯০, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫।

৭। " 'বিবাহ-বিভ্রাট' অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম। বইটির অভিনয়ের পর হইতে কৌতুকনাট্যকাররূপে অতৃতলালের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।"
—"বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৭২-১৯১২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৬।

৮। "...... এই প্রহসনে ঝি লইয়াছে প্রধান ভূমিকা। ...... এখানে সে প্রহসনকারের মুখপাত্রী। সমাজ-অঙ্গের বীভৎস বিকৃতিতে নাট্যকারের ঘৃণা ও ধিক্কার যেন শতমুখী হইয়া এই কলকণ্ঠী ঝিয়ের মুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে গোপীনাথ, বিলাসিনী, সিং কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কয় নাই।"
—'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য', ডঃ অরুণকুমার মিত্র, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৭৬, জানুয়ারী ১৯৭০, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৩।

৯। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দ্বিতীয় অঙ্ক, গিরিশ যুগ ঃ অমৃতলাল বসু, অষ্টম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ঃ ২০৬।

১০। 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ৩(ঘ) 'ব্যঙ্গ-বিদগ্ধ অমৃতলাল', প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ৯৮।

১১। 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা', প্রথম খণ্ড, 'ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে নানা-কথা', নব সংস্করণ ঃ সন্ ১৩২০ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৮৫-৮৬।

১২। "..... 'বিবাহ-বিভ্রাটের নায়িকা বিলাসিনী কারফরমার ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং ঐ ভূমিকাতেই বিনোদিনীর কৌতুকরসাত্মক অভিনয়ের প্রশংসা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। পুরুষবেশে বিলাসিনীর চেহারাও হয়েছিল যথেষ্ট কৌতুকজনক।"
—'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ৩(ছ) 'নটীকুলরাণী বিনোদিনী', পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩।

১৩। "..... ইহার বাসরঘরের চিত্রটি বাস্তব বলিয়াই জীবন্ত।"
—'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, মধ্য যুগ, চতুর্থ অধ্যায় (১৮৭৫-১৯২৮) ঃ অমৃতলাল বসু, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ পৌষ ১৩৬৭ (১৯৬০), পৃষ্ঠা ঃ ৪৮৫।

নয়

চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক দ্বিতীয় চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস' প্রথম কবে 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনীত হয়েছিল আর কোনদিনই বা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে এর অভিনয় দেখেছেন, একশ দশ বছরের ওপর অধিকাংশ নাট্যপ্রেমিক ও মঞ্চ-ঐতিহাসিক নিজেদের অজ্ঞাতে সে সম্পর্কে যে ভুল তারিখ ও বারের রোমন্থন করে চলেছেন ; অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও কিন্তু আজও তার পরিসমাপ্তি ঘটে নি। শতাব্দির সিঁড়ি অতিক্রম করে একই ভুলের ধারা বা ট্র্যাডিশন (Tradition) মহাকালকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বুদ্ধিজীবী বিশিষ্ট সুধীজনের লেখনীর আচরে অপ্রতিহত দুর্বার গতিতে ভবিষ্যতের দিকে সমানে এগিয়ে চলেছে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে গিরিশচন্দ্রেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রকাশিত ছয় খণ্ডে বিভক্ত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' থেকেই এর সূত্রপাত। বিখ্যাত সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহার ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ সর্ব্বপ্রথম ৬ খণ্ডে 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি নাট্যগ্রন্থ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হইয়া এই গ্রন্থাবলীতেই প্রথম মুদ্রিত হয়। প্রথম অভিনয়ের তারিখ সহ সেগুলির নাম দিতেছি।—
>
> ১ম ভাগ (১ মে ১৮৯২) ঃ— 'ধ্রুব-চরিত্র' (২৭ শ্রাবণ ১২৯০), 'প্রভাস-যজ্ঞ' (২১ বৈশাখ ১২৯২), 'প্রহ্লাদচরিত্র' (৮ অগ্রহায়ণ ১২৯১), 'নিমাই সন্ন্যাস' (১৬ মাঘ ১২৯১)।"[১]

অতুলকৃষ্ণ প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' প্রথম ভাগ থেকে জানতে পারি, 'ধ্রুবচরিত্র', 'প্রভাসযজ্ঞ' ও 'প্রহ্লাদচরিত্র' পৌরাণিক নাটক তিনটির সঙ্গে ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'নিমাই সন্ন্যাস'ও ১ মে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে [২০ বৈশাখ রবিবার ১২৯৯ সালে] প্রথম মুদ্রিত হয়েছে এবং এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর বা উদ্বোধন রজনীর বাংলা তারিখ ও সাল ১৬ মাঘ ১২৯১ সাল। এই বাংলা তারিখ ও সালকে ইংরেজি তারিখ, বার

প্রভৃতিতে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়— ২৮ জানুআরি বুধবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ। যে সব তথ্য পেয়েছি, তাতে বাংলা বা ইংরেজি যে তারিখই ধরা হোক-না-কেন ; 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের প্রথম অভিনয় যে এদিন আদৌ অনুষ্ঠিত হয় নি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ আলোচনার আগে কেবলমাত্র পূর্বসূরীর অন্ধ অনুকরণের ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যেভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে, সেগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের পনের বছরের লিপিকার ও পার্শ্বসহচর।[২] কার্তিক ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ 'গিরিশচন্দ্র'-এ তিনি অতুলকৃষ্ণের 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'-র বাংলা তারিখের অনুসরণ করে লিখেছেন,—

> " 'প্রহ্লাদচরিত্রে'র পর 'নিমাই-সন্ন্যাস' ('চৈতন্যলীলা' দ্বিতীয় ভাগ) ষ্টার থিয়েটারে ১৬ ই মাঘ (১২৯১ সাল) প্রথম অভিনীত হয়।"[৩]

'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থের দে'জ সংস্করণের সম্পাদক স্বপন মজুমদার এই বাংলা তারিখেরই ইংরেজি তারিখ লিখেছেন,—

> "২৮ জানুআরি ১৮৮৫"[৪]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রয়াত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের পাদটীকায় প্রথম অভিনয়ের বাংলা তারিখের উল্লেখ করে লিখেছেন,—

> "১৬ মাঘ ১২৯১"[৫]

পেশাদার বঙ্গরঙ্গালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থে মঞ্চ ঐতিহাসিক শিশির বসু 'স্টার থিয়েটার' প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

> "১৮৮৫-র সুরু 'নিমাই-সন্ন্যাস' (২৮/১) দিয়ে। নাটকখানি গিরিশচন্দ্রের রচনা।"[৬]

তিনি অন্যত্র 'অভিনয়-তালিকা'-তেও উল্লেখ করেছেন,—

> "নিমাই সন্ন্যাস গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৮।১।১৮৮৫"[৭]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য

তাঁর সম্পাদিত 'গিরিশ-রচনাবলী'-র দু' জায়গায় 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের দু'টি প্রথম অভিনয়ের তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ রচনাবলীর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,—

"...... 'নিমাই সন্ন্যাস' অর্থাৎ 'চৈতন্যলীলা', দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।"[৮]

ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র তিনি এই নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর বাংলা ও ইংরেজি তারিখের উল্লেখ করে লিখেছেন,—

"নাম	প্রথম অভিনয়	স্থান	গ্রন্থপ্রকাশ
২৭। নিমাই সন্ন্যাস	১৬ মাঘ ১২৯১	ষ্টার	১ মে ১৮৯২
	২৮ জানুয়ারি ১৮৮৫	(বিডন ষ্ট্রীট)	গ্রন্থাবলী"[৯]

পরবর্তীকালে ছ'বছর পরে প্রকাশিত এর 'সংশোধিত তালিকা'-তেও তারিখ অপরিবর্তিত রয়েছে।[১০] একই গ্রন্থে প্রথম অভিনয়ের পৃথক্ দু'টি তারিখ উল্লেখ করে তিনি এখানে কি বলতে চেয়েছেন, তা সাধারণ বুদ্ধির অগোচরেই রয়ে গেল।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রীডার ডঃ পুলিন দাশ 'নাটক ও মঞ্চাভিনয় সংক্রান্ত পঞ্জী'-তে লিখেছেন,—

"নিমাই সন্ন্যাস ঐ [স্টার] ২৮.১.৮৫"[১১]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক গণেশ মুখোপাধ্যায়ের 'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও প্রফুল্ল' প্রবন্ধের শেষে 'রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল'-এ লেখা হয়েছে,—

২৭। নিমাই সন্ন্যাস ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৫ স্টার (বিডন স্ট্রিট) ১৮৯২"[১২]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর গ্রন্থাগারিক ডঃ অরুণা চট্টোপাধ্যায়ও 'তথ্যপঞ্জী সংকলন প্রসঙ্গে' লিখেছেন,—

"১৮৮৫-র ২৮ জানুয়ারি নিমাই সন্ন্যাস স্টার"[১৩]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ-অধ্যাপক প্রখ্যাত মঞ্চ-ঐতিহাসিক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অর্ধ শতকেরও অনেক আগে এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের অন্য একটি তারিখের উল্লেখ করে লিখেছেন,—

"১৮৮৫

ষ্টার থিয়েটার

১০ জানুয়ারী নিমাই সন্ন্যাস (গিরিশ)[১৪]

'রূপমঞ্চ'-সম্পাদক মঞ্চ-ঐতিহাসিক ও চলচ্চিত্র-সমালোচক কালীশ মুখোপাধ্যায় ইংরেজি ও বাংলা পরস্পরবিরোধী এমন দু'টি তারিখকে একীকরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যা বাস্তবে সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনে হয়, তিনি শ্রদ্ধাবশত একদিকে যেমন হেমেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংরেজি তারিখটি গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সুদীর্ঘকাল প্রচলিত শতাব্দিপ্রাচীন বাংলা তারিখটিকেও উপেক্ষা করে দূরে সরিয়ে দেন নি। তিনি লিখেছেন,—

> "১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী (১৬ই মাঘ, ১২৯১) গিরিশচন্দ্রের নিমাই সন্ন্যাসে বিনোদিনী নিমাই চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন।"[১৫]

এখানে উল্লেখ্য, বাংলা সাল ও তারিখের উদ্ভব থেকে পর পর তেরটি শতাব্দি বেশ কয়েক বছর আগে অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু অতীতে যেমন '১০ই জানুয়ারী' '১৬ই মাঘ' হয় নি আর ভবিষ্যতেও তেমনি কোনদিনই তা হওয়া সম্ভবপর নয়।

'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ'-এর গবেষক ডঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস'-এ প্রথম অভিনয়ের বা ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের এই নাটকের অভিনয় দেখার সঠিক তারিখ নিরূপণ করতে সমর্থ হন নি। এ ব্যাপারে তিনি যে দোলাচল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা কোনও প্রাবন্ধিক বা গবেষকের কাছে একান্ত অপ্রত্যাশিত। অভিনেয় তারিখ নির্ণয়ে অপারগ হয়ে তিনি প্রথমে শতাব্দিপ্রাচীন পুরোনো বক্তব্যের রোমন্থন করেছেন ও পরে অধুনা প্রয়াত শঙ্কর ভট্টাচার্যের এক চিঠির উল্লেখ করে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তিনি ওপরের গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকালে যা লিখেছিলেন, তের বছরেরও পরে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে কোনপ্রকার পরিবর্তন না করে এ সম্পর্কে তিনি হুবহু একই কথা মুদ্রিত করেছেন। দু'টি সংস্করণেই লেখা হয়েছে,—

> "......'নিমাই সন্ন্যাসে'র প্রথম অভিনয় ১৬ মাঘ ১২৯১ (সুরেন্দ্রনাথ

ঘোষ প্রকাশিত রচনাবলীতে ও অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে ১৬ মাঘ ১২৯১, ইং ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৫, প্রথম অভিনয়ের তারিখ হিসাবে উল্লেখিত। রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে গবেষণারত শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে এক পত্রে জানিয়েছেন, তারিখটি সঠিক নয়— 'নিমাই সন্ন্যাস', প্রথম অভিনীত হয় ১০ জানুয়ারি ১৮৮৫)।"[১৬ক.খ]

গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের ষোল বছরেরও পরে তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন থেকে ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন মাস অর্থাৎ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুআরি-মার্চ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর ধরে পিতার অধিকাংশ রচনাসম্ভারকে দশটি ভাগে বিভক্ত করে যে 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন, 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকটি তারই 'পঞ্চম ভাগ'-এর অন্তর্গত। আলোচ্য গ্রন্থাবলীর প্রকাশনার কাজে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নানাপ্রকারে তাঁকে শুধু সাহায্যই করেনি নি, গ্রন্থ-সম্পাদনার গুরুদায়িত্বভারও তিনি বরণ করে নিয়েছেন। প্রকাশক সুরেন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"...... পিতৃদেবের শেষ জীবনের নিত্য সহচর এবং আমার সোদরোপম 'গিরিশচন্দ্র'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী সম্পাদকের ভাব গ্রহণ করিয়া আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।"[১৭]

'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'-র পঞ্চম ভাগ-এ 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের প্রথম অভিনয়ের যে বাংলা তারিখ মুদ্রিত হয়েছে, তা পূর্বতন অতুলকৃষ্ণের 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'-র 'প্রথম ভাগ'-র অনুলিপির অনুলিপি মাত্র। সেজন্য অতুলকৃষ্ণ প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী'-র ও অবিনাশচন্দ্র রচিত 'গিরিশচন্দ্র' জীবনীর ভুল তারিখ স্বাভাবিকভাবেই সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী'-তে আসায় আগে এর উল্লেখ করা হয় নি। ডঃ চট্টোপাধ্যায় প্রথম অভিনয়ের তারিখ নির্ণয়ে গ্রন্থ দু'টির প্রাধান্য দেওয়াতেই এখানে সংক্ষেপে তাদের উল্লেখ করলাম।

'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ' রচনাকালে ডঃ চট্টোপাধ্যায় যদি তাঁর গবেষণা গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পূর্বসূরী ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ'-এর বক্তব্যকে অনুসরণ করে ও সমকালের মঞ্চ-ঐতিহাসিক শঙ্কর ভট্টাচার্যের সতর্কীকরণ চিঠিকে মর্যাদা দিয়ে সঠিক তথ্য

নির্ধারণে তৎপর হতেন, তবে তাঁর পক্ষে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা অসম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। এখানে আরও দু'টি গ্রন্থের উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রথম গ্রন্থটি অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজি ভাষায় রচিত কলকাতার থিয়েটারের ইতিহাস। তিনি লিখেছেন,—

> "......Stung by this failure (i.e. *Prahlad Charitra*) Girish Chandra attemped early next year, yet another play on the life of Chaitanya. This was *Nemai Sannyas*, brought before the footlights on 10 January 1885. ... But *Nemai Sannyas*, could never reach the popularity of Chaitanya Leela." [১৮]

দ্বিতীয় গ্রন্থ শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান ১৮৭২ —১৯০০'। ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁকেই 'রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে গবেষণারত' বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর বিজ্ঞাপন সেকালের ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'The Indian Daily News' (দি ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ) থেকে উদ্ধৃত করে মুদ্রণ করা হয়েছিল।[১৯] ওপরের গ্রন্থ দু'টিও ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের 'পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ' প্রকাশের ন' বছরেরও আগে মুদ্রাযন্ত্রের কবলমুক্ত হয়েছিল। গ্রন্থ দু'টিই তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে।

স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী চৈতন্যানন্দ সম্পাদিত 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' একটি উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় গ্রন্থ। বিভিন্ন বিদগ্ধ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনায় সুসমৃদ্ধ হয়ে 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে প্রকাশ ঘটেছে। 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের প্রথম অভিনয়ের ভুল তারিখের প্রভাব ঐ অনবদ্য গ্রন্থে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করায় ভুলের সূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়েই অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রাসঙ্গিক আলোচনা দীর্ঘতর হয়ে পড়েছে। অধ্যাপিকা রেণুকা চট্টোপাধ্যায় এতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবনপঞ্জী' রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

> "১৮৮৫-২৮ জানুআরি, স্টার থিয়েটারে 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক দর্শন। (সম্ভবতঃ) মত্ত গিরিশচন্দ্র কর্তৃক অপমানিত ও বিতাড়িত।
>
> পরদিবস গিরিশভবনে উপস্থিতি— গিরিশকে কৃপাপ্রদর্শন।"[২০]

এই অনবদ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (কার্তিক ১৩৯৪, October 1987)

যা বলা হয়েছে, বর্তমান ষষ্ঠ প্রকাশেও (আষাঢ় ১৪০৪, June 1997) লাইন তিনটি ও পৃষ্ঠা সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। ওপরের গ্রন্থে ধৃত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে ২৮ জানুআরি বুধবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, ১৬ মাঘ ১২৯১ সালে 'স্টার থিয়েটার'-এ 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক অভিনীত হয়েছে ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে তা দেখেছেন এবং মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় গিরিশচন্দ্র তাঁকে অপমান করে থিয়েটার থেকে বের করে দিয়েছেন। পরের দিন অর্থাৎ ২৯ জানুআরি বা ১৭ মাঘ বৃহস্পতিবার পতিতপাবন কৃপাসিন্ধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদের নিয়ে ১৩ বসু পাড়া লেনে তাঁর বাড়িতে এসেছেন ও কৃপাপ্রদর্শন করে তাঁকে ধন্য করেছেন। এখানে যে ঐতিহাসিক ঘটনা সূত্রাকারে বিবৃত হয়েছে, সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। যত মতানৈক্য ঐ '২৮ জানুআরি' বা '১৬ মাঘ' ভুল অভিনয় তারিখ নিয়ে। এ যে এক ভুলকে আবৃত করতে আরেক ভুল! আর সে ভুল সাধারণ ভুল নয়, উনিশ শতকের অন্তিম-পাদের ধর্মীয়জীবনের কর্ণধার স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সংশ্লিষ্ট!

আগেই বলেছি, 'স্টার থিয়েটার'-এ 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী বলে যে তারিখটি বিভিন্ন মঞ্চ-ঐতিহাসিক, নাট্যসমালোচক ও সুধীসমাজে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ; সেই ১৬ মাঘ ১২৯১ সাল বা ২৮ জানুআরি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখটিকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। এখন তার সঙ্গে যোগ করে বলছি, ঐ তারিখে 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর অভিনয় তো দূরের কথা, 'স্টার থিয়েটার'-এ সেদিন আদৌ কোনও নাটকই অভিনীত হয় নি। যেদিন থিয়েটারে কোনও নাটকেরই অভিনয় হ'লো না, গিরিশচন্দ্রের অনুজ অতুলকৃষ্ণ বেছে বেছে কেন যে ঐ অনভিনীত দিনটিকেই 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর প্রথম অভিনয় বলে 'গ্রন্থাবলী'-তে মুদ্রিত করলেন, তার কারণ আজও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ২৮ ফেব্রুআরি এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কলকাতা থেকে দূরে মফস্বলে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন বলেই রঙ্গালয়-কর্তৃপক্ষ ঐদিন সপ্তাহের মধ্যবর্তী নিয়মিত অভিনয় বন্ধ রাখেন। এর চার দিন আগে ২৪ জানুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [১২ মাঘ ১২৯১ সালে] ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা পূর্বাহ্ণেই দর্শকমণ্ডলীকে অবহিত করে দেওয়া

হয়েছিল। ঐ বিজ্ঞাপনে শুধুমাত্র পরের বুধবারই নয়, তার আগের রবিবার ২৫ জানুআরিতেও [১৩ মাঘেও] কোনও অভিনয়ই অনুষ্ঠিত হবে না বলে ঘোষণা করা হয়। পূর্বোক্ত বিজ্ঞাপন থেকে আরও জানতে পারি, ২৪ জানুআরিই ছিল 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস'-এর তৃতীয় অভিনয় রজনী। শঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে ২৫ ও ২৮ ফেব্রুআরি থিয়েটারের নিয়মিত অভিনয় বন্ধ ও মফস্বলে অভিনয় করতে যাওয়ায় উল্লেখ করেছেন,[২১] কিন্তু এর প্রমাণস্বরূপ কোনও বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করেন নি। ২৪ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

Sunday and Wednesday no Performance !
Company going to the Mafussil.

STAR THEATRE.
SATURDAY, THE 24 TH JANUARY, AT 9 P.M.
Third Grand Performance of

Chaitanya Lila
Part Second

SHANYASHA LILA.

New and Romantic Sceneries !

G. C. GHOSH, Manager.
[The Indian Daily News, 24.1.1885, Page :1.]

একই দিনে অন্যত্রও বিজ্ঞাপিত হয়েছে ঃ—

SUNDAY AND WEDNESDAY NO PERFORMANCE !
Company going to the Mafussil.

STAR THEATRE.
SATURDAY, THE 24 TH JANUARY, AT 9 P.M.
Third Grand Performance of

C H A I T A N Y A L I L A,
PART SECOND

S H A N Y A S H A L I L A.

NEW AND ROMANTIC SCENERIES !

G. C. GHOSH, Manager.
[The Statesman, 24.1.1885, Page :2.]

একই দিনে দু'টি পত্রিকায় একই বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হওয়ায় একদিকে যেমন আলোচ্য নাটকের তৃতীয় অভিনয় রজনীর সঠিক তারিখ অবগত হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি ২৫ ও ২৮ জানুআরি অভিনয় বন্ধ থাকার সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে পারা যায়। এখন প্রশ্ন, এই নাটকের উদ্বোধন কবে হয়েছিল ও এর দ্বিতীয় অভিনয় রজনীই বা কি? এ সম্বন্ধেও নির্ভুল তথ্য জানতে হলে দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তৃতীয় অভিনয় রজনীর ঠিক দু' সপ্তাহ আগে ১০ জানুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [২৭ পৌষ ১২৯১ সালে] 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস'-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এটাই এর প্রথম অভিনয় রজনী। এই বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ঃ—

GRAND CHAITANYA NIGHT !

STAR THEATRE.

SATURDAY, THE 10TH JANUARY, AT 9 P.M.

The Long – Longed – for – Part Second

CHAITANYA LILA

Ratha Jatra

New and Romantic Secneries.

Next day, Sunday, at Candle-Light.

NALA-DAMAYANTI

AND

BIBAHA-BIBHRAT.

G. C. GHOSH. Manager.

[The Indian Daily News, 10.1.1885, Page :1.]

অন্য পত্রিকাতেও এদিন একই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে ঃ—

GRAND CHAITANYA NIGHT !

STAR THEATRE.

SATURDAY, THE 10TH JANUARY, AT 9 P.M.

The Long – Longed – for – Part Second

C H A I T A N Y A L I L A

Ratha Jatra
New and Romantic Secneries.
NEXT DAY, SUNDAY, AT CANDLE-LIGHT,
NALA-DAMAYANTI
AND
BIBAHA-BIBHRAT.

G. C. GHOSH, Manager.
[The Statesman, 10.1.1885, Page :2.]

প্রথম রজনীর এক সপ্তাহ পরে ও তৃতীয় রজনীর এক সপ্তাহ আগে ১৭ জানুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ [৫ মাঘ ১২৯১ সাল] এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় রজনী। এদিনের বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

STAR THEATRE.
SATURDAY, THE 17TH JANUARY, AT 9 P.M.
Second Grand Performance of Babbo
Grish Chunder Ghosh's New Drama,
Chaitanya Lila
PART SECOND SANYAS LILA, OR,
Ratha Jatra,
New and Romantic Secneries !
Next day, Sunday, at Candle-Light,
Daksha Yagna and Bibaha-Bibhrat.

G. C. GHOSH, Manager.
[The Indian Daily News, 17.1.1885, Page :1.]

একই দিনে অন্যত্রও বিজ্ঞাপনে ধৃত হয়েছে ঃ—

STAR THEATRE.
SATURDAY, THE 17TH JANUARY, AT 9 P.M.
Second Grand Performance of
Babbo Girish Chunder Ghosh's New Drama,
CHAITANYA LILA,
PART SECOND
SANYAS LILA, OR, RATHA JATRA.
New and Romantic Secneries !

Next day, Sunday, at Candle-Light,

Daksha Yagna and Bibaha-Bibhrat.

G. C. GHOSH, Manager.

[The Statesman, 17.1.1885, Page :2.]

ওপরের দৈনিক পত্রিকা দু'টির বিজ্ঞাপনগুলি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় রজনী প্রতি শনিবার যথাক্রমে ১০, ১৭ ও ২৪ জানুআরি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ। আলোচ্য নাটকের উদ্বোধন রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন,—

নিমাই (চৈতন্য)- বিনোদিনী, নিতাই- বনবিহারিণী (ভুনি), কেশব-ভারতী- অমৃতলাল মিত্র, প্রতাপরুদ্র- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সার্বভৌম-অঘোরনাথ পাঠক, রায় রামানন্দ— উপেন্দ্রনাথ মিত্র, অদ্বৈত- নীলমাধব চক্রবর্তী, হরিদাস- অবিনাশচন্দ্র দাস, মুকুন্দ- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর- মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মাস্টার), সার্বভৌমের জামাতা-অতুলচন্দ্র মিত্র (বেডৌল), সার্বভৌমের শিষ্যদ্বয়- অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল) ও পরাণকৃষ্ণ শীল, নট-রামতারণ সান্যাল, শচী- গঙ্গামণি, বিষ্ণুপ্রিয়া- ভূষণকুমারী, মালিনী ও ধোপানী- ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অভিনয়ের পাঁচ মাস নয় দিন আগে 'স্টার থিয়েটার'-এ ২ অগস্ট শনিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ১৯ শ্রাবণ ১২৯১ সালে গিরিশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক প্রথম চরিত নাটক 'চৈতন্যলীলা'-র শুভ উদ্বোধন ঘটেছিল। প্রথম রজনী থেকে এই নাটকের মঞ্চসফল অভিনয় সুদীর্ঘকাল ধরে আপামর দর্শকমণ্ডলী ও সুধীসমাজকে এতদূর আকৃষ্ট করেছিল যে তা বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাসে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে একদিকে যেমন ছিল নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের অনন্যতুল্য প্লে-রাইটের লিখনদক্ষতা, অপরদিকে তেমনি ছিল নায়ক নিমাই (চৈতন্য) চরিত্রাভিনয়ে বিনোদিনীর অনবদ্য অভিনয়প্রতিভার অবিস্মরণীয় অবদান। প্রতিটি সংলাপে তাঁর স্বরক্ষেপণের অপূর্ব দক্ষতা, চরিত্রানুগ ভাবাভিব্যক্তি, মনমাতানো উদাত্ত কণ্ঠসঙ্গীত ও সাবলীল মনোরম নৃত্যভঙ্গি এই নাটকের অভিনয়কে সর্বজনপ্রিয়

করে তুলতে প্রভূত সহায়তা করেছিল। এ ব্যাপারে পার্শ্বচরিত্র নিতাই ভূমিকাভিনেত্রী বনবিহারিণী (ভুনি) ও শচী চরিত্র রূপায়ণে গঙ্গামণির কৃতিত্বও বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। বিনোদিনী, বনবিহারিণী (ভুনি) ও গঙ্গামণির ঐ চরিত্র তিনটির অভিনয়ে অসামান্য দক্ষতা ও জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করেই বোধ হয় 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস' নাটকেও তাঁদের যথাক্রমে নিমাই (চৈতন্য), নিতাই ও শচীর ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদক পরমবৈষ্ণব মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন বাগবাজারের অধিবাসী, গিরিশচন্দ্রের নিকটতম প্রতিবেশী ও সুদীর্ঘকালের বন্ধু। তিনি ছিলেন নাটকপ্রেমিক মানুষ ও পেশাদার বঙ্গরঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। গিরিশচন্দ্র যখন নিমাইয়ের জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা ও গার্হস্থ্যলীলা অবলম্বনে সন্ন্যাসগ্রহণের ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে 'চৈতন্যলীলা' নাটক লিখে মহড়া আরম্ভ করেন, তখন তিনি প্রায়ই সেই মহড়া দেখতে যেতেন এবং নিমাই (চৈতন্য) ভূমিকাভিনেত্রী বিনোদিনীকে নানাভাবে অভিনয়ে উৎসাহ দিতেন। 'চৈতন্যলীলা'-র অকল্পনীয় মঞ্চসাফল্যে মোহিত হয়ে তিনি চৈতন্যদেবের পরবর্তী সন্ন্যাসলীলা অবলম্বনে আর একটি নাটক লেখার জন্য গিরিশচন্দ্রকে সবিশেষ অনুরোধ করেন এবং রচনাকালে চৈতন্যতত্ত্ব ও তথ্যাদি দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেন। বস্তুত, তাঁরই অনুপ্রেরণায় গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস' রচনায় ব্রতী হন। অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন,—

> " 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দর্শনে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'- সম্পাদক পরমবৈষ্ণব স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মুগ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্রকে 'নিমাই-সন্ন্যাস' লিখিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থ রচনাকালে মহাপ্রভুর লীলার যে আধ্যাত্মিক ভাব তাঁহার নিজের প্রাণে ছিল, সেই ভাবটী যাহাতে গিরিশচন্দ্রের লেখনী দ্বারা নাটকে প্রকটিত হয়, তন্নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন।"[২২]

'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের অভিনয়ের প্রস্তুতিপর্বে কোন-না-কোন সময়ে 'স্টার থিয়েটার'-এ সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষকের পরিবর্তন ঘটে। ২২ নভেম্বর শনিবার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে, ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সালে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 'প্রহ্লাদচরিত্র' ও

অমৃতলালের প্রহসন 'বিবাহ-বিভ্রাট' উদ্বোধনের অব্যবহিত পরে সম্ভবত সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারীকে অপসারিত করে ঐ পদে সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যালকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ছিলেন ৬ বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত ভুবনমোহন নিয়োগীর 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' ও প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও হৃদ্যতা অনেকদিনের এবং তাঁরই অসাধারণ সুরনৈপুণ্যে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ গিরিশচন্দ্র রচিত অধিকাংশ পৌরাণিক নাটক, গীতিনাট্য প্রভৃতির মঞ্চসাফল্য ঘটে। ৪ ফেব্রুআরি রবিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে [২৩ মাঘ ১২৮৯ সালে] 'রাবণবধ' পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ের পরে গিরিশচন্দ্র সদলবলে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছেড়ে দিলে প্রতাপচাঁদ নিজের বিপদ বুঝতে পেরে কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল), বনবিহারিণী (ভুনি) প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রী, স্টেজ-ম্যানোজার বা মঞ্চাধ্যক্ষ ধর্মদাস সুর আর সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক রামতারণ সান্যালকে কৌশল করে আটকে ফেলেন। সেজন্য এর কয়েক মাস পরে ২১ জুলাই শনিবার ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৬ শ্রাবণ ১২৯০ সালে ৬৮ বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এর সূচনায় রামতারণকে না পেয়ে অনন্যোপায় হয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধবকে সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু রামতারণ 'নিমাই সন্ন্যাস' উদ্বোধনের আগে স্বয়ং 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছেড়ে বেরিয়ে এলে 'স্টার'-কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাদরে বরণ করে নেন ও তিনি এতে 'নট'-এর ভূমিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে যুগপৎ অভিনয় ও গান করেন। আলোচ্য নাটকে সংগঠনকারীদের তালিকায় বেণীমাধবের অনুল্লেখ ও ভূমিকালিপিতে রামতারণের উল্লেখ থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকে সমস্ত গানই বিভিন্ন রাগে ও তালে গ্রন্থিত এবং উল্লেখিত। নাটকটিতে গানের অত্যধিক প্রাচুর্য ও এদের সংখ্যা তেইশ। গানগুলির অভিনেয় চরিত্র, রাগ ও তাল এবং প্রথম পঙ্ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) নট ও নটীর গীত (দ্বৈত সঙ্গীত)

কামোদ-মিশ্র একতালা

ডাকে হে পতিত তোমায়, [প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

দুই) নিমাই, নিতাই ও বৈষ্ণবগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)
খাম্বাজ-মিশ্র একতালা
রাধে! যাই বিকায়ে প্রেমের দায়। [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

তিন) নিমাই, নিতাই ও বৈষ্ণবগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)
লুম-খাম্বাজ একতালা
আজ ধর্‌বো লো সই মনচোরা আমার। [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

চার) দ্বিতীয়া স্ত্রীর গীত
কাফি-বাঁয়োরা একতালা
সইলো কার ভেঙ্গেছে কপাল, [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

পাঁচ) নিমাই, নিতাই ও বৈষ্ণবগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)
মোগল-মিশ্র একতালা
প্রেম-সায়রে গৌরহরি ভেসে যায় [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

ছয়) নিতাইয়ের গীত
গৌর-মিশ্র একতালা
একি তব রীতি হারে রে নিদয়। [পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

সাত) নিমাই, নিতাই ও বৈষ্ণবগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)
খাম্বাজ-মিশ্র একতালা
চল চল সখি চল ত্বরা করি [ঐ]

আট) বালকগণের গীত
বিভাষ-মিশ্র একতালা
বাজিয়ে বেণু গোঠে যায় কানাই। [ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

নয়) (ক) নিতাইয়ের গীত
বিভাষ-মিত্র একতালা
দীনের সখা দিয়ে দেখা [তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

(খ) নিমাইয়ের গীত
হে শ্যামা যমুনা, পুলিনে তোমার [ঐ]

দশ) নিমাই, নিতাই ও বৈষ্ণবগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)
ভৈঁরো-ঝিল্লার একতালা
কর পার নেয়ে এবার, [ঐ]

এগার) নিতাইয়ের গীত
রামকেলি-মিশ্র একতালা
আমার সাধ হয় সদা, যাই গো ভেসে, [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

বার) নিতাইয়ের গীত

টোরী-ভৈরবী-মিশ্র একতালা

আমি মত্ত থাকি মধুপানে, [ঐ]

তের) নিতাইয়ের গীত

টোরী-ভৈরবী একতালা

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী। [ঐ]

চোদ্দ) শচীর গীত

আলেয়া একতালা

মাকে ভুলে কোথায় ছিলে, [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

পনের) বিষ্ণুপ্রিয়ার গীত

সরফর্দ্দার-মিশ্র কাওয়ালী

কি দোষে ঠেলিলে রাঙ্গা পায়। [ঐ]

যোল) নিমাই, নিতাই ও বৈষ্ণবগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ লহ আড়া

আমার প্রাণ-বঁধুয়া নাচে রে হিমাচলে। [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

সতের) নিতাই ও বৈষ্ণবগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)

পরজ-মিশ্র কাওয়ালী

দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ঐ! [চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

আঠার) নিতাই ও স্ত্রী-পুরুষগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)

হিন্দোল-বাহার তেওয়া

কুলনারী দিয়েছি কুলে কালি। [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

ঊনিশ) নিতাই ও স্ত্রী-পুরুষগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)

লুম-মিশ্র লোফা

দারুহরি সিংহাসনে নরহরি ভূতলে। [ঐ]

কুড়ি) নিমাই, নিতাই ও বৈষ্ণবগণের গীত (সমবেত সঙ্গীত)

দেশ-মিশ্র রূপক-ধামার

চাঁদের কিরণ শ্যাম-অঙ্গে মদনমোহন বিরাজে। [ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

একুশ) বিষ্ণুপ্রিয়ার গীত

বাগেশ্রী-মিশ্র কাওয়ালী

যখন আস্‌বে লো সে মান ক'রে সই [সপ্তম গর্ভাঙ্ক]

বাইশ) বিষ্ণুপ্রিয়ার গীত

সিন্ধু-ভৈরবী যৎ

শুকাল মালতী-মালা প্রাণনাথ এল না। [ঐ]

তেইশ) দেবদেবীগণের গীত

বাহার-মিশ্র একতালা

জয় জয় জয় যুগল ঠাম

জয় জয় গৌরাঙ্গ। [ঐ]

'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস' নাটকে নিতাইয়ের গান সবচেয়ে বেশি, তারপরেই নিমাইয়ের। ওপরের তেইশটি গানের মধ্যে নিতাইয়ের একক গান চারটি— ছয়, এগার, বার ও তের। নয় সংখ্যক গানের প্রথমটি নিতাই গাওয়ার পরে নিমাই দ্বিতীয়টি গেয়েছেন। সমবেত সঙ্গীতে নিতাই অংশগ্রহণ করেছেন দশটিতে, এদের মধ্যে আটটি গেয়েছেন বৈষ্ণবদের সঙ্গে— দুই, তিন, পাঁচ, সাত, দশ, ষোল, সতের ও কুড়ি আর দু'টি গেয়েছেন স্ত্রী ও পুরুষদের সাথে— আঠার ও ঊনিশ। নিমাই বৈষ্ণবদের পূর্বোক্ত আটটি সমবেত সঙ্গীতে মধ্যে সাতটিতে যোগ দিয়েছেন কেবলমাত্র সতের বাদে। একক সঙ্গীতে নিতাইয়ের পরেই উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনি তিনটি গান করেছেন— পনের, একুশ ও বাইশ। দ্বিতীয়া স্ত্রী ও শচীর একক সঙ্গীত একটি করে— যথাক্রমে চার ও চোদ্দ। প্রথম গানটি নট ও নটীর দ্বৈত সঙ্গীত। বালকগণের ও দেবদেবীগণের সমবেত সঙ্গীত যথাক্রমে আট ও তেইশ সংখ্যক গান।

আলোচ্য নাটকটি মঞ্চসাফল্যের গৌরব অর্জনে অসমর্থ হলেও এতে সঙ্গীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি গানই সুগীত ও সুগভীর ভাবদ্যোতক। 'রাধে! যাই বিকায়ে প্রেমের দায়।', 'এ কি তব রীতি হারে রে নিদয়।', 'দীনের সখা দিয়ে দেখা', 'প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী।', 'কি দোষে ঠেলিলে রাঙ্গা পায়।', 'দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ঐ!', 'শুকাল মালতী-মালা প্রাণনাথ এল না।' প্রভৃতি গানগলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আবার 'চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক'-এর 'দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ঐ!' গানটির ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম। অদূরে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করে নিমাইয়ের মূর্ছা হলে নিতাই ও বৈষ্ণবগণের এই সমবেত সঙ্গীত একদা 'স্টার থিয়েটার'-এর অভ্যন্তরে 'বক্স'-এর দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধিলাভের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন,—

"....... এই নাটকের গানগুলি দীর্ঘ হইলেও বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। পুরীধামে প্রবেশকালীন দূরে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিয়া যখন নিতাই ও ভক্তগণ বিভোরভাবে গাহিতে লাগিলেন "দেখ দেখ কানাইয়ে আঁখি ঠারে ওই!" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়া ঐ সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন। অভিনয়ান্তে তিনি গিরিশচন্দ্রকে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।"[২৪]

'চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস' গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক দ্বিতীয় চরিত নাটক। নিকটতম পৌরাণিক নাটক 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এর ব্যর্থতা ও পূর্ববর্তী 'চৈতন্যলীলা'-র ব্যাপক জনপ্রিয়তাই মূলত নাট্যকারকে এই নাটক রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'নিমাই সন্ন্যাস' চতুর্থ অঙ্ক ও একুশ গর্ভাঙ্ক বিশিষ্ট নাটক [প্রথম অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্ক ঃ সপ্তম গর্ভাঙ্ক]। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত', কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও লোচনদাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল' ত্রয়ী চৈতন্যচরিতকাব্য থেকে এর আখ্যানভাগ সঙ্কলন করা হয়েছে। ষোড়শ শতকের সমগ্র নবদ্বীপধামের কেন্দ্রীয় প্রাণপুরুষ নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণের আভাস দিয়েই পূর্ববর্তী 'চৈতন্যলীলা' নাটকের যবনিকা পতন ঘটেছে আর ভক্তদের সঙ্গে কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের সূচনা। তারপর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে সকলের সঙ্গে মিলনের পরে ভক্তগণসহ নিমাইয়ের নীলাচলে গমন ও সেখানে বসবাস, পরিশেষে নবদ্বীপে নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবসম্মেলনের মাধ্যমে নাটকীয় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যচরিতকাব্যগুলি যেমন সুপরিচিত, তেমনি গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শন ও তত্ত্বও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। চৈতন্যজীবনের নবদ্বীপলীলার সামগ্রিক বর্ণনায় 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত'-এর আদি ও মধ্যখণ্ডে এবং 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর আদি ও মধ্যলীলার যে সুসংহত রূপ পরিলক্ষিত হয়, ওপরের কাব্য দু'টির অন্ত্যখণ্ড ও অন্ত্যলীলা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার কাহিনীগুলি একদিকে যেমন অসম্পূর্ণ, অপরদিকে তেমনি এলোমেলো ও ইতস্ততবিক্ষিপ্ত। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব গিরিশচন্দ্রের

'নিমাই সন্ন্যাস'-এর ওপর এসে পড়েছে। এর আখ্যানভাগ অতিরিক্ত ছড়ানো-ছেটানো হওয়ায় নাটকীয় ঐক্য (Dramatic Unity) উপেক্ষিত হয়েছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত গৌরাঙ্গতত্ত্ব, বিশেষ করে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বর্ণিত তত্ত্বাংশকে প্রাধান্য দেওয়ায় নাটক হিসাবেও তা 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর যথেষ্ট দুর্বলতার পরিচায়ক। আবার তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সুদীর্ঘ সংলাপের অবতারণাও এর নাটকীয়তা সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে উঠেছে। এক সংলাপবহুল দৃশ্যে 'মধ্যলীলা'-র 'ষষ্ঠ অধ্যায়'-এ বর্ণিত উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম ও চৈতন্যদেবের অদ্বৈতবাদ সম্পর্কিত বিচার এবং সার্বভৌমের মত খণ্ডন করে মহাপ্রভুর স্বমত প্রতিষ্ঠার নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে, যার ফলশ্রুতি তাঁর ষড়ভুজমূর্তিধারণ [চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]। নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্যকাহিনীতে লোচনদাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের প্রভাব অপরিসীম। সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য শেষরাতে গৃহ পরিত্যাগের আগে নিমাই যেভাবে মনের মত করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজিয়েছেন [প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক], তা লোচনদাসের কাব্য থেকে গৃহীত। এই নাটকের শেষদৃশ্যে [চতুর্থ অঙ্ক, সপ্তম গর্ভাঙ্ক] নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবসম্মেলনে মিলন-বর্ণনায় লোচনদাসের নাগরীভাবের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার বৈষ্ণবপদকর্তাদের বিরহবিধুর পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকার সঙ্গে সুদীর্ঘকালের বিরহাবসানে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মিলনের ভাবসম্মেলনের পদগুলিও এই দৃশ্য রচনায় প্রভাবিত করেছে। নাটকীয় কাহিনীর এলোমেলো গ্রন্থন, তত্ত্বমূলক দীর্ঘক্ষণস্থায়ী সংলাপ, আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটক দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। নাটকটির অভিনয়ক্ষেত্রে ব্যর্থতা সম্বন্ধে রসরাজ অমৃতলাল বসু লিখেছেন,—

> "......"বোধ হয় এই গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবের আধিক্য অভিনয়ে তেমন অভিব্যক্ত হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নহে, এবং সেই ভাব সাধারণ দর্শকের পক্ষে উপলব্ধি করাও কঠিন হইয়াছিল, এই নিমিত্তই 'চৈতন্যলীলা'র ন্যায় 'নিমাই সন্ন্যাস' সৰ্ব্বজনসমাদৃত হয় নাই।"[১০]

'নাম-ভূমিকাভিনেত্রী' বিনোদিনী উত্তরকালে 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকের জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণগুলি তাঁর প্রথম আত্মজীবনীতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন,—

> "ইহার পর "দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা" অভিনয় হয়! এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা প্রথম ভাগ হইতে কঠিন ও অতিশয় বড় বড় স্পীচ দ্বারা পূর্ণ! আর ইহাতে চৈতন্যের ভূমিকাই অধিক। এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার অংশ মুখস্ত করিয়া আমায় একমাস মাথার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইহার সকল স্থান কঠিন ও উন্মাদকারী ; কিন্তু যখন সার্ব্বভৌম ঠাকুরের সহিত আকার ও নিরাকারবাদ লইয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভুর যড়ভুজমূর্ত্তি ধারণ [চতুর্থ অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক], সেই স্থান অভিনয় যে কতদূর উন্মাদকারী আত্মবিস্মৃত ভাবপূর্ণ, তাহা যাঁহারা দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলার অভিনয় না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেই পারিবেন না। সেই সকল স্থান অভিনয়কালীন মনে আগ্রহ যতদূর প্রয়োজন, আবার দেহে শক্তিও ততদূর দরকার। কেন না সেই লঘু হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর সংযোগে একভাবে মনের আবেগে মনে হইত যে আমি বুঝি এখনই পড়িয়া যাইব। আর সেই ঁজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশকালীন "ঐ ঐ আমার কালাচাঁদ" বলিয়া আত্মহারা! [মুদ্রিত নাটকে এই সংলাপ নেই। সেখানকার সংলাপ ঃ "ঐ যে, ঐ যে আমার বংশীবদন।"— চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক] ইহা বলিতে যত সহজ, কার্য্যে যে কতদূর কঠিন ভাবিতেও ভয় হয়! এখনকার এই জড়, অপদার্থ দেহে যখন সেই সকল কথা ভাবি, তখন মনে হয়, যে কেমন করিয়া আমি ইহা সম্পূর্ণ করিতাম। তাই মনে হয় যে, সেই মহাপ্রভুর দয়া ব্যতীত আমার সাধ্য কি? আমি রঙ্গালয় ত্যাগ করিবার পর এই "দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা" আর অভিনয় হয় নাই।"[২৬]

বিনোদিনী ১ জানুআরি শনিবার ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে [১৮ পৌষ ১২৯৩ সালে] অভিনয়ের পর 'স্টার থিয়েটার' পরিত্যাগ করেন। তাঁর রঙ্গালয় থেকে বিদায় গ্রহণের পর 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর অভিনয় তো কোনদিনই হয় নি, পরন্তু এর এক বছর দু' মাসেরও আগে এবং শুভ উদ্বোধনের সাড়ে ন'মাসের মধ্যে ২৪ অক্টোবর শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [১১ কার্তিক ১২৯২ সালে] 'স্টার থিয়েটার'-এ শেষবার এর অভিনয় হয়েছিল।

'নিমাই সন্ন্যাস'-এর অভিনয় দর্শকসমাজকে আকৃষ্ট করতে না পারার কারণ সম্বন্ধে বিশিষ্ট নাট্যবিদ্ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,—

> "…..'নিমাই সন্ন্যাস'ও (চৈতন্যলীলা, দ্বিতীয় ভাগ) বিনোদিনী তাঁর

অন্তরের সমস্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু 'চৈতন্যলীলা' যে দেশব্যাপী ভক্তিউন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল তার ফলে পরিপূর্ণ ভক্তিরস সম্ভোগে পরিতৃপ্ত ও ক্লান্ত দর্শকবৃন্দ পুনরায় একই বিষয় নিয়ে রচিত নাটকে আর হয়তো আগেকার উৎসাহ পেল না। 'নিমাই সন্ন্যাস' দীর্ঘ সংলাপবহুল, আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ নাটক ব'লেও হয়তো সাধারণ দর্শকদের কাছে তত জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু এই ভূমিকায় আবেগ-বিহ্বলতার সঙ্গে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ভাব ফুটিয়ে তুলতে বিনোদিনীকে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করতে হয়েছিল।"[২৭]

১। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'নাট্যকার ও নাট্যগ্রন্থ', চতুর্থ সংস্করণ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৬১।
২। 'গিরিশচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১ম বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা, ২৯ কার্তিক শনিবার ১৩৩১ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।
৩। 'গিরিশচন্দ্র', এয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ২০১।
৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'টীকা', পৃষ্ঠা ঃ ১৩।
৫। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৭২-১৯১২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৯।
৬। 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার ১৮৭২-১৯৭২', প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৮০, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৩।
৭। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১।
৮। প্রথম খণ্ড, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ সাহিত্য সাধনা', প্রথম প্রকাশ ঃ অগস্ট ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ঃ ঊনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ।
৯। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 'গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটকের অভিনয়-কাল ও প্রকাশ-কাল', পৃষ্ঠা ঃ বাহাত্তর।
১০। পঞ্চম খণ্ড, 'সংশোধিত তালিকা', অক্টোবর ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৪।
১১। 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক (১৭৯৫-১৯২০)', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ঃ ফাল্গুন ১৩৯০, পৃষ্ঠা ঃ ৩১১।
১২। 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা—৫', 'নাটক ও নাট্যকার সংখ্যা', ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫।
১৩। '২০০ বছরের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার', প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪, ১ জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫।

১৪। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', পঞ্চম অধ্যায় (১৮৮১-১৯০০), প্রকাশ ঃ ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬।

১৫। 'বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ শ্রাবণ ১৩৮০, ১৫ আগষ্ট ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৬।

১৬। (ক)। তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৮৫, অক্টোবর ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ঃ ৪৯-৫০।

১৬। (খ)। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৩১।

১৭। 'নিবেদন', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', প্রথম ভাগ, প্রকাশ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।

১৮। 'The Story of Calcutta Theatre 1753-1980', Chapter IV, First Published on 1982, Page : 67.

১৯। প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৮২ খ্রীঃ, পৃষ্ঠা ঃ ২০৮।

২০। প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৯৪, অক্টোবর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ঃ ৯৩৫।

২২। 'গিরিশচন্দ্র', ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ২১০।

২৩। "এই সময় থেকে গিরিশচন্দ্রের রচিত সঙ্গীতের তথা স্টার মঞ্চের সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক সম্ভবত পুনরায় রামতারণ হয়েছিলেন। কারণ সংগঠনকারীদের তালিকায় আর বেণীমাধব অধিকারীর নাম দেখতে পাওয়া যায় না এবং রামতারণকে দেখা যায় গানের ভূমিকায়। বেণীমাধব অধিকারীর পরিচালনায় শেষোক্তের গায়করূপে না থাকারই সম্ভবনা।"

—'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, 'গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ঃ ১৩৭৪ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

২৪। 'গিরিশচন্দ্র', ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ২১০।

২৫। পূর্বোক্ত গ্রন্থে ধৃত, পৃষ্ঠা ঃ ২১০।

২৬। 'আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা', প্রথম খণ্ড, 'ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে নানা কথা', নব সংস্করণ ঃ সন্ ১৩২০ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৮৪-৮৫।

২৭। 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ৩(ছ) নটীকুলরাণী বিনোদিনী', প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৫।

দশ

প্রভাস যজ্ঞ

বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ নতুন ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক 'প্রভাস যজ্ঞ' ৩০ মে শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ সালে] প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

GRAND NEW PRODUCTION NIGHT !

STAR THEATRE.

Saturday, May 30th, at 9 p.m.

BABOO G. C. GHOSH'S NEW DRAMA,

PROVASH JAGNA.

A Feast of Grief and Flow of Heart?

SOMETHING

MOVING STIRRING, SUBLIME !

Next day, Sunday, at Candle-Light,

CHAITANYA LILA.

G. C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 30.5.1885, Page :1.]

কিন্তু এই বিজ্ঞাপনের তারিখের সঙ্গে অধিকাংশ লেখকের রচনায় প্রথমাভিনয়ের তারিখের সাদৃশ্য নেই।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও মঞ্চ-ঐতিহাসিক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন,—

"৩৭। প্রভাস যজ্ঞ (নাটক)   ২১ শে বৈশাখ, ১২৯২ সাল।"[১]

'গিরিশচন্দ্র' জীবনী গ্রন্থে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"নিমাই-সন্ন্যাসের পর ২১ শে বৈশাখ (১২৯২ সাল) 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটক 'ষ্টারে' প্রথম অভিনীত হয়।"[২]

দে'জ প্রকাশিত ওপরের গ্রন্থের সম্পাদক স্বপন মজুমদার এর ইংরেজি তারিখ লিখেছেন,—

"৩ মে ১৮৮৫"[৩]

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'-তে 'প্রভাস যজ্ঞ' সম্বন্ধে মুদ্রিত হয়েছে,—

"[২১ শে বৈশাখ, ১২৯২ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]"[৪]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ-অধ্যাপক মঞ্চ-ঐতিহাসিক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'প্রভাস যজ্ঞ'-এর প্রথম অভিনয়ের অন্য একটি তারিখের উল্লেখ করে লিখেছেন,—

"১৮৮৫

ষ্টার থিয়েটার

৯ মে— প্রভাস যজ্ঞ (গিরিশ)"[৫]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন অবিনাশচন্দ্রের বাংলা তারিখের অনুসরণ করে 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটকের পাদটীকায় প্রথমাভিনয়ের তারিখ লিখেছেন,—

"২১ বৈশাখ ১২৯২।"[৬]

মঞ্চ-ঐতিহাসিক শিশির বসুর গ্রন্থে অবিনাশচন্দ্রের বাংলা তারিখকে ইংরেজি তারিখে রূপান্তর করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন,—

"....৩ মে 'প্রভাস যজ্ঞ' অভিনয়ের পর ষ্টার ১৯ সেপ্টেম্বর 'বুদ্ধদেব-চরিত' মঞ্চস্থ করলে।"[৭]

তিনি একই গ্রন্থে অন্যত্র লিখেছেন,—

"প্রভাস যজ্ঞ [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] ৩।৫।১৮৮৫"[৮]

মঞ্চ-ঐতিহাসিক ও চলচ্চিত্র-সমালোচক কালীশ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"মে ১৮৮৫ (২১ শে বৈশাখ ১২৯২) মঞ্চস্থ হলো প্রভাস যজ্ঞ।"[৯]

বাংলা তারিখ যে লেখক অবিনাশচন্দ্রের 'গিরিশচন্দ্র' থেকে নিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি ঐ তারিখকে ইংরেজি তারিখে রূপান্তরিত করতে না পারায় কেবলমাত্র মাসের উল্লেখ করেই বিরত হয়েছেন।

'গিরিশ-রচনাবলী'-র সম্পাদক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন,—

"**প্রভাস যজ্ঞ ঃ** 'তপোবল' থেকে পৃথক ধরণের গীতিবহুল এই নাটকটি ষ্টার থিয়েটারে ১৮৮৫ সালের ৩ মে তারিখে প্রথম অভিনীত

হয়।"[১০]

তিনি 'গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটকের অভিনয়-কাল ও প্রকাশ-কাল'-এর 'সংশোধিত' তালিকায় (অক্টোবর ১৯৭৫) লিখেছেন,—

'২৮। প্রভাস যজ্ঞ   ২১ বৈশাখ ১২৯২   [ষ্টার   ১ মে ১৮৯২
৩ মে ১৮৮৫   (বিডন ষ্ট্রীট)]   গ্রন্থাবলী"[১১]

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ডঃ পুলিন দাশ লিখেছেন,—

"প্রভাস যজ্ঞ   [ষ্টার (বিডন ষ্ট্রীট)]   ৩.৫.৮৫"[১২]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন নাট্য-অধ্যাপক গণেশ মুখোপাধ্যায়ের 'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও প্রফুল্ল' প্রবন্ধের পরে 'রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল'-এ উল্লেখ করা হয়েছে,—

"২৮। প্রভাস যজ্ঞ   ৩ মে ১৮৮৫ [স্টার (বিডন ষ্ট্রীট)]   ১৮৯২"[১৩]

'গিরিশ-রচনাবলী'-র 'চতুর্থ খণ্ড'-এ সম্পাদক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ সাহিত্য-সাধনা' আলোচনায় প্রথম অভিনয়ের প্রমাণস্বরূপ ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'The Statesman' (দি স্টেটস্ম্যান) থেকে যে বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করেছেন ; তাতে বার, তারিখ ও অভিনয়ের সময় মুদ্রিত হয়েছে— "Saturday, the 3rd May, at 9 p. m." কিন্তু এই তারিখটি ঠিক নয়। প্রথমত, ৩ মে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের বাংলা তারিখ ২১ বৈশাখ ১২৯২ সাল হলেও সেদিন ছিল রবিবার, শনিবার নয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ বড়দিনের পঞ্চরং 'বেল্লিক-বাজার' ব্যতীত সমস্ত নতুন নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রভৃতি একমাত্র শনিবারেই উদ্বোধন করা হয়েছে— অন্য কোনও বারে নয়। ডঃ ভট্টাচার্য্যের মুদ্রিত বিজ্ঞাপনেও শনিবারেরই উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞাপনটির তারিখ ও বারের এই অসঙ্গতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'প্রভাস যজ্ঞ' আলোচনার সূচনায় আমি ইংরেজি পত্রিকা 'The Indian Daily News' (দি ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ) থেকে যে বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করেছি ; তাতে প্রথমাভিনয়ের তারিখ, বার ও সময় সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'Saturday, May 30th, at 9 p. m. দ্বিতীয়ত, 'The Statesman' পত্রিকায় ৪ জুন বৃহস্পতিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঐ অভিনয়ের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও উদ্বোধন

রজনীর তারিখ ও বারের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ আলোচনায় প্রথম অভিনয় রজনীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলা হয়েছে,—

> "Baboo G. G. Ghosh scored another triump on Saturday last on the occasion of the first production of Probhas Jagna, of which he is the author, the subject is a very pathetic one from begining to end."
>
> [The Statesman, 4 June 1885, Page-4.]

৪ জুনের আগের শনিবার বা 'Saturday last'-ই হ'লো ৩০ মে।

বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী সম্বন্ধে আর কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আগে বলেছি, ৩০ মে শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে [১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ সালে] 'স্টার থিয়েটার'-এ 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটকের উদ্বোধন ঘটেছে।

'প্রভাস যজ্ঞ' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ঃ—

> বসুদেব- অমৃতলাল বসু, নন্দ- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ- অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল), বলরাম- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ব্রহ্মা- নীলমাধব চক্রবর্তী, নারদ- অঘোরনাথ পাঠক, আয়ান- শ্যামাচরণ কুণ্ডু, শ্রীদাম- রামতারণ সান্যাল, সুদাম- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, যশোদা- গঙ্গামণি, রাধিকা-বনবিহারিণী (ভুনি), সত্যভামা- বিনোদিনী, বিশাখা- কুমুসকুমারী (খোঁড়া), জটিলা- ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি।

পুরাকালে দ্বারকাপুরীতে সরস্বতী নদীর তীরে সমুদ্রসঙ্গমস্থলে প্রভাস তীর্থ অবস্থিত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের পরম পবিত্র প্রধান তীর্থক্ষেত্র। শাপগ্রস্থ চন্দ্রদেব এখানে তপস্যা করে 'প্রভা' লাভ করেছিলেন বলেই এই তীর্থের নাম হয়েছে প্রভাস তীর্থ। চন্দ্রদেব 'সোম' নামেও পরিচিত ; সেজন্যই এই তীর্থের নামান্তর সোমতীর্থ। অতীতের বৃহত্তর বন্দর হিসাবেও এই তীর্থ খ্যাতিলাভ করেছিল। বর্তমান গুজরাট রাজ্যে কাথিয়াওয়াড়ের সমুদ্র উপকূলে এর অবস্থান। এখানে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞস্থলে শ্রীদামের অভিশাপে শতবর্ষব্যাপী বিরহের অবসানে পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকা ও তার সঙ্গিনী গোপিনীদের সঙ্গে পরমপুরুষ

শ্রীকৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হয়েছিল। এই মিলন প্রভাস মিলন নামে খ্যাত। কিন্তু 'শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্' গ্রন্থের অন্তর্গত 'চতুর্থঃ খণ্ডম্' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডম্'-এর মতে সিদ্ধাশ্রমে বসুদেবের রাজসূয় যজ্ঞকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই মিলন ঘটে। ঐ খণ্ডের 'পঞ্চবিংশত্যধিকশততমঃ অধ্যায়ঃ' থেকে 'অষ্টাবিংশত্যধিকশততমঃ অধ্যায়ঃ' পর্যন্ত পর পর চারটি অধ্যায় জুড়ে এই মিলন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 'শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্' বা অপর কোনও পুরাণ থেকে তাঁর 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটকের কাহিনী চয়ন করেন নি। ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের লোককথায় রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর বহুল প্রচলন ছিল। তা ছাড়া বটতলা প্রকাশিত 'বৃহৎ ও বিশুদ্ধ প্রভাস খণ্ড'-এর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাট্যকাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে। সম্ভবত নাট্যকার লোককথা ও বটতলার গ্রন্থ অবলম্বন করেই এই নাটক রচনা করেছেন।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক বা ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক 'প্রভাস যজ্ঞ' চতুর্থ অঙ্ক ও চতুর্দশ গর্ভাঙ্ক বিশিষ্ট নাটক [প্রথম অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]। আগেই বলেছি, সঙ্গীত প্রধান এই নাটকটিতে গানের সংখ্যা খুব বেশি। মোট বাইশটি গান এতে সংযোজিত করা হয়েছে। বিশিষ্ট সঙ্গীতাচার্য ও সঙ্গীতশিক্ষক রামতারণ সান্যাল ছিলেন এর সুরকার। বিভিন্ন রাগ ও তালে সন্নিবিষ্ট তাঁরই প্রদত্ত অনবদ্য সুরে গানগুলি পরিবেশিত হয়। এগুলির অভিনেয় চরিত্র, রাগ ও তাল এবং প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ

এক) নারদের গীত

ইমন কল্যাণমিশ্র — কাওয়ালী

বাজ্ রে বীণে, জয় রাধে শ্রীরাধে! [প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

দুই) রাধিকার গীত

সাওন মল্লার — ঢিমে তেতালা

এখনও এ প্রাণ আছে সই! [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

তিন) বিশাখার গীত

খাম্বাজ — এক'তালা

ধূলায় লুটায় সোণার কিশোরী,— [ঐ]

চার) রাধিকার গীত

গৌরী — আড়াঠেকা

কোথায় আছে যদি সে আমার— [ঐ]

পাঁচ) সকলের (রাখালবালকগণের) গীত

পাহাড়ী যৎ

এস রে কানাই, কোথা আছ ভাই, [ঐ]

ছয়) যশোদার গীত

আলাহিয়া একতালা

অঞ্চলের মণি এস রে নীলমণি, [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

সাত) যশোদার গীত

আশা-ভৈরবী একতালা

ভাবি মনে কপাল তেমন নয়। [ঐ]

আট) নারদের গীত

কনেড়ামিশ্র চৌতাল

জয় গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র, মাধব মধুসূদন। [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

নয়) ভৈরব-ভৈরবীগণের গীত

আলাহিয়া একতালা

দর্পহারী দানবারি জয় জয় গিরিধারী। [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

দশ) বেতাল, ভৈরব-ভৈরবীগণের গীত

লুমখাম্বাজ একতালা

পরমাত্মন, পীতবসন, নবঘনশ্যামকায়। [ঐ]

এগার) রাধিকার গীত

কনেড়া কাওয়ালী

কেমনে বল সজনি, আশা দিব বিসর্জ্জন। [তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

বার) রাধিকার গীত

পাহাড়ী খাম্বাজ মধ্যমান

মরি গো প্রাণে সই, জানিনে কৃষ্ণ বই, [ঐ]

তের) বিশাখা ও সখীগণের গীত

পিলু জলদ-এক'তালা

চল লো বেলা গেল লো, [ঐ]

চোদ্দ) যশোদার গীত

সুরট-মিশ্র একতালা

কোথায় গোপাল, আছি পথ চেয়ে। [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

পনের) সকলের (আয়ান, বৃন্দা ও সখীগণের) গীত

পঞ্চম বাহার একতালা

নীলাম্বরে স্থিরদামিনী, ব্রজবিলাসিনী রাই। [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

ষোল) সকলের (আয়ান, বৃন্দা ও সখীগণের) গীত

ভেটিয়ার-মিশ্র তেয়রা

পাগলিনী বিনোদিনী প্রাণবঁধুয়া আশে। [ঐ]

সতের) সকলের (রাখালবালকগণের) গীত

টোরী-ভৈরবী যৎ

প্রভাসে তোর রাখাল মরে, [চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

আঠার) যশোদার গীত

শ্রীমল্ল-কৌশিকী আড়াঠেকা

আয় রে গোপাল, কোথায় গোপাল, [ঐ]

উনিশ) নন্দের গীত

ভৈরবী মধ্যমান

গোপাল আয়, গোপাল আয়, নেচে আয় নীলমণি। [ঐ]

কুড়ি) রাখালবালকগণের গীত

ছায়ানট একতালা

এসেছে এসেছে কানাই!— [ঐ]

একুশ) রাধিকার গীত

কুকুভা ত্রিতালী

সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়? [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

বাইশ) দেবদেবীগণের গীত

দেওগিরি-মিশ্র একতালা

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান, [ঐ]

সঙ্গীতবহুল 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটকের অন্যতম সম্পদ তার গান। ওপরের বাইশটি গানের মধ্যে একককণ্ঠে গানের সংখ্যা রাধিকারূপিণী বিখ্যাতা গায়িকা ও অভিনেত্রী বনবিহারিণীর (ভুনি) সবচেয়ে বেশি, তিনি গেয়েছেন পাঁচটি গান— দুই, চার, এগার, বার ও একুশ। তারপরেই যশোদার রূপসজ্জায় অসাধারণ গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণির স্থান। তিনি করেছেন চারটি গান— ছয়, সাত, চোদ্দ ও আঠার। একককণ্ঠে নারদরূপী অঘোরনাথ পাঠক ও নন্দবেশী উপেন্দ্রনাথ মিত্র করেছেন যথাক্রমে দু'টি— এক ও আট এবং একটি গান—

উনিশ। বিশাখার রূপারোপে অসামান্যা গায়িকা ও অভিনেত্রী কুসুমকুমারী (খোঁড়া) একককণ্ঠে একটি গান— তিন— করলেও সখীগণের সমবেত সঙ্গীত তিনটিতেই—তের, পনের ও ষোল তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়, যদিও মুদ্রিত নাটকের একটি গানে— তের— বিশাখা চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। রাখালবালকগণের তিনটি গানেই— পাঁচ, সতের ও কুড়ি যে শ্রীদামবেশী সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল ও সুদামরূপী গায়ক ও অভিনেতা কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রাধান্য লাভ করেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ ছাড়া নাটকে আরও তিনটি সমবেত সঙ্গীত রয়েছে। ভৈরব-ভৈরবীদের দু'টি— নয় ও দশ এবং দেবদেবীগণের একটি—বাইশ।

'প্রভাস যজ্ঞ'-এ রাধিকার করুণরসাত্মক গানগুলি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী— 'এখনও এ প্রাণ আছে সই!' 'কোথায় আছে, যদি সে আমার',—'কেমনে বল সজনি, আশা দিব বিসর্জ্জন।', 'সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়?' প্রভৃতি। যশোদার গানে পুত্রের অদর্শন জনিত বিরহে মাতৃহৃদয়ের হাহাকার মূর্ত হয়ে উঠেছে—'অঞ্চলের মণি এস রে নীলমণি,' 'কোথায় গোপাল, আছি পথ চেয়ে।', 'আয় রে গোপাল, কোথায় গোপাল', ইত্যাদি। প্রভাসের যজ্ঞে যাত্রার প্রাক্কালে বিশাখা ও সখীগণের সমবেত কণ্ঠে গীত 'চল লো বেলা গেল লো, দেখ্‌ব রাধা শ্যামের বামে।' সেকালে গানখানি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে কাপড়ের পাড়ে পর্যন্ত তা ছাপা হয়েছিল। কিন্তু বিখ্যাত সঙ্গীতসমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অন্যরকম। তিনি লিখেছেন,—

> " 'নিমাই সন্ন্যাসে'র তিনমাস পরে গিরিশচন্দ্রের করুণরসাত্মক পৌরাণিক নাটক 'প্রভাস যজ্ঞ' স্টারে মঞ্চস্থ হয়। মোট ১৮ খানি গানের প্রায় সবই রাগে-তালে গঠিত এবং গেয়েছিলেন বনবিহারিণী (রাধিকা), কুসুমকুমারী (বিশাখা), গঙ্গামণি (যশোদা), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে বেলবাবু (শ্রীকৃষ্ণ), রামতারণ সান্যাল (শ্রীদাম) প্রভৃতি।"[১৪]

'স্টার থিয়েটার'-এ 'প্রভাস যজ্ঞ'-এর প্রথম রজনীর অভিনয় দেখে ইংরেজি দৈনিক সংবাদ পত্রিকা 'The Statesman' যত প্রশংসাই করুক না কেন, পূর্বে যার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে, নাটকের ভাগ্যে কিন্তু মঞ্চসাফল্য ঘটে নি। এর অভিনয় দর্শকসমাজকে আকৃষ্ট করতে না পারায়

নাটকটিও বেশিদিন চলে নি। এই অসাফল্যের কারণ সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র যুক্তি দেখিয়ে লিখেছেন,—

"....শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির ভূমিকা বেল বাবু, প্রবোধ বাবু, রামতারণ বাবু, কাশীনাথ বাবু প্রভৃতি অধিকবয়স্ক অভিনেতারা গ্রহণ করায় দর্শকগণের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। 'বেঙ্গল থিয়েটারে'ও এই সময় নাট্যাচার্য্য বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'প্রভাস-মিলন' অভিনীত হয়। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও রাখাল-বালকগণের ভূমিকা অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃক করাইয়া 'ষ্টার থিয়েটার' অপেক্ষা দর্শকগণের অধিকতর সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন।"[১৫]

অবিনাশচন্দ্রের এই মন্তব্যকে সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না। তিনি তাঁর প্রথম বাক্যে নাটকের প্রধান প্রধান ভূমিকায় অভিনেতাদের বেশি বয়স হওয়ার জন্য আকৃতিগত যে অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করেছেন, তা নাটকের মঞ্চসাফল্যের অন্তরায়ের অত্যন্ত সঙ্গত কারণ সন্দেহ নেই। রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় উপস্থাপিত চরিত্রের অভিনেতাকে তার অনুরূপ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। এই অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তা ঘটা বিচিত্র নয়। সেজন্য লেখকের এই যুক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অবিনাশচন্দ্র পরে এই অভিনয়ের সঙ্গে 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ (৯/৩ বিডন স্ট্রিট) অভিনীত 'প্রভাস-মিলন'-এর তুলনামূলক আলোচনা করে যা লিখেছেন, তা একেবারেই ভিত্তিহীন ও ঐতিহাসিক সত্যতার পরিপন্থী। নট ও নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতবহুল পৌরাণিক গীতিনাট্য 'প্রভাস-মিলন' গিরিশচন্দ্রের অনেক পরে রচিত হয়। 'প্রভাস যজ্ঞ' উদ্বোধনের দু'বছর পাঁচ মাস পরে 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ ২৯ অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে [১৩ কার্তিক শনিবার ১২৯৪ সালে] 'প্রভাস-মিলন' প্রথম অভিনীত হয়েছে। পরের ঘটনা কিভাবে আগের ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। আবার বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার' শেষ অভিনয় করে ৩১ জুলাই ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে [১৬ শ্রাবণ রবিবার ১২৯৪ সালে]। 'প্রভাস-মিলন' গীতিনাট্যের উদ্বোধনের সময় এই থিয়েটারের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। 'স্টার থিয়েটার' উঠে যাবার প্রায় তিন মাস পরে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটক 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ (৬ বিডন স্ট্রিট)

পুনরভিনীত হয় ৩০ নভেম্বর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে [১৪ অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩০৮ সালে] 'স্টার থিয়েটার'-এ প্রথমাভিনয়ের সাড়ে ষোল বছর বাদে। এই পুনরভিনয়ে নাটকটি অবশ্য দর্শকমণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অভূতপূর্ব মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল। এখানকার ভূমিকাবণ্ঠনে অভিনেত্রীদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী তিনকড়ির অভিনয়প্রতিভা, কোকিলকণ্ঠী গায়িকা ও অভিনেত্রী সুশীলাবালার সুমধুর কণ্ঠমাধুর্য, প্রসিদ্ধা গায়িকা ও অভিনেত্রী হিঙ্গনবালা(হেনা)-র মনোহরণকারী সঙ্গীতদক্ষতা প্রভৃতি এর মঞ্চসাফল্যের কারণ। পরবর্তীকালের এই অভিনয়কে স্মরণ করেই অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন,—

> "....বহুকাল পরে 'মিনার্ভা থিয়েটারে' সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব মহাশয়ের উৎসাহে গিরিশচন্দ্রের 'প্রভাস যজ্ঞ' পুনরভিনীত হয়। সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী যশোদার, সুধাকণ্ঠী গায়িকা সুশীলাবালা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীমতী হিঙ্গনবালা (হেনা) রাধিকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন ; রাখাল-বালকগণ অবশ্যই অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে দর্শকগণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিলেন।"[১৬]

১। 'গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর তালিকা', ১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮।
২। ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ২২১।
৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ঐ টীকা, পৃষ্ঠা ঃ ১৩।
৪। দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৪।
৫। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', পঞ্চম অধ্যায় ঃ ১৮৮১-১৯০০, প্রকাশ ঃ ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮।
৬। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৭২-১৯১২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৯।
৭। 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার ১৮৭২-১৯৭২', প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৮০, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩। পৃষ্ঠা ঃ ২৫৩-৫৪।
৮। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট, ক. অভিনয় তালিকা, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১।

৯। ‘বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস’, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ শ্রাবণ ১৩৮০, ১৫ আগষ্ট ১৯৭৩, পঞ্চম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬৬।

১০। চতুর্থ খণ্ড, ‘গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ সাহিত্য-সাধনা’, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ঃ তের।

১১। পঞ্চম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ঃ অগস্ট ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৪।

১২। ‘বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক’, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় (১৮৮০-১৯২০) ঃ বিস্তার, পরিশিষ্ট, ‘নাটক ও অভিনয় সংক্রান্ত পঞ্জী’, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৯০, পৃষ্ঠা ঃ ৩১১।

১৩। ‘নাট্য আকাদেমি পত্রিকা—৫’, ‘নাটক ও নাট্যকার সংখ্যা’, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫।

১৪। ‘সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা’, ‘গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়’, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ঃ ১৩৭৪ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

১৫। ‘গিরিশচন্দ্র’, ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ২১১।

১৬। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ২১১।

এগার

বুদ্ধদেব চরিত

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'বুদ্ধদেব চরিত' বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, ৪ আশ্বিন ১২৯২ সালে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

STAR THEATRE.
BEADON STREET.
On Saturday, 19th September, at 9 p.m.
BABOO GRISH CHUNDER GHOSH'S
New Divine Drama,
Buddha,
or The Light of Asia.
Next day, Sunday, at Candle-Light.
Nala-Damayanti & Bebaho-Bebhrat.
G. C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 19.9.1885, Page :1.]

'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ঃ—

সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব)- অমৃতলাল মিত্র, শুদ্বোধন- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, রাহুল- পুঁটুরানী, মন্ত্রী- ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল, বিদূষক- শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, ছন্দক- অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল), শ্রীকালদেবল ও কাশ্যপ- মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, নালক- শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), গণকদ্বয় ও সিদ্ধার্থের শিষ্য- অমৃতলাল বসু ও অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল), বিষ্ণু ও যন্ত্রী- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ- নীলমাধব চক্রবর্তী, বিম্বিসার ও বণিক- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, মার- অঘোরনাথ পাঠক, আত্মবোধ, দয়া ও পুত্রহারা রমণী- ক্ষেত্রমণি ; সন্দেহ- অবিনাশচন্দ্র দাস, রাখাল- অনুকূলচন্দ্র

বটব্যাল, রুগ্ন- পরাণকৃষ্ণ শীল, মহামায়া- বনবিহারিণী (ভুনি), গৌতমী- গঙ্গামণি, গোপা- বিনোদিনী, সুজাতা- প্রমদাসুন্দরী, পূর্ণা ও রানীর সখী- কুসুমকুমারী (খোঁড়া), দেববালাদ্বয়- কুসুমকুমারী (খোঁড়া) ও ভূষণকুমারী প্রভৃতি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সমন্বয় ও সমীকরণের ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমগ্র বঙ্গদেশে যে রেনেসাঁস (Ranaissance) বা নবজাগৃতি দেখা যায়, তারই ফলশ্রুতি পুরোনো ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন। এই সময়েই বাঙালীজাতি নতুন করে বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধদর্শন চর্চা শুরু করে। রামদাস সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অঘোরনাথ গুপ্ত, রমানাথ সরস্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বিশিষ্ট মনীষী কবি স্যর্ এডুইন আর্নল্ড (Sir Edwin Arnold)-এর বুদ্ধদেবের জীবন ও বৌদ্ধদর্শনকে অবলম্বন করে রচিত বিখ্যাত ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ 'দি লাইট্ অব্ এশিয়া' (The Light of Asia) ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সমগ্র কাব্যটি অষ্টম সর্গ বা 'Book the Eight'-এ বিভক্ত। এই কাব্যে বুদ্ধদেবের কপিলাবস্তুর শাক্যরাজা শুদ্ধোধন ও মহারানী মহামায়ার পুত্র সিদ্ধার্থরূপে পুনর্জন্মগ্রহণ থেকে বুদ্ধত্ব বা প্রকৃত জ্ঞানলাভের পর বালকপুত্র রাহুলকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাপ্রদান পর্যন্ত বুদ্ধজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি মূলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী ঘটনা শেষদিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে। এই কাব্যটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় ও প্রভূত সমাদর লাভ করে। এর Preface বা ভূমিকার শেষে কবি লিখেছেন,—

> "..... The time may come, I hope, when this book and my "Indian Song of Songs", and "Indian Idylls", will preserve the memory of one who loved India and the Indian peoples".[১]

আর্নল্ডের এই উক্তি যে অত্যুক্তি নয়, সেকালে এবং একালে এর বিপুল চাহিদা ও অসামান্য প্রভাব থেকে তা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক এডুইন আর্নল্ডের 'দি লাইট্ অব্ এশিয়া' কাব্য অবলম্বনে প্রকাশের ছ'বছরের মধ্যে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন এবং স্বীকৃতির নিদর্শনস্বরূপ নাটকটি কবির

নামে উৎসর্গ করে কৃতজ্ঞতা জানান। এই উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন,—

"উৎসর্গ

এডুইন আরনল্ড, এম. এ., এফ. আর. জি. এস., এফ. আর. এ. এস.,
সি. এস. আই., মহোদয়েষু !

কবিবর,

আপনার জগদ্বিখ্যাত "লাইট্ অব্ এশিয়া" (Light of Asia) নামক কাব্যখানি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। হে মহাশয়, আপনার করকমলে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি, নিজগুণে গ্রহণ করুন।

বাগবাজার, কলিকাতা। ঋণী
১লা বৈশাখ, ১২৯৪ সাল। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ"[২]

গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' প্রথম অভিনয়ের প্রায় দশ বছর পরে আর্নল্ডের কাব্য আলম্বনে তাঁর অন্যতম কবিবন্ধু নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' কাব্য ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ্য, 'অমিতাভ' বুদ্ধদেবেরই অপর একটি নাম।

'বুদ্ধদেব চরিত' গিরিশচন্দ্রের মঞ্চসফল ও বহুপ্রশংসিত পঞ্চমাঙ্ক নাটক। এর সূচনাসহ পঞ্চম অঙ্কের গর্ভাঙ্ক সংখ্যা সর্বসমেত পনের [সূচনা, প্রথম অঙ্ক ঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, ও পঞ্চম অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহীভক্ত সিমুলিয়া অঞ্চলের রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের মাসতুতো ভাই আহেরীটোলার বিখ্যাত বসু পরিবারের নিত্যগোপাল বসুর (১৮৫৫ খ্রিঃ-১৯১১ খ্রিঃ) অনুরোধে গিরিশচন্দ্র এই নাটকটি রচনা করেছেন বলে জানা যায়। নিত্যগোপালের সর্বক্ষণ ভগবদ্ভাব তন্ময়তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন ও অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখতেন। তিনি পরবর্তী জীবনে জ্ঞানানন্দ অবধূত নামে পরিচিত হন। কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের চিতাভস্ম সমাহিত করা হলে তিনি সেখানে পাঁচ-ছ' মাস নিত্যপূজা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ গৃহীতাপস মহেন্দ্রনাথ দত্ত 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"......শরৎ মহারাজ [স্বামী সারদানন্দ] বলিলেন, "নিত্যগোপাল মহারাজ তখন গিরিশবাবুর সহিত খুব মেলামেশা করিতেন। নিত্যগোপাল মহারাজ রামবাবুর বাটীতে থাকেন। একদিন গিরিশবাবুকে

বলিলেন যে, 'Light of Asia' বইখানা খুব ভাল হয়েছে ; ওটা যদি নাটকে রূপান্তর করতে পারেন তো বেশ হয়। গিরিশবাবু সেই বইখানা কিনে পড়েন ও নাটক রচনা করেন।"[৩]

কিন্তু 'গিরিশ-রচনাবলী'-র সম্পাদক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক রচনার অন্য সূত্রের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

"বাংলা সাহিত্যের পরম অনুরাগী ও 'সধবার একাদশী'তে গিরিশচন্দ্রের অভিনীত 'নিমে দত্ত' ভূমিকার মুগ্ধ দর্শক, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে কবি এডুইন আরণল্ড (১৮৩২-১৯০৪) রচিত 'Light of Asia'(১৮৭৯) আট সর্গ বা Books গ্রথিত কাব্যখানি পড়তে দেন এবং বুদ্ধচরিত অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করতে অনুরোধ করেন। 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক রচনার এই হল প্রত্যক্ষ কারণ।"[৪]

ডঃ ভট্টাচার্য এই ঘটনাকে 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক রচনার প্রত্যক্ষ কারণ বললেও এই তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন, সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি।

গিরিশচন্দ্র ধর্ম সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। কোনও ধর্মকেই তিনি তুচ্ছ বা নগণ্য মনে করতেন না। গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ'-এর আদর্শ তাঁর সংবেদনশীল অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করাতেই তিনি এতখানি উদার হতে পেরেছিলেন।[৫] গিরিশচন্দ্র ইংরেজ কবি এডুইন আর্নল্ডের কাব্যকে 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করলেও তার হুবহু অনুসরণ করেন নি। নাটকের কাহিনী পরিকল্পনায় একদিকে যেমন তাঁর নিজস্ব মানসানুভূতি ও চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি সবরকমের বিদেশী প্রভাবমুক্ত হয়ে বাঙালীর ভাব ও রুচির অনুকূল হয়ে উঠেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন,—

"আরনল্ডের কাব্যরস গিরিশচন্দ্র তাঁহার রচিত নাটকের ভিতর দিয়া বিন্দুমাত্রও বাঙ্গালী পাঠককে পরিবেশন করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র যাহা দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই নিজস্ব দান ; ইংরেজ কবির সব কিছু তিনি নিজের মতে ঢালিয়া সাজিয়া নিজের পাত্রে পরিবেশন করিয়াছেন।"[৬]

'দি লাইট্ অব্ এশিয়া' কাব্যের প্রথমেই দেখা যায়, দেবতারা (Devas) নিখিলবিশ্বের মানবকল্যাণে পুনর্জন্মগ্রহণের জন্য স্বয়ং বুদ্ধদেবকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। কাব্যে বর্ণিত হয়েছে,—

"Thus came he to be born again for men.

... ...

And on Lord Buddha, waiting in that sky,
Came for our sakes the five sure signs of birth,
So that the Devas knew the signs, and said
"Buddha will go again to help the world."

[Book the First, Pages : 21-22.]

বুদ্ধজীবনী ও বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তথাগত বুদ্ধদেব ইতিপূর্বে পাঁচশবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করে জন্মমৃত্যুর কালচক্রে আবর্তিত হয়েছেন। কপিলাবস্তুতে যুবরাজ সিদ্ধার্থরূপে এবারেই তাঁর শেষ জন্ম, মানবদুঃখমোচনের সত্যান্বেষায় বুদ্ধত্বলাভ ও নির্বাণোপলব্ধি এবং বৌদ্ধধর্মপ্রচারের শেষে নির্বাণপ্রাপ্তি।

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে আর্নল্ডের এই জন্মান্তরবাদকে গ্রহণ না করে বৈষ্ণব কবি জয়দেবের অনুসরণ করেছেন। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে 'দশাবতার স্তোত্র'-এ ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে বুদ্ধদেবকে বন্দনা করেছেন,—

"নিন্দসি বিধেয়হহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।।
কেশবধৃত-বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।।"[৭]

কবি জয়দেবের এই চিন্তাধারাই বাঙালীসমাজে স্বীকৃত, নাট্যকার নাটক রচনায় তারই অনুবর্তী হয়েছেন। নাটকের শুরুতে 'সূচনা' দৃশ্যে স্বর্গলোকে গোলোকধামে নীলকমল হস্তে আসীন ভগবান বিষ্ণু করজোড়ে দণ্ডায়মান দয়ার কাছে পূর্বাপর অষ্টম আবির্ভাবের কাহিনী বর্ণনা করে বর্তমান হিংসোন্মত্ত পৃথিবীতে জীবকুলের মঙ্গলকামনায় অহিংসাধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নবম অবতার বুদ্ধদেবরূপে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এর পূর্ববর্তী অষ্টম অবতার হ'লো— মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন,

জামদগ্ন্যরাম, রামচন্দ্র ও বলরাম। কিন্তু নাট্যকার সুদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে অষ্টম অবতার বলেছেন। বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, অবতারী অর্থাৎ অবতারকে যিনি মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ করান। নাটকে বিষ্ণুর অবতার বর্ণনার সংলাপে কবি জয়দেবের 'দশাবতার স্তোত্র'-এর প্রভাব পড়েছে। বুদ্ধদেব অবতারে বিষ্ণু কি করবেন, সে সম্বন্ধে তিনি দয়াকে বলেছেন,—

"বিদ্যা-দর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অস্ত্র-বলে না হবে শাসন,
সে দর্প দমিব বিদ্যাবলে।
ব্রাহ্মণের উপদেশে, পথহারা নর,
ধর্ম্মে ডরি করে সবে নিষ্ঠুর আচার ;
নব বিধি করিয়ে প্রচার,
ভ্রম দূর করিব সবার,—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করিব ঘোষণা।

... ...

দেবার্চ্চনে প্রাণীর হনন,
নাহি হবে ধরামাঝে ;

... ...

কর্ম্মে কর্ম্মনাশ-আশে,
নির্ব্বাণ-প্রয়াসে,
রিপুগণ করিয়ে দমন,
সদাচারী হইবে ব্রাহ্মণ।"

বিষ্ণুর সর্বশেষ সংলাপে অদ্বৈতবাদের প্রকাশ ঘটেছে ও তিনি 'বিরাট মূর্ত্তি ধারণ' করে দয়াকে অভয় দিয়েছেন,—

"একা আমি, নাহি অন্য জন ;
ব্যোম, সমীরণ, সলিল, স্থল,
আমিই সকল,
মায়াবলে নানারূপে করি কেলি।
আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান,
আমি মন-প্রাণ, আমি দয়া,

আমি নিষ্ঠুরতা,
আমি ভক্ত—আমিই ঈশ্বর,
বাসনায় হের চরাচর।
অদ্বিতীয় একব্রহ্ম আমি,
বহুজ্ঞান মায়ার সংযোগে।"

নাটকে ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে বুদ্ধদেবকে কল্পনা করা হলেও সর্বত্রই বৌদ্ধধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।[৮]

এডুইন আর্নল্ড লিখেছেন কাব্য আর গিরিশচন্দ্র সেই কাব্যকে অবলম্বন করে রচনা করেছেন নাটক। কাব্য আর নাটক এক নয়। উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। কাব্যে কবি স্বয়ং পাঠককে অনেক কথা বলতে পারেন, কিন্তু নাটকে নাট্যকার সব সময়েই থাকেন নেপথ্যে যবনিকার অন্তরালে। কাব্যে বহু ঘটনাকে কেবলমাত্র বর্ণনার মাধ্যমে বিবৃত করা যায়, কিন্তু নাটকে সমস্ত ঘটনাকে অভিনেয় চরিত্রের সংলাপ (Dialogue) ও নাট্যক্রিয়ার (Dramatic Action) দ্বারা উপস্থাপিত করতে হয়। 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে গিরিশচন্দ্র যে এই কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সেজন্য কাহিনীবিন্যাসে একদিকে যেমন তিনি সর্বত্র কাব্যকে অনুসরণ করেন নি, অপরদিকে তেমনি অনেকক্ষেত্রেই স্বকীয় চিন্তানুযায়ী কাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন ; আবার বহুদিনের ঘটনাকে একদিনে গ্রথিত করে নাটকীয় ঐক্য (Dramatic Unity) গড়ে তুলেছেন। কাব্য ও নাটকের এই ব্যতিক্রম পূর্বালোচিত 'সূচনা' দৃশ্যের অনুরূপ প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাক্যকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী ঋষি শ্রীকালদেবল ও তাঁর ভাগিনেয় নালক দু'জনেই কাল্পনিক চরিত্র। নাটকের প্রথম দৃশ্যে তাঁদের উপস্থিতি ও শাক্যরাজা শুদ্ধোধনের কাছে শ্রীকালদেবলের ভবিষ্যৎবাণী মহারানী মহামায়ার গর্ভে ভগবান নারায়ণ বুদ্ধাবতাররূপে আবির্ভূত হবেন। বলা বাহুল্য, 'সূচনা' দৃশ্যের অবতারবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই এর অবতারণা। কাব্যে এরূপ বক্তব্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেকালের দর্শকমণ্ডলীর রুচি অনুসারে এই দৃশ্যেই গণকদ্বয় দ্বারা কৌতুক রস (Darmatic Relief) সৃষ্ট হয়েছে, আবার দূতের মুখে নবজাত শিশু সম্পর্কিত অতিপ্রাকৃত বর্ণনা নাটকীয় উৎকণ্ঠা (Dramatic Suspence) বিনষ্ট করেছে,—

"মহারাণী ত্যজেছেন কলেবর !

অকস্মাৎ নব শিশু করি গাত্রোত্থান
সপ্তপদ হ'ল অগ্রসর,
কহিল গম্ভীর-স্বরে,
"হের দেব নাগ নরে,
আমি বুদ্ধ—প্রণম্য সবার।"
উজ্জ্বল আভায় পুরিল কানন,
করি দুন্দুভি-নিস্বন,
নাহি জানি ; কোথা হ'তে আইল কত জন,
নৃত্য-গীত করিছে উৎসব!"

'দি লাইট্ অব্ এশিয়া' কাব্যে দ্বিতীয় সর্গের (Book the Second) দীর্ঘকালব্যাপী যে কাহিনীগুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে দেববালাদ্বয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে সেগুলিকেই সংক্ষেপে উপস্থিত করা হয়েছে। তাদের কথাবার্তা থেকে জানা যায়, নিরঞ্জন বা বিষ্ণু জীবহিংসা বন্ধ করতে সিদ্ধার্থরূপে মর্ত্যে এসেছেন। জন্মগ্রহণের পরমুহূর্তে জননীর মৃত্যু হলে বিমাতা গৌতমী বৃন্দাবনে মাতা যশোদার মত তাঁকে স্তন্যপান করিয়েছেন। সিদ্ধার্থের ছেলেবেলা থেকে যৌবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটনা, তাঁর অহিংস ও উদাসীন মানসিকতা, মনের পরিবর্তন ঘটাতে পরমাসুন্দরী গোপার সঙ্গে তাঁর আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ, শুদ্ধোধনের পুত্র ও পুত্রবধূর বাসোপযোগী সুসজ্জিত প্রমোদভবন নির্মাণ এবং বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, মৃত ও ভিক্ষুকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে। সিদ্ধার্থ সুন্দরী স্ত্রী গোপার প্রেমমুগ্ধ। গানের সাহায্যে তাঁর এই মোহ ঘোচাতেই দেবরাজের আদেশে তাদের এখানে আসা। সিদ্ধার্থের জীবনকাহিনীগুলি সবই কাব্যের অনুরূপ হলেও অবতারবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে বিষ্ণুর সিদ্ধার্থরূপে আবির্ভাবের কথা ও পালিতা মাতা গৌতমীর সঙ্গে জননী যশোদার তুলনা এবং দেবরাজের আদেশে দেববালাদ্বয়ের আগমন গিরিশচন্দ্রের কল্পনা।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে উপবনে সিদ্ধার্থ ও গোপার উক্তি-প্রত্যুক্তি, গোপার নিদ্রার ব্যাঘাত ও দুঃস্বপ্নদর্শন প্রভৃতি কাব্যানুসারী হলেও দেববালাদ্বয় গীত বৈরাগ্যভাবোদ্দীপক বিখ্যাত 'জুড়াইতে চাই— কোথায় জুড়াই?' গানটি কাব্যকে অতিক্রম করে সুগভীর ভাবব্যঞ্জনা ও অসামান্য নাট্যকৌশলের

পরিচয় বহন করছে। কাব্যে আনন্দোন্মত্ত প্রমোদভবনে নৃত্যগীতরত নর্তকীদের ও স্ত্রীর কাছে থেকেও দেবতাদের গাওয়া গান একমাত্র সিদ্ধার্থই শুনতে পেয়েছেন, কিন্তু নাটকে দেববালাদ্বয়ের সুবৃহৎ গানটিকে তিনভাগে বিভক্ত করে প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশ সিদ্ধার্থ ও গোপার সামনে এবং তৃতীয়াংশ শূন্য থেকে একা সিদ্ধার্থের কাছে পরিবেশিত হয়েছে। কাব্যে দেবতাদের গাওয়া গানটি নিম্নরূপ ঃ—

"We are the voices of the wandering wind,
Which moan for rest, and rest can never find ;
Lo! as the wind is, so is mortal life,
A moan, a sigh, a sob, a storm, a strife.

Wherefore and whence we are ye cannot know,
Nor where life springs, nor whither life doth go ;
We are asye are, ghosts from the inane,
What pleasure have we of our changeful pain?

What pleasure hast thou of thy changeless bliss?
Nay, if love losted, there were joy in this ;
But life's way is the wind's way, all these things
Are but brief voices breathed on shifting strings.

O Maya's son ! because we roam he earth
Moan we upon these strings ; we make no mirth,
So many woes we see in many lands,
So many streaming eyes wringing hands.

Yet mock we while we wail, for, could they knew,
This life they cling to is but empty show ;
'Twere all as well to bid a cloud to stand,
Or hold a running river with the hand.

But thou that art to save, thine hour to nigh !
The sad world waiteth in its misery,
The blind world stumbleth on its round of pain ;
Rise, Maya's child ! wake ! slumber not again !

We are the voices of the wandering wind ;
Wander thou, too, O Prince, thy rest to find ;
Leave love for love of lovers, for woe's sake
Quit state for sorrow, and deliverance make.

So sigh we, passing o'er the silver strings,
To thee who know'st not yet earthly things ;
So say we ; mocking, as we pass away,
These lovely shadows wherewith thou dost play."
[Book the Third, Pages : 68-69.]

গিরিশচন্দ্র দেববালাদ্বয় গীত তাঁর সুবৃহৎ গানটিকে একই দৃশ্যে ভেঙে ভেঙে ধুয়া বা Refrain-এর মত তিন তিনবার গাওয়ানোতে চরম নাট্যোৎকর্ষ ঘটেছে। এই গানটির রাগ ও তাল তিনটি অংশেই অপরিবর্তিত, এর রাগ— ধানি-মিশ্র ও তাল— একতালা।

প্রথমাংশ

"জুড়াইতে চাই— কোথায় জুড়াই?
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি; কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়?— আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর?
অধীর—অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।"

সঙ্গীতের প্রথমাংশ শুনে সিদ্ধার্থ বিমোহিত। তাঁর অন্তরে পূর্বস্মৃতি জাগতে শুরু করেছে। তিনি বলেছেন,—

"আহা প্রিয়ে, কি মধুর গান !
হর্ষ শোক সনে, মিলে প্রাণে প্রাণে,
নবভাব বিকাশে হৃদয়ে।
স্মরণ না হয়,
যেন গান শুনেছি কোথায়।"

গায়িকারা পত্নী গোপার সঙ্গিনী নয় জেনে তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা

করলে তারা তার উত্তর না দিয়ে গেয়ে ওঠে,—

দ্বিতীয়াংশ

"জানি না কে বা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায়?
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই।"

সঙ্গীতের দ্বিতীয়াংশ শ্রবণ করে সিদ্ধার্থের অর্গলবদ্ধ প্রমোদভবনের বাইরে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর স্বরূপকে জানার বাসনা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতম হয়ে উঠেছে। তাঁর অন্তরে প্রশ্ন জেগেছে,—

"কত দূর, কত দূর বিস্তার মেদিনী?
... ...
বদ্ধ আছি প্রমোদ-ভবনে—
বিশাল বিস্তার স্থান তোরণ-বাহিরে!"

তারপর তিনি পিতা শুদ্ধোধনের কাছে নগর-পরিদর্শনের প্রার্থনা জানালে রাজা তা উপেক্ষা করতে পারেন নি। পুত্রের প্রতি দুর্বলতাবশত সম্মতি দিলেও তিনি পরে মন্ত্রীকে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎ গণনার কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন যে বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত, মৃত ও ভিক্ষুককে রাজপথ থেকে অপসারিত করে সমস্ত নগরী যেন সুসজ্জিত করা হয়। এই দৃশ্যের শেষদিকে সকলের অনুপস্থিতিতে সিদ্ধার্থ একাকী দেববালাদ্বয়ের শূন্য থেকে গীত গানের তৃতীয়াংশ বা শেষাংশ শুনতে পেয়েছেন।

তৃতীয়াংশ

"কি কাজে এসেছি— কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন, কি খেলা হ'ল!
প্রবাহের বারি— রহিতে কি পারি,
যাই, যাই কোথা— কূল কি নাই?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?

যে আছ চেতন, ঘুমা'ও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর, নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই।"

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের এখানেই সমাপ্তি।

কবি আর্নল্ডের গানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর গান রচনা করলেও উভয়ের ব্যবধান বড় কম নয় ! আর্নল্ড অনিত্য, দুঃখক্লিষ্ট, বার্ধক্য-রোগকাতর-মৃত্যু-বিজড়িত মানবজীবনের হাহাকারকে সিদ্ধার্থের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে বৈরাগ্যোদয় ঘটাতে চেয়েছেন আর গিরিশচন্দ্র নিজস্ব ব্যক্তিজীবনের অশান্ত অস্থিরতা ও বেদনাতুর অন্তরাত্মার স্বরূপকেই উন্মোচিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আত্মতন্ময় সংসার তাপদগ্ধ নাট্যকারের আন্তরিকতা এই গানটিকে আরও তাৎপর্যমণ্ডিত ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। এতে মানবাত্মার যে ক্রন্দন ও শরণাগতি দীপ্যমান, আর্নল্ডের গানে তা নেই। গানটিতে নাট্যকারের বিশ্বাস, ভক্তি ও আত্মসমর্পণ যেন সহস্রধারায় উৎসারিত হয়ে অপরূপ একটা ভাবগভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। হৃদয়দ্রাবী এই উপলব্ধি গিরিশচন্দ্রের গানে অতিরিক্ত সংযোজন।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে সিদ্ধার্থের নগর-পরিভ্রমণ কাহিনী মূলত মূলানুগ (Book the Third)। কিন্তু এই দৃশ্যের প্রথমদিকে নাট্যকার অবতারবাদকে স্মরণ করে শ্রীকালদেবলের আত্মকথনে সিদ্ধার্থের অনাগত জীবনের কথা আগ বাড়িয়ে বলায় এখানেও নাটকীয় উৎকণ্ঠা বা Dramatic Suspence বিনষ্ট হয়েছে। শ্রীকালদেবল বলেছেন,—

"আজি রাত্রে রাজপুত্র ত্যজিবে আগার।
আহা, মোহে অন্ধ রাজা শুদ্ধোধন,
চাহে বিধিলিপি করিতে খণ্ডন ;
দেব-মায়া না বুঝে ভূপাল।
পঞ্চানন আসিবেন আপনি ধরায়,
ধরিবারে জরা-রুগ্ণ-মৃত-ভিক্ষু-বেশ।"

কাব্যে সারথির সাথে সিদ্ধার্থের নগরভ্রমণ বৃত্তান্ত চারদিনে বিবৃত হয়েছে।

তিনি প্রথমদিন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়দিন রুগ্ণ, তৃতীয়দিন মৃত ও চতুর্থদিন ভিক্ষুককে দেখেছেন। কিন্তু নাটকে তা সুসংহত করে একদিনে দেখানো হয়েছে। এর ফলে নাটক রচনায় নাট্যকারের সংযত মানসিকতার পরিচয়ের সাথে সাথে নাটকীয় ঐক্য (Dramatic Unity) গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকবার দর্শনের পরে সারথি ছন্দকের সঙ্গে কথাবার্তায় যুবরাজ জাগতিক দুঃখকষ্টের স্বরূপ উপলব্ধি করেন আর ক্রমশ তা দূর করার সঙ্কল্প দৃঢ় থেকে দৃঢ়তম হয়। কিন্তু দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পিতার কাছে যেভাবে পুত্র সংসার পরিত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন, তা মূল কাব্য বহির্ভূত। সিদ্ধার্থ বলেছেন,—

> "জীবকুল করিব নিস্তার,
> বিকাশিব জ্ঞানালোক—
> অজ্ঞান-তিমির নাশি।
> আজ্ঞা দেহ মহাব্রতে হই, দেব, ব্রতী।"

বলা বাহুল্য, এটি নাট্যকারের নিজস্ব পরিকল্পনা। তারপর দৃশ্যটির পরবর্তী অংশে রাজা শুদ্ধোধনের মূর্ছা ও মূর্ছান্তে যে সব অপ্রাকৃত দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, তা সবই তৃতীয় সর্গের (Book the Third) অনুরূপ। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের প্রাক্কালে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা গেলেও তা তেমন সুপরিস্ফুট হয় নি, কাব্যে এই চিত্রটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে অঙ্কিত। সেখানে বলা হয়েছে,—

> "And thrice he made to go, but thrice came back,
> So strong her beauty was, so large his love :"
>
> [Book the Fouth, Page : 111.]

কিন্তু দৃশ্যটির শেষদিকে সদ্যপতিবিয়োগবিধুরা অনাথিনী গোপার চরিত্রটি স্বমহিমায় ভাস্বর !

চতুর্থ অঙ্কে 'দি লাইট্ অব্ এশিয়া'-র ঘটনার ক্রমবিন্যাস রক্ষিত হয় নি। নাট্যকার নাটকের প্রয়োজনে আগের ঘটনাকে পরে ও পরের ঘটনাকে আগে এনেছেন। এই অঙ্কের প্রথম ও চতুর্থ গর্ভাঙ্কের কাহিনী কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের (Book the Sixth) অনুবর্তী, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্কের ঘটনা পঞ্চম সর্গ (Book the Fifth) থেকে গৃহীত। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে নাট্যকার সিদ্ধার্থের শিষ্যদ্বয়ের দ্বারা কৌতুকরস (Dramatic Relief) সৃষ্টি করেছেন

সেকালের দর্শকসমাজের চাহিদাকে মনে রেখে। এই দৃশ্যেই দেখা যায়, কঠোর তপশ্চারণ ও বিরল কৃচ্ছ্রসাধনে সিদ্ধার্থের অন্তরে সত্যজ্ঞানের উদয় তো হ'লোই না, পরন্তু দিনের পর দিন শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হতে লাগল। দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ে তিনি হাহাকার করে উঠলেন,—

"ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক আমার,
বুঝি তনু হবে ক্ষয় !
সত্যতত্ত্ব না হ'ল সঞ্চয়,
না হইল মানবের দুঃখ-বিমোচন।
যদবধি দেহে আছে প্রাণ,
করিব সত্যের সন্ধান।
ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি,
সৌরভ বিতরি আপনি শুকায়ে যায় ;
মৃত্যুভয় আছে কি কুসুমে?

... .

মগ্ন হই পুনঃ মহাধ্যানে।
ত্যাজিয়াছি সকল মমতা,
জীবনে মমতা কিবা হেতু?"

চিত্তের এই দোলাচল অবস্থায় সিদ্ধার্থ দেববালাগণের গানে সঠিক পথের সন্ধান পান। কাব্যেও এখানে একটি গান রয়েছে, গিরিশচন্দ্র সেই গানের ভাবকে অবলম্বন করে দেববালাগণের গান রচনা করেছেন। 'দি লাইট্ অব্ এশিয়া'-র গানটি নিম্নরূপ ঃ—

"Fair goes the dancing when the sitar's tuned,
Tune us the sitar neither low nor high,
And we will dance away the hearts of men.

The string o'erstreched breaks, and the music flies ;
The string o'erslack is dumb, and music dies ;
Tune as the sitar neither low nor high."
[Book the Sixth, Page : 153.]

বেহাগ রাগ ও যৎ তালে গিরিশচন্দ্র দেববালাগণের গান বেঁধেছেন,—

"আমার এ সাধের বীণা—
যত্নে গাঁথা তারের হার,

যে যত্ন জানে বাজায় বীণে,
উঠে সুধা অনিবার।
তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি,
তারে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে,
টানে ছিঁড়ে কোমল তার।
সাধের বীণার মরম যে জানে,
সে ত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাথা শুনে সে প্রাণে ;
যে জোর ক'রে ডোর বাঁধ্‌বে টেনে,
বীণা নীরব হবে তার।"

ভাবাভিব্যক্তিতে, রসসৌষ্টভে ও পরিবেশ সৃষ্টিতে এই গান কাব্যের গানকে অতিক্রম করেছে। গিরিশচন্দ্র যে কত বড় উন্নতমানের গীতিকার ছিলেন, আলোচ্য গানটি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দিশেহারা সিদ্ধার্থ দেববালাগণের গানে পথচলার ইঙ্গিত পেয়ে বলে ওঠেন,—

"মধুর সঙ্গীত !
উপদেষ্টা গায়িকা আমার।
ভোগতৃষা বিষময় যথা,
সেইমত শরীর-নিগ্রহ,
উভয়ে না হয় সত্য লাভ।
মধ্যপথ করিব গ্রহণ—
সেই ধর্ম্ম সনাতন।
... ...
দেহের মমতা যত্নে ত্যাজিতে উচিত,
কিন্তু দেহ-রক্ষা অতি প্রয়োজন।"

তারপর তিনি বণিকপত্নী সুজাতা প্রদত্ত পরমান্ন ভোজন করে পরিতৃপ্ত হন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সিদ্ধার্থের মগধাধিপতি বিম্বিসারের পূজাগৃহে গমন, জীবহিংসা পরিত্যাগের জন্য তাঁর সকাতর অনুরোধ ও নানাবিধ উপদেশে রাজার মানসিক রূপান্তর এবং মগধরাজ্যে জীববলি নিবারণ সবই মূল কাব্যের অনুবর্তী। এখানে উল্লেখ্য, সারা বাংলাদেশে কালীপূজার সঙ্গে

ছাগবলি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। নাট্যকার 'হোমযজ্ঞ' স্থলের পরিবর্তে 'যজ্ঞ' স্থলে 'সম্মুখে কালীমূর্ত্তি' স্থাপন করে ছাগবলির কথা বলেছেন। এটি গিরিশচন্দ্রের নিজের পরিকল্পনা। নাটকে দেখানো হয়েছে, রাজা বিম্বিসার পুত্রকামনায় মহামায়ার যজ্ঞানুষ্ঠানে এক লক্ষ ছাগবলি দেবার সঙ্কল্প করেছেন। সিদ্ধার্থের প্রবল প্রতিবাদে ও যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় পরাজিত হয়ে তিনি সমগ্র মগধে বলিদান প্রথা নিষিদ্ধ করেন। বুদ্ধদেবের সময় সুদূর মগধদেশে তো দূরের কথা, শক্তিপূজার উৎসস্থল বঙ্গদেশেও মহামায়া কালীপূজা প্রবর্ত্তিত হয় নি। গিরিশচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস থেকে এই তথ্য নেন নি। সমকালে বাঙালীসমাজে প্রচলিত মাতৃপূজার রীতি-নীতিকে তিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পটভূমিকে স্থাপিত করেছেন। এই দৃশ্যটি ইতিহাস সম্মত হোক্ বা না হোক্, সেযুগের বাঙালীদর্শক একে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং সমাজজীবনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তার একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন,—

> "শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে, এই নাটকের অভিনয় দর্শনে বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের জীবহিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে, সেই বৎসর হইতেই তিনি বাটীতে পূজার বলি বন্ধ করেন এবং বলির নিমিত্ত সদ্যক্রীত ছাগগুলিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।"*

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে এক সদ্যপুত্রহারা রমণীর বেদনার্দ্র হৃদয়ের হাহাকারকে নাট্যকার অঙ্কিত করেছেন। পুত্রের পুনর্জীবনের আশায় সে সিদ্ধার্থের কাছে প্রার্থনা জানালে তিনি তাকে মৃত্যু নেই এমন গৃহ থেকে কৃষ্ণতিল আনতে পারলে বাঁচিয়ে দেবেন বলেন। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক অনেক অনুসন্ধান করেও মৃত্যুহীন কোনও গৃহস্থকে দেখতে না পেয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। সিদ্ধার্থ তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন,—

> "জেন সতি, কাল বলবান্,—
> মৃত্যু-হস্তে ত্রাণ কভু কেহ নাহি পায় !
> যে সন্তাপ সহে সর্ব্বজন,
> যাহা নাহি হয় বিবারণ,
> তাহার কারণ ক'র না রোদন, মাতা!

ধৈর্য্য মাত্র মহৌষধি শোকে,
অনন্য উপায় বালা!"

এর উত্তরে স্ত্রীলোকটি বলে,—

"পিতা, তব উপদেশে
ধৈর্য্যের বন্ধন দিব প্রাণে।
আসি নাই পুত্র-আশে—
আসিয়াছি তব দরশনে।
কিন্তু,
নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার!"

পাদপ্রদীপের আলোয় অভিনেয় এই দৃশ্য যে দর্শকঅন্তরে কতদূর রেখাপাত করেছিল, অবিনাশচন্দ্র তারও একদিনের ঘটনা আমাদের জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,—

"কলিকাতার জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক পুত্রশোকাতুর হইয়া ক্ষণিক অন্যমনস্ক হইবার নিমিত্ত 'বুদ্ধদেব' অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।...

ডাক্তার উদ্‌গ্রীব হইয়া রমণীর উত্তর শুনিতেছিলেন। "কিন্তু, নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার!" এই কথাটী শুনিবামাত্র তিনি আত্মহারা হইয়া কাঁদিয়া ফেলেন এবং উত্তেজিতভাবে গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "মহাশয় আপনি আমার এ প্রাণের কথা কেমন করিয়া বাহির করিলেন? আমার এই দারুণ পুত্রশোকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়াছে, অনেক রকম করিয়া বুঝাইয়াছে, 'কিন্তু, নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার!'— আমার প্রাণের ভিতরের এ কথা তো কেহ বুঝিতে পারে নাই।" "[১০]

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে সিদ্ধার্থের ধ্যানভঙ্গের প্রচেষ্টা মূল কাব্য ষষ্ঠ সর্গের (Book the Sixth) তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত ও নাটকীয় গুণসমৃদ্ধ। নাটকে ধ্যানভঙ্গের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র 'মার', 'সন্দেহ', 'কুসংস্কার', 'রাগ', 'অরাতি', 'কাম' ও গোপার ছদ্মবেশে 'রতি'-কে রঙ্গমঞ্চে আনা হয়েছে, কিন্তু কাব্যে 'Mora', 'Attavada', 'Doubt', 'Silabbat-paramasa', 'Kama', 'Patigha', 'Ruparaga', 'Aruparaga', 'Mano', 'Uddhachcha', 'Avidya' প্রভৃতি অনেকের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সিদ্ধার্থ যখন

বুদ্ধত্ব বা প্রকৃত জ্ঞানলাভ করলেন, তখন নাট্যকার তাঁর সংলাপের মাধ্যমে নবলব্ধ বোধির স্বরূপ অতি সুন্দরভাবে উন্মোচন করেছেন,—

"দুঃখ ছায়াসম জীবনের সাথী,
অত্যাজ্য জীবনে,
না হবে বারণ, প্রাণ রবে যতক্ষণ ;
জনম বর্দ্ধন মৃত্যু— অবস্থা কেবল ;
দ্বেষ বা প্রণয়
আনন্দ, যন্ত্রণা— মানসিক অবস্থার ভেদ।
যত দিন না ফোটে নয়ন,
মায়াবোধ যত দিন না হয় এ সব,
তদবধি নাহি যায় দুঃখ-সুখ-ভোগ ;
অবিদ্যাজনিত ছল যেই জন জানে,
টুটে তার জীবন-মমতা ;
মায়ার ছলনে হয় সংহার উদয়।
পঞ্চভূত হ'য়ে সম্মিলন,
জীবজ্ঞান করিছে সৃজন,
জীবজ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব,
বেদনা সন্তান তার।
সে তৃষ্ণায় যত কর পান
না হয় নির্ব্বাণ,
বৃদ্ধি হয় অগ্নি যথা আহুতি-প্রদানে ;
... ...
সযতনে জ্ঞানী জন তৃষ্ণা করে দূর ;
কর্ম্মফলে দুঃখ-সুখ-ভোগ—
কর্ম্মগত-ভোগ সহে ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ,
নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত,
ক্রমে তায় হয় কর্ম্মনাশ,
কর্ম্মধ্বংসে পবিত্রতা করে অধিকার ;
নির্ব্বিকার, উপাধিবিহীন,
স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায় ;
দেবের দুর্ল্লভ অতুল বৈভব,

জরা-মৃত্যুহীন,
নির্ব্বাণ-রতন করে লাভ!"

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে 'কপিলাবস্তুর বেণাবনে' সিদ্ধার্থের প্রত্যাবর্তন, রাজা শুদ্ধোধনের পুত্রের ভিক্ষুকবেশ দেখে ভর্ৎসনা ও পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এবং তৃতীয় গর্ভাঙ্কে 'রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে' সিদ্ধার্থ ও গোপার সাক্ষাৎ আর শিশুপুত্র রাহুলের হাতে ভিক্ষুক পিতার পিতৃধন বা ভিক্ষাপাত্র প্রদান আর্নল্ডের কাব্যানুযায়ী বিবৃত (Book the Seventh & Book the Eight)।

'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে বিষ্ণুর অবতারবাদ ও বুদ্ধদেবের পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে মিশে গিয়েছে। হিন্দুধর্মে বুদ্ধদেব যেমন বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে স্বীকৃত, বৌদ্ধধর্মে তেমনি বুদ্ধদেব জন্মান্তরের মাধ্যমে শেষ বোধিসত্ত্ববংশোদ্ভবরূপে উল্লেখিত। বাঙালীসমাজে বিষ্ণুর অবতারবাদের প্রবোক্তা কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বুদ্ধদেবের প্রেমঘন অহিংসমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু এডুইন আর্নল্ড তাঁর 'দি লাইট্ অব্ এশিয়া' কাব্যে বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে বুদ্ধদেবের পুনর্জন্মগ্রহণের প্রাধান্য দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্র নাটকের 'সূচনা' দৃশ্য থেকেই কবি জয়দেব প্রদর্শিত পথে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে অঙ্কিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে শ্রীকালদেবলের আত্মকথন পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা বর্তমান। কিন্তু চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্কে সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের পর তাঁর উক্তিতে বার বার বোধিসত্ত্ববংশে পুনর্জন্মগ্রহণের উল্লেখ দেখা যায়। পূর্বোধৃত বোধির স্বরূপ ও নির্বাণতত্ত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যার পর সিদ্ধার্থচিত্তে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধতন জন্মের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে। তিনি বলেছেন,—

"পূর্ব্বতন বোধি-সত্ত্ব-বংশোদ্ভব আমি,
নাহি মম নাম, নাহি জন্মভূমি,
গোত্র, জাতি, বর্ণ বা জীবন।"

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাজা শুদ্ধোধন কুলধর্ম পরিত্যাগ করে ভিক্ষুকের বেশে ভ্রমণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সিদ্ধার্থ বলেছেন,—

"পূর্ব্বতন বোধিবংশে জনম আমার,
কুল-ব্রত অনুসারে ভিক্ষা-পাত্র-করে,

ভ্রামি আমি দেশে দেশে।”

পরে আবার তিনি নিজের সত্যকারের স্বরূপ প্রকাশ করে বলেছেন,—

“..... বোধি-বংশোদ্ভব আমি,
নিত্য আমি—
নাহি জন্ম—নাহিক মরণ,
নাহি নাম-ধাম, উপাধিরহিত।
সাধিবারে মানবের হিত,
ভ্রমি দ্বারে দ্বারে।”

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে সুদীর্ঘ আট বছরের ব্যবধানে সিদ্ধার্থকে আসতে দেখে বিরহকাতর গোপার অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থ তাঁর বেদনা দূর করতে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন,—

“মায়া-মোহ কর পরিহার,
জাগাইয়া পূর্ব্বস্মৃতি করহ স্মরণ,
কতবার করিয়াছি জনম-গ্রহণ
জন্ম-মৃত্যু ঘুচেছে এবার,
একাকার—একাকার, নির্ব্বাণ-আগারে
জন্ম মৃত্যু ফুরাইল,
কেন খেদ কর আর?”

‘বুদ্ধদেব চরিত’ নাটকের অন্যতম আকর্ষণ দর্শকসমাজে সমাদৃত তার গানগুলি। এই নাটকটিরও সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন অনন্যসাধারণ সঙ্গীতপ্রতিভাধর সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল। পূর্বাপর অন্যান্য নাটকের অনুরূপ এরও গানগুলিকে বিভিন্ন রাগ ও তালে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। এগুলির অভিনেয় চরিত্র, রাগ ও তাল এবং প্রথম পঙ্ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) মার, আত্মবোধ ও সন্দেহের গীত
সারঙ্গ মিশ্র পটতাল
দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্ [প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

দুই) দেবদেবীগণের গীত
ইমন-মিশ্র একতালা
জগজনপতি, পূর্ণ মূরতি [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

তিন) দেববালাগণের গীত

খাম্বাজ-মিশ্র খেম্‌টা
চ'লে যাই আপন মনে চাই না কারো পানে। [দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]
চার) দেববালাদ্বয়ের গীত
ক) ধানি-মিশ্র একতালা
জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই? [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]
খ) ধানি-মিশ্র একতালা
জানি না কে বা এসেছি কোথায়, [ঐ]
গ) ধানি-মিশ্র একতালা
কি কাজে এসেছি— কি কাজে গেল, [ঐ]
পাঁচ) দেববালাগণের গীত
বেহাগ যৎ
আমার এ সাধের বীণা— [চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]
ছয়) রাগ, অরাতি, কাম ও গোপার বেশে
রতির গীত
পরজ-কালেংড়া মিশ্র-খেম্‌টা
বস্‌লো অলি দুলে ফুলের গায়, [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]
সাত) বিঘ্নকারিগণের গীত
সারং মিশ্র পটতাল
কোঁ কোঁ কোঁ বও রে ঝড়, [ঐ]
আট) সিদ্ধচারণগণ ও দেবদেবীগণের গীত
সায়নমিশ্র একতালা
স্থল জল ব্যোম তপন পবন [ঐ]
নয়) সিদ্ধার্থ, গোপা ও রাহুলকে বেষ্টন
করে সকলের গীত
দেশ-মিশ্র একতালা
চল যাই দেশ-বিদেশে [পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

ওপরের গান ন'টির মধ্যে দেববালাদ্বয়বেশী সেযুগের স্বনামধন্যা গায়িকা ও অভিনেত্রী কুসুমকুমারী (খোঁড়া) ও ভূষণকুমারীর 'জুড়াইতে চাই— কোথায় জুড়াই?' চার সংখ্যক গানটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তারপরেই দেববালাগণের 'আমার এ সাধের বীণা'— পাঁচ সংখ্যক গানটির উল্লেখ করা যায়। পূর্বেই বলেছি, 'জুড়াইতে চাই— কোথায় জুড়াই?' গানটিকে তিন

ভাগে বিভক্ত করে পর্যায়ক্রমে গাওয়ানো হয়েছে, যাতে সিদ্ধার্থের মানসিক অবস্থার রূপান্তর ঘটে ও তাঁর অন্তঃপুরচারী অন্তর বৈরাগ্যাভিমুখী হয়ে ওঠে। বস্তুত, অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর সামনে স্ত্রী-পরিজন পরিবৃত সিদ্ধার্থচিত্তে কেমন করে বৈরাগ্যভাব সঞ্চারিত হয়েছিল, তা দৃশ্যটিতে প্রত্যক্ষীভূত হয়ে উঠত। এই গানটির দুর্লভ জনপ্রিয়তার মূলে একদিকে যেমন কুসুমকুমারী (খোঁড়া) ও ভূষণকুমারীর ভাবগম্ভীর কণ্ঠমাধুর্যের অবদান স্মরণীয়, অন্যদিকে তেমনি পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রাথমিক পর্বে মঞ্চসঙ্গীতের সার্থক রূপকার রামতারণ সান্যালের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে ন'টি গানকে "১১ টি রাগে-তালে সমৃদ্ধ" গান বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

'স্টার থিয়েটার'-এর 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে অমৃতলাল মিত্রের বুদ্ধদেব ও বিনোদিনীর গোপা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সুকণ্ঠের অধিকারী অমৃতলাল আবৃত্তিপ্রধান কাব্যসংলাপের অভিনয়ে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভাঙা অমিত্রাক্ষর গৈরিশ ছন্দে আবদ্ধ সুদীর্ঘ কাব্যময় সংলাপ তাঁর আবৃত্তির বিশেষ অনুকূল হয়ে উঠেছিল। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের যাদুস্পর্শে এই সংলাপ এমন একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করত ও রসসিক্ত সুগভীর ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠত, যাতে দর্শকমণ্ডলীর অন্তর ভাবাবেগে যার-পর-নাই অভিভূত হয়ে পড়ত। দুঃখ ও বেদনাতুর ক্ষণভঙ্গুর জীবনের অনিত্যতায় বৈরাগ্য ও করুণাঘন বুদ্ধদেবের অন্তর্দ্বন্দ্ব, দীর্ঘকাল দুষ্কর তপশ্চর্যার ব্যর্থতায় তাঁর মানসিক যন্ত্রণা এবং বুদ্ধত্বলাভের পর মানবকল্যাণে তাঁর নবলব্ধ নির্বাণতত্ত্ব প্রচারের ঐকান্তিক প্রয়াস অমৃতলালের অভিনয়ে প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে জীবন্ত প্রতিভাত হোত। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন,—

> "..... বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য ও করুণার সঙ্গে অমৃতলালের এতখানি একাত্মতা ঘটে যেত যে মঞ্চে তাঁর মধ্যে দর্শকগণ যেন ভগবান তথাগতের সাক্ষাৎ পেতেন।"[১২]

রাজপুত্রবধূ গোপার চরিত্রে বিনোদিনীর সাজসজ্জা ও অভিনয় ছিল উচ্চপ্রশংসিত। 'দি লাইট্ অব্ এশিয়া'-র কবি এডুইন আর্নল্ড 'বুদ্ধদেব চরিত'-এর অভিনয় দেখে গোপার ভূমিকাভিনেত্রীর অনবদ্য

অভিনয়প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তাঁর স্বল্পকালীন কলকাতা অবস্থানকালে এই অভিনয় দেখা ও 'স্টার থিয়েটার'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখা তাঁর এক পত্র সম্বন্ধে Hindoo Petriot (হিন্দু পেট্রিয়ট) পত্রিকা লিখেছে,—

"Mr. Edwin Arnold during his short stay at Calcutta did not miss the opportunity of witnessing the rendering his own exquisite and incomparable idyl the Light of Asia, by the telented Star Theatre Company and wrote a highly complimentary letter to the manager which, we publish bellow :–

"I cannot leave Calcutta, where I have experienced such great friendliness from every side, without expressing the singular pleasure, I derived from witnessing the performance at your Theatre of the Life of Buddha, founded on my poem the Light of Asia. The story, clearly condensed was presented, it seemed to me, with much dramatic ability, and intelligance on the part of leading actors, particularly those who played Siddartha and his Princess, The management, simple as its appliances were, was good ; and I was especially impressed by the way in which your Hindu audience, listened with such close and intellectual attention to the philosophic portion of the dialogue. I thank you sincerely for such an opportunity of deserving the sensible character of your fellow-citizens and the interest aroused in their minds by these lofty teachings which spring from Indian soil. None of the undeserved honours, done to me and to my work has touched me more than the play at your theatre for which please accept my thanks and convey them to your accomplised Company".

We are glad, the management took up the suggestion we had thrown out, while noticing the performance of the *Buddhadeb Charit* some time ago and we need hardly add that Mr. Arnold's compliment is a well deserved one." [Hindoo Patriot, 1. 2. 1886, Page : 50.]

স্বয়ং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর গোপার অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"…..বুদ্ধদেবের অভিনয়ে বিনোদিনী গোপার ভূমিকা গ্রহণ করে। একদিন ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় বলরাম বসু 'বুদ্ধদেব' দেখিতে যান। তিনি এক অঙ্ক দর্শনের পর সহসা সজ্জাগৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেন যে তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা না করিয়া, কন্‌সার্টের সময়, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যাইলাম। তিনি এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া কন্‌সার্ট বাজিতে বাজিতেই ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর গোপাকে প্রথমে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী থিয়েটারওয়ালারা কোথায় পাইল? তিনি সেই সুন্দরীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সাজঘরে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রঙ্গমঞ্চে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেরূপ সুন্দরী নয় সত্য, কিন্তু সুন্দরী বটে। তৎপরে একদিন অসজ্জিত অবস্থায় দেখিয়া, সেই স্ত্রীলোক যে 'গোপা' সাজিয়াছিল, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সাজসজ্জার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন।.....

'বুদ্ধদেব' নাটকে পতিবিরহ-ব্যাকুলা গোপার ছন্দকের নিকট—

"দাও, দাও ছন্দক আমায়,
পতির বসনভূষা মম অধিকার!
স্থাপি সিংহাসনে,
নিত্য আমি পূজিব বিরলে!"

বলিয়া পতির পরিচ্ছদ যাঞ্চা একপ্রকার অতুলনীয় হইত। সে অর্দ্ধোন্মাদিনী বেশ— আগ্রহের সহিত স্বামীর পরিচ্ছদ হৃদয়ে স্থাপন— এখনও আমার চক্ষে জাগরিত। যাহাকে পূর্ব্বাঙ্কে অপ্সরানিন্দিত সুন্দরী দেখা যাইত, পরিচ্ছদ-যাচ্ঞার সময় তাপ-শুষ্ক পদ্মের ন্যায় মলিনা বোধ হইত।"[১৩]

বিনোদিনী তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে অভিনয় করতেন। তাঁর অভিনয় ছিল মূলত ভাবকেন্দ্রিক, ভাবাভিব্যক্তির মাধ্যমে তিনি অভিনেয় চরিত্রকে পাদপ্রদীপের আলোয় রঙ্গমঞ্চে সার্থক রূপারোপ করে জীবন্ত করে তুলতেন। গিরিশচন্দ্রের ওপরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সারথি ছন্দকের কাছে সংসারত্যাগী স্বামীর পোষাক-পরিচ্ছদ চাওয়ার সময় তিনি ভাবাভিনয়ের দ্বারা কেমন করে অভিনেয় চরিত্রের সার্বিক পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন।

এডুইন আর্নল্ডের 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকের অভিনয় দেখার কথা আগেই বলেছি। এই অভিনয় তাঁকে এতদূর প্রীত করেছিল যে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'India Revisited'-এ এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন,—

> "Another singular pleasure was to witness a performance of the 'Light of Asia' played by a native company to an audiance of Calcutta citizens, whose close attention to the long soliloquies and quick appreciation of all the chief incidents of the story gave an idea of their intelligence and proved how metaphysical by nature these Hindu people are. The stage appliances were dificient to a point incredible for a London manager ; and the *mise en scene* sometimes almost loughable in simplicity. Nevertheless there was a refinement and imaginativeness in the acting, as well as an artistic scene entirely remarkable and the female performaers proved quite as good as the males."[১৪]

১। Reprinted in Low Price Publications, Delhi, 2000, Page : XIV.

২। 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', পঞ্চম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, আষাঢ় ১৩৩৬ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১।

৩। 'শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', তৃতীয় সংস্করণ ঃ কৃষ্ণা নবমী ১৪০৪ সাল / ২৬.৮.১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ১০৫।
—এখানে বলা প্রয়োজন, শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ যাঁকে 'নিত্যগোপাল বসু' বলা হয়েছে, মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকেই 'নৃত্যগোপাল বসু' বলে উল্লেখ করেছেন। নামের ক্ষেত্রে আমি শ্রীম-কে অনুসরণ করেছি।

৪। দ্বিতীয় খণ্ড, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ সাহিত্য-সাধনা', প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৭১, পৃষ্ঠা ঃ বত্রিশ-তেত্রিশ।

৫। "গিরিশচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধে উদারতা ছিল, 'যত মত তত পথ'—এই মন্ত্রের সাধকের কাছে এই উদারতা তিনি লাভ করেছিলেন।"
—'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, গিরিশ যুগ, অষ্টম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ঃ ১৭০।

৬। 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, মধ্য যুগ, তৃতীয় অধ্যায় ঃ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৭-১৯১২), দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৭ (১৯৬০), পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৮।

৭। প্রথম সর্গ, সামোদ-দামোদর, শ্লোক ঃ ১৩।

৮। "....'বুদ্ধদেব চরিত'-এ বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া দেখান সত্ত্বেও সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের spirit বজায় রাখা হইয়াছে।"
—'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৯-১৭০।

৯। 'গিরিশচন্দ্র', ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ২১৩।

১০। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ২১৪।

১১। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৪ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

১২। 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ৩(গ) কমগম্ভীর অমৃতলাল, প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৮৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।

১৩। 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', নবম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৩৭ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৩-৩০৪।

১৪। London : 1886, Pages : 250-251.

বার

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ ১২ জুন শনিবার ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে [৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সালে] প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকের উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

STAR THEATRE.
Changes of Programme.
Saturday, the 12th June, at 9 p. m.
Baboo G. C. Ghosh's New Drama
BILLA MANGAL THAKOOR.
The whole house has been thoroughly renovated,
Replenished, Refitted and Redecorated.
Next day, Sunday, at Candle-Light.
Sitar Banabasa and Bebaho-Bibhrat.
G. C. GHOSH, Manager.
[The Indian Daily News, 12.6.1886, Page : 1.]

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটক পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ২৫ অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম সংস্করণের নাটক আমি দেখি নি। তাই ঐ গ্রন্থে প্রথম অভিনয় রজনীর কি তারিখ মুদ্রিত হয়েছিল, তা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতী, নাট্যামোদী ও মঞ্চ-ঐতিহাসিক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'গিরিশচন্দ্র' জীবনী গ্রন্থে প্রথম এই নাটকের উদ্বোধন রজনীর তারিখ দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন,—

"৩৯। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (নাটক) ২০ শে আষাঢ়, ১২৯৩ সাল।"[১]

তিনি অন্যত্রও ঐ তারিখ সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"১২৯৩ সালের ২০ শে আষাঢ় গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" নাটক মহাসমারোহে "ষ্টার" থিয়েটারে অভিনীত হয়।"[২]

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' জীবনীতে লিখেছেন,—

" 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ২০ শে আষাঢ়, (১২৯৩ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়।"[৩]

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'-তে ওপরে উদ্ধৃত তারিখের প্রভাব দেখা যায়। ঐ গ্রন্থে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের সূচনায় মুদ্রিত হয়েছে,—

"[(২০ শে আষাঢ়, ১২৯৩ সাল, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)][৪]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ সুকুমার সেন অবিনাশচন্দ্রের বাংলা তারিখের অনুসরণ করে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'-এর পাদটীকায় প্রথম অভিনয়ের তারিখ লিখেছেন,—

"২০ আষাঢ় ১২৯৩।"[৫]

মঞ্চ-ঐতিহাসিক শিশির বসু লিখেছেন,—

"১৮৮৬ সালের ৩ জুলাই অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক নাটক 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'।"[৬]

তিনি অন্যত্রও প্রথমাভিনয়ের একই তারিখের উল্লেখ করেছেন,—

"বিল্বমঙ্গল ঠাকুর [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] ৩।৭।১৮৮৬"[৭]

'গিরিশ-রচনাবলী'-র সম্পাদক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য 'গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটকের অভিনয়-কাল ও প্রকাশ-কাল'-এর 'সংশোধিত' তালিকায় (অক্টোবর ১৮৭৫) লিখেছেন,—

"৩০। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ২০ আষাঢ় ১২৯৩ [ষ্টার ২৫ অক্টোবর ১৮৮৮
১২ জুন ১৮৮৬ (বিডন স্ট্রীট)]"[৮]

ওপরের উদ্ধৃতিটির বাংলা ও ইংরেজি তারিখ দু'টির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নেই। '২০ আষাঢ়' কখনও '১২ জুন' হতে পারে না।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক গণেশ মুখোপাধ্যায়ের 'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র : প্রফুল্ল' প্রবন্ধের শেষে মুদ্রিত হয়েছে,—

"৩০। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ৩ জুলাই ১৮৮৬ [স্টার (বিডন স্ট্রীট)] ১৮৮৬"[৯]

'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ' খ্যাত অধ্যাপক ডঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"শুভ উদ্বোধন : ৩ জুলাই, ১৮৮৬"[১০]

বিভিন্ন গ্রন্থে ধৃত 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিখ যে ভুল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আলোচনার প্রথমেই আমি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অবলম্বনে সঠিক তারিখের উল্লেখ করেছি, পুনরোক্তি নিষ্প্রয়োজন বলে বিরত হলাম।

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ঃ—

বিল্বমঙ্গল- অমৃতলাল মিত্র, সোমগিরি- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সাধক- অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল), ভিক্ষুক- অঘোরনাথ পাঠক, রাখালবালক- পুঁটুরানী, বণিক ও দারোগা- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, সোমগিরির শিষ্যগণ- রামতারণ সান্যাল, অবিনাশচন্দ্র দাস, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাচরণ কুণ্ডু, ভৃত্য (ভোলা)- পরাণকৃষ্ণ শীল, চিন্তামণি- বিনোদিনী, পাগলিনী- গঙ্গামণি, থাক- ক্ষেত্রমণি, অহল্যা- বনবিহারিণী (ভুনি), মঙ্গলা- কুসুমকুমারী (খোঁড়া), জনৈক স্ত্রীলোক- প্রমদাসুন্দরী প্রভৃতি।

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের মূল কাহিনী পরমবৈষ্ণব নাভাজীদাসের বিখ্যাত হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের প্রিয়দাস কৃত টীকা অবলম্বনে রচিত ভক্তপ্রবর শ্রীলালদাস বাবাজীর বাংলা অনুবাদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 'ভক্তমাল' হ'লো বৈষ্ণব ভক্তদের মালা বা জীবনচরিত। এই বিশাল গ্রন্থটি 'সপ্তবিংশ মালা' বা বিভাগে সম্পূর্ণ। এতে একশ একান্ন জন বৈষ্ণব সাধকের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। 'শ্রীবিল্বমঙ্গল' এই গ্রন্থের 'দ্বাদশ মালা'-র অন্তর্গত 'সাতচল্লিশতম চরিত্র'। 'ভক্তমাল'-এ বিল্বমঙ্গলের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ—

দক্ষিণদেশে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরে লম্পট স্বভাবের অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ যুবক বিল্বমঙ্গল বসবাস করে। নদীর অপর পারে চিন্তামণি নামে এক বেশ্যার প্রতি সে আশক্ত। একদা পিতৃশ্রাদ্ধমৃত্যুতিথিতে সারাদিন শ্রাদ্ধাদির কাজকর্মে গৃহে অতিবাহিত করে চিন্তামণির কাছে থাকতে না পারায় রাতে সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। রাত্রি দুর্যোগময়ী, সমগ্র প্রকৃতি তাণ্ডবে উন্মত্ত, প্রবল ঝড়বৃষ্টি আর ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রহরে বিল্বমঙ্গল বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীতীরে এসে উপস্থিত হ'লো। কিন্তু পার হবার কোনও নৌকা না পেয়ে সে অবশেষে বর্ষণমুখর খরস্রোতা নদী সাঁতরে পার হতে গেল। স্রোতের

বেগে ভাসতে ভাসতে সে ভাসমান এক শবদেহকে কাঠ মনে করে তার ওপর চড়ে কোনক্রমে নদী উত্তীর্ণ হ'লো। ব্যাকুলচিত্তে সে চিন্তামণির বাড়ির সামনে এসে দেখতে পেল যে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতরে যাবার উপায় খুঁজতে সে তখন এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। এমন সময় পাঁচিলের গর্তে মুখ ঢোকানো এক বিষধর সাপের লম্বা লেজ ঝুলতে দেখে সে দড়ি মনে করে তা ধরে ওপরে উঠতে থাকে। এভাবে পাঁচিলের পরে উঠে সে সেখান থেকে লাফিয়ে উঠানে পড়ে। সেই শব্দে অন্যান্য বেশ্যাদের সঙ্গে চিন্তামণিরও ঘুম ভেঙে যায়। বিল্বমঙ্গলের সারা দেহ দুর্গন্ধে ভরা ও ক্লেদ পরিপূর্ণ থাকায় কেমন করে সে এসেছে, চিন্তামণি নদীতীর পর্যন্ত ঘুরে তা দেখে এলো। পরে সে তাকে স্নান করিয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে সুতীব্র ভর্ৎসনায় জর্জরিত করে তুলল;—

"ছি ছি ধিক্ ধিক্ তব হেন দুষ্টবুদ্ধি।
হেন কর্ম্মে যার মতি তার এই সিদ্ধি।।
হেন তম মদ যাতে শব কালসর্প।
না চিনিলে অধীন হইলে কামদর্প।।
আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পর্শ নিন্দিত।
তাতে তুমি বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনুচিত।।
এহেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ একভাগ।।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার।
তবে কি না হইত চতুর্ব্বর্গসেবা সার।।"[১১]

চিন্তামণির ভর্ৎসনায় বিল্বমঙ্গলের চৈতন্য হ'লো। প্রবল বৈরাগ্যে তার অন্তর ভরে উঠল। রাত পোয়ালে সে গৃহত্যাগ করল। তারপর সোমগিরি নামে এক সাধুর কাছে 'কৃষ্ণমন্ত্র' লাভ করে তার হৃদয়ে অলৌকিক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি উদ্দীপ্ত হয়। কৃষ্ণানুরাগে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলে দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রাকালে সে প্রেমাবেশে এক সরোবর তীরে বৃক্ষতলে আশ্রয় নেয়। এখানে এক বণিকের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে দেখে সে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পিছন পিছন তাদের বাড়িতে যায়। বণিক দরজার সামনে সাধুবেশী বিল্বমঙ্গলকে দেখে সাদরে তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসে এবং স্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করে নির্জনে তার হাতে সমর্পণ করে। এদিকে বিল্বমঙ্গলের চিত্ত ততক্ষণে চক্ষুর

নির্লজ্জ অবিমিশ্রকারিতায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তার আদেশে বণিকপত্নী দু'টি সূঁচ নিয়ে আসে ও তা দিয়ে তার দু'চোখ বিদ্ধ করে সেই সরোবর তীরে বৃক্ষমূলে রেখে আসে। তারপর দৃষ্টিশক্তিহীন বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে পৌঁছে ব্রহ্মকুঞ্জের ব্রহ্মকুণ্ডে কঠোর তপশ্চারণে ব্রতী হয়। সেখানে রাখালবালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের হাতের ছোঁয়ায় সে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে তাঁকে দর্শন করে। ওদিকে অনুতপ্তা চিন্তামণিও বিবাগী হয়ে বিল্বমঙ্গলের খোঁজে বৃন্দাবনে এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়। সেখানে তার সাহচর্যে সেও শ্রীকৃষ্ণদর্শন করে নিজেকে ধন্যা করে।

গিরিশচন্দ্র 'ভক্তমাল' গ্রন্থে বর্ণিত ওপরের কাহিনী তাঁর 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকে যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন। ঐ গ্রন্থের বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, বণিক, বণিকপত্নী, রাখালবালক প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলির নাটকে সামান্য রূপান্তর ঘটলেও মূলত সেগুলি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নাট্যকার নাট্যমুহূর্ত তৈরি করে অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে বণিকপত্নীর দ্বারা চক্ষু বিদ্ধ করা না দেখিয়ে তার মাথার চুলের কাঁটা দিয়ে বিল্বমঙ্গলের স্বহস্তে দু'চোখ বিদ্ধ করা দেখিয়েছেন। আবার মূল কাহিনীতে বণিকপত্নীর কোনও নামের উল্লেখ নেই। সব সময়েই তাকে 'বণিকপত্নী' বলা হয়েছে। তার 'অহল্যা' নামকরণ নাট্যকারের স্বকীয়তার পরিচায়ক।

গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটক রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাব অপরিসীম। বস্তুত, তাঁর নির্দেশেই নাট্যকার এই নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই নাটকে বৈপরীত্য তৈরি করতে ভণ্ড সাধক চরিত্রটি তাঁরই ইচ্ছানুসারে সৃষ্ট। এই চরিত্র বাংলানাট্যসাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় অবদান। অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন,—

> "......শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর পরমহংসদেবের শ্রীমুখে বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যান শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ভক্ত চরিত্রের সহিত একটী ভণ্ড চরিত্র অঙ্কনে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সাধক চরিত্রের ইহাই মূল। পরমহংসদেব একদিন ভণ্ড সাধুদের হাবভাব গিরিশচন্দ্রকে হুবহু নকল করিয়া দেখাইয়াছিলেন।"[১২]

স্বামী বিবেকানন্দ-অনুজ গৃহীতাপস মহেন্দ্রনাথ দত্ত এ সম্পর্কে লিখেছেন,—

> "একদিন গিরিশচন্দ্র অতি শোকার্ত্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশাইয়ের নিকট গিয়া নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন। সান্ত্বনা দিবার

জন্য তাঁহাকে পরমহংস মশাই বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির উপাখ্যানটি বলিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" নাটক রচনা করেন। ইহা আমার শোনা কথা ;তবে গিরিশচন্দ্রকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি যে, "সাধক" চরিত্রের বেশভূষা কিরূপ হইবে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা কিভাবে থাকিবে, কিরূপভাবে হস্ত সঞ্চালন ও অঙ্গভঙ্গি করিবে ইত্যাদি—পরমহংস মশাই অতি নিখুঁতভাবে দর্শাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র অনেক সময় আমাদিগকে পরমহংস মশাইয়ের প্রদর্শিত হাব-ভাব অনুকরণ করিয়া সাধকের পালা দেখাইতেন।"[১৩]

মহেন্দ্রনাথ অন্যত্র বিস্তারিতভাবে এ সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"একদিন গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন যে তিনি এক সময় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যান। এ কথা ও কথার পর সাধুদের আচরণের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মানব-চরিত্র পর্যবেক্ষণে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকল প্রকার লোকের চরিত্র হাব-ভাব-ভঙ্গিমা বা কথাবার্তা তিনি হুবহু নকল করিয়া দেখাইতেন ;এবং প্রত্যেক লোকের পোষাক পরিচ্ছদে কিরূপ মনের ভাব পরিবর্তন হয় তাহাও তিনি বিশেষ করিয়া বলিতে পারিতেন। অর্থাৎ নরচরিত্রের কোন বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝিতেন ও দেখাইতেন।

এই প্রসঙ্গে এক প্রকারের ব্যবসায়ী সাধুদের কথা উঠিল, যাহারা বেশভূষা বা বাহ্যিক আচারে পুরাদস্তুর ব্যবসায়ী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতে লাগিলেন, "এ সব লোকের চিহ্ন কি জান? লম্বা জামা পরে, জামার আস্তিনটা কনুই পর্যন্ত থাকে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা— সেগুলো আবার সোনার বা রূপার তারে গাঁথা মাঝে মাঝে একটি প্রবাল বা অন্য দামী জিনিস দেয়। কথাবার্তায় তারা সব-জান্তা আর এইরূপ করিয়া তারা হাত নাড়ে"— এই বলিয়া তিনি ডান হাতের তর্জনী কিছু উঁচু করিয়া এবং অবশিষ্ট তিনটি নীচু করিয়া হাতের পাতাটা দুলাইয়া তাদের ভাব-ভঙ্গি দেখাইতে লাগিলেন। গলা কি করিয়া সঞ্চালন করিতে হয়, কণ্ঠস্বর কিরূপ পরিবর্তন করিতে হয়, তাহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেইদিন হুবহু দেখাইতে লাগিলেন।.... বিল্বমঙ্গলে সাধকের পালা যে এত উত্তম হইয়াছিল, কারণ তাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রদর্শিত পথ ছিল। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"[১৪]

"বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'-এর অপর একটি অন্যতম চরিত্র 'পাগলিনী'-ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডল থেকে আহৃত। দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এক পাগলী স্ত্রীলোক আসত। সেই পাগলীকে অবলম্বন করে গিরিশচন্দ্র 'পাগলিনী' চরিত্রটি অঙ্কন করেন। ১৬ এপ্রিল শুক্রবার ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ, ৪ বৈশাখ ১২৯৩ সাল, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের রোগের উপসর্গ সেদিন কিছুটা কম থাকায় তিনি গিরিশচন্দ্র, মাস্টারমশাই, লাটু, শশীভূষণ চক্রবর্তী, বাবুরাম ঘোষ, নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ, রাখালচন্দ্র ঘোষ ও আরও দু'একজন উপস্থিত ভক্তদের কাছে রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের বিভিন্ন ভাব ব্যাখ্যা করছেন। রামাবতারের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও সখ্যের সঙ্গে কৃষ্ণাবতারে যুক্ত হয়েছে মধুর ভাব। এদিন পাগলী সম্বন্ধে শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ বলা হয়েছে,—

> "বিজয়ের [বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী] সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে একটি পাগলের মত স্ত্রীলোক ঠাকুরকে গান শুনাইতে যাইত। শ্যামাবিষয়ক গান ও ব্রহ্ম সঙ্গীত। সকলে পাগ্‌লী বলে। সে কাশীপুরের বাগানেও সর্বদা আসে ও ঠাকুরের কাছে থাকার জন্য বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেই জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়।
>
> শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদি ভক্তের প্রতি) পাগ্‌লীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছ্‌লো। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন কাঁদছিস্? তা বলে, আমার মাথা ব্যথা করছে। (সকলের হাস্য)
>
> "আর একদিন গিছ্‌লো। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, 'দয়া কর্‌লেন না?' আমি উদারবুদ্ধিতে খাচ্ছি। তারপর বলছে, 'মনে ঠেল্লেন কেন?' জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোর কি ভাব?' তা বললে, 'মধুর ভাব।' আমি বললুম, 'আরে আমার যে মাতৃযোনি! আমার যে সব মেয়েরা মা হয়!' তখন বলে, 'তা আমি জানি না।' তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম, 'ওরে রামলাল, কি মনে ঠ্যালাঠেলি বলছে, শোন দেখি।' ওর এখনও সেই ভাব আছে।"
>
> গিরিশ—সে পাগ্‌লী ধন্য! পাগল হোক্ আর ভক্তদের কাছে মারই খাক্ আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে! সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না!"[১৫]

মহেন্দ্রনাথও পাগলিনী চরিত্র-পরিকল্পনায় ওপরে বর্ণিত প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

> "...... পাগলিনীর চরিত্র লইয়াও একটি কিংবদন্তী চলিত আছে। আমার শোনা কথা যে, দক্ষিণেশ্বরে ঐরূপ প্রকৃতিসম্পন্না একটি স্ত্রীলোক আসিত,

সেও ঐরূপ ওলট্-পালট্ করিয়া কথাবার্তা কহিত। গিরিশচন্দ্র পাগলিনীর কথাগুলি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেন।..... সেই স্ত্রীলোকটিকে নব-কলেবরে গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকে পাগলিনীরূপে চিত্রণ করিয়াছেন।"[১৬]

অবিনাশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের পাগলিনী চরিত্রসৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের তান্ত্রিকসাধনার সাহায্যকারিণী এক ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও এক পাগলী রমণীর যুগপৎ প্রভাবের কথা বলেছেন। এক পাদটীকায় তিনি লিখেছেন,—

"দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট বহুপূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণী ভৈরবী আসিয়াছিলেন। তাহার অনেক পরে এক পাগলী যাতায়াত করিত। শুনিয়াছি, ইঁহাদের অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই পাগলিনী চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।"[১৭]

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকে নাট্যকারের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'ভিক্ষুক' চরিত্র। ব্যবহারিকজীবনে অর্থাৎ পেশাগতভাবে সে একজন সামান্য ভিক্ষুক মাত্র, ভিক্ষালব্ধ অর্থে ও সাহায্যে সে প্রাত্যহিক ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। কিন্তু তার সত্যকারের পরিচয় বাহ্যিক পেশার অন্তরালে আত্মগোপন করে রয়েছে। আসলে সে চোর, ভিক্ষুকবেশী চোর। ডঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"...... ভিক্ষুক-চোর চরিত্রটিও ভক্তমালে লভ্য।"[১৮]

কিন্তু 'ভক্তমাল' গ্রন্থে বিল্বমঙ্গলের জীবনী বর্ণনায় এই চরিত্রটি নেই। ডঃ চট্টোপাধ্যায় কি দেখে এই মন্তব্য করেছেন, জানি না। আমার অনুমান, ভিক্ষুক চরিত্রটিও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, নাটককে আরও সংঘাতমুখর ও গতিময় করে তুলতে নাট্যকার স্বয়ং এর স্রষ্টা।

'থাক' চরিত্রটিও কাল্পনিক। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টির আরও একটি স্মরণীয় অবদান। ভক্ত সাধু বিল্বমঙ্গলের পাশাপাশি ভণ্ড সাধক চরিত্র সৃষ্টি করে নাট্যকার যেমন কাহিনীতে বৈচিত্র এনেছেন, তেমনি চিন্তামণির প্রগাঢ় ভালবাসার পাশাপাশি 'থাক'-র নির্লজ্জ ভ্রষ্টাচারিতার চিত্র অঙ্কিত করে তিনি নাট্যকাহিনীকে আরও বৈচিত্রময় করে তুলেছেন। থাক চিন্তামণির আশ্রিতা, তারই বাড়ির ভাড়াটিয়া ও তারই উদার সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে ;অথচ সেই স্বার্থপরতার বশীভূত হয়ে সাধকের প্ররোচনায় তার সর্বনাশ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। থাকর অতিরিক্ত লোভ বাস্তবতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

ঠাকুর' গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ 'ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক'। নাট্যকার এই নাটকটিকে 'প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক' নামে অভিহিত করেছেন। বেশ্যা চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গলের মাত্রাছাড়া প্রেমের আধিক্য, হৃদয়স্পর্শী ভর্ৎসনায় প্রবল বৈরাগ্যোদয় ও পরিণতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদর্শন এই নাটকের বিষয়বস্তু। ভগবদ্ভক্তি বা ভক্তিরসে সমগ্র কাহিনী অভিষিক্ত এবং বিল্বমঙ্গলের জীবনচরিতকে কেন্দ্র করেই তার বিকাশ ঘটেছে। সেজন্য আলোচ্য নাটকটিকে 'ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক' বলাই সঙ্গত মনে করি। এতে ভক্তিভাব উদ্দীপিত করাই নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য হলেও চলমান সমাজজীবনকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। সংসারাবর্তে আবর্তিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র তিনি নাটকে অঙ্কিত করে বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। এর একদিকে যেমন রয়েছে ঊর্ধ্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি, অপরদিকে তেমনি দেখা যায় সমাজের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত মানবজীবন। বিচিত্র জগৎ ও জীবনের একত্র সহাবস্থানের ফলেই নাটকটি এত বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পঞ্চমাঙ্ক এই নাটকের গর্ভাঙ্ক সংখ্যা ঊনিশ [প্রথম অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ঃ ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ও পঞ্চম অঙ্ক ঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]।

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এর অসাধারণ মঞ্চসফল নাটক। এই নাটকটি যখন প্রথম অভিনীত হয়, তখন সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন আর সোমগিরির এক শিষ্যের ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন। এই নাটকের সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষকের নাম কোথায়ও উল্লেখ করা হয় নি। আমার মনে হয়, সঙ্গীতাচার্য রামতারণই এই কাজ করেছেন। সঙ্গীতপ্রধান এই নাটকের গানগুলিকে বিভিন্ন রাগে ও তালে যে অনবদ্য সুরারোপ করা হয়েছিল, এর সাফল্যের মূলে তার অবদান অনেকখানি। বস্তুত, দর্শকসমাজে নাটকটির বহুল প্রচারে সঙ্গীত প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। বিভিন্ন গানের অভিনেয় চরিত্র, রাগ ও তাল এবং প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ

এক) ভিক্ষুকের গীত

ঝিঁঝিট আড়খেম্‌টা

ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে। [প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

দুই) ভিক্ষুকের গীত

সিন্ধু (মিশ্র) খেম্‌টা
ব'সে ছিল বঁধূ হেঁসেলের কোণে। [ঐ]
তিন) পাগলিনীর গীত
কাফি মিশ্র একতালা
ওমা কেমন মা তা কে জানে? [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]
চার) পাগলিনীর গীত
গৌরী একতালা
আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা। [ঐ]
পাঁচ) পাগলিনীর গীত
কানেড়া (মিশ্র) একতালা
সাধে কি গো শ্মাশানবাসিনী। [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]
ছয়) টহলদারদিগের গীত
ভৈরবী কার্‌ফা
কি ছার আর কেন মায়া। [দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]
সাত) পাগলিনীর গীত
ছায়ানট মধ্যমান
আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে ; [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]
আট) পাগলিনীর গীত
পরজ যোগীয়া একতালা
আমায় বড় দেয় দাগা। [তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]
নয়) পাগলিনীর গীত
মাঝ মিশ্র পোস্তা
যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে! [চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]
দশ) ভিক্ষুকের গীত
ভৈরবী যৎ
ছাড়ি যদি দাগাবাজী, [ঐ]
এগার) রাখালবালকের গীত
পাহাড়ী কার্‌ফা
আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব। [চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]
বার) শিষ্যগণের গীত
বৃন্দাবনী সারঙ্গ খামশা
জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা, [পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

তের) সকলের গীত
বাগেশ্রী (মিশ্র) ধামার
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখরে নয়ন। [দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

এই নাটকে পাগলিনীর গানের সংখ্যাই সর্বাধিক। মোট তেরটি গানের মধ্যে পাগলিনীবেশী সেকালের অন্যতমা গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণির একককণ্ঠে গীত হয়েছে ছ'টি গান—তিন, চার, পাঁচ, সাত, আট ও নয়। ভিক্ষুকের ভূমিকায় বিশিষ্ট গায়ক ও অভিনেতা অঘোরনাথ পাঠক গেয়েছেন তিনটি গান—এক, দুই ও দশ। রাখালবালকবেশে পুঁটুরানী করেছেন একটি গান—এগার। অবশিষ্ট তিনটি গানই সমবেত সঙ্গীত; করেছে— টহলদারগণ—ছয়, সোমগিরির শিষ্যগণ— বার ও 'দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্ত্তি' দর্শন করে বৃন্দাবনে উপস্থিত সমস্ত পাত্র-পাত্রী—তের। এ ছাড়া পাগলিনীর 'আমার ভাতার সেই, মা, সেই ;— প্রভৃতি উক্তিতে [তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক] এবং রাখালবালকের কৃষ্ণরূপ দেখে বিল্বমঙ্গলের 'নবীন জলধর শ্যাম সুন্দর', প্রভৃতি রূপ-বর্ণনায় [পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক] সুরের স্পর্শ পাওয়া যায়। বিখ্যাত সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে কেবলমাত্র এই নাটকের প্রথমাভিনয়ের ভুল তারিখের অনুবর্তন করে '২০ আষাঢ়, ১২৯৩' লিখেই ক্ষান্ত হন নি, গানের সংখ্যারও ভুল উল্লেখ করে লিখেছেন '১২ খানি রাগাশ্রয়ী গানের'।[১৯] গঙ্গামণি, অঘোরনাথ ও পুঁটুরানী— তিনজনেই তাঁদের সুগীত সঙ্গীতগুলিতে দর্শকঅন্তর জয় করলেও স্বনামধন্যা গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি তুলনারহিত। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত গানগুলি প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করত। এই নাটকে পাগলিনীর 'ওমা কেমন মা তা কে জানে?' 'আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।', 'সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী।', 'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে ;' ও 'যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।'; ভিক্ষুকের 'ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।' ও 'ছাড়ি যদি দাগাবাজী', এবং রাখালবালকের 'আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।' প্রভৃতি গানগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই গানগুলি সেযুগে লোকের মুখে মুখে ফিরত।

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের গানগুলি, বিশেষ করে পাগলিনীর অধ্যাত্মসুষমামণ্ডিত গানগুলি ছিল পরম সম্পদ, অন্যতম আকর্ষণের বস্তু। এই গানগুলির মধ্যে একটি গান যে নাটক রচনার অনেক আগেই পৃথকভাবে

রচিত ও সুরারোপিত হয়েছিল এবং নাটক উদ্বোধনের পঞ্চান্নদিন অর্থাৎ প্রায় দু'মাস আগে অপরের দ্বারা পরিবেশিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮ এপ্রিল রবিবার ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে, ৬ বৈশাখ ১২৯৩ সাল। চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল কাশীপুর উদ্যানবাটী। পূর্ণিমা তিথি, রাত ন'টা। শ্রীরামকৃষ্ণের গলদেশের অসুখ আগের দিন থেকে আবার বেড়ে গেছে। দোতলার ঘরে তিনি শুয়ে আছেন ; কাছে বসে রয়েছেন মাস্টারমশাই, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবুরাম ঘোষ, লাটু প্রভৃতি ভক্ত। নিচে অন্যান্য ভক্তেরা খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন করছেন। ভক্তদের কীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত পুলকিত। তারপরই শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ বলা হয়েছে,—

"কীর্তন সমাপ্ত হইল। সুরেন্দ্র ভাবাবিষ্টপ্রায় হইয়া গাহিতেছেন—

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা!
আমি তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যামা।
বাবা বব বম বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢ'লে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে ;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে শুন না।"[২০]

কিন্তু অধ্যাপক ডঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ওপরের ঘটনাকে "১৭ এপ্রিল ১৮৮৬ কথামৃতের দিনপঞ্জীতে দেখা যায়" বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] সেদিন সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গাওয়া এই গানের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির সামান্য অদল-বদল ঘটিয়ে গিরিশচন্দ্র 'পাগল ছেলে'-র জায়গায় 'পাগল মেয়ে' করে পাগলিনীর কণ্ঠে বসিয়ে দিয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনয়ের উদ্দেশ্যে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটক রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন বটে, কিন্তু কেমন হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছেন না। সেজন্য তাঁর চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপি তুলে দিলেন ও তার দোষগুণ বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। গিরিশচন্দ্রের এই কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আস্তা, বিশ্বাস ও পরম নির্ভরতার পরিচায়ক। নরেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়লেন। অভিভূত হলেন তিনি। তারপর তিনি গিরিশচন্দ্রকে যা বলেছেন, সে সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"......দ্যাখ, আমি সংস্কৃত এবং ইংরাজী বহু কাব্য পড়েছি, মিল্টন, সেক্সপীয়র, কালিদাস আমার কণ্ঠস্থ রয়েছে, কিন্তু বিল্বমঙ্গল-খানা যেমন

লেগেছে, অন্য বইগুলি তত ভাল লাগছে না। বিল্বমঙ্গল-খানা আমার বড় ভাল লাগছে।"[২২]

ব্রাহ্মণ যুবক বিল্বমঙ্গলের জীবনে দু'বার বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। চিন্তামণির সুতীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায় জর্জরিত হয়ে তার অন্তরে প্রথম বৈরাগ্যোদয় হয়। কিন্তু তা স্থায়িত্বলাভ করে নি। তাই বণিকপত্নী অহল্যার রূপতৃষ্ণায় তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে ও পূর্বতন সংস্কারের প্রভাবে মন নিম্নগামী হয়। এর ফলে অনুতপ্ত হয়ে চুলের কাঁটায় দু'চোখ বিদ্ধ করে বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে তার চিত্তে দ্বিতীয়বার বৈরাগ্য দেখা দিলে সে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র প্রথমবারের বৈরাগকে 'কাঁচা বৈরাগ্য' ও দ্বিতীয়বারের বৈরাগ্যকে 'আসল বৈরাগ্য' বলেছেন। নাট্যকার প্রদত্ত এই ব্যাখ্যার অপূর্ব বিবরণ দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ। একদিন দুপুরবেলা তিনি শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর (সন্ন্যাসজীবনে স্বামী সারদানন্দ) সঙ্গে বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে যান। সেখানে বিল্বমঙ্গলের বৈরাগ্য সম্বন্ধে পারস্পরিক যে কথোপকথন হয়, সে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—

"...... বিল্বমঙ্গল নাটক দু'চার বার অভিনয় হইয়াছে, সহরে বড়ই হুলস্থুল। শরৎ মহারাজ গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বিল্বমঙ্গল ত বৈরাগ্য লইয়া চলিয়া গেল, আবার কেন তাহার নিম্নগতি হইল? একবার বৈরাগ্য হলে আবার সংসারের দিকে মন আসে কেমন করে?" গিরিশবাবু তামাক টানিতে টানিতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "শরৎ, তোমার বয়স অল্প, জিনিসটা এখনও ঠিক বোঝনি। যেটা প্রথম বৈরাগ্য সেটা সামান্য উত্তেজনায় বা ঝোঁকের মাথায় হইয়া থাকে, ওটা আসল বৈরাগ্য নয়। বিল্বমঙ্গল দুটো ধমকানি খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, ওটা হচ্ছে কাঁচা বৈরাগ্য। তারপর একটু কষ্টে পড়তেই খেয়ালটা কমে গেল তখন আবার পূর্ব অভ্যাস ও পূর্বস্মৃতি জোর করে মাথা তুলে উঠল। এই সময় অনেকেই আবার বাড়িতে ফিরিয়া আসে ও যে যাহার পূর্ব কর্ম করিয়া থাকে। কিন্তু তারপর যদি সদ্‌গুরু বা মহতের আশ্রয় পায় তাহা হইলে দ্বিতীয় বার ধাক্কা খায় ও আসল বৈরাগ্য আসে। সেটা স্থায়ী বৈরাগ্য, ঝোঁকের মাথায় নয় ; সেটা হচ্ছে ঈশ্বর পাবার জন্য গৃহত্যাগ এবং সেজন্য স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রথম বৈরাগ্যটা রাগ বা সংসারের যন্ত্রণায় বৈরাগ্য ; ওর সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ নাই। সেজন্য আমি

বিল্বমঙ্গলের প্রথমে অনেক হৈ চৈ করার ভাব দেখাইয়াছি, যেন ভাবের উত্তেজনায় তুফান বহিতেছে কিন্তু তারপর যখন একবার ধাক্কা খেয়ে ঈশ্বরানুরাগ এলো তখন সে যেন নীরব, হৈ চৈ করে না, বেশী বকে না, যেন সে ঈশ্বর লাভের জন্য লালায়িত। তখন হচ্ছে প্রাণের কথা, জিবের কথা নয়। সাধকের জীবন ঠিক এই রকমই হইয়া থাকে।" আমরা দুজনে গিরিশবাবুর ব্যাখ্যা শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলাম এবং মনে করিতে লাগিলাম যে, মনুষ্যচরিত গিরিশবাবু কেমন দেখিতে পাইয়াছেন।"[২৩]

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের শেষ দৃশ্যে বৃন্দাবনধামে বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, সোমগিরি, শিষ্যগণ, ভিক্ষুক, অহল্যা, বণিক প্রভৃতি অনেকেই 'দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্ত্তি' দর্শন করে নিজেদের ধন্য করে তোলে। এই দর্শনে কৃত-কৃতার্থ এক শিষ্য গুরুদেব সোমগিরিকে সম্বোধন করে প্রফুল্লচিত্তে বলে,—

"শিষ্য। গুরুদেব, কৃষ্ণ-দর্শনের ফল কৃষ্ণ-দর্শন।"

[পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ঃ পট-পরিবর্ত্তন]

অপ্রাকৃত দৃশ্য ও সংলাপের অভিনবত্বে তৎকালীন নাট্যামোদী দর্শকসমাজ যে কতখানি আকৃষ্ট হয়েছিল, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"গিরিশবাবুর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকখানি দুই একরাত্রি অভিনয় হইয়াছে।..... বলরামবাবুর বাড়ির রাস্তাতে একজন বৃদ্ধ লোক সাদা দাড়ি, সাদা সাদা ঝাঁকড়া চুল মাথায়, হাতে একটি মোটা লাঠি লইয়া রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং চেনা অচেনা যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই ধরিয়া বলিতেছেন, "ওহে শুনেছ, গিরিশবাবু কি বলেছেন? একথা পুরাণেও লেখা নাই, ব্যাসও একথা কখন বলেন নাই, অতি নূতন কথা—গিরিশ ঘোষই প্রথমে একথা বলেছেন। শুনেছ কি কথাটা? কৃষ্ণ দর্শনের ফলই কৃষ্ণ দর্শন! মুক্তি নয়, বৈকুণ্ঠ নয়, স্বর্গ নয়, কিন্তু কৃষ্ণ দর্শনের ফলই কৃষ্ণ দর্শন—আর কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে না! বাঃ কি সুন্দর কথা—" .....কথাটি বৃদ্ধটির প্রাণে বড় লাগিয়াছিল।"[২৪]

এই নাটক রচনায় নাট্যকারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথের বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন,—

"....... অতি তুচ্ছ লোক, অতি বকাটে ছেলে, চোর, অতি ঘৃণ্য জীব এবং পতিতাও যদি সরল প্রাণের মানুষ হয়, তাহা হইলে তাহারও মুক্তি হইবার আশা আছে ;কিন্তু যদি বাহ্যিক আবরণ ভক্তভাবাপন্ন অথচ অন্তর কদর্যতাপূর্ণ হয় তাহা হইলে ভগবদ্-দর্শনের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য

বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও ভিক্ষুকের মুক্তি হইল, এবং সাধক ও থাকর অপমৃত্যু ঘটিল।"[২৫]

অবিনাশচন্দ্রও নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন,—

"....... বারবণিতা ও লম্পটের প্রেমাভিনয়ের মধ্যে উচ্চ বৈষ্ণব দর্শন নাটকীয় রসের ব্যাঘাত না করিয়া যেভাবে রসবিকাশের সাহায্য করিয়াছে, তাহা ভারতের কবি গিরিশচন্দ্রেই সম্ভব। 'চৈতন্যলীলা' ও 'বুদ্ধদেব চরিত' লিখিয়া তিনি বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, 'বিল্বমঙ্গল' নাটক রচনায় তিনি দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করেন।"[২৬]

'স্টার থিয়েটার'-এর 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকে প্রতিটি ভূমিকাই সুঅভিনীত। বিল্বমঙ্গল, সাধক, ভিক্ষুক, চিন্তামণি, পাগলিনী ও থাক চরিত্রে যথাক্রমে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল), অঘোরনাথ পাঠক, বিনোদিনী, গঙ্গামণি ও ক্ষেত্রমণি স্ব স্ব ক্ষেত্রে আপন আপন অভিনয়দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এর অসাধারণ মঞ্চসাফল্য ও অশ্রুতপূর্ব জনপ্রিয়তার মূলে তাঁদের সকলেরই অবদান অনস্বীকার্য। তবু অমৃতলাল মিত্র, বিনোদিনী ও গঙ্গামণির কথা সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

অমৃতলাল মিত্রের বিল্বমঙ্গল চরিত্রে অতুলনীয় অভিনয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়দক্ষতার পরিচায়ক। এই অভিনয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে। বিল্বমঙ্গলের বিবর্তনশীল চারিত্রিক দ্বন্দ্ব তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠত। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' অর্থাৎ 'কাম' কেমন করে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' অর্থাৎ 'প্রেম'-এ পর্যবশিত হয়ে পরম প্রাপ্তিতে চরম শান্তি লাভ করে, বিল্বমঙ্গল-জীবনের বিভিন্ন পর্বে তা প্রতিভাত হয়েছে।[২৭] দৈহিক সৌকর্যে আর কণ্ঠস্বরের অপূর্ব মাধুর্যে অমৃতলাল এই অভিনয়কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায় অমৃতলাল ও তাঁর বিল্বমঙ্গল অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"তাঁর চেহারা ছিল মঞ্চের উপযোগী। সুগঠিত দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত লালট, আয়ত চক্ষু, টিকলো নাক। অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মত তিনিও মঞ্চের উপর আবির্ভূত হয়ে একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না করেও দর্শকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন।

অমৃতলালের অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর বিল্বমঙ্গল ভূমিকার কথা। বিল্বমঙ্গল রূপে তাঁকে আমি দেখেছি বারংবার।

কারণ মাত্র দু'একবার দেখলে সে অপূর্ব অভিনয়ের পরিপূর্ণ রস আস্বাদন করা চলত না। প্রাচীন নাটক "বিল্বমঙ্গল", সেকালে এবং একালে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিল্বমঙ্গল ভূমিকায় অমৃতলালের তুলনা খুঁজলে স্মৃতিসাগর মন্থন ক'রেও অমৃতলাল ছাড়া আর কাউকেই খুঁজে পাই না।

অমৃতলালের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নাটক জীবন্ত হয়ে উঠত। তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের যেখানে তিনি গলিত শব আলিঙ্গন করে নদী পার হয়ে চিন্তামণির গৃহে গিয়েছেন এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে দীর্ঘ স্বগতোক্তি করেছেন—

'এই পরিণাম!
এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়!' প্রভৃতি,

তখন অপূর্ব এক ভাবের বন্যায় প্রত্যেক দর্শকের চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠত।

আবার বণিকের গৃহে অহল্যাকে দেখে ক্ষণিক মোহে চঞ্চল হয়েও আত্মসংবরণ করে বিল্বমঙ্গল যখন

'মন, এখনো কি আঁখির মমতা কর?
শত্রু তোর শীঘ্র কর্ বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
"আমার" বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অন্য সব দেখিবে অসার।
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন!'—

ব'লে কাঁটা দিয়ে স্বহস্তে নিজের দুই চক্ষু বিদ্ধ করতেন, দর্শকেরা তখন পাথরের মূর্তির মত এমন স্তম্ভিত হয়ে ব'সে থাকত যে, কেউ হাততালি দিয়ে প্রাণের উচ্ছ্বাস পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারত না।

আবার অন্ধ বিল্বমঙ্গল যখন সকাতরে "গোপাল, গোপাল" ব'লে ডেকে সামনের দিকে এই দুই ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে বালকৃষ্ণকে ধরবার চেষ্টা করতেন, তখন অমৃতলালের ভাবভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে এমন এক কাকুতি ফুটে উঠত যে আমরাও অশ্রুসংবরণ করতে পারতুম না।....

> অমৃতলাল সব চেয়ে বেশী নির্ভর করতেন নিজের আশ্চর্য কণ্ঠস্বরের উপর। এমন অমৃতোপম কণ্ঠস্বরের অধিকারী দ্বিতীয় অভিনেতাকে বাংলা রঙ্গালয়ে দেখি নি।...... তাঁর গলার আওয়াজ কেবল মিষ্ট ছিল না, উপযোগী ছিল যে কোনরূপ ভাব প্রকাশের পক্ষেই। তিনি যখন পদ্যে আবৃত্তি করতেন, তখন আমরা যে বিচিত্র কণ্ঠসঙ্গীত শুনতাম, তার মধ্যে থাকত ধ্রুপদের গুরুগাম্ভীর্য এবং ঠুংরির লঘু মাধুর্য। কেবল কণ্ঠস্বরের সাহায্যেই তিনি ইচ্ছামত ভাব প্রকাশ করতে পারতেন বলে তাঁর অভিনয়ে দৈহিক ভঙ্গির বাহুল্য দেখা যেত না। তাঁর আবৃত্তি যে সুরপ্রধান হত, এ কথা না বললেও চলে।[১৮]

বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধের প্রতিষ্ঠিত নট, নাট্যকার ও পরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছেলেবেলায় 'স্টার থিয়েটার'-এ, বিডন স্ট্রিট বা হাতিবাগানের উল্লেখ করেনি নি, 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'-এ অমৃতলালের অভিনয় দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে কৈশোরের সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে তিনি লিখেছেন,—

> "......'বিল্বমঙ্গলে'র কোন চিত্রই আমার কৈশোর হৃদয়ে বিশেষ ছাপ দেয় নাই। কেবল একটী দৃশ্যের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। শ্মশানের দৃশ্যে যে অভিনেতা উচ্ছ্বাস-উদ্বেলিত মর্ম্মভেদী কণ্ঠে "চিন্তামণি" "চিন্তামণি" বলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিতেন, তাঁহার বিল্বমঙ্গল যিনি একবার দেখিয়াছিলেন, তিনিই বোধ হয় জীবনে তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। সে অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য অমৃতলাল মিত্র।"[১৯]

বিনোদিনীর চিন্তামণির অভিনয় স্বমহিমায় ভাস্বর। তিনি অভিনয়কালে অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে একাত্ম হতে পারতেন। সেজন্য তাঁর অভিনয়ে অভিনেয় চরিত্র ও অভিনেত্রীর ব্যক্তিসত্তার পার্থক্য অন্তর্হিত হয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় অভিনেয় চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠত। চিন্তামণির পতিতাজীবনের ভক্তজীবনে উত্তরণের সঙ্গে বিনোদিনীর জীবনের সাযুজ্য রয়েছে। পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে তাঁর পতিতাজীবনের ঊর্ধ্বায়ন ঘটেছে। পূর্বতন 'চৈতন্যলীলা'-র চৈতন্য অভিনয়ের ন্যায় 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'-এ চিন্তামণির অভিনয়েও তিনি অভিনয়প্রতিভার চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। বিনোদিনীর মঞ্চত্যাগের পরে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে বছরের পর বছর বহু প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রী এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন, কিন্তু কেউ-ই তাঁর

মত পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন,—

> "...... বিল্বমঙ্গল সেই হইতে আজি পর্য্যন্ত বহু রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছে এবং বড় বড় অভিনেত্রী 'চিন্তামণির' ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বিনোদিনী যেরূপ চিন্তামণির ভূমিকা করিয়া গিয়াছে, সেরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনয় আজ পর্য্যন্ত কাহারও হয় নাই।"[৩০]

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে পাগলিনী চরিত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠা গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণির অবদানের কথা সঙ্গীত-আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করেছি। পাগলিনীর ভূমিকায় রূপারোপ তাঁর অভিনেত্রী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ গান এবং গানে গঙ্গামণি ছিলেন অদ্বিতীয়া। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত অন্তরমন্থনকারী গানগুলি দর্শকসমাজের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশিষ্ট নাট্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন,—

> .... 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের পাগলিনীর ভূমিকায় তাঁর গানগুলি দর্শকদের মাতিয়ে রাখত।"[৩১]

এই নাটকটির বিরল জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গীতপারদর্শিতা ও অভিনয়দক্ষতা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

গঙ্গামণির পরে অনেক প্রতিভাময়ী গায়িকা ও অভিনেত্রী পাগলিনীর ভূমিকায় বহুবার অভিনয় করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যা হলেন—তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, সুশীলাবালা ও নরীসুন্দরী। প্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী ও গায়িকা তিনকড়ি 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ (৬৮ বিডন স্ট্রিট) ১৮ ফেব্রুআরি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে [৬ ফাল্গুন বুধবার ১৩০৯ সালে] প্রথম পাগলিনীর চরিত্রে অবতীর্ণা হন। 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ (৬ বিডন স্ট্রিট) বিখ্যাতা অভিনেত্রী ও গায়িকা তারাসুন্দরী ১৮ ফেব্রুআরি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে [৬ ফাল্গুন শনিবার ১৩১১ সালে] এবং সুধাকণ্ঠী গায়িকা ও অভিনেত্রী সুশীলাবালা ২৬ এপ্রিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে [১৩ বৈশাখ বুধবার ১৩১২ সাল] প্রথম পাগলিনীর অভিনয় করেন। হাতিবাগানের 'স্টার থিয়েটার'-এর বিশিষ্টা গায়িকা ও অভিনেত্রী নরীসুন্দরী সেখানে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে [৭ আশ্বিন বুধবার ১৩১৫ সালে] প্রথম পাগলিনীর চরিত্রাভিনয় করেন। কিন্তু এই চরিত্রচিত্রণে কোনও অভিনেত্রীই গঙ্গামণির দুর্লভ প্রতিভাকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

'স্টার থিয়েটার'-এর হাস্যরসিক জনপ্রিয় নট অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

(বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল) সাধক চরিত্রে অভিনয় করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে রচিত এই চরিত্র গিরিশচন্দ্রের এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর নরলীলা সংবরণের দু'মাস চারদিন আগে এই নাটক যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয়, তখন নাট্যকার তাঁরই প্রদর্শিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী প্রিয় শিষ্য অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়কে এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুকরণে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাগুণে সাধক ভূমিকায় প্রতিভাবান অভিনেতা বেলবাবু সকলের প্রশংসাভাজন হন। সাধক ভণ্ড সাধু। তার চরিত্রের বাহ্যিক ব্যবহারের সঙ্গে অন্তরের প্রবৃত্তির মিল নেই। চারিত্রিক সঙ্গতিবোধের অভাবই এই ভূমিকাটিকে দর্শকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। বিখ্যাত নাট্যসমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন,—

> "........ কপট ধর্মধ্বজী পাপাশয় চরিত্র সাধকের বাইরের অতি কোমল ভক্তিভাব এবং ভিতরের আত্যন্তিক দুষ্প্রবৃত্তির অসংগতি দেখে দর্শকবৃন্দ একই সঙ্গে কৌতুক ও ঘৃণা অনুভব করে। অমৃতলালের পরিপাটি ও মার্জিত অভিনয় যুগপৎ দুই বিপরীত ভাব উদ্রেক করে।"[৩২]

কিন্তু সাধক চরিত্রের অভিনয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—

> "....... বিল্বমঙ্গল চরিত্রে নিজের প্রতিচ্ছায়া থাকা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করলেন সাধকের ভূমিকা। যে অভিনয়-নির্দেশনা তিনি লাভ করেছিলেন এবং তিনি হুবহু লিখে নিয়েছিলেন, মঞ্চে তাকে উপস্থিত করা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।.....
>
> গিরিশচন্দ্রের পরে যাঁরা বিল্বমঙ্গলে সাধকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তারাও গিরিশকে অনুসরণ করে রূপসজ্জা ও অভিনয় করে আসতেন কিন্তু এই ধারাটি শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দিষ্ট এ কথা হয়তো তাঁদের জানা নেই।"[৩৩]

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের ওপরের উক্তি সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তিনি পারদর্শী হলে কখনোই এরূপ মন্তব্য করতেন না। বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এর উদ্বোধন রজনীর নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'-এ একমাত্র মহারাজ দক্ষ চরিত্র ব্যতীত গিরিশচন্দ্র আর কোনও নতুন নাটকে এখানে অভিনয় করেন নি।

গিরিশচন্দ্র সাধকের ভূমিকায় বিডন স্ট্রিট বা হাতিবাগানের 'স্টার

থিয়েটারে'-এ কোথায়ও অবতীর্ণ হন নি। তিনি এই চরিত্রে প্রথম অভিনয় করেছেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ (৬৮ বিডন স্ট্রিট) ড্রামাটিস্ট (Dramatist) হিসাবে তৃতীয় বা শেষবার একটানা চার বছর অবস্থানের সময়। অমরেন্দ্রনাথেরই ঐকান্তিক অনুরোধে এখানে গিরিশচন্দ্র সাধক চরিত্রে সর্বপ্রথম অভিনয় করেন ১৮ ফেব্রুআরি বুধবার ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে [৬ ফাল্গুন ১৩০৯ সালে]। এ ঘটনা ঘটে 'স্টার থিয়েটার'-এ প্রথমাভিনয়ের ষোল বছর আট মাস চারদিন পরে। রমাপতি দত্ত ছদ্মনামে প্রখ্যাত মঞ্চ-ঐতিহাসিক হরীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,—

> "বিল্বমঙ্গল (বুধবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ ;........ সাধক-গিরিশচন্দ্র (এই প্রথম)......."[৬৪]

পরবর্তীকালে অবশ্য গিরিশচন্দ্র বহুবার সাধকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকমণ্ডলীর কাছে প্রভূত খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেছেন।

সে যুগের সুদক্ষ নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিও বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বহুবার সাধকের ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর অসামান্য অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বেলবাবুর পরলোকগমনের পরে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র সাধক চরিত্রাভিনয়ে উভয় অভিনেতার তুলনামূলক আলোচনা করে লিখেছেন,—

> ".......অর্দ্ধেন্দু বাবুর সহিত বেল বাবুর প্রভেদ এই, অর্দ্ধেন্দু বাবু দর্শকের নিকট অর্দ্ধেন্দু থাকিতেন এবং দর্শকগণও অর্দ্ধেন্দু বাবুকেই দেখিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু বেল বাবুর অভিনয়ে দর্শকগণ অভিনীত চরিত্রকেই দেখিতেন— বেল বাবুকে দেখিতেন না। যেমন বেল বাবুর বিল্বমঙ্গল নাটকের 'সাধকের' ভূমিকাভিনয়ে দর্শক কখনও ঘৃণা, কখনও ক্রোধে অধির হইয়া উঠিতেন ; কিন্তু অর্দ্ধেন্দু বাবু যখন 'সাধকের' ভূমিকা অভিনয় করিতেন, দর্শকগণ অর্দ্ধেন্দু বাবু কখন কিরূপ ভঙ্গী করিবেন, তাহারই অপেক্ষায় থাকিতেন— নাটকীয় চরিত্রাভিনয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না।"[৬৫]

অঘোরনাথ পাঠকের ভিক্ষুক তাঁর অভিনয়প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। ভিক্ষুক চরিত্রের দু'টি সত্তা। সে বাইরে ভিক্ষান্নজীবী অথচ ভেতরে ভেতরে চোর— অঘোরনাথের অভিনয়ে এই দ্বিবিধ সত্তারই সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটত। এই চরিত্রের অভিনয়ে ও গানে তিনি দর্শকসমাজের ওপর গভীর রেখাপাত করেছেন। তাঁর অকালপ্রয়াণের পর তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন,—

"......'নলদময়ন্তী'র কলি, 'বিল্বমঙ্গলে'র ভিক্ষুক ও 'কপালকুণ্ডলা'র কাপালিক—তাঁহার অভিনয়-শক্তির অদ্ভুত পরিচয়।"[৩৬]

ক্ষেত্রমণি সুদক্ষা অভিনেত্রী। তিনি বরাবর আপন অভিনয়প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পার্শ্বচরিত্রে, বিশেষ করে টাইপ চরিত্রে, তাঁর অভিনয় ছিল অতুলনীয়। চিন্তামণির আশ্রিতা ও ভাড়াটিয়া থাকর ভূমিকায় তাঁর স্বাভাবিক ও উন্নতমানের অভিনয় এর স্বাক্ষর বহন করছে।[৩৭]

১। 'গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর তালিকা', ১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৮।
২। 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী', ১৩২৬ সাল, পঞ্চম লহরী, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮।
৩। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ২১৪।
৪। 'দ্বিতীয় ভাগ', ১৩৩৫ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১।
৫। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৭২-১৯১২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪০।
৬। 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার ১৮৭২-১৯৭২', প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৮০, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৬।
৭। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট, ক. অভিনয় তালিকা, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১।
৮। 'পঞ্চম খণ্ড', প্রথম প্রকাশ ঃ অগস্ট ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৪।
৯। 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা— ৫', 'নাটক ও নাট্যকার সংখ্যা', ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫।
১০। 'প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ', প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০৩, April 1996, পৃষ্ঠা ঃ ১।
১১। 'শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ', দ্বাদশমালা, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, আগস্ট ১৯৯০, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৫।
১২। 'গিরিশচন্দ্র', পৃষ্ঠা ঃ ২১৫।
১৩। 'গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প', তৃতীয় বক্তৃতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৪২, পৃষ্ঠা ঃ ১৩৩-৩৪।
১৪। 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৫ মাঘ ১৩৯৫, ২৯.১. ১৮৮৯ খৃঃ, পৃষ্ঠা ঃ ৩২-৩৩।
১৫। 'দ্বিতীয় ভাগ', যড়বিংশ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, একাদশ সংস্ককরণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ঃ ২২৮-২৯।
১৬। 'গিরিশচন্দ্র মন ও শিল্প', পৃষ্ঠা ঃ ১৩৪।
১৭। 'গিরিশচন্দ্র', পৃষ্ঠা ঃ ২১৫।

১৮। 'প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ', পৃষ্ঠা ঃ ১২।

১৯। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়', সাহিত্য- পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ঃ ১৩৭৪ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠাঃ ১৮।

২০। 'চতুর্থ ভাগ', ত্রয়োবিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ঃ ২৯২।

২১। 'প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ', পৃষ্ঠা ঃ ১৫।

২২। 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ মহাষ্টমী ১৪০৫, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ঃ ৭৪।

২৩। 'শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', তৃতীয় সংস্করণ ঃ ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী ১৪০৪, ২৬ আগস্ট ১৯৯৭ খ্রীঃ, পৃষ্ঠা ঃ ৩২-৩৩।

২৪। 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫।

২৫। 'গিরিশচন্দ্র মন ও শিল্প', পৃষ্ঠা ঃ ১৩৫।

২৬। 'গিরিশচন্দ্র', পৃষ্ঠা ঃ ২১৫।

২৭। 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ৩(গ) কমগম্ভীর অমৃতলাল, প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৮৮৫, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।

২৮। 'যাঁদের দেখেছি', দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫৯, পৃষ্ঠা ঃ ৯১-৯৩।

২৯। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর', প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রাবণ ১৩৪০, পৃষ্ঠা ঃ ৩-৪।

৩০। 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী', পৃষ্ঠা ঃ ৭৮।

৩১। 'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ৩(ঞ) গিরিশ-অর্ধেন্দু যুগের বিবিধ অভিনয়শিল্পী, পৃষ্ঠা ঃ১৯৭।

৩২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃষ্ঠা ঃ ১৮৮।

৩৩। 'প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ', পৃষ্ঠা ঃ১৬-১৭।

৩৪। 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ', দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সিদ্ধি, একাদশ পরিচ্ছেদ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৫।

৩৫। 'স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়', 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', নবম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, আশ্বিন ১৩৩৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩১১।

৩৬। 'স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ৩১২।

৩৭। "......'বিল্বমঙ্গলে' চিন্তামণির ঝি থাকমণির ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হ'ত অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।"

—'বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৬।

তের

বেল্লিক-বাজার

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের বড়দিনের পঞ্চরং 'বেল্লিক-বাজার' বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ ২৬ ডিসেম্বর রবিবার ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে [১২ পৌষ ১২৯৩ সালে] প্রথম অভিনীত হয়। এখানে নাট্যকারের 'বেল্লিক-বাজার' ব্যতীত আর কোনও নতুন পঞ্চরং মঞ্চস্থ হয় নি। এই নাটকের উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

GRAND X'MAS PANTOMIME.

STAR THEATRE.

BEADON STREET.

Friday, X'mas eve, at 9 p.m.

DRAMA

SITA'S EXILE.

Next day, X'mas day, Saturday, at 9 p.m.

BATTLE OF PLASSEY.

Next day, Sunday, Boxing Day, at 6.30 p.m.

KAMALAY KAMINI

And a superbly mounted Grand New Pantomine

'BELLICK BAZAR',

OR THE

'Scamps' Exchange'.

EVERY EVENING,

FOUNTAIN OF FUN.

Merry songs of different Nationalities.

Side-Splitting Comic Show.

G. C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 24.12.1886, Page :1.]

কিন্তু বিজ্ঞাপনের তারিখের সঙ্গে অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের তারিখের মিল নেই। শিক্ষাব্রতী ও প্রবীণ মঞ্চ-ঐতিহাসিক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন,—

"৪০। বেল্লিকবাজার (প্রহসন) ১০ই পৌষ, ১২৯৩ সাল।"[১]

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বহুখ্যাত 'গিরিশচন্দ্র' জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন,—

> "১০ই পৌষ (১২৯৩ সাল) 'ষ্টার থিয়েটারে' 'বেল্লিক-বাজার' পঞ্চরং প্রথম অভিনীত হয়।"[২]

দে'জ সংস্করণের সম্পাদক স্বপন মজুমদার ঐ বাংলা তারিখের ইংরেজি তারিখ লিখেছেন,—

> "২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬"[৩]

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'-তে 'বেল্লিক-বাজার' সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—

> "[১০ই পৌষ, ১২৯৩ সাল (২৪ শে ডিসেম্বর ১৮৮৬ খৃঃ) ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]"[৪]

প্রবীণ মঞ্চ-ঐতিহাসিক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন,—

"১৮৮৬

ষ্টার

> ২৫ ডিসেম্বর— বেল্লিক-বাজার (গিরিশ)"[৫]

একালের মঞ্চ-ঐতিহাসিক শিশির বসু লিখেছেন,—

> "...... 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে'র পর 'বেল্লিক বাজার' ষ্টারে অভিনীত আর একখানি সাফল্যমণ্ডিত নাটক। গিরিশচন্দ্র রচিত এই পঞ্চরংটি ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৬ মঞ্চস্থ হয়।"[৬]

অন্যত্রও লেখক এই তারিখেরই পুনরাবৃত্তি করে লিখেছেন,—

> "বেল্লিক বাজার [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] ২৪।১২।১৮৮৬"[৭]

'গিরিশ-রচনাবলী'-র সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য 'বেল্লিক-বাজার' পঞ্চরং প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

> "**বেল্লিক বাজার ঃ** এর পরিচয় 'বড়দিনের পঞ্চরং'। ১৮৮৬ সালে বড়দিন উপলক্ষে (২৪ ডিসেম্বর) গুর্মুখ রায়ের ষ্টার থিয়েটারে নক্শা-নাট্যটি অভিনীত হয়।"[৮]

অন্যত্র ডঃ ভট্টাচার্য 'গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটকের অভিনয়-কাল ও প্রকাশ-কাল'-এর 'সংশোধিত তালিকা'-য় (অক্টোবর ১৮৭৫) লিখেছেন,—

> "৩১। বেল্লিক বাজার ১০ পৌষ ১২৯৩ [ষ্টার ?১৮৮৭
> ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬ (বিডন স্ট্রীট)]"[৯]

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রীডার ডঃ পুলিন দাশ লিখেছেন,—

"১৮৮৬ বেল্লিক বাজার ষ্টার ২৪.১২.৮৬"[১০]

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক গণেশ মুখোপাধ্যায়ের 'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও প্রফুল্ল' প্রবন্ধের পরে বলা হয়েছে—

"৩১। বেল্লিক বাজার ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬ [স্টার (বিডন স্ট্রিট)] ১৮৮৭"[১১]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর গ্রন্থাগারিক ডঃ অরুণা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"১৮৮৬-এর ২৪ ডিসেম্বর 'বেল্লিক বাজার' গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার"[১২]

ওপরে বিভিন্ন গ্রন্থে যে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। আলোচনার প্রথমেই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনকে ভিত্তি করে 'বেল্লিক-বাজার' পঞ্চরং-এর প্রথমাভিনয়ের সঠিক ইংরেজি ও তার বাংলা তারিখ উল্লেখ করেছি, এর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

'বেল্লিক-বাজার' পঞ্চরং-এ প্রথম অভিনয় রজনীতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঃ—

ললিত- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুঁটিরাম- মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ক্ষুদিরাম- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, দোকড়ি সেন- অমৃতলাল বসু, কান্তিরাম গুঁই- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, নসীরাম- শ্যামাচরণ কুণ্ডু, মুক্তারাম- শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), শিবু চৌধুরী- অমৃতলাল মিত্র, খানসামা ও রামা মুর্দফরাস- পরাণকৃষ্ণ শীল, মুর্দফরাস, মেথর ও চিনাম্যান- রামতারণ সান্যাল ; রঙ্গদার- অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল), ললিতের মা ও মুর্দফরাসনী- গঙ্গামণি, ললিতের পিসি ও মগ- ক্ষেত্রমণি, রঙ্গিণী- বিনোদিনী, খেমটাওয়ালীদ্বয়- ভূষণকুমারী ও কুসুমকুমারী (খোঁড়া) প্রভৃতি।

'স্টার থিয়েটার'-এর 'বেল্লিক-বাজার' পঞ্চরং-এরও সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল। তিনি এর অভিনয়ে আর গানেও অংশগ্রহণ করেছেন। এতে মোট ছ'টি গান রয়েছে, শেষ গানটি ইংরেজি ভাষায় রচিত। এর কোনও গানেই রাগ ও তালের উল্লেখ নেই। এগুলির অভিনেয় চরিত্র ও প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) মুর্দফরাস ও মুর্দফরাসনীগণের গীত
যেৎনা মুদ্দার সেঁইয়া জ্বালা দিয়া,— [প্রথম দৃশ্য]
দুই) মেথর ও মেথরানীর গীত
ময় উম্‌দা উম্‌দা চিজ সওগাৎ লিয়া, [চতুর্থ দৃশ্য]
তিন) চিনাম্যানের গীত
এঁনেচু কেঁচু কুঁচু নাঁচু নাঁচু— [সপ্তম দৃশ্য]
চার) মগের গান
ডিং ডিং ডিং নাঠিং থিম— [ঐ]
পাঁচ) সংস্কারকগণের গীত
জয় জয় পলিটিকো ড্রেস,— [ঐ]
ছয়) X' MAS SONG
Women and wine our hearts do bind, [অষ্টম দৃশ্য]
[পট-পরিবর্ত্তন—পরিস্থান]

সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এর গানের সংখ্যা ছ'টির জায়গায় পাঁচটি উল্লেখ করেছেন।[১৩]

'বেল্লিক-বাজার' বড়দিনের পঞ্চরং। বড়দিন উপলক্ষে তখনকার কলকাতা শহরে থিয়েটারের দর্শকসমাজকে সস্তা আমোদ-প্রমোদে মাতিয়ে তোলার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই এটি লেখা হয়েছে। ক্ষুদ্রাকৃতি, হাস্যরসাত্মক, কদর্যতাপূর্ণ, পঙ্কিলাবর্তে নিমজ্জিত পাত্রপাত্রীদের নিয়েই গিরিশচন্দ্র রচিত প্রসহনগুলি পঞ্চরং নামে পরিচিত। তিনি উন্নতমানের প্রহসনকার ছিলেন না, দীনবন্ধু মিত্র বা মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির দক্ষতাও তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। তাঁর হাস্যরস ইতরজনোচিত স্থূল কথাবার্তায়, কুৎসিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ও পুতিঃগন্ধময় আবহাওয়ায় ফুটে উঠেছে। সেজন্য তাঁর পঞ্চরং-এ ব্যঙ্গের নির্ম্মম আঘাত রয়েছে, কিন্তু স্নিগ্ধ হাস্যরসের প্রবহমান উচ্ছল ধারা দেখা যায় না।[১৪] এই পঞ্চরংগুলির ভাষাও বিশেষ প্রশংসার দাবি করে না। এই ভাষা কলকাতা শহরের নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিকজীবনের ভাষা থেকে গৃহীত। 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ অভিনীত 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' পূজার পঞ্চরং আলোচনা প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন,—

"......ইংরাজীতে যাহাকে Extravaganza বলে ইহা সেই প্রকৃতির। ইহা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক নাটক বাস্তব সংসারের

ঘটনা ও চরিত্র লইয়া রচিত হয়, এইরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের গল্প এবং চরিত্র সম্ভব রাজ্যের প্রান্ত সীমা হইতে আহৃত হইয়া থাকে—ইহার সকলই উচ্ছৃঙ্খল।"[১৫]

সুধখোর ধনী দয়ালদাস নন্দীর সামান্য লেখাপড়া জানা কুলাঙ্গার নষ্টচরিত্রের একমাত্র পুত্র ললিত। পিতার মৃত্যুর পর অশৌচপালন করা তো দূরের কথা, শ্রাদ্ধ করতেও সে অনিচ্ছুক। পিতৃশ্রাদ্ধের যাবতীয় দায়িত্ব সে অর্থের বিনিময়ে পুরোহিতের ওপর ন্যস্ত করে। রোগীহীন বেকার ডাক্তার পুঁটিরাম ও মক্কেলহীন উকিল ক্ষুদিরামের কুমন্ত্রণায় অশৌচ অবস্থায় সে রিফরম্‌ড হয়ে নরনারীর অবাধ মেলামেশা ও নারীসঙ্গলাভের লোভে এক বাগান-পার্টির ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে উঠে। 'ইংলিশ, আরমেনিয়ান, জারমান' প্রভৃতি 'লেডিজদের' পরিবর্তে শেষপর্যন্ত তার ভাগ্যে সস্তা খেমটাওয়ালী ছাড়া আর কিছুই জোটে না। বাঙাল দালাল দোকড়ি সেনের বিরূপতায় দু'জন মাতাল গোরার অকস্মাৎ আবির্ভাবে বাগান-পার্টি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এই হাস্যকর নিম্নমানের কাহিনী 'বেল্লিক-বাজার' পঞ্চরং-এর ভিত্তি। এতে কাহিনীর কোনও কেন্দ্রীয় ঐক্য নেই। এর নাচগানগুলিও বহিরারোপিত, নাচ বা গান সুগ্রথিত হয়ে কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে নি। নায়ক ললিত ও দালাল দোকড়ি চরিত্রে দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত প্রহসন 'সধবার একাদশী'-র অটল ও রামমাণিক্যের প্রভাব পড়েছে। পুঁটিরাম ডাক্তার ও ক্ষুদ্দিরাম উকিল শিক্ষিত হলেও অত্যন্ত স্বার্থপর ও ঘৃণ্যমানসিকতার অধিকারী। নাট্যকার এই সব চরিত্রকে 'বেল্লিক' আখ্যায় ভূষিত করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন বলেই এর নাম 'বেল্লিক-বাজার'।

গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক-বাজার' মঞ্চসফল পঞ্চরং। প্রহসন হিসাবে এর মান যত নগণ্য আর তুচ্ছই হোক-না-কেন ; এর চটুল নাচ, চুটকী গান ও রংদার অভিনয় যে সেযুগের দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেজন্য বিডন স্ট্রিট ও হাতিবাগানের 'স্টার থিয়েটার' এবং 'এমারেল্ড', 'ক্লাসিক', 'মিনার্ভা' প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বছরের পর বছর এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মঞ্চসম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর 'স্টার থিয়েটার'-এ 'রঙ্গিণী'-র ভূমিকায় নতুন পঞ্চরং 'বেল্লিক-বাজার'-এ শেষ মঞ্চাবতরণ। উদ্বোধন রজনীর ছ'দিন পরে এই পঞ্চরং পুনরভিনীত হয় ১ জানুআরি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে [১৮ পৌষ শনিবার ১৩৯৩

সালে]। এদিন রাতে অভিনয়ের পর বিনোদিনী বঙ্গরঙ্গমঞ্চ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তী সুদীর্ঘ চুয়ান্ন বছরের জীবিতাবস্থায় আর কোনদিনও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন নি।

১। 'গিরিশচন্দ্র', 'গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর তালিকা', ১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৯।

২। ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ২১৬।

৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, টীকা, পৃষ্ঠা ঃ ১৩।

৪। 'দ্বিতীয় ভাগ', পৃষ্ঠা ঃ ২৭২।

৫। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', ১৯৪৫, পঞ্চম অধ্যায় ঃ ১৮৮১-১৯০০, পৃষ্ঠা ঃ ২৯।

৬। 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার ১৮৭২-১৯৭২', প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৮০, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৭-৫৮।

৭। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট, ক. অভিনয় তালিকা, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১।

৮। 'প্রথম খণ্ড', 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ সাহিত্য-সাধনা', প্রথম প্রকাশ ঃ অগাস্ট ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ঃ বিয়াল্লিশ-তিতাল্লিশ।

৯। 'পঞ্চম খণ্ড', প্রথম প্রকাশ ঃ অগাস্ট-১৯৭৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৪।

১০। 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ঃ ফাল্গুন ১৩৯০, তৃতীয় অধ্যায় (১৮৮০-১৯২০) বিস্তার, পরিশিষ্ট, 'নাটক ও অভিনয় সংক্রান্ত পঞ্জী', পৃষ্ঠা ঃ ৩১২।

১১। 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা—৫', 'নাটক ও নাট্যকার সংখ্যা', ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, 'রচিত নাটকের প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল', পৃষ্ঠা ঃ ৬৫।

১২। '২০০ বছরের প্রসেনিয়াম থিয়েটার', প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪, জুন ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪৬।

১৩। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'গিরিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ ঃ ১৩৭৪ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ১৯।

১৪। "........ সেই ব্যঙ্গের আঘাত প্রহসনগুলিতে আছে, সেগুলিতে স্নিগ্ধ হাস্যরসের উচ্ছল প্রবাহ নাই।"

—'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, গিরিশ যুগ, পৃষ্ঠা ঃ ২০২।

১৫। 'গিরিশচন্দ্র', অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ২৭২।

চোদ্দ

রূপ-সনাতন

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক 'রূপ-সনাতন' বিডন স্ট্রিটের 'স্টার থিয়েটার'-এ ২১ মে শনিবার ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ সালে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকই এখানকার সর্বশেষ নতুন নাটক, তারপর আর কোনও নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয় নি। 'রূপ-সনাতন' নাটকের উদ্বোধন রজনীর বিজ্ঞাপন নিম্নরূপ ঃ—

NEW PLAY !

STAR THEATRE.

BEADON STREET.

Saturday, 21st May, at 9 p.m.

Baboo G. C. Ghosh's New Religious Drama

ROOP - SANATAN.

Soul-dissolving Hari Sankirtan, Scenes, Dresses
and appointments all correct, new and grand.

Sunday, Following at Candle-Light

SITA-HARAN AND BIBAHO-BIBHRAT.

G. C. GHOSH, Manager.

[The Indian Daily News, 21.5.1887, Page :1.]

কিন্তু প্রবীণ মঞ্চ-ঐতিহাসিক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'রূপ-সনাতন'-এর প্রথম অভিনয়ের তারিখ সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"১৮৮৭

ষ্টার থিয়েটার

২১ জুন— রূপ-সনাতন (গিরিশ)"[১]

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ সুকুমার সেন 'রূপ-সনাতন' নাটকের পাদটীকায় লিখেছেন,—

"প্রথম অভিনয় ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ সাল।"[২]

বলা বাহুল্য, ওপরের গ্রন্থ দু'টিরই প্রথম অভিনয়ের তারিখ ভুল।

'রূপ-সনাতন' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ঃ—

চৈতন্যদেব- অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল), সনাতন- অমৃতলাল মিত্র, রূপ- উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বল্লভ- কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুবুদ্ধি- অমৃতলাল বসু, ঈশান- মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী, হোসেন সা ও দস্যু- অঘোরনাথ পাঠক, জীবন চক্রবর্তী- নীলমাধব চক্রবর্তী, রামদিন ও শ্রীকান্ত- প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, নসির খাঁ- শ্যামাচরণ কুণ্ডু, চৌবে বালক- ভূষণকুমারী, অলকা- বনবহারিণী (ভুনি), করুণা ও চৌবে রমণী- গঙ্গামণি, বিশাখা- কিরণবালা প্রভৃতি।

'রূপ-সনাতন' নাটকের কাহিনী ব্যাসাবতার মহাকবি শ্রীপাদ্ বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত', শ্রীপাদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি চৈতন্যচরিতকাব্য ও বৈষ্ণবাচার্য নরহরি চক্রবর্তীর (নামান্তর- ঘনশ্যাম দাস) 'ভক্তিরত্নাকর', মহাত্মা নাভাজী দাসের 'ভক্তমাল' প্রভৃতি বৈষ্ণবজীবনীগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে মূলত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত'-এর 'অন্ত্যখণ্ড' ও 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর 'অন্ত্যলীলা'-র প্রভাবই বেশি। বৃন্দাবনধামে সনাতন গোস্বামীর কাছ থেকে বর্ধমানের জীবন চক্রবর্তীর স্পশমণি লাভের কাহিনী পরমবৈষ্ণব নাভাজী দাসের হিন্দী 'ভক্তমাল'-এর প্রিয়দাস কৃত টীকা অবলম্বনে ভক্তপ্রবর শ্রীলালদাস বাবাজী রচিত বাংলা অনুবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের 'দ্বিতীয় মালা'-র 'দ্বিতীয় চরিত্র' 'শ্রীসনাতন গোস্বামী'-র জীবনীতে এই কাহিনী বিবৃত। আলোচ্য কাহিনী অবলম্বন করেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কথা ও কাহিনী' কাব্যে 'স্পর্শমণি' নামে বিখ্যাত কবিতা লিখেছেন। এই কবিতাটি রচনার তারিখ— ২৯ আশ্বিন ১৩০৬ সাল [১৫ অক্টোবর রবিবার ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ]।

'রূপ-সনাতন' ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক। পঞ্চমাঙ্ক এই নাটকটির গর্ভাঙ্ক সংখ্যা ষোল ও শেষে পট-পরিবর্ত্তন [প্রথম অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্ক ঃ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ও পঞ্চম অঙ্ক ঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক এবং শেষে একটি পট-পরিবর্ত্তন]। নাট্যকার এই নাটকটিকে 'প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।[৩] 'প্রেম' এখানে 'ভগবদ্-প্রেম' বা 'ঈশ্বরানুরাগ' আর

ভগবানের প্রতি ভালবাসার আধিক্যের ফলশ্রুতি অন্তরে 'ভক্তিরসসিক্ত বৈরাগ্যে'-র উদয়। ভগবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি সনাতন গোস্বামীর ঐকান্তিক প্রেম বা আশক্তি তাঁর চিত্তে বৈরাগ্য সঞ্চারিত করেছে বলে এই নাটকটিকে 'ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক' বলাই সঙ্গত মনে করি।

'স্টার থিয়েটার'-এ 'নিমাই সন্ন্যাস' থেকে 'বেল্লিক-বাজার'-এর সুরকার ও সঙ্গীতশিক্ষক সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যালই ছিলেন 'রূপ-সনাতন' নাটকেরও সুরকার। তিনি এর সুর-সংযোজনা করে অভিনেয় চরিত্রগুলিকে গানগুলি শিক্ষা দিয়েছেন। অনুমান করতে পারি, পূর্ববর্তী নাটকগুলির মত এরও গানগুলিকে বিভিন্ন রাগ ও তালে সুরারোপ করা হয়েছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক-না-কেন, মুদ্রিত নাটকে তার উল্লেখ নেই। এই নাটকের অভিনেয় চরিত্র ও গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ ঃ—

এক) করুণা ও বিশাখার গীত
নানা ছাঁদে প্রাণ বাঁধে, [প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

দুই) সকলের গীত (করুণা, বিশাখা ও স্ত্রীগণ)
নয়নে নয়নে হানে, [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

তিন) বল্লভের গীত
যখন আস্‌বে তুফান ভসিয়ে নে যাবে। [ঐ]

চার) করুণা ও বিশাখার গীত
ভালবাসি সে ভালবাসে, [দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

পাঁচ) স্ত্রীলোকগণের গীত (মনে হয় করুণা ও বিশাখা সহ)
আদর ক'রে ডাক্ রে গৌর-হরি। [ঐ]

ছয়) সকলের গীত (অলকা, করুণা ও স্ত্রীলোকগণ)
প্রেমে ঢল ঢল, চল চল, রাধা রাধা নাম বল না ;—[তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

সাত) বৈষ্ণবগণের সঙ্কীর্তন
ভেলি ভেলি রূপমাধুরী তিরপিত নহ আঁখি, [চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

আট) প্রথম বৈষ্ণবের গীত
বাসি হ'লো বনমালা, দেখ ওলো প্রাণ-সই, [ঐ]

নয়) বৈষ্ণবগণের গীত

আমি আপনি চিকন-কালো [ঐ]

দশ) সকলের (বৈষ্ণবগণের) সঙ্কীর্তন

বল ভাই, হরি হরি, প্রেম ক'রে ভাই হরি বল। [তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

এগার) বল্লভের গীত

মরি তরুণ অরুণ কিরণ ঝলসে, [পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

বার) চৌবের ছেলের গীত

রুণু ঝুণু রুণু নূপুর বোলে, [পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

তের) সখীগণের গীত

দ্যাখ্ রে দ্যাখ্ রাইয়ের বেণী কাল-ভুজঙ্গিনী [পট-পরিবর্ত্তন]

চোদ্দ) সকলের গীত (ভক্তবৃন্দ)

দাঁড়ালো কিশোর বামে কিশোরী, [ঐ]

'রূপ-সনাতন' নাটকে চোদ্দটি গানের মধ্যে করুণারূপিণী গঙ্গামণি ও বিশাখাবেশী কিরণবালার গানের সংখ্যাই বেশি। তাঁদের দ্বৈতসঙ্গীত দু'টি—এক ও চার এবং স্ত্রীলোকগণের সঙ্গে সমবেত সঙ্গীত তিনটি—দুই, পাঁচ ও ছয়। ছয় সংখ্যক গানে অলোকার রূপসজ্জায় বনবিহারিণীও অংশ গ্রহণ করেছেন। এই নাটকে একক সঙ্গীত তিনটি চরিত্রের কণ্ঠে আরোপিত হয়েছে-বল্লভ, প্রথম বৈষ্ণব ও চৌবের ছেলে। বল্লভরূপী কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় গেয়েছেন দু'টি—তিন ও এগার, প্রথম বৈষ্ণব একটি—আট ও চৌবের ছেলের ভূমিকায় ভূষণকুমারী একটি—বার। প্রথম বৈষ্ণব চরিত্রাভিনেতার নাম জানা যায় না। বৈষ্ণবগণের সমবেত সঙ্গীত বা সঙ্কীর্তন তিনটি—সাত, নয় ও দশ। নাটকের শেষ গর্ভাঙ্কে 'পট-পরিবর্ত্তন' হলে সমবেত সঙ্গীত রয়েছে দু'টি— প্রথমটি রাধিকার সখীগণের—তের এবং দ্বিতীয়টি উপস্থিত ভক্তবৃন্দের—চোদ্দ। কিন্তু সঙ্গীত-সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অন্যরকম। তিনি লিখেছেন,—

> "...... এই ভক্তিভাবের নাটকটিতে গানের সংখ্যা ১৩ এবং সেসব গান গেয়েছিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (বল্লভ), অমৃতলাল মিত্র (সনাতন-অমৃতলাল যে গান জানতেন এ ভূমিকা তার একটি দৃষ্টান্ত), ভূষণকুমারী (চৌবে বালক), গঙ্গাবাঈ (করুণা), কিরণবালা (বিশাখা) প্রভৃতি।"[৪]

ইতিপূর্বে গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন নাটকের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দিলীপকুমারের সংখ্যাতত্ত্বের যে গড়মিল দেখানো হয়েছে, এখানেও তা সুপরিস্ফুট। এই নাটকে নায়ক সনাতনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন 'স্টার থিয়েটার'-এর যশস্বী নট অমৃতলাল মিত্র। তিনি গান জানতেন কি না, জানি না। তিনি সমগ্র অভিনেতাজীবনে অসংখ্য নাটকে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু কোনও নাটকেই ঐ সব চরিত্রে গান নেই। অনুমান করতে পারি, তিনি যদি গান করতে পারতেন, তবে সে যুগের প্লে-রাইটরা বিশেষত গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রিয় শিষ্যের ভূমিকায় গান সংযোজিত করতেন। এই নাটকেও সনাতনের গান থাকলে অন্যান্য চরিত্রের গানের মত এখানেও 'গীত' শব্দটি ব্যবহৃত হোত, বাস্তবে তা হয় নি। এতে সনাতনের সংলাপে যে দু'টি কবিতা রয়েছে— 'গোরা নেচে নেচে যায়, পড়ে ঢ'লে ঢ'লে,—' [তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক] ও 'কাঞ্চন গঞ্জন, শ্রীঅঙ্গ রঞ্জন', [চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]— সম্ভবত তা সুরে আবৃত্তি করার জন্যই রচিত হয়েছিল এবং অসামান্য সুরেলা কণ্ঠস্বরের অধিকারী অমৃতলাল কবিতা দু'টি সুরে আবৃত্তি করতেন বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকেও এরূপ একটি আবৃত্তি রয়েছে। বিল্বমঙ্গলরূপী অমৃতলাল সেখানে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে রাখালবালকের শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দেখে সুরে আবৃত্তি করেছেন—'নবীন জলধর, শ্যাম সুন্দর, মদনমোহন ঠাম।'.....ইত্যাদি। [পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]।

'রূপ-সনাতন' গিরিশচন্দ্রের দুর্বল রচনা, সম্পূর্ণ ব্যর্থ নাটক। এই নাটক একদিকে যেমন দর্শকসমাজকে আকৃষ্ট করতে পারে নি, অন্যদিকে তেমনি নাটক হিসাবেও সার্থকতা লাভে অসমর্থ হয়েছে। এই নাটকের নাম 'রূপ-সনাতন' হলেও সনাতন গোস্বামীই এর কেন্দ্রীয় চরিত্র—নায়ক ; তাঁকে অবলম্বন করেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যকাহিনী আবর্তিত হয়েছে। রূপ নাটকের পার্শ্ব চরিত্র, কাহিনীবিন্যাসে একটি গৌণ ভূমিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আবার নবাবের কারাগার থেকে সনাতনের পলায়নে রূপের যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল, তাও নাটকে উপেক্ষিত। ফলে নাটকের নামের সঙ্গে কাহিনীর কোনও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। সেজন্য নাটকটির নাম 'রূপ-সনাতন' না হয়ে কেবলমাত্র 'সনাতন' হওয়াই সঙ্গত ছিল।[৫]

নাট্যকার নাট্যকাহিনীতে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে এমন অনেক স্বকপোল-

কল্পিত ঘটনার অবতারণা করেছেন, যা কেবল ঐতিহাসিক ঘটনারই পরিপন্থী নয়—নাটকীয় ঔচিত্যবোধের সীমারেখাও লঙ্ঘিত হয়েছে। সনাতন, রূপ ও বল্লভ—তিন ভাই-ই ছিলেন গৃহী এবং নবাবী আমলে উচ্চরাজপদে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন চৈতন্যচরিতকাব্য ও বৈষ্ণবজীবনীগ্রন্থে তিন ভাইয়ের নানা কাহিনী বিবৃত হলেও তাঁদের পত্নীদের সম্বন্ধে কোন তথ্য, এমনি কি নাম পর্যন্ত জানা যায় না। গিরিশচন্দ্র নাটকের প্রয়োজনে পৃথক্ পৃথক্ কল্পিত নামে তাঁদের নাটকে আনলেও চরিত্রগুলিকে বাস্তব করে তুলে নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সনাতন সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম পণ্ডিত। তিনি অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্ব ও অতুলনীয় ধী-শক্তির অধিকারী। নবাব হোসেন সা তাঁর পাণ্ডিত্বে আকৃষ্ট হয়েই তাঁকে মন্ত্রীত্বে বরণ করে নিয়েছেন আর রাজকার্যে অবহেলার জন্যই কারগারে নিক্ষেপ করেছেন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ বলা হয়েছে, নবাব উড়িষ্যায় যুদ্ধযাত্রা করলে কারাগারে রূপ গোস্বামীর চিঠি পেয়ে সনাতন কারাধ্যক্ষকে সাত হাজার টাকা উৎকোচ প্রদান করে বন্দিদশা মুক্ত হয়ে গৌড় থেকে পলায়ন করে কাশীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন [মধ্যলীলা ঃ বিংশ পরিচ্ছেদ]। কিন্তু নাটকে সনাতন-পত্নী অলোকাকে বালকের ছদ্মবেশে কনোজিয়া পণ্ডিতের পরিচয়ে যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে যেভাবে সনাতনকে সংসারজীবনে ফিরিয়ে আনতে সন্ন্যাসধর্ম থেকে নিবৃত্ত করার অহেতুক প্রয়াস করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক এবং ঐ প্রচেষ্টা সর্বাংশে হাস্যজনক হয়ে উঠেছে [দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]।[৬] আবার সনাতনকে মুক্ত করতে কারাধ্যক্ষ রামদিন ও কারারক্ষক নসির খাঁকে রাতারাতি গৌরভক্তে রূপান্তরিত করে তোলার ঘটনা শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, তা সম্ভাব্যতার সর্বপ্রকার সীমারেখা অতিক্রম করেছে [তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]।

'ভক্তমাল' গ্রন্থে বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর কাছে বর্ধমানের দরিদ্র ব্রাহ্মণ জীবন চক্রবর্তীকে একবারই দেখা গেছে স্পর্শমণি লাভের সময়ে। কিন্তু নাটকে বৈচিত্র্য আনতে এই চরিত্রটিকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নাটকের সূচনা থেকে শেষ অবধি আগাগোড়া সমস্ত ঘটনায় যেভাবে জীবন চক্রবর্তীকে ব্যবহার করা হয়েছে ও যখন-তখন সে অনায়াসে যত্রতত্র গমনাগমন করেছে, তা বাস্তবতা ও বিশ্বাসের অনুকূল নয়।

'রূপ-সনাতন' নাটকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাব পড়েছে। ভক্ত গিরিশচন্দ্র স্বচক্ষে দেখা গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কার্য শ্রীচৈতন্যদেবের ওপর আরোপ করে কাশীধামে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে রূপ, অনুপম (বল্লভ) ও বৈষ্ণবগণ সমাগমে পরিপূর্ণ গৃহাঙ্গনে তাঁর দ্বারা ভক্তদের পদধূলি গ্রহণের দৃশ্য দেখিয়েছেন [চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]। ভক্তপদধূলি মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লেপন অনেক বৈষ্ণবভক্তের মনঃপূত হয় নি। তাঁরা এই নীতিবহির্ভূত অশোভন দৃশ্যের জন্য নাট্যকারের বিরুদ্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য ও কটূক্তি করেছেন। বলা বাহুল্য, দৃশ্যটি সাধারণ দর্শকদেরও আকৃষ্ট করতে পারে নি। গিরিশচন্দ্র তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত ও চিন্তান্বিত হন নি, বরাবর অবিচলিত চিত্তে তিনি এর প্রতিবাদ করেছেন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন,—

> "......তিনি [গিরিশচন্দ্র] বলিতেন, "আমি স্বয়ং বিশেষরূপ উপলব্ধি না করিয়া কোনও কথা লিখি না। একদিন কোনও এক ভক্তের বাটীতে ভগবৎ প্রসঙ্গ এবং সঙ্কীর্ত্তনাদির পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই স্থানের ধূলি লইয়া অঙ্গে প্রদান করিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া নিবারণ করিতে যাইলে ঠাকুর বলিলেন, 'কি জানো, বহু ভক্তের সমাগমে এবং ঈশ্বরীয় কথা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং শুনিতে আসেন। ভক্ত-পাদস্পর্শে এই স্থানের ধুলি পর্য্যন্ত পরম পবিত্র হইয়াছে।'"[৭]

চৌবে বালক ও মদনমোহনের বাল্যক্রীড়া [পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক] এবং শেষে মদনমোহন ও রাধিকার যুগলমিলন [পট-পরিবর্ত্তন] পূর্ববর্তী 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের রাখালবালক ও দৃষ্টিহীন বিল্বমঙ্গলের চলাফেরা [পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক] এবং সমবেত ভক্তদের সামনে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমিলনের [পট-পরিবর্ত্তন] অনুরূপ।[৮]

১। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', ১৯৪৫, পঞ্চম অধ্যায় ঃ ১৮৮১-১৯০০, পৃষ্ঠা ঃ ৪০।

২। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, নাটক ঃ ১৮৭২-১৯১২, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৩৭০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪০।

৩। 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', চতুর্থ ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত।

৪। 'সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা', 'গিরিশ যুগ : দ্বিতীয় পর্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, চতুঃসপ্ততিতম বর্ষ : ১৩৭৪, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ১৯।

৫। "..... রূপ গোস্বামীর কাহিনী ইহাতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত— এমন কি, এই দিক দিয়া বিচার করিলে নাটকখানির নাম 'রূপ-সনাতন' না রাখিয়া 'সনাতন' রাখাই সঙ্গত ছিল।"

—'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, মধ্য যুগ, তৃতীয় অধ্যায় : গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৭-১৯১২), দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৬৭ (১৯৬০), পৃষ্ঠা : ৪০০।

৬। "....... কিন্তু নবাবের আদেশ অমান্য করায় সনাতন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে তাঁর পত্নীর বালকবেশে কনোজিয়া পণ্ডিত পরিচয়ে যুক্তিতর্ক দ্বারা সনাতনকে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা শুধু ভ্রান্ত তথ্য নয়, হাস্যকরও। কেননা এই ঘটনা সম্ভাব্যতার সকল সীমা অতিক্রম করেছে।"

—'গিরিশ-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সাহিত্য-সাধনা', প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭২, পৃষ্ঠা : আঠার।

৭। 'গিরিশচন্দ্র', ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ : ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ২১৮।

৮। "....'রূপ-সনাতন' নাটকের শেষ দৃশ্যে চৌবের পুত্র ও তার খেলার সাথী 'মদনমোহন'কে আনয়ন এবং সমাপ্তিতে মদনমোহন ও শ্রীরাধিকার যুগলমিলন প্রদর্শন 'বিল্বমঙ্গল'কেই স্মরণ করায়।"

—'গিরিশ-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : আঠার

পরিশিষ্ট

(এক) গিরিশচন্দ্র ঘোষ

(ক) বিভিন্ন রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্র

বঙ্গরঙ্গালয়ের জনক নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিভিন্ন সময়ে নানা রঙ্গ-মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৃত্তিগত তাগিদে তিনি একই নাট্যশালায় বার বার এসেছেন, আবার চলেও গিয়েছেন। এখানে তার সালতামামি দেওয়া হ'লো।

সৌখিন পর্ব

অস্থায়ী মঞ্চ

ন্যাশনাল থিয়েটার

জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্যালের ঘড়িওয়ালা বাড়ি

৩৬৫ আপার চিৎপুর রোড।

২২ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৭৩ খ্রিঃ— ৮ মার্চ শনিবার ১৮৭৩ খ্রিঃ।

রেজিস্ট্রিকৃত ন্যাশনাল থিয়েটার

২৯ মার্চ শনিবার ১৮৭৩ খ্রিঃ (টাউন হল)— ১৪ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৭৪ খ্রিঃ (পূর্বোক্ত ঘড়িওয়ালা বাড়ি)।

স্থায়ী মঞ্চ

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রিট।

স্বত্বাধিকারী - ভুবনমোহন নিয়োগী।

২১ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৭৪ খ্রিঃ— ৩০ মে শনিবার ১৮৭৪ খ্রিঃ।

লেসী - গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ খ্রিঃ— অক্টোবর ১৮৭৭ খ্রিঃ।

ন্যাশনাল থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রিট।

লেসী—প্রথমে গিরিশচন্দ্র, পরে দ্বারকানাথ দেব ও শেষে কেদারনাথ চৌধুরী।

অক্টোবর ১৮৭৭ খ্রিঃ—২৪ অগস্ট ১৮৭৮ খ্রিঃ

[৯ ভাদ্র শনিবার ১৮৮৫ সাল]।

পেশাদার পর্ব

ন্যাশনাল থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রিট।

স্বত্বাধিকারী—প্রতাপচাঁদ জহুরি।

'ম্যানেজার' হিসাবে স্থিতিকাল দু'বছর এক মাস চার দিন।

১ জানুআরি ১৮৮১ খ্রিঃ [১৮ পৌষ শনিবার ১২৮৭ সাল]—

৪ ফেব্রুআরি ১৮৮৩ খ্রিঃ [২৩ মাঘ রবিবার ১২৮৯ সাল]।

প্রথম পর্যায়ের স্টার থিয়েটার

৬৮ বিডন স্ট্রিট।

স্বত্বাধিকারী—গুর্মুখরায় মুসাদ্দি।

জুলাই ১৮৮৩ খ্রিঃ—ডিসেম্বর ১৮৮৩ খ্রিঃ।

স্বত্বাধিকারী—অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু,

দাসুচরণ নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ বসু।

জানুআরি ১৮৮৪ খ্রিঃ—জুলাই ১৮৮৭ খ্রিঃ।

'ম্যানেজার' হিসাবে স্থিতিকাল চার বছর এগার দিন।

২১ জুলাই ১৮৮৩ খ্রিঃ [৬ শ্রাবণ শনিবার ১২৯০ সাল]—

৩১ জুলাই ১৮৮৭ খ্রিঃ [১৬ শ্রাবণ রবিবার ১২৯৪ সাল]।

এমারেল্ড থিয়েটার

৬৮ বিডন স্ট্রিট।

স্বত্বাধিকারী— গোপাললাল শীল।

'ম্যানেজার' হিসাবে স্থিতিকাল এক বছর দু'মাস পনের দিন।

১৯ নভেম্বর ১৮৮৭ খ্রিঃ [৪ অগ্রহায়ণ শনিবার ১২৯৫ সাল]।—

৩ ফেব্রুআরি ১৮৮৯ খ্রিঃ [২২ মাঘ রবিবার ১২৯৫ সাল]।

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্টার থিয়েটার

৭৫/৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট।

(বর্তমান —৭৯/৩/৪ বিধান সরণি)।

স্বত্বাধিকারী—অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু,

দাসুচরণ নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ বসু।

'ম্যানেজার' হিসাবে প্রথমবারের স্থিতিকাল দু'বছর দশ দিন।

২৭ এপ্রিল ১৮৮৯ খ্রিঃ [১৫ বৈশাখ শনিবার ১২৯৬ সাল]—

১৫ ফেব্রুআরি ১৮৯১ খ্রিঃ [৪ ফাল্গুন রবিবার ১২৯৭ সাল]।

৬ ফেব্রুআরি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে [২৫ মাঘ বুধবার ১২৯৫ সালে] গিরিশচন্দ্র এখানে যোগদান করলেও ২৭ এপ্রিল থেকে তাঁর নাম 'ম্যানেজার' হিসাবে বিজ্ঞাপিত হতে থাকে। কাগজে-কলমে তিনি এখানকার 'ম্যানেজার' এক বছর ন'মাস ঊনিশ দিন।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬ বিডন স্ট্রিট।

স্বত্বাধিকারী—নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়।

উদ্বোধন রজনী থেকে 'ম্যানেজার' হিসাবে প্রথমবারের

স্থিতিকাল তিন বছর এক মাস ছাব্বিশ দিন।

২৮ জানুআরি ১৮৯৩ খ্রিঃ [১৬ মাঘ শনিবার ১২৯৯ সাল]।—

২২ মার্চ ১৮৯৬ খ্রিঃ [১০ চৈত্র রবিবার ১৩০২ সাল]।

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্টার থিয়েটার

ঠিকানা ও স্বত্বাধিকারী পূর্ববৎ।

'ড্রামাটিক ডাইরেক্টার' হিসাবে দ্বিতীয়বারের স্থিতিকাল দু'বছর সাতাশ দিন। তারপর আর এখানে কোনদিন কাজ করেন নি।

১৫ এপ্রিল ১৮৯৬ খ্রিঃ [৪ বৈশাখ বুধবার ১৩০৩ সাল]—

১১ মে ১৮৯৮ খ্রিঃ [২৯ বৈশাখ বুধবার ১৩০৫ সাল]।

ক্লাসিক থিয়েটার

৬৮ বিডন স্ট্রিট।

লেসী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

'ড্রামাটিস্ট' হিসাবে প্রথমবারের স্থিতিকাল পাঁচ মাস ন'দিন।

১৬ জুলাই ১৮৯৮ খ্রিঃ [১ শ্রাবণ শনিবার ১৩০৫ সাল]—

২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৮ খ্রিঃ [১০ পৌষ শনিবার ১৩০৫ সাল]।

মিনার্ভা থিয়েটার

ঠিকানা পূর্ববৎ।

লেসী—হরিলাল মল্লিক।

'ম্যানেজার' হিসাবে দ্বিতীয়বারের স্থিতিকাল মাত্র ষোল দিন।

১১ মার্চ ১৮৯৯ খ্রিঃ [২৮ ফাল্গুন শনিবার ১৩০৫ সাল]—

২৬ মার্চ ১৮৯৯ খ্রিঃ [১৩ চৈত্র রবিবার ১৩০৫ সাল]।

ক্লাসিক থিয়েটার

ঠিকানা ও লেসী পূর্ববৎ।

'ড্রামাটিস্ট' হিসাবে দ্বিতীয়বারের স্থিতিকাল এক বছর চার দিন।

১২ এপ্রিল ১৯৯৯ খ্রিঃ [৩০ চৈত্র বুধবার ১৩০৫ সাল]—

১৪ এপ্রিল ১৯০০ খ্রিঃ [২ বৈশাখ শনিবার ১৩০৭ সাল]।

মিনার্ভা থিয়েটার

ঠিকানা পূর্ববৎ।

লেসী—নরেন্দ্রনাথ সরকার (শ্রীপুরের জমিদার)।

'ম্যানেজার' হিসাবে তৃতীয়বারের স্থিতিকাল ছ'মাস।

১৫ এপ্রিল ১৯০০ খ্রিঃ [৩ বৈশাখ রবিবার ১৩০৭ সাল]—

১৪ অক্টোবর ১৯০০ খ্রিঃ [২৮ আশ্বিন রবিবার ১৩০৭ সাল]।

ক্লাসিক থিয়েটার

ঠিকানা ও লেসী পূর্ববৎ।

'ড্রামাটিস্ট ' হিসাবে তৃতীয়বারের স্থিতিকাল চার বছর।

২৪ নভেম্বর ১৯০০ খ্রিঃ [৯ অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩০৭ সাল)—

২৩ নভেম্বর ১৯০৪ খ্রিঃ [৮ অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩১১ সাল]।

এখানে অবস্থানকালে অমরেন্দ্রনাথ 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এরও লেসী হলে গিরিশচন্দ্র সেখানে 'ম্যানেজার' হিসাবে কাজ করেন ২৪ ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ [৯ পৌষ বৃহস্পতিরবার ১৩১০ সাল] থেকে জানুআরি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ [মাঘ মাসের প্রথমদিক] পর্যন্ত।

মিনার্ভা থিয়েটার

ঠিকানা পূর্ববৎ।

লেসী—মনোমোহন পাঁড়ে, পরে স্বত্বাধিকারী ফেব্রুআরি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ;ঐ সময় থেকে ওয়ার্কিং পার্টনার—মহেন্দ্রকুমার মিত্র।

চতুর্থবারের স্থিতিকাল দু'বছর সাত মাস দু'দিন।

২৩ ডিসেম্বর ১৯০৪ খ্রিঃ [৮ পৌষ শুক্রবার ১৩১১ সাল]—

২৪ জুলাই ১৯০৭ খ্রিঃ [৮ শ্রাবণ বুধবার ১৩১৪ সাল]।

'ডিরেক্টার' হিসাবে ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ [২৩ ভাদ্র শুক্রবার ১৩১২ সাল] পর্যন্ত আট মাস সতের দিন এবং 'ম্যানেজার' হিসাবে ৯ সেপ্টেম্বর [২৪ ভাদ্র শনিবার] থেকে ২৪ জুলাই ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ এক বছর দশমাস পনের দিন।

কোহিনূর থিয়েটার

৬৮ বিডন স্ট্রিট।
লেসী—শরৎকুমার রায়।
'ম্যানেজার হিসাবে স্থিতিকাল সাড়ে এগার মাস।
অগস্ট ১৯০৭ খ্রিঃ [শ্রাবণ (দ্বিতীয়ার্ধ) ১৩১৪ সাল]—
১৫ জুলাই ১৯০৮ খ্রিঃ [৩১ আষাঢ় বুধবার ১৩১৫ সাল]।

মিনার্ভা থিয়েটার

ঠিকানা পূর্ব্ববৎ।
স্বত্বাধিকারী—মনোমোহন পাঁড়ে, জুন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে
লেসী—মহেন্দ্রকুমার মিত্র।
'ম্যানেজার' হিসাবে পঞ্চমবারের স্থিতিকাল তিন বছর ছ'মাস
তেইশ দিন মৃত্যু পর্যন্ত।
১৮ জুলাই ১৯০৮ খ্রিঃ [৩ শ্রাবণ শনিবার ১৩১৫ সাল]—
শেষ অভিনয় ঃ— ১৫ জুলাই ১৯১১ খ্রিঃ [৩০ আষাঢ় ১৩১৮ সাল]
'বলিদান' নাটকে 'করুণাময়' চরিত্রে।
মৃত্যু ঃ— ২৫ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩১৮ সাল, রাত একটা কুড়ি মিনিট,
ইংরেজি মতে ৯ ফেব্রুআরি শুক্রবার ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ।

(খ) গিরিশচন্দ্র-রচিত নাট্যরূপের প্রথম অভিনয় রজনী

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র অভিনেয় নাটকের অপ্রাচুর্যে বিভিন্ন ঔপন্যাসিক ও কবির আটটি গ্রন্থের নাট্যরূপ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসই প্রধান, তিনি তাঁর পাঁচটি উপন্যাসকে নাট্যাকারে গ্রথিত করেছেন। এগুলি হ'লো—'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'সীতারাম'। পাণ্ডুলিপি যথাযথ রক্ষিত না হওয়ার রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে 'কপালকুণ্ডলা' তিনবার ও 'দুর্গেশনন্দিনী' দু'বার নাট্যরূপ দিতে হয়েছিল। অন্যান্য তিনটি নাট্যরূপ হ'লো ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ', মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ কাব্য'। শেষোক্ত নাট্যরূপ দু'টি 'মেঘনাদবধ' ও 'পলাশীর যুদ্ধ' নামে প্রচারিত। আলোচ্য নাট্যরূপগুলির মধ্যে 'মেঘনাদবধ', 'সীতারাম' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' (দ্বিতীয়বার) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ; যদিও 'সীতারাম'-এ গিরিশচন্দ্র-রচিত পনেরটি গানের মধ্যে আটটি গান

অজ্ঞাতকারণে গ্রন্থভুক্ত করা হয় নি। অপরাপর নাট্যরূপগুলির ভেতর 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' ও 'মাধবীকঙ্কণ'-এর সঙ্গীতসমূহ এবং 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'-র কিছু কিছু দৃশ্য ও দৃশ্যাংশ এবং গান একদা ইতস্তত মুদ্রিত হয়েছিল। 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'বিষবৃক্ষ' সম্পূর্ণ অমুদ্রিত।

নাম	তারিখ	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
কপালকুণ্ডলা (প্রথমবার নাট্যরূপ)	১০মে শনিবার ১৮৭৩ খ্রিঃ	রেজিস্ট্রিকৃত ন্যাশনাল থিয়েটার (শোভাবাজার রাজবাড়ি)	
মৃণালিনী	১৪ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৭৪ খ্রিঃ	ঐ থিয়েটার (জোড়াসাঁকো সান্যাল বাড়ি)	
	২১ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৭৪ খ্রিঃ	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	
কপালকুণ্ডলা· (দ্বিতীয়বার নাট্যরূপ)	৪ এপ্রিল শনিবার ১৮৭৪ খ্রিঃ	"	
মেঘনাদবধ	১ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৭৭ খ্রিঃ [১৭ অগ্রহায়ণ ১২ ৮৪ সাল]	ন্যাশনাল থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	২ জানুয়ারি ১৮৮৯ খ্রিঃ
পলাশীর যুদ্ধ	৫ জানুআরি শনিবার ১৮৭৮ খ্রিঃ [২২ পৌষ ১২ ৮৪ সাল]	"	
মৃণালিনী (পূর্বোক্ত নাট্যরূপ)	২৩ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৭৮ খ্রিঃ [১২ ফাল্গুন ১২ ৮৪ সাল]	"	
বিষবৃক্ষ	২৭ এপ্রিল শনিবার ১৮৭৮ খ্রিঃ [১৫ বৈশাখ ১২ ৮৫ সাল]	"	
দুর্গেশনন্দিনী (প্রথমবার নাট্যরূপ)	২২ জুন শনিবার ১৮৭৮ খ্রিঃ [৯ আষাঢ় ১২ ৮৫ সাল]	"	
মাধবীকঙ্কণ	২৬ মার্চ শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ [১৪ চৈত্র ১২ ৮৭ সাল]	"	
সীতারাম	২৩ জুন শনিবার ১৯০০ খ্রিঃ [৯ আষাঢ় ১৩০৭ সাল]	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	২৭ অক্টোবর ১৯৩৯ খ্রিঃ
কপালকুণ্ডলা' (তৃতীয়বার নাট্যরূপ)	১ জুন শনিবার ১৯০১ খ্রিঃ [১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ সাল]	ক্লাসিক থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)	
মৃণালিনী' (পূর্বোক্ত নাট্যরূপ)	২৭ জুলাই শনিবার ১৯০১ খ্রিঃ [১১ শ্রাবণ ১৩০৮ সাল]		
দুর্গেশনন্দিনী (দ্বিতীয়বার নাট্যরূপ)	১১ ফেব্রুআরি রবিবার ১৯০৬ খ্রিঃ [২৯ মাঘ ১৩১২ সাল]	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	৩ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিঃ

১। "..... ইতিপূর্ব্বে এখানে একবার চেষ্টা হইয়াছিল, ভাল হয় নাই। গিরিশ এবার রূপান্তরিত করিয়া দেন। অভিনয়ও ভাল হয়।" —'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, চতুর্থ অধ্যায় ঃ ১৮৭২-১৮৮০, প্রকাশ ঃ ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩২।

২। "..... পাণ্ডুলিপি রক্ষিত না হওয়ায় 'ক্লাসিক থিয়েটারে'র জন্য তিনি পুনরায় একরাত্রে চারিজন লেখক লাইয়া 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিণত করেন। এরূপ দ্রুত রচনা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্রের তুলিকায় 'কপালকুণ্ডলা' বিশেষরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।" —'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্ত্তিক ১৩৩৪, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৫।

৩। "...... 'গ্রেট ন্যাসানাল হইতে পাণ্ডুলিপি পাইয়া 'বেঙ্গল থিয়েটারে'ও উচ্চপ্রশংসার সহিত বহু শত রজনী 'মৃণালিনী' অভিনীত হয়। অমর বাবু 'বেঙ্গল থিয়েটার' হইতে 'মৃণালিনী'র খাতা আনয়ন করায়, গিরিশচন্দ্রকে এবার বেশী পরিশ্রম করতে হয় নাই। তথাপি একটু নূতনত্বের জন্য লক্ষণ সেনের রাজসভা, মুসলমানের ভয়ে লক্ষণ সেনের গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন, গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়ের প্রেমালাপ প্রভৃতি কয়েকটী দৃশ্য ও কয়েকখানি নূতন গান সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন।" —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ৩২৯।

(গ) গিরিশচন্দ্র-সংযোজিত নাটক ও নাট্যরূপের প্রথম অভিনয় রজনী

নাম	তারিখ	মঞ্চ
হামির[১] (সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)	১ জানুআরি শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ	ন্যাশনাল থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)
নন্দবিদায়[২] (অতুলকৃষ্ণ মিত্র)	২১ জুলাই শনিবার ১৮৮৮ খ্রিঃ [৭ শ্রাবণ ১২৯৫ সাল]	এমারেল্ড থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)
বেজায় আওয়াজ[৩] (দেবেন্দ্রনাথ বসু)	১৮ জুন রবিবার ১৮৯৩ খ্রিঃ [৫ আষাঢ় ১৩০০ সাল]	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)
আলিবাবা[৪] (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)	২০ নভেম্বর শনিবার ১৮৯৭ খ্রিঃ [৬ অগ্রহায়ণ ১৩০৪ সাল]	ক্লাসিক থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)
ভ্রমর[৫] (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)	১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯৯ খ্রিঃ [৩১ ভাদ্র ১৩০৬ সাল]	,, ,,

মজা[5] (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)	১ জানুআরি সোমবার ১৯০০ খ্রিঃ [১৮ পৌষ ১৩০৬ সাল]	ক্লাসিক থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)
বহুৎ আচ্ছা[7] (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)	১৮ জানুআরি শনিবার ১৯০২ খ্রিঃ [৫ মাঘ ১৩০৮ সাল]	,,
ঘোর-বিকার[8] (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল)	১৯ এপ্রিল শনিবার ১৯০২ খ্রিঃ [৬ বৈশাখ ১৩০৯ সাল]	,,
চাঁদবিবি[9] (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)	১১ অগস্ট রবিবার ১৯০৭ খ্রিঃ [২৬ শ্রাবণ ১৩১৪ সাল]	কোহিনূর থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)
চন্দ্রশেখর[10] (অমৃতলাল বসু)	১৫ মে রবিবার ১৯১০ খ্রিঃ [১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ সাল]	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)
নিত্যানন্দ-বিলাস[11] (রামচন্দ্র দত্ত)	অনভিনীত	

১। প্রতাপচাঁদ জহুরির 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর উদ্বোধন রজনীতে অভিনীত 'হামির' নাটকোপযোগী তিনটি গান গিরিশচন্দ্র রচনা করে দেন।
দ্রষ্টব্য ঃ— 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', তৃতীয় ভাগ, 'গিরিশ-গীতাবলী', সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, কার্তিক ১৩৩৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৮।

২। "..... 'গিরিশ গান বাঁধিয়া দেন।"
—'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ', ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পঞ্চম অধ্যায় ১৮৮১-১৯০০, প্রকাশ ঃ ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ঃ ৪১।

৩। "..... ইহার অধিকাংশ গীতই গিরিশচন্দ্র বাঁধিয়া দেন। দেবেন্দ্র বাবু 'মিনার্ভা থিয়েটারে' প্রমথাবধি তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন।"
—'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ঃ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৪।

৪। "..... 'আলিবাবা'য় কয়েকখানি গানও বাঁধিয়া দেন।"—'পূর্বোক্ত গ্রন্থ', দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৩।

৫ ও ৬। "....... 'মজা'র অনেকগুলি গীত গিরিশচন্দ্র বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং 'ভ্রমরে'র বারুণীপুকুর ও পোস্টাফিসের দুইটী দৃশ্য লিখিয়া দেন।" —'পূর্বোক্ত গ্রন্থ', পৃষ্ঠা ঃ ৩০৬।

৭। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বহুত আচ্ছা' বা 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্র প্রহসনোপযোগী পাঁচটি গান লিখে দেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মুদ্রিত গ্রন্থে অবশ্য

গানগুলি নেই। এগুলি 'গিরিশ-গীতাবলী'-তে রয়েছে। —দ্রষ্টব্য ঃ —১নং টীকার গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৬-৩০৭।

৮। 'ঘোর-বিকার' প্রহসনের অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্র চারটি গান লিখে দেন। —দ্রষ্টব্য ঃ— 'পূর্বোক্ত গ্রন্থ', পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৬।

৯। "...... সুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'চাঁদবিবি' নাটক লিখিতেছেন, তাহারও শেষাঙ্ক তখন অসম্পূর্ণ। ......কার্য্যের সত্ত্বরতাবশতঃ 'চাঁদবিবি'র বাকী অংশ তিনি [গিরিশচন্দ্র] স্বয়ং লিখিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া লইলেন .....।"— 'গিরিশচন্দ্র', ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৯।

১০। "এই সময় 'মিনার্ভা থিয়েটারে' 'চন্দ্রশেখর অভিনীত হয়। অনুরুদ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্র এই নাটকে কয়েকটী অতিরিক্ত দৃশ্য সংযোজিত করিয়া দেন।"— পূর্বোক্ত গ্রন্থ, সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮৫।

১১। রামচন্দ্র দত্তের মৃত্যুর (১৭ জানুআরি মঙ্গলবার ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ, ৪ মাঘ ১৩০৫ সাল) পর তাঁর রচিত 'নিত্যানন্দ-বিলাস' নাটক 'নব-পর্য্যায়' 'তত্ত্বমঞ্জরী' মাসিক পত্রিকায় ষষ্ঠ বর্ষ ঃ ১৩০৯ সাল—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র এবং সপ্তম বর্ষ ঃ১৩১০ সাল—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ—মোট তেরটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র আলোচ্য নাটকোপযোগী বারটি গান রচনা করে দেন। 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় পরবর্তী পৌষ সংখ্যায় গানগুলি মুদ্রিত হয়। —'তত্ত্বমঞ্জরী', সপ্তম বর্ষ ঃ নবম সংখ্যা, পৌষ ঃ ১৩১০, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৮-২০১।

(ঘ) সৌখিন পর্বের মৌলিক রচনা

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'গিরিশ-গীতাবলী'-র 'দ্বিতীয় ভাগ'-এ সৌখিন নটরূপে অভিনয়কালে গিরিশচন্দ্রের আটটি ক্ষুদ্রায়তন রঙ্গনাট্যকে তাঁর প্রাথমিক নাট্যরচনা প্রয়াস বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলি হ'লো—

১। মাউসি, ২। চ্যারিটেবিল্ ডিস্পেন্সারি (Charitable Dispensary), ৩। ধীবর ও দৈত্য (Fisherman and Genii), ৪। আলিবাবা, ৫। দুর্গাপূজার পঞ্চরং, ৬। সার্কাস্ প্যান্টোমাইম্ (Circus Pantomime), ৭। যামিনী চন্দ্রমাহীনা— গোপনচুম্বন (A Kiss in the Dark) এবং ৮। সহিস হইল আজি কবি চূড়ামণি।[১]

প্রথম 'গিরিশচন্দ্র' জীবনীলেখক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও রঙ্গালয়সুহৃদ উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর গ্রন্থে 'গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর তালিকা'-য় ঐ

একই কথা লিখেছেন।[১] পরবর্তীকালে অবিনাশচন্দ্র তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' জীবনীগ্রন্থে জোড়াসাঁকো সান্যাল বাড়িতে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ 'চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেন্সারি' ও অন্যান্য রঙ্গনাট্য ভুবনমোহন নিয়োগী প্রতিষ্ঠিত 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ (৬ বিডন স্ট্রিট) অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন বটে ;[২] কিন্তু তারিখ, বার, খ্রিস্টাব্দ, সাল প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, জোড়াসাঁকো সান্যাল বাড়িতে গিরিশচন্দ্রের কোনও রঙ্গনাট্যই মঞ্চস্থ হয় নি, 'চ্যারিটেবিল্ ডিস্‌পেন্সারি' অভিনীত হয়েছিল শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে রেজিস্ট্রিকৃত 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ।

সেকালের দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্রে এই শ্রেণীর রঙ্গনাট্যের নামের উল্লেখ সর্বত্র দেখা যায় না। অনেক চেষ্টায় সবগুলির সাল-তারিখ-বার প্রভৃতি সংগ্রহ করতে অসমর্থ হলেও যতটা পেরেছি, নিম্নে তাদের বর্ণনা করছি ঃ—

নাম	প্রথম অভিনয় রজনী	রঙ্গমঞ্চ
চ্যারিটেবিল্ ডিস্‌পেন্সারি Charitable Dispensary	২৬ এপ্রিল শনিবার ১৮৭৩ খ্রিঃ	ন্যাশনাল থিয়েটার (শোভাবাজার রাজবাড়ি)
ধীবর ও দৈত্য Fisherman and Genii	১৪ এপ্রিল শনিবার ১৮৭৭ খ্রিঃ [৩ বৈশাখ ১২৮৪ সাল]	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)
আলিবাবা ও চল্লিশ চোর Ali Baba and Forty Thieves	২১ জুলাই শনিবার ১৮৭৭ খ্রিঃ [৭ শ্রাবণ ১২৮৪ সাল]	,,
দুর্গাপূজার পঞ্চরং Durga Puja Pantomime	৬ অক্টোবর শনিবার ১৮৭৭ খ্রিঃ [২১ আশ্বিন ১২৮৪ সাল]	,,

আটটি রঙ্গনাট্যের মধ্যে যামিনী চন্দ্রমাইনা— গোপনচুম্বন (A Kiss in the Dark) ব্যতীত আর সাতটি রচনাই বর্তমানে অবলুপ্ত। এই রঙ্গনাট্যটি প্রখ্যাত সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবিস্কার করে 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় তা পুনর্মুদ্রিত করেন।[৪] আধুনা 'সাহিত্য-সংসদ' প্রকাশিত 'গিরিশ-রচনাবলীর'-র 'তৃতীয় খণ্ড'-এ ঐ রঙ্গনাট্যটি মুদ্রিত হয়েছে।

১। আশ্বিন ১৩২০ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৪।

২। ১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৭।

৩। ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ, প্রথম প্রকাশঃ কার্তিক ১৩৩৪ সাল, দে'জ সংস্করণ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ঃ ১৩০।

৪। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', চতুর্থ সংস্করণ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৬।

(ঙ) গিরিশচন্দ্র-রচিত নাটক, গীতিনাট্য, পঞ্চরং প্রভৃতির প্রথম অভিনয় রজনী

নাম	তারিখ	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
১। আগমনী	২৯ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৭৭ খ্রিঃ [১৪ আশ্বিন ১২৮৪ সাল]	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ খ্রিঃ
২। অকালবোধন	৩ অক্টোবর বুধবার ১৮৭৭ খ্রিঃ [১৮ আশ্বিন ১২৮৪ সাল]	„	৩ অক্টোবর ১৮৭৭ খ্রিঃ
৩। রাসলীলা	৫ জানুআরি বুধবার ১৮৮১ খ্রিঃ [২২ পৌষ ১২৮৪ সাল]	ন্যাশনাল থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	
৪। শিবের বিবাহ	১৫ জানুআরি শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ [৩ মাঘ ১২৮৭ সাল]	„	
৫। মায়াতরু	২২ জানুআরি শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ ১০ মাঘ ১২৮৭ সাল	„	১১ ফেব্রুআরি ১৮৮১ খ্রিঃ
৬। দোললীলা	১২ মার্চ শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ ৩০ ফাল্গুন ১২৮৭ সাল	„	মার্চ ১৮৭৮ খ্রিঃ
৭। মোহিনী প্রতিমা ৮। আলাদিন অথবা আশ্চর্য প্রদীপ	৯ এপ্রিল শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ ২৮ চৈত্র ১২৮৭ খ্রিঃ	„	১৬ এপ্রিল ১৮৮১ খ্রিঃ ১ মে ১৮৯৪ খ্রিঃ
৯। আনন্দ রহো বা আকবর	২১ মে শনিবাব ১৮৮১ খ্রিঃ ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সাল	„	১৭ অগস্ট ১৮৮১ খ্রিঃ
১০। রাবণবধ	৩০ জুলাই শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ ১৬ শ্রাবণ ১২৮৮ সাল	„	৫ নভেম্বর ১৮৮১ খ্রিঃ
১১। সীতার বনবাস	১৭ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ ২ আশ্বিন ১২৮৮ সাল	„	২০ জানুআরি ১৮৮২ খ্রিঃ
১২। অভিমন্যুবধ	২৬ নভেম্বর শনিবাব ১৮৮১ খ্রিঃ ১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ সাল	„	২৬ নভেম্বর ১৮৮১ খ্রিঃ
১৩। লক্ষ্মণ বর্জ্জন	৩১ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ ১৭ পৌষ ১২৮৮ সাল	„	৫ ফেব্রুআরি ১৮৮২ খ্রিঃ
১৪। সীতার বিবাহ	১১ মার্চ ১৮৮২ খ্রিঃ ২৮ ফাল্গুন ১২৮৮ সাল	„	* ১৫ এপ্রিল ১৮৯৫ খ্রিঃ গ্রন্থাকা
১৫। রামের বনবাস	১৫ এপ্রিল শনিবার ১৮৮২ খ্রিঃ ৩ বৈশাখ ১২৮৯ সাল	„	২৬ অগস্ট ১৮৮২ খ্রিঃ

নাম	তারিখ	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
১৬। সীতাহরণ	২২ জুলাই শনিবার ১৮৮২ খ্রিঃ ৭ শ্রাবণ ১২৮৯ সাল	ন্যাশনাল থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	২১ অগস্ট ১৮৮২ খ্রিঃ
১৭। মলিনমালা	১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৮২ খ্রিঃ ১ আশ্বিন ১২৮৯ সাল	"	১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রিঃ
১৮। ভোটমঙ্গল বা সজীব পুতুলো নাচ	১৪ অক্টোবর শনিবার ১৮৮২ খ্রিঃ [২৯ আশ্বিন ১২৮৯ সাল]	"	১৮৮২ খ্রিঃ
১৯। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	১৩ জানুআরি শনিবার ১৮৮২ খ্রিঃ ১ মাঘ ১২৮৯ সাল	"	*১ ফেব্রুআরি ১৮৯৩ খ্রিঃ
২০। ব্রজবিহার	১৪ এপ্রিল শনিবার ১৮৮৩ খ্রিঃ [২ বৈশাখ ১২৯০ সাল]	"	১ এপ্রিল ১৮৮৩ খ্রিঃ
২১। দক্ষযজ্ঞ	২১ জুলাই শনিবার ১৮৮৩ খ্রিঃ ৬ শ্রাবণ ১২৯০ সাল	স্টার থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)	১৮৮৯ খ্রিঃ
২২। ধ্রুবচরিত্র	১১ অগস্ট শনিবার ১৮৮৩ খ্রিঃ ২৭ শ্রাবণ ১২৯০ সাল	"	*১ মে ১৮৯২ খ্রিঃ গ্রন্থাবলী
২৩। নল-দময়ন্তী	১৫ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৮৩ খ্রিঃ [১ পৌষ ১২৯০ সাল]	"	৩০ জুলাই ১৮৮৭ খ্রিঃ
২৪। কমলে কামিনী	২৯ মার্চ শনিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ ১৭ চৈত্র ১২৯০ সাল	"	১৫ অক্টোবর ১৮৯১ খ্রিঃ
২৫। বৃষকেতু	২৬ এপ্রিল শনিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ	"	১৮৮৪ খ্রিঃ
২৬। হীরার ফুল	[১৫ বৈশাখ ১২৯১ সাল]	"	২৩ এপ্রিল ১৮৮৪ খ্রিঃ
২৭। শ্রীবৎস-চিন্তা	৭ জুন শনিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১ সাল	"	*১ ফেব্রুআরি ১৮৯৩ খ্রিঃ গ্রন্থাবলী
২৮। চৈতন্যলীলা	২ অগস্ট শনিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ ১৯ শ্রাবণ ১২৯১ সাল	"	১০ অগস্ট ১৮৮৬ খ্রিঃ
২৯। প্রহ্লাদচরিত্র	২২ নভেম্বর শনিবার ১৮৮১ খ্রিঃ ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯২ সাল	"	*১ মে ১৮৯২ খ্রিঃ গ্রন্থাবলী
৩০। চৈতন্যলীলা দ্বিতীয় ভাগ বা নিমাই সন্ন্যাস	১০ জানুআরি শনিবার ১৮৮৫ খ্রিঃ [২৭ পৌষ ১২৯১ সাল]	"	*১ মে ১৮৯২ খ্রিঃ গ্রন্থাবলী
৩১। প্রভাস যজ্ঞ	৩০ মে শনিবার ১৮৮৫ খ্রিঃ [১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ সাল]	"	*১ মে ১৮৯২ খ্রিঃ গ্রন্থাবলী
৩২। বুদ্ধদেব চরিত	১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৮৫ খ্রিঃ ৪ আশ্বিন ১২৯২ সাল	"	২২ এপ্রিল ১৮৮৭ খ্রিঃ
৩৩। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	১২ জুন শনিবার ১৮৮৬ খ্রিঃ [৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ সাল]	"	২৫ অক্টোবর ১৮৮৮ খ্রিঃ

নাম	তারিখ	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
৩৪। বেল্লিক-বাজার	২৬ ডিসেম্বর রবিবার ১৮৮৬ খ্রিঃ [১২ পৌষ ১২৯৩ সাল]	স্টার থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)	১৮৮৭ খ্রিঃ
৩৫। রূপ-সনাতন	২১ মে শনিবার ১৮৮৭ খ্রিঃ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪ সাল	„	২৮ জানুআরি ১৮৮৮ খ্রিঃ
৩৬। পূর্ণচন্দ্র	১৭ মার্চ শনিবার ১৮৮৮ খ্রিঃ ৫ চৈত্র ১২৯৪ সাল	এমারেল্ড থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)	১ ডিসেম্বর ১৮৮৮ খ্রিঃ
৩৭। নসীরাম	২৫ মে শুক্রবার ১৮৮৮ খ্রিঃ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ফুলদোল ১২৯৫ সাল	স্টার থিয়েটার (৭৫/৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট)	১৫ জুন ১৮৯৬ খ্রিঃ
৩৮। বিষাদ	৫ অক্টোবর শুক্রবার ১৮৮৮ খ্রিঃ [২০ আশ্বিন মহালয়া ১২৯৫ সাল]	এমারেল্ড থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)	২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ খ্রিঃ
৩৯। প্রফুল্ল	২৭ এপ্রিল শনিবার ১৮৮৯ খ্রিঃ ১৫ বৈশাখ ১২৯৬ সাল	স্টার থিয়েটার (৭৫/৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট)	২২ অগস্ট ১৮৮৯ খ্রিঃ
৪০। হারানিধি	৭ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৮৯ খ্রিঃ [২৩ ভাদ্র ১২৯৬ সাল]	„	১৪ জুন ১৮৯০ খ্রিঃ
৪১। চণ্ড	২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯০ খ্রিঃ ১১ শ্রাবণ ১২৯৭ সাল	„	*১ ফেব্রুআরি ১৮৯৩ খ্রিঃ গ্রন্থাবলী
৪২। মলিনা-বিকাশ	১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯০ খ্রিঃ ২৯ ভাদ্র ১২৯৭ সাল	„	২২ ফেব্রুআরি ১৮৯১ খ্রিঃ
৪৩। মহাপূজা	২৪ ডিসেম্বর বুধবার ১৮৯০ খ্রিঃ ১০ পৌষ ১২৯৭ সাল	„	২২ ফেব্রুআরি ১৮৯১ খ্রিঃ
৪৪। ম্যাক্‌বেথ	২৮ জানুআরি শনিবার ১৮৯৩ খ্রিঃ ১৬ মাঘ ১২৯৯ সাল	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	২ অগস্ট ১৯০০ খ্রিঃ
৪৫। মুকুলমুঞ্জরা	৫ ফেব্রুআরি রবিবার ১৮৯৩ খ্রিঃ ২৪ মাঘ ১২৯৯ সাল	„	১ ফেব্রুআরি ১৮৯৩ খ্রিঃ
৪৬। আবু হোসেন	২৫ মার্চ শনিবার ১৮৯৩ খ্রিঃ ১৩ চৈত্র ১২৯৯ সাল	„	১ জুলাই ১৮৯৩ খ্রিঃ
৪৭। সপ্তমীতে বিসর্জ্জন	৭ অক্টোবর শনিবার ১৮৯৩ খ্রিঃ ২২ আশ্বিন ১৩০০ সাল	„	* ? ১৮৯৪ খ্রিঃ
৪৮। জনা	২৩ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৯৩ খ্রিঃ ৯ পৌষ ১৩০০ সাল	„	২৮ ফেব্রুআরি ১৮৯৪ খ্রিঃ
৪৯। বড়দিনের বখ্‌শিস্	২৫ ডিসেম্বর সোমবার ১৮৯৩ খ্রিঃ [১১ পৌষ ১৩০০ সাল]	„	১৯ ফেব্রুআরি ১৮৯৪ খ্রিঃ
৫০। স্বপ্নের ফুল	১৭ নভেম্বর শনিবার ১৮৯৪ খ্রিঃ ২ অগ্রহায়ণ ১৩০১ সাল	„	২ ডিসেম্বর ১৮৯৪ খ্রিঃ

নাম	তারিখ	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
৫১। সভ্যতার পাণ্ডা	২৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৮৯৪ খ্রিঃ ১১ পৌষ ১৩০১ সাল	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	২৪ ডিসেম্বর ১৮৯৪ খ্রিঃ
৫২। করমেতি বাঈ	১৮ মে শনিবার ১৮৯৫ খ্রিঃ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সাল	„	২০ মে ১৮৯৫ খ্রিঃ
৫৩। ফণির মণি	২৫ ডিসেম্বর বুধবার ১৮৯৫ খ্রিঃ ১১ পৌষ ১৩০২ সাল	„	জানুআরি ১৮৯৬ খ্রিঃ
৫৪। পাঁচ ক'নে	৫ জানুআরি রবিবার ১৮৯৬ খ্রিঃ ২২ পৌষ ১৩০২ সাল	„	৫ জানুআরি ১৮৯৬ খ্রিঃ
৫৫। কালাপাহাড়	২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯৬ খ্রিঃ ১১ আশ্বিন ১৩০৩ সাল	স্টার থিয়েটার (৭৫/৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট)	৩ অক্টোবর ১৮৯৬ খ্রিঃ
৫৬। হীরক জুবিলী	২১ জুন সোমবার ১৮৯৭ খ্রিঃ [৮ আষাঢ় ১৩০৪ সাল]	„	১৫ অক্টোবর ১৮৯৭ খ্রিঃ
৫৭। পারস্য-প্রসূন বা পারিসানা	১১ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯৭ খ্রিঃ ২৭ ভাদ্র ১৩০৪ সাল	„	১৮৯৭ খ্রিঃ
৫৮। মায়াবসান	১৮ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৯৭ খ্রিঃ ৪ পৌষ ১৩০৪ সাল	„	৭ ফেব্রুআরি ১৮৯৮ খ্রিঃ
৫৯। দেলদার	১০ জুন শনিবার ১৮৯৯ খ্রিঃ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল	ক্লাসিক থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)	৬ জুন ১৮৯২ খ্রিঃ
৬০। পাণ্ডব-গৌরব	১৭ ফেব্রুআরি শনিবার ১৯০০ খ্রিঃ ৬ ফাল্গুন ১৩০৬ সাল	„	২৫ অক্টোবর ১৯০০ খ্রিঃ
৬১। মণিহরণ	২২ জুলাই রবিবার ১৯০০ খ্রিঃ ৭ শ্রাবণ ১৩০৭ সাল	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	১৫ অক্টোবর ১৯০০ খ্রিঃ
৬২। নন্দদুলাল	২৫ অগস্ট শনিবার ১৯০০ খ্রিঃ ৯ ভাদ্র ১৩০৭ সাল	„	১৫ অক্টোবর ১৯০০ খ্রিঃ
৬৩। অশ্রুধারা	২৬ জানুআরি শনিবার ১৯০১ খ্রিঃ ১৩ মাঘ ১৩০৭ সাল	ক্লাসিক থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)	৭ মে ১৯০১ খ্রিঃ
৬৪। মনের মতন	২০ এপ্রিল শনিবার ১৯০১ খ্রিঃ ৭ বৈশাখ ১৩০৮ সাল	„	১ জুন ১৯০১ খ্রিঃ
৬৫। অভিশাপ	২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯০১ খ্রিঃ ১২ আশ্বিন ১৩০৮ সাল	„	২৮ অক্টোবর ১৯০১ খ্রিঃ
৬৬। বুয়র যুদ্ধ ও শান্তি ('শান্তি' নামে প্রকাশিত)	৭ জুন শনিবার ১৯০২ খ্রিঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ সাল	„	১৪ জুলাই ১৯০২ খ্রিঃ
৬৭। ভ্রান্তি	১৯ জুলাই শনিবার ১৯০২ খ্রিঃ ৩ শ্রাবণ ১৩০৯ সাল	„	২৭ অগস্ট ১৯০২ খ্রিঃ

নাম	তারখ	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
৬৮। আয়না	২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯০২ খ্রিঃ ১০ পৌষ ১৩০৯ সাল	ক্লাসিক থিয়েটার (৬৮ বিডন স্ট্রিট)	১০ মার্চ ১৯০৩ খ্রিঃ
৬৯। সৎনাম ('বৈষ্ণবী' নামে প্রকাশিত)	৩০ এপ্রিল শনিবার ১৯০৪ খ্রিঃ ১৮ বৈশাখ ১৩১১ সাল	„	*৫ মে ১৯০৪ খ্রিঃ গ্রন্থাবলী
৭০। হরগৌরী	৪ মার্চ শনিবার ১৯০৫ খ্রিঃ ২০ ফাল্গুন ১৩১১ সাল	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	৮ মাচ ১৯০৫ খ্রিঃ
৭১। বলিদান	৮ এপ্রিল শনিবার ১৯০৫ খ্রিঃ ২৬ চৈত্র ১৩১১ সাল	„	৩ জুন ১৯০৫ খ্রিঃ
৭২। সিরাজদ্দৌলা	৯ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯০৫ খ্রিঃ ২৪ ভাদ্র ১৩১২ সাল	„	১০ জানুআরি ১৯০৬ খ্রিঃ
৭৩। বাসর	২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯০৫ খ্রিঃ ১১ পৌষ ১৩১২ সাল	„	১৯০৬ খ্রিঃ
৭৪। মীরকাসিম	১৬ জুন শনিবার ১৯০৬ খ্রিঃ ২ আষাঢ় ১৩১৩ সাল	„	৭ নভেম্বর ১৯০৬ খ্রিঃ
৭৫। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা	১ জানুআরি মঙ্গলবার ১৯০৭ খ্রিঃ ১৭ পৌষ ১৩১৩ সাল	„	১৬ জুলাই ১৯০৭ খ্রিঃ
৭৬। ছত্রপতি শিবাজী	১৭ অগস্ট শনিবার ১৯০৭ খ্রিঃ ৩২ শ্রাবণ ১৩১৪ সাল	„	৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খ্রিঃ
৭৭। শাস্তি কি শান্তি?	৭ নভেম্বর শনিবার ১৯০৮ খ্রিঃ ২২ কার্তিক ১৩১৫ সাল	„	১৫ ডিসেম্বর ১৯০৮ খ্রিঃ
৭৮। শঙ্করাচার্য্য	১৫ জানুআরি শনিবার ১৯১০ খ্রিঃ ২ মাঘ ১৩১৬ সাল	„	২৫ অগস্ট ১৯১০ খ্রিঃ
৭৯। অশোক	৩ ডিসেম্বর শনিবার ১৯১০ খ্রিঃ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৭ সাল	„	১৯১১ খ্রিঃ
৮০। ঝকমারি	৮ এপ্রিল শনিবার ১৯১১ খ্রিঃ [২৫ চৈত্র ১৩১৭ সাল]	„	
৮১। তপোবল	১৮ নভেম্বর শনিবার ১৯১১ খ্রিঃ ২ অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সাল	„	২৩ ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রিঃ

[মৃত্যুর পরে প্রথম অভিনীত]

নাম	তারখ	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
৮২। গৃহলক্ষ্মী*	২১ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯১২ খ্রিঃ ৫ আশ্বিন ১৩১৯ সাল	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	২১ সেপ্টেম্বর ১৯১২ খ্রিঃ

নাম	তারিখ	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
৮৩। ছটাকী ***	২৪ ডিসেম্বর শনিবার ১৯২৭ খ্রিঃ ৮ পৌষ ১৩৩৪ সাল	মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রিট)	২৭ ডিসেম্বব ১৯২৭ খ্রিঃ
৮৪। নিত্যানন্দ-বিলাস ****		অনভিনীত	১৯৩০ খ্রিঃ

* এই চিহ্নিত গ্রন্থগুলি পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত না হয়ে গ্রন্থাবলীতে প্রথমে মুদ্রিত হয়েছে। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' '১ম ভাগ'-এ 'ধ্রুবচরিত্র', 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'নিমাই সন্ন্যাস' ও 'প্রভাস যজ্ঞ' ; '২য় ভাগ'-এ 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'শ্রীবৎসচিন্তা' ও 'চণ্ড'; '৪র্থ ভাগ'-এ 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' এবং '৫ম ভাগ'-এ 'সীতার বিবাহ' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' গ্রন্থাবলীতে প্রকাশের পরে পৃথক্ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' গ্রন্থাবলীতে মুদ্রণের আগে দুর্গাদাস দে সম্পাদিত 'মজ্‌লিস্' পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষ আশ্বিন ১৩০০ সাল প্রথম ছাপা হয়। 'সৎনাম' সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' '১০ম ভাগ'-এ ফাল্গুন ১৩৩৭ সালে 'বৈষ্ণবী' নামে মুদ্রিত হয়।

** 'গৃহলক্ষ্মী' সামাজিক নাটকের চার অঙ্ক লেখার পর গিরিশচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁর পিসতুতো ভাই বোস পাড়া লেনেরই অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ বসু ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)-এর অনুরোধে ও অভিনয়ের প্রয়োজনে নাটকটির সমাপ্তি-সূচক পঞ্চম অঙ্ক রচনা করে দেন।

*** 'ছটাকী' অসমাপ্ত 'সামাজিক রঙ্গচিত্র'। প্রস্তাবনা ব্যতীত নবম দৃশ্যে সম্পূর্ণ। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮। গিরিশচন্দ্র এর প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে পঞ্চম দৃশ্যেব বেশির ভাগ অংশই রচনা করেছেন অর্থাৎ মুদ্রিত গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাঁর লেখা। পঞ্চম দৃশ্যের শেষাংশ ও অবশিষ্ট তিনটি দৃশ্য লিখেছেন অমরেন্দ্রনাথ রায়। এর প্রস্তাবনার একটি গান ছাড়া আরও চারটি গান রচনা করেছেন কবি শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়।

**** 'নিত্যানন্দ-বিলাস' ভগবদ্ভক্তিমূলক বা ভক্তিরসাত্মক চরিত নাটক। চতুর্থ অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকটির দৃশ্য সংখ্যা তের। পেশাদার রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নি। নাটকটি মুদ্রিত হয়েছে ঃ— 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী', অষ্টম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত, ফাল্গুন ১৩৩৬ সাল, পৃষ্ঠা ঃ ২৭০-২৮৭।

পরিশিষ্ট

(দুই) অমৃতলাল বসু

[১৭ এপ্রিল রবিবার ১৮৫৩ খ্রিঃ, ৬ বৈশাখ রামনবমী ১২৬০ সাল—
২ জুলাই মঙ্গলবার ১৯২৯ খ্রিঃ, ১৮ আষাঢ় ১৩৩৬ সাল।]

(ক) প্রাথমিক পর্বের প্রহসন রচনা

অমৃতলাল বসু বাংলা নাট্যসাধনার প্রাথমিকপর্বে দু'টি নক্সাজাতীয় ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক প্রহসন রচনা করেন। এই রচনা দু'টি হ'লো ঃ—

১। একেই কি বলে তোমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা?

২। নব বিদ্যালয়— মডেল স্কুল।

প্রথম নক্সাটি অমৃতলালের একেবারে বাল্যকালের লেখা। তখন তাঁর বয়স তের-চোদ্দ।[১] দ্বিতীয় নক্সাটি অমৃতলালের যৌবনে প্রায় কুড়ি বছর বয়সে সাধারণ বাংলা নাট্যশালার সূচনালগ্নে রচিত। এই নক্সাটি 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ আর 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ অভিনীত। অভিনয়ের তারিখ, বার, খ্রিস্টাব্দ ও স্থান নিম্নে উল্লেখ করা হ'লো ঃ—

নব বিদ্যালয় [প্রথম অভিনয়]	১৫ জানুআরি বুধবার ১৮৭৩ খ্রিঃ	ন্যাশনাল থিয়েটার (জোড়াসাঁকো সান্যাল বাড়ি)
নব বিদ্যালয় [দ্বিতীয় অভিনয়]	২২ জানুআরি বুধবার ১৮৭৩ খ্রিঃ	,, ,,
মডেল স্কুল [শেষ অভিনয় রজনী]	৮ মার্চ শনিবার ১৮৭৩ খ্রিঃ	,,
মডেল স্কুল [প্রথম অভিনয়]	৫ এপ্রিল শনিবার ১৮৭৩ খ্রিঃ	হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার (অপেরাহাউস-লিণ্ডসে স্ট্রিট)

ওপরের নক্সাটির আর কোনও অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না।

১। 'অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা', পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, আশ্বিন ১৩৩০, পৃষ্ঠা ঃ ৮৫-৮৬।

(খ) নাটক, প্রহসন, পঞ্চরং, নাট্যরূপ প্রভৃতির প্রথম অভিনয় ও প্রকাশকাল

নাম	প্রথম অভিনয় রজনী	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
(পূর্ণাঙ্গ নাটক)			
১। হীরকচূর্ণ নাটক	২৫ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৭৫ খ্রিঃ [১১ পৌষ ১২৮২ সাল]	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ৬ বিডন স্ট্রিট	১ জুন ১৮৭৫ খ্রিঃ
২। তরুবালা	২০ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৯০ খ্রিঃ [৬ পৌষ ১২৯৭ সাল]	স্টার থিয়েটার ৭৫-৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট	২ ফেব্রুআরি ১৮৯১ খ্রিঃ
৩। বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত	২৬ অগস্ট শনিবার ১৮৯৩ খ্রিঃ [১১ ভাদ্র ১৩০০ সাল]	„	১৮৯৩ খ্রিঃ
৪। হরিশ্চন্দ্র	১০ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯৮ খ্রিঃ [২৬ ভাদ্র ১৩০৫ সাল]	„	১৮৯৯ খ্রিঃ
৫। আদর্শ বন্ধু	২৮ এপ্রিল শনিবার ১৯০০ খ্রিঃ [১৬ বৈশাখ ১৩০৭ সাল]	„	৫ অগস্ট ১৯০০ খ্রিঃ
৬। খাসদখল	৩০ মার্চ শনিবার ১৯১২ খ্রিঃ [১৭ চৈত্র ১৩১৮ সাল]	„	২৮ এপ্রিল ১৯১২ খ্রিঃ
৭। নবযৌবন	২০ ডিসেম্বর শনিবার ১৯১৩ খ্রিঃ [৫ পৌষ ১৩২০ সাল]	মিনার্ভা থিয়েটার ৬ বিডন স্ট্রিট	১৫ ফেব্রুআরি ১৯১৪ খ্রিঃ
৮। যাজ্ঞসেনী	৫ মে শনিবার ১৯২৮ খ্রিঃ [২২ বৈশাখ ১৩৩৫ সাল]	„	১৯২৮ খ্রিঃ
(প্রহসন)			
৯। চোরের উপর বাটপাড়ি	১০ ফেব্রুআরি শনিবার ১৮৭৭ খ্রিঃ [২৯ মাঘ ১২৮৩ সাল]	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ৬ বিডন স্ট্রিট	১১ নভেম্বর ১৮৭৬ খ্রিঃ
১০। তিলতর্পণ নাটক	২১ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৮৮১ খ্রিঃ [৬ আশ্বিন ১২৮৮ সাল]	ন্যাশনাল থিয়েটার ৬ বিডন স্ট্রিট	৪ জানুআরি ১৮৮১ খ্রিঃ
১১। ডিস্মিস্	১৪ অক্টোবর শনিবার ১৮৮২ খ্রিঃ [২৯ আশ্বিন ১২৮৯ সাল]	বেঙ্গল থিয়েটার ৯ বিডন স্ট্রিট	২০ ফেব্রুআরি ১৮৮৩ খ্রিঃ
১২। চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে	২৬ এপ্রিল শনিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ [১৫ বৈশাখ ১২৯১ সাল]	স্টার থিয়েটার ৬৮ বিডন স্ট্রিট	১৮৮৪ খ্রিঃ
১৩। বিবাহ-বিভ্রাট	২২ নভেম্বর শনিবার ১৮৮৪ খ্রিঃ [৮ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল]	„	৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪ খ্রিঃ
১৪। তাজ্জব ব্যাপার	২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৮৮৯ খ্রিঃ [১০ পৌষ ১২৯৬ সাল]	স্টার থিয়েটার ৭৫ ৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট	২ অগস্ট ১৮৯০ খ্রিঃ
১৫। বাঙ্গালারাম	১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯০ খ্রিঃ [২৯ ভাদ্র ১২৯৭ সাল]	„	*
১৬। সম্মতি সঙ্কট	১১ মার্চ শনিবার ১৮৯১ খ্রিঃ [৮ চৈত্র ১২৯৭ সাল]	„	**

নাম	প্রথম অভিনয় রজনী	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
১৭। রাজা বাহাদুর	২৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৮৯১ খ্রিঃ [১০ পৌষ ১২৯৮ সাল]	স্টার থিয়েটার ৭৫-৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট	১৮৯১ খ্রিঃ
১৮। কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা	২৫ ডিসেম্বর রবিবার ১৮৯২ খ্রিঃ [১১ পৌষ ১২৯৯ সাল]	"	১৮৯৩ খ্রিঃ
১৯। বাবু	১ জানুআরি সোমবার ১৮৯৪ খ্রিঃ [১৮ পৌষ ১৩০০ সাল]	"	২৭ জানুআরি ১৮৯৪ খ্রিঃ
২০। একাকার	২৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৮৯৪ খ্রিঃ [১১ পৌষ ১৩০১ সাল]	"	১৯ জানুআরি ১৮৯৫ খ্রিঃ
২১। বৌমা	২৫ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৮৯৬ খ্রিঃ [১১ পৌষ ১৩০৩ সাল]	"	১১ জানুআরি ১৮৯৭ খ্রিঃ
২২। গ্রাম্য-বিভ্রাট	১ জানুআরি শনিবার ১৮৯৮ খ্রিঃ [১৮ পৌষ ১৩০৫ সাল]	"	২ ফেব্রুআরি ১৮৯৮ খ্রিঃ
২৩। সাবাস আটাশ	২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯৯ খ্রিঃ [৭ আশ্বিন ১৩০৬ সাল]	"	১৮ ফেব্রুআরি ১৯০০ খ্রিঃ
২৪। কৃপণের ধন	২৬ মে শনিবার ১৯০০ খ্রিঃ [১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ সাল]	"	৯ জুন ১৯০০ খ্রিঃ
২৫। অবতার (প্র-পরা-অপ-সং-হসন্)	২৫ ডিসেম্বর বুধবার ১৯০১ খ্রিঃ [১০ পৌষ ১৩০৮ সাল]	"	২ এপ্রিল ১৯০২ খ্রিঃ
২৬। বাহবা বাতিক	২৫ ডিসেম্বর রবিবার ১৯০৪ খ্রিঃ [১০ পৌষ ১৩১১ সাল]	"	**
২৭। সাবাস বাঙালী	২৫ ডিসেম্বর সোমবার ১৯০৫ খ্রিঃ [১০ পৌষ ১৩১২ সাল]	"	২৮ জানুআরি ১৯০৮ খ্রিঃ
২৮। ব্যাপিকা বিদায়	১০ জুলাই শনিবার ১৯২৬ খ্রিঃ [১৫ আষাঢ় ১৩৩৩ সাল]	মিনার্ভা থিয়েটার ৬ বিডন স্ট্রিট	১৯২৬ খ্রিঃ
২৯। বন্দে মাতরম	১০ নভেম্বর বুধবার ১৯২৬ খ্রিঃ [২৪ কার্তিক ১৩৩৩ সাল]	স্টার থিয়েটার ৭৫-৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট	৩০ নভেম্বর ১৯২৬ খ্রিঃ
(নাট্যরাসক, পঞ্চরং ও একাঙ্ক নাট্যলীলা)			
৩০। ব্রজলীলা	২ ডিসেম্বর শনিবার ১৮৮২ খ্রিঃ [১৭ অগ্রহায়ণ ১২৮৯ সাল]	বেঙ্গল থিয়েটার ৯ বিডন স্ট্রিট	৩০ নভেম্বর ১৮৮২ খ্রিঃ
৩১। যাদুকরী	২৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯০০ খ্রিঃ [১০ পৌষ ১৩০৪ সাল]	স্টার থিয়েটার ৭৫-৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট	৩০ জানুআরি ১৯০১ খ্রিঃ
৩২। নবজীবন	১ জানুআরি বুধবার ১৯০২ খ্রিঃ [১৭ পৌষ ১৩০৮ সাল]		২৫ মার্চ ১৯০২ খ্রিঃ

নাম	প্রথম অভিনয় রজনী	রঙ্গমঞ্চ	প্রকাশকাল
(শোকনাট্য)			
৩৩। বিলাপ বা বিদ্যা-সাগরের স্বর্গে আবাহন	২২ অগস্ট শনিবার ১৮৯১ খ্রিঃ [৬ ভাদ্র ১২৯৮ সাল]	স্টার থিয়েটার ৭৫-৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট	২২ অগস্ট ১৮৯১ খ্রিঃ
৩৪। বৈজয়ন্ত-বাস	অনভিনীত		২ ফেব্রুআরি ১৯০১ খ্রিঃ
(নাট্যরূপ)			
৩৫। সরলা [তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা']	২২ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৮৮ খ্রিঃ [৭ আশ্বিন ১২৯৫ সাল]	স্টার থিয়েটার ৭৫-৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট	১৯৫১ খ্রিঃ মৃত্যুর পরে মুদ্রিত
৩৬। চন্দ্রশেখর [বঙ্কিম-উপন্যাস]	৮ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯৪ খ্রিঃ [২৪ ভাদ্র ১৩০১ সাল]	"	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রিঃ
৩৭। রাজসিংহ [বঙ্কিম-উপন্যাস]	১১ জানুআরি শনিবার ১৮৯৬ খ্রিঃ [২৮ পৌষ ১৩০২ সাল]	"	১৮ মে ১৯২৬ খ্রিঃ
৩৮। বিষবৃক্ষ [বঙ্কিম-উপন্যাস]	১৩ এপ্রিল শনিবার ১৯০১ খ্রিঃ [৩১ চৈত্র ১৩০৭ সাল]	"	২৩ মার্চ ১৯২৫ খ্রিঃ
(অনুবাদ নাটক)			
৩৯। রত্নাবলী [শ্রীহর্ষের 'স্বর্ণলতা']	অনভিনীত		***

---

* 'বাঞ্ছারাম' সম্ভবত অমুদ্রিত প্রসহন। ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'The 'Indian Daily News' (দি ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ) ও 'The Statesman' (দি স্টেটস্‌ম্যান) দু'টিতেই ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রহসনের অভিনয় বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

** 'সম্মতি সঙ্কট' ও 'বাহবা বাতিক' সম্ভবত স্বতন্ত্র গ্রন্থকারে মুদ্রিত হয় নি। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের 'অমৃত-গ্রন্থাবলী' '৪র্থ ভাগ'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। তবে 'সম্মতি সঙ্কট' প্রহসনটি দুর্গাদাস দে সম্পাদিত 'মজ্‌লিস্' পত্রিকায় (মাঘ-ফাল্গুন ১২৯৭ সাল) অভিনয়ের আগে মুদ্রিত হয়েছিল।

** 'রত্নাবলী' চতুর্থ অঙ্ক নাটকের অসম্পূর্ণ অনুবাদ। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকায় প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ থেকে অষ্টম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩১৭ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তৃতীয় অঙ্ক অবধি মুদ্রিত হয়।

সহায়ক গ্রন্থ

অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য, ডঃ অরুণকুমার মিত্র।
আমার কথা বা বিনোদিনীর কথা, প্রথম খণ্ড, বিনোদিনী দাসী।
আমার অভিনেত্রী জীবন, বিনোদিনী দাসী।
আমার জীবন কথা, প্রথম খণ্ড, স্বামী অভেদানন্দ।
কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গিরিশ - গীতাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
গিরিশ - গ্রন্থাবলী, প্রথম - দশম ভাগ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রকাশিত।
গিরিশচন্দ্র - অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
গিরিশচন্দ্র - উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প, মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
গিরিশ - রচনাবলী, প্রথম - পঞ্চম খণ্ড, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
চণ্ডীমঙ্গলকাব্য, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
দশমহাবিদ্যা, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২০০ বছরের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার, গণেশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।
নটী বিনোদিনী রচনা সমগ্র, আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
নায়িকা ও রঙ্গমঞ্চ, দেবনারায়ণ গুপ্ত।
নিমাইসন্ন্যাস, মতিলাল রায়।
পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত।
প্রয়োজক শ্রীরামকৃষ্ণ, ডঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
প্রহ্লাদচরিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়।
প্রহ্লাদমহিমা বা প্রহ্লাদচরিত্র দ্বিতীয় খণ্ড, রাজকৃষ্ণ রায়।
বঙ্গভাষার লেখক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, প্রথম খণ্ড, ডঃ পুলিন দাশ।
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলা নাটকের ইতিহাস, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।
বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র, অহীন্দ্র চৌধুরী।
বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কালীশ মুখোপাধ্যায়।
বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, শঙ্কর ভট্টাচার্য।
বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।
বাংলার নট-নটী, দ্বিতীয় খণ্ড, দেবনারায়ণ গুপ্ত।
বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
বৃহৎ ও বিশুদ্ধ প্রভাস খণ্ড, বটতলা।
ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।
মহাভারত, কাশীরাম দাস।
রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ, রমাপতি দত্ত।
রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
যাঁদের দেখেছি, দ্বিতীয় পর্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়।
শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম-তৃতীয় খণ্ড, মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ-রঙ্গালয়, ডঃ নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, স্বামী প্রভানন্দ।
শ্রীরামকৃষ্ণ - ভক্তমালিকা, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ।
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী।
শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবন দাস।
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল, লোচন দাস।
শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম-পঞ্চম ভাগ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, রামচন্দ্র দত্ত।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, অক্ষয়কুমার সেন।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।
শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতি-কথা, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়।
সতী নাটক, মনোমোহন বসু।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্, কৃষ্ণমিশ্রযতি :
বিষ্ণুপুরাণম্।
বৃহৎ তন্ত্রসারঃ, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।
মহাভাগবতপুরাণম্।
মহাভারতম্।
শিবপুরাণম্।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।
শ্রীমদ্ভাগবতম্।
শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ, কবি জয়দেব।
শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন।

The Light of Asia, Sir Edwin Arnold.
India Revisited, ,, ,,
A History of Sanskrit Literature, H. N. Dasgupta (General Editor).
The Story of Calcutta Theatre, Dr. Sushil Kumar Mukherjee.
The Tudor Edition of William Shakespeare,
The Complete Works, Peter Alexander.

অনুসন্ধান, উদ্বোধন, তত্ত্বমঞ্জরী, নাট্যমন্দির, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, মজ্‌লিস্, রূপ ও রঙ্গ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রভৃতি।

The Amrita Bazar Patrika, The Englishman, The Hindoo Petriot, The Indian Daily News, The Reis & Rayyet, The Statesman etc.